প্রকাশক :

অশোক দাস
মঞ্জুষা
১৯৫।১ বি, বিধান সরণি
কলিকাতা-৭০০০০৬

মুদ্রক :

সতীশচন্দ্র সিকদার
বন্দনা ইম্প্রেশন প্রাইভেট লিমিটেড
৯এ, মনোমোহন বসু স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রথম সংস্করণ :

২০ জানুআরি, ১৯৬০

সূচীপত্র

ভূমিকা

১ঃ

প্রাচীন আচার্যেরা বলে গেছেন, গদ্য হচ্ছে লেখকের প্রতিভা-বিচারের নিকষ পাথর। নিকষে সোনা ঘষে তার মূল্য যাচাই করা হয়। তেমনি লেখক-প্রতিভার পরিমাপ করতে হলে তাঁর গদ্য রচনা বিশ্লেষণ করাই যুক্তিযুক্ত। কবিতার নানা ছদ্মবেশ আছে। ছন্দ, অলংকার, কল্পনা, আবেগ, ভাষার কারুকার্য প্রভৃতি কৌশলের ধূম্রজাল বিস্তার করে পাঠকের বুদ্ধিকে নিস্তেজ করে তার আবেগকে উন্মথিত করা যায়, এবং তার ফলে আবেগের প্রবাহে পাঠকের বুদ্ধির বাঁধ সহজেই ধসে পড়ে। কিন্তু বুদ্ধি যেখানে অতন্দ্র এবং শাণিত, চিন্তা যেখানে সতর্ক ও চক্ষুষ্মান, সেখানে বাক্যপ্রবন্ধে বাজি মাত করা যায় না। গদ্যের মধ্যে মানুষের বুদ্ধি ও মনন মুক্তি পায়, গদ্যের সাহায্যেই একটা জাতি নিজেকে আবিষ্কার করতে পারে। একালের মননের ক্ষেত্রে গদ্যের হল চালনা করে সংস্কৃতির বীজ বপন করতে হয়। একাল প্রশ্নমনস্কতার যুগ। যৌক্তিক পারম্পর্য এ যুগের মানুষের প্রধান হাতিয়ার। গদ্যই কালের বাহন এবং কলারও পরিচায়ক। বাংলা গদ্যের ইতিবৃত্ত ও বিকাশের সঙ্গে যৎসামান্য পরিচিত হলেই সহজেই বোঝা যাবে যে, মধ্যযুগে যাবতীয় কবিকর্ম ও মননপ্রণালী পয়ার-লাচাড়ীর মধুর ছন্দে নির্বাহ হলেও উনিশ শতকের নবজাগ্রত বাঙালীর মানসিক জাগরণের জন্য গদ্যের প্রয়োজন হয়েছিল সর্বাধিক। আবেগে আমরা নিজেকে জানি, বুদ্ধি দিয়ে জানি অপরকে, বাইরের জগৎকে। তাই গত শতকে বাঙালী যখন পশ্চিম সমুদ্রতীরের লোনা জলের ঝাপটায় বিপযস্ত হয়ে পড়েছিল, তখন পায়ের তলার মাটি খুঁজবার জন্য তাকে গদ্যের লগি ভর করতে হয়েছিল। বলতে গেলে উনিশ শতকে মনের দিক থেকে বাঙালী যে সাবালকত্ব অর্জন করেছিল, তার বিকাশের জন্য তাকে প্রত্যাশা করতে হয়েছিল গদ্যের সহায়তা। বলা বাহুল্য সে প্রত্যাশা আশাতীতভাবেই পূর্ণ হয়েছে।

নানা উচ্চাবচ পথ পার হয়ে উনিশ শতকে বাংলা গদ্য যে সুদৃঢ় আকার-আয়তন লাভ করল, বাংলা সাহিত্য ও বাঙালীর জীবনে তা এক আশ্চর্য ব্যাপার। মলিয়রের (১৬২২-৭৩)[১] নাটকের (*Le' Bourgeois Gentil hommi*, 1670) একটি চরিত্রের মতোই সে বলতে পারত, এ তো ভারী আশ্চর্য

১. মলিয়রের প্রকৃত নাম—জাঁ বাপ্তিস্ত পকেলাঁ।

আমি সারাজীবন ধরে গদ্যই বলে চলেছি! অবশ্য গদ্য বলা আর গদ্যে লেখা এক ব্যাপার নয়। সে যাই হোক, বাংলা গদ্যে বাঙালীর মানসমুক্তি ঘটেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তা শুরু হয়েছে কলকাতাকে কেন্দ্র করে, এবং প্রধানতঃ ১৮১৪ সালের পর থেকে। তখন রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩) কলকাতায় এসে স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করেছেন, ক্রমে ক্রমে নানা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন, এবং একাধিক গদ্য-পুস্তিকা প্রকাশ করে নিজেই সমাজে প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করেছেন। গদ্যলেখক হিসেবে তাঁর স্থান অনেক উঁচুতে। তাঁর আবির্ভাবের বেশ কিছু আগে রচিত বাংলা গদ্যের কিছু নমুনা সংগ্রহ করা গেছে যাতে বাংলা গদ্যের কুণ্ঠিত আত্মপ্রকাশের প্রথম প্রয়াস লক্ষ্য করা যাবে। এই প্রসঙ্গে আমরা পুরাতন ও বিস্মৃত চিত্রপটখানাকে একটু মেজেঘসে পরীক্ষা করে দেখব—বাংলা গদ্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাষাণ চত্বরে, শ্রীরামপুর মিশনের ছাপাখানায়, কেরী সাহেবের কলমের মুখে অথবা উক্ত কলেজের পণ্ডিত মুনশীদের লেখায় ভূমিষ্ঠ হয়েছিল কিনা।

২.

এদেশের গবেষক এবং বিদেশের কৌতূহলী পাঠক, সকলেরই ধারণা— 'Prior to the 19th century there was no literary prose in Bengali.' কিন্তু এ মন্তব্য আদৌ ঠিক নয়, তা পুরাতন বাংলা গদ্যের নমুনা থেকেই বোঝা যাবে। বাংলা গদ্যের অন্বয় ও বিন্যাসপদ্ধতি উনিশ শতকের অনেক আগেই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। এ বিষয়ে শিবরতন মিত্র যা বলেছিলেন (*Types of Early Bengali Prose*, Calcutta University, 1922) এখানে তার প্রাসঙ্গিক অংশটুকু উদ্ধৃত হল: 'There existed a considerable amount of Bengali prose writing long before the Serampore Missionaries or the Pandits of the Fort William College, or even Raja Rammohan Roy, in the early years of the nineteenth century, even dreamt of 'creating' a general prose style.'

একথা অবশ্যই যথার্থ যে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সবটাই ছন্দে গ্রথিত। আনুমানিক দশম শতাব্দী থেকে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত (২৩ জুন, ১৭৫৭), এমন কি তার পরেও বাংলা সাহিত্যে যা কিছু লেখা হয়েছে, পদাবলী, পাঁচালী, আখ্যান—সবই পয়ারছন্দে, কোথাও যৎকিঞ্চিৎ ঝুমুর ধরনের লোকছন্দ, কোথাও-

বা সংস্কৃত ধরনের মাত্রা ছন্দেই রচিত হয়েছে। এ-সমস্ত রচনার সবটাই কিছু আবেগধর্মী ও সংগীতময় নয়। ছন্দে লেখা হলেও মঙ্গলকাব্যের অনেকটা, চৈতন্যজীবনীর কিছু কিছু অংশ, বৈষ্ণব নিবন্ধ, তত্ত্বদর্শন এবং বৈষ্ণব সমাজ-সংক্রান্ত ছোটবড়ো রচনাগুলি গদ্যে রচিত হলে বোধহয় লেখকগণ অপেক্ষাকৃত অধিক স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতেন। কারণ এই সমস্ত রচনার অনেকটাই গদ্যাত্মক বিবৃতি। কিন্তু সেকালের লেখকেরা পয়ার ছন্দের সহায়তায় চৌদ্দ মাত্রার আট-ছয় বন্ধনে গদ্যঘেঁষা ব্যাপারও অবলীলাক্রমে বলে গেছেন। আসলে স্থিতিস্থাপক গুণের জন্যই পয়ার বোধহয় বিন্যাসের দিক থেকে গদ্যপঙ্‌ক্তির নিকট-আত্মীয়।

মহাভারতের কথা অমৃতসমান।
কাশীরাম দাস ভণে শুনে পুণ্যবান॥

এই পংক্তি দুটিকে গদ্যের মতো পড়া যায়। সেখানে কোন অতিরিক্ত sing-song গোছের সুরের বা টানের (drawl) প্রয়োজন হয় না। চৈতন্য-চরিতামৃত বা মঙ্গলকাব্যের (বিশেষতঃ ধর্মমঙ্গল) কোন কোন অংশ একেবারেই গদ্যগন্ধী, কিন্তু পয়ার-ত্রিপদীর কাঠামোয় দিব্যি চলে গেছে। আমার ধারণা, মধ্যযুগে বাংলা গদ্য সাহিত্যে ব্যবহৃত না হওয়ার কারণ, সেকালের লেখক সম্প্রদায় প্রথমতঃ মনে করতেন, সাহিত্য মানেই কাব্য এবং কাব্য মানেই ছন্দে গ্রথিত। দ্বিতীয়তঃ তাঁরা পয়ারের সাহায্যে যে-কোন ভাব ব্যক্ত করতে পারতেন, তা সে আবেগময় কাব্যই হোক, আর চিন্তাময় গদ্যই হোক। গদ্যবন্ধ তাঁরা যে জানতেন না তা মনে হয় না। কারণ এ যুগের অনেক গৌড়ীয় ও 'বঙ্গাল' কবি সংস্কৃতের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, এবং নিশ্চয় সংস্কৃত গদ্যরীতির ধরন-ধারণও জানতেন। সুতরাং বাংলা গদ্য যে একটা অদ্ভুত, উদ্ভট, কষ্টসাধ্য প্রকরণ, তা তাঁরা কখনোই মনে করতেন না। দু-একজন কবি তো পয়ারের সঙ্গে দু-চার ছত্র গদ্যও ব্যবহার করতেন। সপ্তদশ শতাব্দীর কবি রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র তাঁর 'শিবসঙ্গীত' (অর্থাৎ শিবায়ন) কাব্যের দু-চার স্থলে সহজ গদ্যও ব্যবহার করেছেন। যেমন—'অতঃপর তারা প্রভৃতি দেবতারা সকল শিবের করে প্রহেলিকা প্রবন্ধে গৌরীকে সমর্পণ করিয়া কথোপকাল পালন করিয়া হরকে ইঙ্গিত করিতেছেন, অবধান করহ।' সমাজে তখন কথকতার চলন ছিল। মনে হয় গদ্যে বিবৃত কথকতার আখ্যান শুনতে শুনতে সাধারণ শ্রোতার মনেও গদ্য ভাষার মৌখিক রূপটি ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠত। সুতরাং গদ্য-ভঙ্গিমা বাঙালীর কাছে কোনো যুগেই অনভ্যস্ত ব্যাপার ছিল না। অবশ্য খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে বাংলা গদ্যের কোন কলমবন্দী রূপ প্রত্যক্ষ করা যায় না।

তাবৎ আধুনিক ভারতীয় ভাষায় সাহিত্যক্ষেত্রে গদ্যের আবির্ভাব অনেক বলম্বিত হয়েছে। পূর্বভারতে ওড়িয়া ভাষায় লেখা পুরীমন্দিরে রক্ষিত 'মাদলা পাঞ্জী' (দ্বাদশ শতাব্দী) এবং আসামে অহোম রাজাদের বিবরণী 'বুরঞ্জি-'তে (সপ্তদশ শতাব্দী থেকে সংগৃহীত) গদ্যের ব্যবহার লক্ষ্য করা যাবে। এগুলি পারিবারিক ও বংশানুক্রমিক রাজবাড়ির ইতিহাস, গদ্যেই সংকলিত হয়েছিল। দাক্ষিণাত্যের খ্‌াজা বান্দা নওয়াজ গেসু-দরাজ (১৩২১-১৪২২) দক্ষিণী হিন্দী গদ্যে 'মিরাজুল আসিকিন' নামে যে গ্রন্থ লেখেন, তাতে প্রচুর আরবী-ফারসী শব্দ থাকলেও তার ঠাটটি হিন্দী গদ্যের। ষোড়শ শতাব্দীর দিকে হিন্দী ও ব্রজ্ ভাখার গদ্যে দু-একখানি ভক্তিগ্রন্থ লেখা হয়েছিল। কিন্তু হিন্দী গদ্য যথার্থ রূপ লাভ করে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। উনিশ শতকের গোড়া থেকে হিন্দী গদ্যে লেখা গ্রন্থাদি প্রচারিত হতে আরম্ভ করে। তার আগে যোগ-বাশিষ্ঠ রামায়ণ, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত হিন্দী গদ্য অনুবাদ রচিত হয়েছিল, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে এই গদ্য পুঁথিগুলি বিশেষ প্রচার লাভ করেনি। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে মারাঠী গদ্যে ঐতিহাসিক ঘটনা ('বাখর') লিপিবদ্ধ হতে শুরু করেছিল। কিন্তু যথার্থ গদ্যরীতি মারাঠী ভাষায় ব্যবহৃত হয় উনিশ শতকের গোড়ার দিকে। গুজরাটী সাহিত্যেও খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী থেকে অপরিণত গদ্যে ও গদ্যপদ্যে 'কথা' অর্থাৎ গল্পকাহিনী লেখা হয়েছিল। শৈব শাখার কোন কোন লেখক কন্নড গদ্যে যা লিখেছিলেন তা খুবই প্রাচীন। কিন্তু বাংলা গদ্যের যে নমুনা পাওয়া গেছে তা ষোড়শ শতাব্দীর ঊর্ধ্বে যেতে পারে না।

কেউ কেউ প্রাচীনতম বাংলা গদ্যের নমুনা পেয়েছেন রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণে। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য, অর্বাচীন কালে রামাই পণ্ডিতের নামের আড়ালে অর্ধশিক্ষিত লেখকের রচিত অসম্বদ্ধ বাক্যসমষ্টিই শূন্যপুরাণ। তাতে ত্রুটিপূর্ণ পয়ারবন্ধন আছে, যা কারো কারো কাছে বাংলা গদ্যের আদিরূপ বলে মনে হয়েছে। কিন্তু তাতে গদ্যের পদবিন্যাস একেবারেই নেই। ভাঙা, অসম্পূর্ণ, এলোমেলো পয়ারপঙ্‌ক্তিকে গদ্যচ্ছন্দ বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু একটু অবহিত হলেই দেখা যাবে, এর সুরে পয়ারের টানই আছে, গদ্যের মতো ভাবযতি (sense pause) নেই। বাংলা গদ্যের উৎস আলোচনা প্রসঙ্গে শূন্যপুরাণের নজির পরিত্যাগ করাই ভালো।

পুরাতন বাংলা গদ্যের নমুনা সংগ্রহ ব্যাপারে দেখা গেছে যে, আব্রাহাম জর্জ গ্রিয়ার্সন (*Linguistic Survey of India, 1889-1904*), দীনেশচন্দ্র সেন (বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়, ২য় খণ্ড), সুশীলকুমার দে *Bengali*

Literature in the Nineteenth Century, (Calcutta University, 1919), শিবরতন মিত্র (*Types of Early Bengali Prose*, C.U. 1922), সুরেন্দ্রনাথ সেন ('প্রাচীন বাঙ্গালা পত্রসংকলন', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২), পঞ্চানন মণ্ডল (চিঠিপত্রে সমাজচিত্র, ১ম-৩য় খণ্ড, বিশ্বভারতী), সজনীকান্ত দাস ('বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস—১৯৪৬, চিরায়ত সংস্করণ—১৯৭৫) সুকুমার সেন ('বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য', প্রথম সংস্করণ—১৯৩৪, দ্বিতীয় পুনর্লিখিত সংস্করণ —১৯৪১) এবং আরও অনেকে পুরাতন বাংলা গদ্যের নানা আলোচনা করেছেন। কেউ কেউ দুর্লভ তথ্য উদ্ধার করে গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনার পথ সুগম করে দিয়েছেন। তথ্যগত উপাদান হিসেবে উল্লেখ করা যায় রোমান-ক্যাথলিক পাদ্রীদের প্রচারপুস্তিকা, তত্ত্বালোচনা, বিতর্কিকা, উইলিয়ম কেরীর নেতৃত্বে পরিচালিত শ্রীরামপুর খ্রীস্টান মিশন থেকে মুদ্রিত নানা ধরনের বাংলা গদ্যগ্রন্থ এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত ও মুনশীদের রচিত কয়েকখানি পুস্তক-পুস্তিকা। এর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে ব্যাকরণ, অভিধান, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের রচনা, সহজিয়া বৈষ্ণবদের 'কড়চা', আয়ুর্বেদ ও দর্শনের অনুবাদ, দলিল-দস্তাবেজ, চিঠিপত্র প্রভৃতি। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত এই সমস্ত নমুনা বিচার করলে দেখা যাবে আজ থেকে প্রায় তিন-চারশ' বছর আগে থেকেই কাজকর্মে বাংলা গদ্যের যথেষ্ট ব্যবহার ছিল। তার পদবিন্যাসে কিছু ত্রুটি ছিল, তার বানান ও ব্যাকরণ ছিল স্বেচ্ছাচারী। আভিধানিক ও আরবী-ফারসী শব্দের বাহুল্য এ-গদ্যকে কোনোক্রমেই শিল্পের সীমায় উঠতে দেয়নি। সুতরাং একথা মেনে নিতেই হয় যে, উনিশ শতকের পূর্বে বাংলা গদ্যরীতি গড়ে ওঠেনি। কারণ তখনও গদ্যভাষা সাহিত্যকর্মে ততটা ব্যবহৃত হয়নি। তবে ষোড়শ-অষ্টাদশ শতকের গদ্যের নমুনাগুলি বিচার করলে দেখা যাবে, এইকালের মধ্যেই গদ্যভাষা বাঙালীর রসনা ছেড়ে লেখনীর মুখে নেমে এসেছে। তার ঠাট ছিল গুরুগম্ভীর সাধু-ভাষার, যদিও স্থানীয় উপভাষা থেকে বহু গ্রামীণ শব্দ এ গদ্যে প্রবেশের অবাধ অধিকার পেয়েছে। প্রমথ চৌধুরী বিশ্বাস করতেন, গাঙ্গেয় চলিত ভাষাই বাঙালীর গদ্যরচনার যথার্থ ভাষা হওয়া উচিত। সাধুভাষাটা জোর করে প্রক্ষিপ্ত, পণ্ডিতদের কারসাজি। কিন্তু ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে পাওয়া বাংলা গদ্যের নমুনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, সাধুরীতিই বাংলা গদ্যের মূল ভিত্তি। ভাগীরথী অঞ্চলের মৌখিক শিষ্ট ভাষা উনিশ শতকের পূর্বে গদ্য রচনায় ক্বচিৎ পাওয়া যায়। দীর্ঘ দিন ধরে ব্যবহৃত গদ্যরীতিই মৃত্যুঞ্জয়, রামমোহন, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (সাময়িক পত্রের

সম্পাদকীয় নিবন্ধ), অক্ষয়কুমার দত্ত এবং বিদ্যাসাগরের লেখনী পরিচালনায় সর্বজনব্যবহার্য শিষ্ট সাধু গদ্যরীতি আত্মপ্রকাশ করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ('সবুজপত্র' প্রকাশের আগেকার গদ্য), শরৎচন্দ্রাদি প্রধান লেখকগণও মূলতঃ সাধুভাষার লেখক। তাকে কৃত্রিম, পণ্ডিতী, 'দুঃসাধ্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুর্দান্ত সিদ্ধান্ত', সমাস-সন্ধি-ব্যাকরণ-অভিধানের গুরুভার ন্যুব্জ—ইত্যাদি অপনাম দিয়ে নস্যাৎ করার চেষ্টা হলেও ইতিহাসের তথ্যকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। এইটি হচ্ছে বাংলা গদ্যের প্রথম লৈখিক নিদর্শন :

> লেখনং কার্য্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিবন্তরে বাঞ্ছা করি। অখন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত রহে। তোমার আমার কর্ত্তব্যে বার্দ্ধতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক। আমরা সেই উদ্যোগত আছি।

১৪৭৭ শক অর্থাৎ ১৫৫৫ খ্রীস্টাব্দে কুচবিহারের মহারাজ নরনারায়ণ অহোমরাজ চুকাম্‌ফা স্বর্গদেবকে এই পত্র লিখেছিলেন। এটি প্রথম মুদ্রিত হয় ১৯০১ সালের জুন মাসে 'আসামবন্তি' পত্রিকায়, তার পর বাংলা ১৩১৬ সালে উত্তরবঙ্গে গৌরীপুরে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনের কার্যবিবরণীতে এটি পুনর্মুদ্রিত হয়। দেখা যাচ্ছে ষোড়শ শতাব্দীতে বা তারও পূর্বে বাংলাদেশ ও প্রান্তীয় অঞ্চলের রাজকার্যাদিতে বাংলা গদ্যের বিশেষ ব্যবহার ছিল। এধারা অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চলে এসেছে। 'প্রাচীন বাঙ্গালা পত্রসঙ্কলন'-এর ভূমিকায় এবিষয়ে ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন স্পষ্টই স্বীকার করেছেন—'বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের তখন (অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দী) সৃষ্টি হয় নাই বলিলেও অন্যায় হয় না। কিন্তু তথাপি ভুটান, কুচবিহার, আসাম, মণিপুর ও কাছাড়ের নরপতিগণ এই ভাষায়ই পরস্পরের সহিত এবং ইংরাজ সরকারের সহিত পত্রালাপ করিতেন। বাঙ্গালাই যে তখন পূর্বোত্তর ভারতের রাষ্ট্রভাষা ছিল আমাদের সঙ্কলিত পত্রগুলি পাঠ করিলে তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না।' এ তো গেল ইতিহাসের কথা। আমরা বাংলা গদ্যের আদিতম নিদর্শন থেকেও তা অতি স্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করতে পারি। উক্ত পত্রটির চেয়ে প্রাচীনতর বাংলা গদ্যের নমুনা আমাদের হস্তগত হয়নি। তবু অনুমান করতে বাধা নেই, অনেক আগে থেকে বাংলা গদ্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কারণ এ ভাষা চার শ' বছরের পুরাতন হলেও এর অন্বয় পর্তুগীজ ও প্রোটেস্ট্যান্ট ইংরেজ মিশনারীদের মতো বিপর্যস্ত নয়, এমন কি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অনেক লেখকের চেয়ে এভাষা সহজ ও স্বাভাবিক। 'প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত

রহে' এবং তা 'পুষ্পিত ফলিত' হবে রূপক অলংকারের চমৎকার প্রয়োগের দ্বারা এটি সুন্দর হয়েছে। আমার মনে হয়, যে-চিঠির ভাষায় এমন পরিচ্ছন্ন অলংকার প্রযুক্ত হতে পারে, সে ভাষাই প্রথম দৃষ্টান্ত নয়। কোন প্রাচীনতর নমুনা সংগ্রহ করতে না পারলেও একথা মনে করা যেতে পারে যে, পঞ্চদশ শতাব্দীতেও নিশ্চয় এই ধরনের গদ্য চিঠিপত্র সমাজে প্রচলিত ছিল। এতে আরবী-ফরাসী শব্দের চিহ্ন নেই, ভঙ্গিমা সাধু ছাঁদের, 'কুশল নিরন্তর বাঞ্ছা করি', 'সন্তোষসম্পাদক পত্রাপত্রি' ইত্যাদি বাগ্‌ভঙ্গিমা উনিশ শতকে ব্যবহৃত হলেও বেমানান হত না।

১৬৩১ খ্রীস্টাব্দে গৌহাটীর ফৌজদার নবাব আলেয়ার খাঁকে লেখা কোনো-এক অসমীয়া রাজার চিঠিটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সাধু ভাষায় রচিত। একটু দৃষ্টান্ত :

> স্বস্তি বিবিধ গুণগাম্ভীর্য্য পয়মোদর শ্রীযুক্ত নবাব আলেয়ার খাঁ মহাশয়েষু। সস্নেহ লিখনং কার্য্যঞ্চ আগে। এথা কুশল। তোমার কুশল সততে চাহি। পরং সমাচার পত্র এহি। এথন তোমার উকিল পত্র সহিত আসিয়া আমার স্থানে পঁহুছিল। আমিও প্রীতিপ্রণয়পূর্ব্বক জ্ঞাত হইলাম। আর তুমি যে লিখিয়াছ তোমার উত্তম পত্র আসিতে আমার কিশ্চিৎ মনস্বিতা না রহে এযে তোমার ভালাই দৌলত। অতএব আমিও পরম আহ্লাদরূপে জানিতে চাহো তোমার আমার অদ্বয়ভাব প্রীতি ঘটিলে মনমাফিক সন্তোষ কি কারণ না হইবেক।

—এই উদ্ধৃতিটিও কি দুর্বোধ্য ও শিথিল অন্বয়যুক্ত বাক্যপরম্পরার সমষ্টি? মাত্র তিনটি ইসলামি শব্দ (উকিল, দৌলত, মাফিক) ছাড়া এখানে আর কোন বিদেশী শব্দ নেই। 'মনস্বিতা না রহে' এবং 'জানিতে চাহো' ছাড়া আর কোন পুরাতন ধরনের প্রয়োগও নেই। বাক্যবিন্যাস ও পদের অন্বয় পরবর্তীকালের গদ্যের সহজ আত্মীয়তা দাবি করতে পারে।

৩.

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে লেখা যেসমস্ত চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, আবেদন পত্র, মামলা-মোকদ্দমা-সংক্রান্ত কাগজ, বৈষ্ণব কড়চা ও অন্যান্য ছোট-খাটো রচনায় বাংলা গদ্যের যে নমুনা পাওয়া যায় তাতে জড়তা, শিথিলতা ও জটিলতা অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। মামলা-মোকদ্দমা ও চুক্তিপত্রে আরবী-ফারসী শব্দ ঘেঁষা বাক্যপ্রণালী মুসলমান শাসনকর্তাদের প্রভাবেই সমাজে প্রচলিত হয়েছিল, ইংরেজ আমলেও সে প্রভাব বিশেষ হ্রাস পায়নি। আজও কি

আদালতি গদ্যে হাস্যকর বাগ্ভঙ্গিমা, আরবী-ফারসী শব্দের অকারণ বাড়াবাড়ি ও অপপ্রয়োগ লক্ষ করা যায় না? সেকালের চিঠিপত্রে ও দলিলে আরবী-ফারসী শব্দের বাহুল্য সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত হ্যালহেডের *The Grammar of the Bengal Language*-এ উল্লিখিত বাংলা গদ্যের দৃষ্টান্তস্বরূপ এই পত্রটিতে অনেকগুলি ইসলামি শব্দ আছে। যেমন:

গরিবনেওয়াজ শেলামত

আমার জমিদারি পরগনে কাকজোল তাহার দুই গ্রাম দরিয়াশীকিশ্তী হইয়াছে সেই দুই গ্রাম পয়শতী হইয়াছে চাকলে একবরপুরের শ্রীহরেকৃষ্ণ চৌধুরি আজ রায় জবরদস্তী দখল করিয়া ভোগ করিতেছে আমি মালগুজারির শরবরাহতে মারা পড়িতেছি উমেদওয়ার যে সরকার হইতে আমিন ও এক চোপদার সরজমিনেতে পহুচিয়া তোরফেনকে তলব দিয়া লইয়া আদালত করিয়া হকদারের হক দেলায়া দেন ইতি শন ১১৮৫ সাল তারিখ ১১ শ্রাবণ।

ফিদবি

জগতধির রায়

১৭৭৮ অব্দের পূর্বে লেখা এই চিঠি জমিদারি ও মামলা-মোকদ্দমা-সংক্রান্ত সুতরাং এতে আরবী-ফারসী শব্দের কিছু বাহুল্য থাকবেই। কিন্তু অন্বয়ের বিশেষ ত্রুটি নেই। ১৭৭১ সালে লেখা মহারাজ নন্দকুমারের চিঠিও উল্লেখযোগ্য:

প্রাণপ্রতিমেষু পরম শুভাশীর্ব্বাদশিবঞ্চ বিশেষ:

তোমার মঙ্গল সর্ব্বদা বাসনা করনক অত্র কুশল পরন্তু ২৫ তারিখের পত্র ২৭ রোজ রাত্রে পাইয়া সমাচার জানিলাম শ্রীযুত ফেতরত আলি খাঁ এর এখানে আইশনের সম্বাদ জে লিখিয়াছিলে এতক্ষণ তক পঁহুছেন নাই পঁহুছিলেই জানা যাইবেক শ্রীযুত রায় জগতচন্দ্র বিমরোজের পর বাটী হইতে আসিয়াছেন যেমত২ কুচেষ্টা পাইতেছেন তাহা জানাই গেল তিনি যথা২ জাউন ফলত কার্য্যের ধারাতেই বুঝিবেন পষ্ট হইয়া আপনারি মন্দ করিতেছেন সে সকল লোকেও অবশ্য বুঝিবেক।

—এ ভাষা প্রায় উনিশ শতকের কাছাকাছি এসে পড়েছে। দীনেশচন্দ্র 'ভাষা পরিচ্ছেদ'-এর অনুবাদ থেকে যে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন ('বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়', ২য়) তার রচনাকাল নির্দিষ্টভাবে জানা যায় না, অনুমান অষ্টাদশ শতাব্দীর কাছাকাছি হতে পারে। সেটির সারল্যই এখানে উদ্ধৃতি দাবি করছে:

গোতমমুনিকে শিষ্যসকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমারদিগের মুক্তি কি প্রকারে হয় তাহা কৃপা করিয়া বলহ। তাহাতে গোতম উত্তর কহিতেছেন তাবৎ পদার্থ জানিলেই মুক্তি হয়। তাহাতে শিষ্যেরা সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন পদার্থ কতো। তাহাতে গোতম কহিতেছেন। পদার্থ সপ্ত প্রকার। দ্রব্য গুণ কর্ম সামান্য বিশেষ সমবায় অভাব। তাহার মধ্যে দ্রব্য নয় প্রকার।

—এভাষা পরিচ্ছন্ন, সরল ও পরবর্তী কালের বাংলা গদ্যের সহোদর। ন্যায়শাস্ত্রের অনুবাদে এটি আরও জটিল ও সংস্কৃতগন্ধী হতে পারত। কিন্তু এভাষার স্বাভাবিক পরিচ্ছন্নতা দেখলে কি মনে হবে যে, বাংলা গদ্য মূলতঃ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 'অবদান' ?

১১২৫ বঙ্গাব্দ (১৭১৮ খ্রী) এবং ১১৩৮ বঙ্গাব্দে (১৭৩১ খ্রীস্টাব্দ) সম্পাদিত দুখানি বৈষ্ণবমত-সম্পর্কিত দলিলের কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। রাধা কৃষ্ণের স্বকীয়া (নিজের স্ত্রী) না পরকীয়া নায়িকা (পরস্ত্রী) তাই নিয়ে বৈষ্ণবসমাজে কিছু বিরোধ ছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় অর্থাৎ চৈতন্যপন্থী সম্প্রদায় রাধাকে কৃষ্ণের পরকীয়া নায়িকা বলে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু উত্তর ও পশ্চিম ভারতের, বিশেষতঃ বৃন্দাবনধামের একদল বৈষ্ণব রাধাকে কৃষ্ণের স্বকীয়া নায়িকা বলে মনে করতেন। অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় এই ব্যাপার নিয়ে বাঙালী ও বৃন্দাবনের বৈষ্ণব সমাজের মধ্যে তত্ত্বগত কিছু বিরোধ ঘটেছিল। কৃষ্ণদেব শর্মা নামক একজন স্বকীয়াপন্থী বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ বৃন্দাবন থেকে গৌড়দেশে আসেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের পরকীয়া মতবাদ খণ্ডন করতে। কিন্তু তিনি তর্ক ও তত্ত্ববিচারে বাঙালী বৈষ্ণবদের কাছে পরাভূত হন এবং রাধা কৃষ্ণের পরকীয়া নায়িকা, এই মত মেনে নিয়ে 'অজয়পত্র' লিখে দেন। বৈষ্ণব পণ্ডিতদের সভায় সেই মর্মে একটি দলিল প্রস্তুত হয়। ব্যাপারটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, পাছে কোনো গোলমাল বা কারচুপি হয়, সেই জন্য মুসলমান ফৌজদারও সে বিচারসভায় উপস্থিত ছিলেন। বিচারে হেরে গিয়ে কৃষ্ণদেব স্বীকার করেন :

এই পত্রে শ্রীকৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্য অজয়পত্রমিদং স্বকীয় ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে জয়নগর হইতে শ্রীযুক্ত সেওায় জয়সিংহ মহারাজার মোকান হইতে স্বকীয় ধর্ম্মে পরওয়ানা লইয়া গৌড়মণ্ডলে স্বকীয় ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে আসিয়াছিলাম এবং শ্রীযুক্ত পাতশাহ হুকুমমত তৈলাতী লোক সঙ্গে করিয়া গৌড়মণ্ডলে সর্ব্বশুদ্ধা স্বকীয় সিদ্ধান্তের জয়পত্র লইয়া আসিয়াছিলাম মালিহাটি মোকামে তোমার নিকট স্বকীয় পরকীয় ধর্ম্মবিচার অনেক মত

করিলাম এবং শ্রীমৎ ভাগবত এবং পুরাণ এবং শ্রীশ্রী৵গোস্বামীদিগের ভক্তিশাস্ত্র লইয়া সিদ্ধান্ত মতে স্বকীয় ধর্ম্মের স্থাপন হইল না ইহাতে পরাভূত হইয়া অজয়পত্র লিখিয়া দিলাম এবং শিষ্য হইলাম। ইতি সন ১১৩৭ সাল নি বাং সন ১১৩৮ সাল মাহ বৈশাখ।

—এটি ১৭৩১ খ্রীঃ অব্দে রচিত গদ্যের দৃষ্টান্ত। যথাস্থানে বিরামচিহ্ন প্রয়োগ করলে দেখা যাবে, এটি প্রায় আধুনিক কালের সাধুভাষার মতো। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলা গদ্যে লেখা সহজিয়া ধর্ম-সংক্রান্ত অনেকগুলি বাংলা পুঁথি পাওয়া গেছে। তার ভাষা অত্যন্ত সহজ, অন্বয় স্বাভাবিক, বাগ্‌ভঙ্গিমা একালের মতো। ১৭৫০ খ্রীঃ অব্দে লেখা পুঁথি 'জ্ঞানাদি সাধনা'র ভাষাভঙ্গিমায় পুরাতন লক্ষণ প্রায় লোপ পেয়ে গেছে। বিষয়টি তত্ত্বমূলক ও দর্শনঘেঁষা, বহুস্থান নির্বস্তুক (abstract) ব্যাপারের ইঙ্গিতবহ। তখনও বাংলা গদ্যে রামমোহনের আবির্ভাব হয়নি। অথচ এভাষার গতি, ব্যবহারযোগ্যতা ও ভাবপ্রকাশের শক্তি বিস্ময়কর। দৃষ্টান্ত :

> অজ্ঞানী জীব কহেন আমার ঠাঞি পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ মিথ্যা। সাধু জিজ্ঞাসেন তুমি পূর্ব্বে শুনিয়াছিলায় পরমেশ্বরের মুখ হৈতে বেদাদি শাস্ত্র জন্মিয়াছে এবং সেই বেদাদি শাস্ত্র ধর্ম্ম-অধর্ম্ম করিয়াছে সেই বেদাদি শাস্ত্র মিথ্যা কি সত্য তাহা কহ। অজ্ঞানী জীব কহেন যখন আমার ঠাঞি পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ মিথ্যা হইয়াছেন তখন বুঝিলাম ঐ বেদাদি শাস্ত্র মিথ্যা হইয়াছে এবং বেদাদি শাস্ত্রের ধর্ম্ম-অধর্ম্ম মিথ্যা হইযাছে এবং ঐ শাস্ত্রেতেই লিখিয়াছেন যে ব্রাহ্মণাদির ধর্ম্মহ মিথ্যা এবং পিতৃমাতৃ আদিহ মিথ্যা এবং আমিহ মিথ্যা এবং আমার কথাহ মিথ্যা। এখন আপনার শ্রীমুখের কথা শুনিয়া আপনার শ্রীচরণ নিকটে আমি নিঃশব্দ হইলাম।

আমার মতে, এটি হচ্ছে সাধু গদ্যের 'দাঁড়া'। এই ভাষাই মৃত্যুঞ্জয়, রামমোহন, বিদ্যাসাগরের রচনায় কালোপযোগী রূপ ধারণ করে উনিশ শতকের চিন্তা ও রসসাহিত্যের উপযুক্ত বাহনে পরিণত হয়। যথাযথ বিরামচিহ্ন বসিয়ে দিলে এ ভাষাকে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের রচনা বলা যাবে। বরং বলা যেতে পারে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আইনসমূহের অনুবাদ এবং মিশনারী সম্প্রদায় ও তাঁদের ছায়াতলে রচিত বাংলা গদ্য অনেক সময়েই যথার্থ বাংলা গদ্যরীতির স্বরূপ ধরতে পারেনি। পরবর্ত্তীকালে বাইবেলের অনুবাদ শুধু অবাংলা নয়, অনেক স্থলে হাস্যকর। টমাসের অনুবাদ ('সোনার মাহিনা মির্ত্তু কিন্তু খোদার দিয়া

চির প্রমাই জিজছ ক্রাইস্ট হইতে।') অতি বিকট। গোলোকনাথ শর্মার কাছে তাঁর বাংলা শেখা যে কতটুকু এগিয়েছিল তা এই অনুবাদ থেকেই মালুম হবে। কেরীর বাইবেল অনুবাদ খুব সরল ও স্বাভাবিক না হলেও এর চেয়ে সহজ। একটু দৃষ্টান্ত:

> অতএব তোমরা এই মত প্রার্থনা করহ হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ তোমার নাম পুণ্য করিয়া মানা যাউক। তোমার রাজ্য আইসুক তোমার ইচ্ছা যেমত স্বর্গেতে সেই মতে পৃথিবীতে পালিত হউক। আমারদের দিবসিক আহার এই দিবসে দেও। ও যেমত আমরা আপনারদের দায়ীর-দিগকে ক্ষমা করিতেছি সেই মত আমারদের দাওয়া সকল ক্ষমা করহ। এবং আমারদিগকে পরীক্ষায় লওয়াইও না কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা করহ কেননা রাজত্ব ও পরাক্রম ও গৌরব তোমার সদা সর্ব্বক্ষণে আমেন।

অনুবাদে কেরী হোঁচট খেতে খেতে চলেছেন তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু এতে তাঁর বিশেষ দোষ ছিল না। ধর্মগ্রন্থের অনুবাদের ভাষা যথাসম্ভব আক্ষরিক হওয়া বাঞ্ছনীয়, তাতে অনুবাদকের স্বাধীনতা একেবারেই থাকে না। অনুবাদে বাইবেলী ঢং বজায় রাখতে গিয়ে কেরী ভুল করেছিলেন। সংস্কৃত রচনা বাংলায় হুবহু অনুবাদ করা যায়, কারণ একজন অপরের গোত্রেই জন্মগ্রহণ করেছে। কিন্তু অন্বয় ও বাক্যযোজনায় ইংরেজির সঙ্গে বাংলার কোনও প্রকার আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। সুতরাং বাইবেলের অনুবাদ আক্ষরিক হলে তা অতি বিসদৃশ হয়ে পড়ে, কেরীর মতো দক্ষ বাংলা লেখকও সে ত্রুটিমুক্ত নন। এখনও পর্যন্ত বাংলার পাদ্রীসম্প্রদায় এ ব্যাপারের প্রতি উদাসীন। তাঁরা যে বাংলায় বাইবেল অনুবাদ করেছেন, এখনও যা ধর্মান্তরিত বাঙালী খ্রীস্টান সমাজে প্রচলিত, তা কোনও ক্রমেই সুস্থ স্বাভাবিক বাংলা হয়ে ওঠেনি। আদালতী ও ইসলামী বাংলার মতো বাইবেলী বাংলাও বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রাঙ্গণে প্রবেশাধিকার পায়নি। গ্রেট ব্রিটেনে আধুনিক ইংরেজি গদ্যে বাইবেল নব কলেবর গ্রহণ করেছে। ১৬১১ খ্রীস্টাব্দে রাজা জেমসের নির্দেশে সংকলিত বাইবেলের *Authorized Version*-এর ভাষাও এই শতাব্দীতে যুগোপযোগী হয়ে উঠেছে। কিন্তু বাংলাদেশের ধর্ম্মযাজকগণ বাইবেলের বাংলা অনুবাদে এখনও শ্রীরামপুরী আদর্শ পুরো ছাড়তে পারেননি। কেরী অসাধারণ ভাষাভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁর জীবৎকালেই তাঁর অনূদিত বাইবেলের সাত-আটটি সংস্করণ হয়েছিল। কিন্তু ভাষার বিশেষ উন্নতি হয়নি। ধর্মগ্রন্থের ভাষাকে আক্ষরিক ও অবিকল অনুবাদ করতে গিয়েই শ্রীরামপুরের 'ভ্রাতৃগণ' ভুল করেছিলেন এবং এখনও সে

ভুলের ফসল বোনা চলেছে। কেরীর বাইবেলের ভাষা থেকে, ঈশ্বর গুপ্তের ভাষায়, 'সাহেব-সাহেব গন্ধ নির্গত হয়।'

৪.

বাংলায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মকর্তৃগণ ব্যবসাবাণিজ্য ও শাসনকার্য নির্বাহের জন্য আদালতের আইন ও শাসনসংক্রান্ত কিছু কিছু কার্যবিধি বাংলায় অনুবাদ করিয়েছিলেন। এর কিছু ফারসী আইনের তর্জমা, কিছু হিন্দু স্মৃতির অনুবাদ, কিছু-বা ইংরেজি আইনের ভাষান্তর। দেশীয় পণ্ডিতেরাও এই কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। জোনাথান ডানকান কৃত ইম্পে কোডের বাংলা অনুবাদ (১৭৮৫), নীল বেঞ্জামিন এডমনস্টোনের রেগুলেশনের অনুবাদ (১৭৯১) এবং ফরস্টারের অনুবাদ ('১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে শ্রীযুক্ত নবাব গবর্ণর বাহাদুরের হুজুর কৌনসেলের ১৭৯৩ সালের তাবৎ আইন। তাহা নবাব গবর্ণর বাহাদুরের হুজুর কৌনসেলের আজ্ঞাতে মুদ্রাঙ্কিত') নিতান্ত শাসনকার্যের সুবিধার জন্যই করা হয়েছিল। প্রয়োজনের তাডনায় স্বল্পজ্ঞ সাহেব কর্মচারীরা এই সব অনুবাদে হাত দিয়েছিলেন, অবশ্য দেশীয় পণ্ডিতদের সাহায্যও পেয়েছিলেন। কিন্তু ভাষা থেকে আড়ষ্ট ভাব ঘোচেনি এডমনস্টোনের নামে প্রচারিত আইনের অনুবাদ থেকে একটু নমুনা উদ্ধৃত হল :

> সকল ফেরকার লোককে রক্ষা করা হাকিমের কর্ত্তব্ব কর্ম্ম বিশেসত তাহাদিগে জাহারা সহজেই অত্যন্ত দুস্থ পেটার তালুকদারাম ও রায়ত লোক ও আর খেত আবাদ করণওয়ালা দিগের ভালর নিমিথ্যে রক্ষা করিবার নিমিথ্যে নবাব গবনর জানরেল বাহাদুর জথন মনাছেব বুঝেন আইন করিবেন।

—এ সমস্ত অনুবাদ দুর্বল, খঞ্জ ও অকারণে ফারসীঘেঁষা। বরং বাঙালী পণ্ডিতের অনুবাদ এর চেয়ে সরল এবং বাংলা ভাষার প্রকৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পুঁথিশালায় একজন বাঙালী পণ্ডিতের অনূদিত আইনের পুঁথি আছে (পুঁথি সংখ্যা ৪০৫২, ১৭৮৯ সালে অনূদিত)। সম্প্রতি সেটি ডক্টর অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হতে চলেছে। তার থেকে একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :

> সকল জেলার কালেক্টর সাহেবেরা আপনার দিগের কার্য্য চলনের রোজনামা অর্থাৎ প্রতিদিনের বিবরণ ইঙ্গরাজি কিম্বা পারসি অথবা বাঙ্গালা ভাসায় লিখাইয়া আপনারদিগের স্থানে রাখিবেন এবং জে সময় জে ব্যাপার করেন

তাহা তৎখনাতেই সেই রোজনামায় লেখাইয়া তাহাতে আপন২ দস্তখত করিবেন ইতি—

ফরস্টারের কর্নওয়ালিশ কোডের অনুবাদও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে—যদিও অন্বয় বন্ধন মোটামুটি বজায় আছে। যেমন :

হাকিমের উচিত জে ছোট বড সকল লোকের বিশেসতো দুস্থ ও গরিব দিগের রক্ষা নিয়ত করেন অতয়েব ঐ শ্রীযুত সকল মফশ্বলী তালুকদার ও প্রজা প্রভৃতি চাসীলোক দিগের কল্যাণ কুশলের নিমিত্ত যে কালে যে আইন করণ উচিত জানেন সেকালে তাহাই নির্দ্দিষ্ট করেন…।

বিদেশী রাজকর্মচারীর পক্ষে অল্পসময়ের মধ্যে একটি বিদেশী ভাষায় যতটুকু জ্ঞান অর্জন সম্ভব তাঁরা ততটুকুই পেরেছিলেন, তাঁদের কাছ থেকে তার বেশী আশা করা যায় না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে লেখা ক্রয়-বিক্রয় পত্র, আত্মবিক্রয়-পত্র, দলিল-দস্তাবেজ—এ সবের ভাষায় কোথাও কোথাও অতিমাত্রায় আরবী-ফারসী শব্দবাহুল্য থাকলেও অন্বয়ের দিক থেকে তা এমন কিছু উদ্ভট নয়। ডঃ সুরেন্দ্র-নাথ সেন ('প্রাচীন বাঙ্গালা পত্রসঙ্কলন') এবং ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল ('চিঠিপত্রে সমাজচিত্র') এই ধরনের যে সমস্ত চিঠি সংগ্রহ ও প্রকাশ করেছেন তার থেকে দু-একটি নমুনা দেওয়া যাচ্ছে :

১. শ্রীমুচিরাম চঙ্গ তস্য স্ত্রী শ্রীমতী তপা তস্য পুত্র শ্রীপঞ্চা চঙ্গ ও শ্রীবারু চঙ্গ ও শ্রীরঞ্জিত চঙ্গ কন্যা শ্রীমতী কালিন্দিবালা আপ্ত বিক্রয় পত্রমিদং কার্যাঞ্চাগে আমরা সপরিবারে অন্নরিণ উপহতি ক্রেমে নগদ মূল্য তোমার স্থানে ১১ এগার রূপাইয়া স্বইচ্ছা পূর্ব্বক আপ্তবিক্রয় হইলাম তোমার পুত্র পৌত্র আদি ক্রেমে আমার পুত্র পৌত্র আদি ক্রেমে গোলামি করিব এহি করারে আপ্তবিক্রয় পত্র দিলাম ইতি সন ১১৩৪ চৌত্রিশ তেরিখ ১৬ ফাল্গুন

২. শ্রীলালা গুরুদাস রায় অওলাদে শ্রীযুত মহারাজ নন্দকুমার রায় ইবনে পদ্মনাভ রায় সচ্চরিত্রেষু লিখিতং শ্রীচারু বেওয়া অওলাদে তীতু গোপ ইবনে গঙ্গারাম গোপ বন্দা আটীবি পত্র মিদং সন ১১৭৭ এগার শত সাতাত্তরি অব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চ আগে অকালে অন্নাভাবে মরি মহাশয়ের নিকট আত্ম বিক্রয় হইলাম ভরণ পোষণ করিয়া দাস্থে দাখিল করিবেন একরার বিকাইলাম ইহাতে পলাইয়া যাই ধরিয়া আনিয়া শাস্তি করিবেন এতদর্থে বান্দা

আটাবি পত্র দিলাম ইতি সন সদর বতারিখ ৫ জমা দিলৌন মোতাবেক ১৪ই ভাদ্র।

৩. যে ওয়াল সাহেব জবরদস্তী করিয়া তাতিলোককে কাপড় বুনিতে দেয় না মুচলেকা লইয়াছেন সেওয়ায় ইঙ্গরেজের কোম্পানি আর কোন মহাজনের কাপড় বুনিতে পারিবে না ইহাতে তাতী লোক আমাদের কাপড় বুনিতে রাজী জদি ছাপীয়া আমারদিগের কাপড় কেহ বোনে তাহা ছেনাইয়া লন এবং মারপিট করেন ইহাতে আমারদিগের কল বন্ধ হইয়াছে—জাহাতে কাজ চলে এমন তদারক করিতে হুকুম হয়···

৪. সেবক শ্রীদেবনাথ মিত্রস্য প্রণামা সতকোটী নিবেদনঞ্চ। আগে মহাসএর শ্রীচরণ শুভানুধ্যানে এ নফরের সমস্ত মঙ্গল পরে মহাশএর স্বরির গতিক ভাল আছেন স্বুনিঞা প্রাণ পাইলাম ১৭ ভাদ্র গ্রহনে একটি সিব স্থাপন বাটীতে করিব বাসনা করিয়া বাটী জাইব মহাশয় অধিষ্ঠান হইলেই কৃয়াটী হয় অতেব নিবেদন অনুগ্রহ করিয়া অশ্বপাডায় বাটী একবার আগমন হইবেক···।

এখানে যেসমস্ত চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, চুক্তিপত্র উল্লেখ করা হয়েছে তার ভাষায় লেখকের মনোভাব সহজেই প্রকাশিত হতে পেরেছে তাতে সন্দেহ নেই। আরবী-ফারসী শব্দের কিছু বাহুল্য, ভুল বানান, বিরামচিহ্নের অনুপস্থিত প্রভৃতি ছোটখাটো ত্রুটি থাকলেও বোধগম্যতা ও স্বাভাবিকতার দিক থেকে এ ভাষা আধুনিক গদ্যেরই পূর্বপুরুষ। তবে সূক্ষ্মতর সাহিত্যরূপ এর কোথাও নেই, তার সুযোগও ছিল না। নিতান্ত প্রয়োজনের তাড়নায় পেশাদারী লেখকদের দিয়ে লিখিয়ে-নেওয়া এই সমস্ত চিঠিপত্র ও দলিলে ভাবপ্রকাশক্ষম ভাষা সৃষ্টি হতে পেরেছে কিনা এইটুকুই দেখা প্রয়োজন। সে দিক থেকে দেখলে এ ভাষাকে নিন্দা করা যাবে না। এর অন্বয়বন্ধন ঠিক আছে, এই রীতি তিন-চার শ' বছর আগে থেকেই চলে আসছিল। অথচ যাকে সাহিত্যের গদ্য বলে, অর্থাৎ যাতে কল্পনার খেলা, ভাষা ও শব্দযোজনায় সুর ও ঝংকার সৃষ্টি হয়, অল্পস্বল্প চিত্রকল্পের ব্যবহার এবং পরিচ্ছন্ন বর্ণনারীতি লক্ষ্য করা যায়, তা উনিশ শতকের পূর্বে বাংলা গদ্যে দেখা যায়নি। কারণ তখনও ছন্দই ছিল সাহিত্যের ভাষা, আর গদ্য ছিল কাজের ভাষা, আটপৌরে, কাটাছাঁটা। কিন্তু এই যুগে রচিত বলে যে অংশটুকু ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ব্রিটিশ মিউজিয়ম থেকে উদ্ধার করেছেন ('৺মহারাজ বিক্রমাদিত্য চরিত্র', সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত

'ব্রিটিশ মিউজিয়মের কাগজপত্র', ১৩২৯ সাল), তার মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ সাহিত্যের রস পাওয়া যায়। যেমন:

> সাং অবন্তিকে মোং ভোজপুর শ্রীযুত ভোজরাজা তাহার কন্যা নাম শ্রীমতি মৌনাবতি সোড়ষ বরিষ্যা বড সুন্দরি মুখ চন্দ্র তুল্য কেশ মেঘের রঙ্গ চক্ষু আকর্ন্ন পর্য্যন্ত যুগ্ম্য ভ্রূর ধনুকের ন্যেয়ায় রক্তিম বর্ন্ন হস্ত পদ্মের মৃণাল স্তন দাড়িম্বফল রূপলাবণ্য বিদ্যুৎছটা তার তুলনা আর নাঞী এমন সুন্দরি সে কন্যার বিবাহ হয় নাঞী। কন্যা পন করিয়াছে রাত্রের মধ্যে জে কথা কহাইতে পারিবেক তাহাকে আমি বিভা করিব।

—এখানে ব্যাকরণ ও বানানের নানা ত্রুটি থাকলেও এর অঙ্গে কিছু লাবণ্য সঞ্চারিত হয়েছে তা সতর্ক পাঠকের চোখে পড়বে। ছত্রগুলির অজ্ঞাতনামা লেখক শুধু গল্প জমাতে চেয়েছেন, তাই এ ভাষায় বিবৃতির অতিরিক্ত রূপনির্মিতির ব্যঞ্জনা ইঙ্গিতে ফুটে উঠেছে। এ রকম দৃষ্টান্ত মাত্র একটিই পাওয়া গেছে।

শিবরতন মিত্র তাঁর সংকলনে (*Types of Early Bengali Prose*) কথকতার পুঁথি থেকে যে দুটি উল্লেখ করেছেন, তার রচনাকাল জানা যায় না। এ ভাষায় সংস্কৃত বাগ্‌ভঙ্গিমা ও কলাকৌশলের কিছু দৌরাত্ম্য আছে কিন্তু কথকতার উৎকট আতিশয্য থাকলেও অন্বয়বন্ধন বেশ ঘনত্ব লাভ করেছে। একটু দৃষ্টান্ত:

> পুণ্যবান দানবান জ্ঞানবান ধনবান কলাবান কুলবান শিলবান কালবান বলবান রূপবান কৃপাবান কলাপবান ক্রিয়াবান মায়াবান ভোগবান ভগবান যোগবান লক্ষ্মিবান বিদ্যাবান সত্যবান দয়াবান এবম্ভূত রাজার প্রতাপে সপ্ত সাগর পর্য্যন্ত আন্দোলয়মান অতি চমৎকৃত গড়ে পরিপূর্ণ রঙ্গধূলি অঙ্গে লেপনকে করে বাহু আস্ফালনেতে পর্ব্বত সকল চূর্ণায়মান করিতেছেন। পশ্চাতে ঢালি সকলেতে লম্ফ ঝম্ফ খড়্গাবলম্বন পূর্ব্বক মাম্মার শব্দ উচ্চারণ করে গগনকে করিতেছেন ও খড়্গি চর্ম্মি রক্ষি রথী শূলি ত্রিশূলি ধারি পুরবর্ত্তী নানা অস্ত্র ধারণকে করে অন্য সকল গমন করিতেছেন।

কথকতায় সাধারণতঃ যে ধরনের বাক্যবিন্যাস ও শব্দগ্রন্থন প্রয়োজন এখানে তার চূড়ান্ত করা হয়েছে যার কিছু কিছু একালের পাঠকের কাছে বিরক্তিজনক মনে হবে। এর ভাষা বিন্যাস ও শব্দযোজনায় কিছু অনভ্যস্ততা আছে। তবু এই দৃষ্টান্ত থেকে মনে হচ্ছে বাংলা গদ্যের ক্লাসিক ছাঁদটি কথকঠাকুরদের

বর্ণনায় প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল। এই রীতি 'রাজাবলি' ও 'প্রবোধচন্দ্রিকা'য় মৃত্যুঞ্জয় অপেক্ষাকৃত দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন, যদিও তাঁরও অনেক মুদ্রাদোষ ছিল।

এখানে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর গদ্যের যৎসামান্য নমুনা দেওয়া গেল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর আর এক ধরনের গদ্যের আলোচনা এখনও বাকি আছে। একে রোমান ক্যাথলিক পাদ্রীদের গদ্য-চর্চা বলা যেতে পারে। আমরা এই সংকলনের গোড়াতে দোম আন্তোনিও দো রোজারিও রচিত 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' এবং মানোএল দা আস্‌সুম্পসাঁও রচিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' (*Crepar Xaxtrer Arth, Bhed*) থেকে অনেকটা দৃষ্টান্ত দিয়েছি। পাঠকগণ তা থেকেই পর্তুগীজ বাংলা গদ্যের স্বরূপ বুঝতে পারবেন। তাই এখানে আমরা সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব না। কিন্তু এখানে এই সম্পর্কে আরও কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য আছে যা আমাদের জানা উচিত।

৫.

আমরা ষোড়শ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত কিছু কিছু গদ্যের নমুনা উল্লেখ করে একটি কথাই বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার দু'শ বছর আগে থেকে বাঙালীসমাজে গদ্যরীতির প্রচলন ছিল, তবে তা ছিল কাজকর্মের ভাষা, কিন্তু পরিচ্ছন্ন ও স্বাভাবিক। কোন শিল্পী বা রসিক লেখকের হাতে পড়লে কাজের ভাষাই শিল্পের ভাষা হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু সেকালের রেওয়াজ মতো ছন্দই ছিল সাহিত্যের একমাত্র ভাষা, সেইজন্য সাহিত্যযশঃপ্রার্থী কোন লেখক গদ্যরীতিতে সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজন বোধ করেননি। তাই এই দু'শ বছরের মধ্যে বৈষ্ণবদের লেখা কড়চা জাতীয় দু-একখানি পুঁথি, তীর্থ পরিক্রমা ও সংস্কৃত শাস্ত্রাদির যৎকিঞ্চিৎ অনুবাদ পাওয়া গেলেও বড়োমাপের কোন গ্রন্থ এ যুগে রচিত হয়েছিল বলে মনে হয় না। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশক থেকে পর্তুগীজ রোমান ক্যাথলিক পাদ্রীগণ খ্রীস্টান ধর্মপ্রচার ও ধর্মান্তরীকরণের অভিপ্রায়ে অত্যন্ত পরিশ্রমের দ্বারা বাংলা গদ্য আয়ত্ত করেন এবং এই বাংলা গদ্যে প্রচারপুস্তিকা, প্রার্থনাপুস্তক ও ব্যাকরণ-অভিধান সংকলন করে পর্তুগীজ ধর্মযাজকদের বাংলা ভাষা শিখবার পথ সহজ করে দেন।

ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে, ষোড়শ শতাব্দীর গোড়া থেকেই কোন কোন পর্তুগীজ বণিক বাংলাদেশে আসতে আরম্ভ করেছিলেন। জন সিলভেইরা নামে

একজন পর্তুগীজ ১৫১৭ খ্রীঃ অব্দে সর্বপ্রথম বাংলাদেশে পদার্পণ করেন এবং এদেশের উৎপন্ন বাণিজ্যদ্রব্য, ভাষা ও আচারপদ্ধতি সম্বন্ধে ওপর-ওপর জ্ঞান সংগ্রহ করেন। ফাদার মার্কস আন্তোনিও সান্তচি নামে এক পর্তুগীজ পাদ্রী ১৬৮৩ খ্রীস্টাব্দে গোয়া থেকে লিখেছিলেন, বাংলাদেশের ফাদারগণ এই সময়ের মধ্যে উত্তমরূপে বাংলা ভাষা শিক্ষা করে ছিলেন, বাংলা অভিধান সংকলন, ব্যাকরণ রচনা প্রার্থনাপুস্তক ও খ্রীস্টান ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে (*Doutrina Christa*) বাংলা ভাষায় ছোট ছোট পুস্তিকাও লিখেছিলেন। কিন্তু এ সব পুস্তক-পুস্তিকার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। ষোড়শ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগে ফারনান্দেজ এবং দোমিনিক-দে-সুজা নামে দু'জন পর্তুগীজ পাদ্রী রোমান ক্যাথলিক খ্রীস্টানধর্মের মূলতত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরমূলক পুস্তিকা রচনা করেছিলেন। এর কোনোখানিই মুদ্রিত হয়নি, সম্ভবতঃ পাণ্ডুলিপির আকারেই এগুলি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ১৭২৩ খ্রীঃ অব্দে ফাদার বারবিয়ার ধর্মতত্ত্ব-সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর মূলক বাংলা পুস্তিকা লিখেছিলেন, কিন্তু তারও কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। 'ব্রাহ্মণ-রোমানক্যাথলিক সংবাদ'-এর সম্পাদক ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন বলেছেন যে, ১৫৯৯ থেকে ১৭৩৫ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে পর্তুগীজ রোমানক্যাথলিক পাদ্রীরা এই ধরনের অনেক বাংলা পুস্তিকা রচনা করেছিলেন। অবশ্য এর প্রায় কোনোখানিই ছাপা হয়নি, এবং পাণ্ডুলিপিগুলি বিনষ্ট হয়ে গেছে। বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসের সৌভাগ্য যে এই সম্প্রদায়ের দু'খানি প্রচারপুস্তিকা ('ব্রাহ্মণ-রোমানক্যাথলিক সংবাদ' এবং 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ') এবং একখানি শব্দতালিকা ও ব্যাকরণ ('*Vocabulario em Idioma. E Portuguez*') বিনাশের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। এই সংকলনের প্রথমেই আমরা এই দুটি প্রচারপুস্তিকার পুনর্মুদ্রণ প্রকাশ করেছি।

প্রাপ্ত উপকরণ এবং অন্যান্য প্রদেশে পর্তুগীজ শাসনের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে, ভারতের উপকূলভাগে শাসন ও বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করেই পর্তুগীজ বণিকেরা নিশ্চেষ্ট ছিলেন না, 'জেন্টু'-দের 'সিদ্ধিমাতা ধর্মঘরে' নিয়ে যাবার জন্য তাঁরা প্রভূত চেষ্টা করেছেন—অবশ্য পাদ্রিদের সহায়তায়। এই সময় থেকেই ধর্মান্তরীকরণ চলেছে, ফলে বর্ণসংকর সমাজ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তাদের ভারতীয় সমাজ গ্রহণ করেনি, তারা 'মেটে ফিরিঙ্গী' নাম নিয়ে বৃহৎ ভারতীয় সমাজের একপ্রান্তে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করেছে। কিছু কিছু শব্দ, আমোদ-প্রমোদের দু-চারটি উপকরণ, তৈজসপত্রাদি ভিন্ন তারা ভারতীয় সংস্কৃতিতে বিশেষ কোন সাংস্কৃতিক উপাদান সৃষ্টি করেনি। গোয়া ভিন্ন ভারতের অন্য কোন

অঞ্চলে তাদের প্রচারকেন্দ্র দৃঢ়ত্ব ও স্থায়িত্ব লাভ করেনি। কিন্তু পর্তুগীজ পাদ্রীগণ এদেশের লোকজনের সঙ্গে মিশে গিয়ে ধর্মপ্রচারের সুব্যবস্থা করেছিলেন, ইংরেজ মিশনারীদের মতো শাসকের ঔপনিবেশিক ঔদ্ধত্য বশতঃ দূরে দূরে অবস্থান করেননি। পর্তুগীজ পাদ্রীগণ কানাড়ী ভাষায় সর্বপ্রথম অভিজ্ঞতা লাভ করেন এবং সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই কানাড়ী গদ্যে প্রচারপুস্তিকা লিখতে শুরু করেন, ব্যাকরণ ও অভিধান সংকলনেও তাঁদের দান স্বীকৃতির যোগ্য। ১৬৭৪ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে এই পাদ্রীগণ কানাড়ী ভাষায় অন্যূন পঞ্চাশখানি গ্রন্থ রচনা করেন, তার কিছু কিছু ছাপাও হয়েছিল, তার মধ্যে অনেকগুলি গদ্য পুস্তিকা ছিল। গোয়া দেশীয় ভাষাশিক্ষা ও প্রচারপুস্তিকা রচনার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। ইতালীয় ধর্মযাজক ফাদার লিয়োনার্দো সিন্নোমা সর্বপ্রথম কানাড়ী ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান রচনা করেন। উইলিয়ম কেরীও শ্রীরামপুর মিশন থেকে ১৮১৭ খ্রীঃ অব্দে 'A Grammar of the Karnataka Language' রচনা করেছিলেন। তামিল গদ্যগ্রন্থ রচনায় পর্তুগীজ পাদ্রীদের ও রোমানক্যাথলিক ধর্মযাজকদের সহযোগিতা লক্ষ্য করা যাবে। ১৫৭৯ খ্রীঃ অব্দে থেকেই মিশনারী সম্প্রদায় তামিল গদ্যে প্রচারপুস্তিকা রচনা ও মুদ্রিত করতে আরম্ভ করেন। কোন কোন চতুর পাদ্রী হিন্দুসমাজের সহানুভূতি লাভের জন্য হিন্দু সন্ন্যাসীর বেশ এবং নাম গ্রহণ করে প্রচারকর্মে নেমেছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে রোবার্টো দ্য নোবিলি নামে এক ইতালীয় ধর্মযাজক মাদুরায় খ্রীস্টানধর্মের কেন্দ্র স্থাপন করেন এবং 'তত্ত্ববোধস্বামী' নাম নিয়ে হিন্দু সন্ন্যাসীর গেরুয়া আলখাল্লা অঙ্গে ধারণ করে হিন্দুদের মধ্যে রোমানক্যাথলিক খ্রীস্টানধর্ম প্রচার শুরু করে দেন। জাইগেনবার্গ নামে আর একজন জর্মান মিশনারী ১৭০৬ খ্রীঃ অব্দে ট্রাংকোবারে মিশন স্থাপন করে তামিল ভাষার প্রাথমিক ব্যাকরণ রচনা করেন এবং তামিল গদ্যে বাইবেলের কিয়দংশ অনুবাদ করেন। কনস্ট্যান্টিনিয়াম বেস্‌চি নামে আর এক ইতালীয় ধর্মযাজক 'বিরাম মুনিবর' নাম নিয়ে হিন্দু সন্ন্যাসীর বেশে তামিলভাষী অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন, তামিলে বহু গদ্য পুস্তিকাও রচনা করেন। ফাদার স্টিভেন্‌স্ নামে এক ইংরেজ মিশনারী পর্তুগীজ পাদ্রীদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তামিল ভাষা শিক্ষা করেন এবং 'তেম্ববাণী' (বাইবেলের আখ্যান) এবং 'অবিবেকপূর্ণ-গুরুকথাই', 'তোন্নাল-বিলক্কম্' প্রভৃতি অনেক পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেন—সবই তামিল গদ্যে। বাংলাদেশেও এই রীতি অবলম্বিত হয়েছিল। অনেক পর্তুগীজ পাদ্রী দেশীয় সমাজে রোমান-ক্যাথলিক খ্রীস্টানধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলাগদ্যে ছোট ছোট প্রচারপুস্তিকা

লিখেছিলেন, দেশীয় লোকদের ভাষা বুঝবার জন্য ব্যাকরণ ও অভিধান সংকলন করেছিলেন। অবশ্য তার প্রায় সবগুলির শুধু নাম পাওয়া যায়, তাদের সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না।

আমাদের এই সংকলনের প্রথমে মুদ্রিত দু'টি রচনা সম্বন্ধে দু-এক কথা বলা যেতে পারে। প্রথমটি হচ্ছে দোম আন্তোনিও দো রোজারিও রচিত 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ'। লেখক সম্বন্ধে দু-একটি তথ্য প্রবেশকে দিয়েছি, আরও দু-এক কথা বলা যাক। এই বিতর্কপুস্তিকা ১৭২৬ খ্রীঃ অব্দের পূর্বে রচিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। আম্বোসিয়ো নামে এক পর্তুগীজ পাদ্রী তাঁর বিবরণীতে বলেছেন, ১৭২৬ খ্রীঃ অব্দে ঢাকার গির্জায় (শব্দটি পর্তুগীজ 'egreja' শব্দ থেকে উৎপন্ন) তিনি আন্তোনিওর উক্ত গ্রন্থখানির পুঁথি দেখেছিলেন ; পুঁথিটি বাংলায় লেখা, তার সঙ্গে পর্তুগীজ অনুবাদও ছিল। এই প্রমাণের বলে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, দোম আন্তোনিওর ঐ পুস্তিকা ১৭২৬ খ্রীঃ অব্দে বা তার পূর্বে রচিত হয়েছিল। গ্রন্থটিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশের সময় (১৯৩৮) সম্পাদক ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন এর নাম দেন 'ব্রাহ্মণ-রোমানক্যাথলিক সংবাদ'। এই নামেই এ গ্রন্থ পরিচিত হয়েছে। ঐ পুঁথি বা তার কোন নকল পর্তুগালের অ্যাভোরা শহরের গ্রন্থাগারে পাণ্ডুলিপির আকারেই রয়ে গেছে—যার থেকে ডক্টর সেন নকল করে আনেন। অ্যাভোরার পুঁথির নামপৃষ্ঠায় কোন নাম নেই, শুধু বিষয়বস্তুর বর্ণনা আছে 'Argumento e Disputa sobre a Ley entre hu Christao, ou Chatholo Romo, e hu bramene ou Me dos genitos, em q se mostra na lingua benga a falside da seita dos genitos, e a verdade infalivel da nossa Sta Fee Catholica em q so ha O camo da salvaceao eo Conhe da verdadra Ley de Do.' এর তাৎপর্য মোটামুটি এই—'জনৈক খ্রীস্টান অথবা রোমান ক্যাথলিক, ব্রাহ্মণ বা হিন্দুদের মধ্যে শাস্ত্রসম্পর্কীয় তর্ক ও বিচার, তাহাতে বঙ্গভাষায় হিন্দুধর্মের অসারতা ও আমাদের পবিত্র ক্যাথলিক ধর্মের অভ্রান্ত সত্য প্রতিপন্ন হইয়াছে। একমাত্র এই ধর্মেই মুক্তির পথ ও ভগবানের প্রকৃত বিধানের সন্ধান আছে।'[১] পুস্তিকাটির কোন বাংলা আখ্যা না থাকলেও নাম বর্ণনা থেকে গ্রন্থের বিষয়বস্তু স্পষ্ট বোঝা যায়। দোম আন্তোনিও নিজে বাঙালী ছিলেন, বাল্যকাল পর্যন্ত বাঙালী পরিবারেই মানুষ হয়েছিলেন। পরে খ্রীস্টানধর্মে দীক্ষিত ও খ্রীস্টানসমাজে বর্ধিত হলেও তিনি বাঙালী হিন্দুর ধর্মসংস্কার

১. ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন অনূদিত, 'ব্রাহ্মণ-রোমানক্যাথলিক সংবাদ'-এর ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

ও আচার-আচরণ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিলেন না। অল্পস্বল্প সংস্কৃতও জানতেন, এই পুস্তিকায় তিনি কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন, অবশ্য তাতে প্রচুর ভুল আছে। বাংলা গদ্যের লৈখিক রূপ সম্বন্ধে তাঁর মোটামুটি ধারণা ছিল। তখনও বাংলা হরফ ছাপার অক্ষরে ওঠেনি। ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন করেন পর্তুগীজ শাসকগণ। সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে তাঁরা গোয়াতে পর্তুগীজ ভাষায় মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন, এটাই ভারতে প্রতিষ্ঠিত প্রথম মুদ্রাযন্ত্র। গোয়াতে ১৫৫৭ খ্রীঃ অব্দে মুদ্রিত (পর্তুগীজ ভাষায়) খ্রীস্টমহিমাবিষয়ক পুস্তিকাটিকেই কেউ কেউ ভারতে মুদ্রিত প্রথম গ্রন্থ বলতে চান, অবশ্য পর্তুগীজ ভাষায়। ১৬৯২ খ্রীঃ অব্দে মুদ্রিত একখানি পর্তুগীজ গ্রন্থে সর্বপ্রথম বাংলা অক্ষরের প্রতিরূপ মুদ্রিত হয়। বইটির নাম খুব জাঁকালো রকমের—'Observations Physiques et Mathematiques pour servier a l' historie naturelle, et a la perfection de l' Astronomie et de la geographie'। এর পর ১৭২৫ খ্রীঃ অব্দে লাতিন ভাষায় রচিত *Aurenk Szeb* (অর্থাৎ ঔরঙ্গজেব) গ্রন্থে বাংলা গণিতের সংখ্যা এবং স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের হাতে লেখা হরফের প্রতিরূপ মুদ্রিত হয়েছিল। এর অল্প পরে ১৭৪৮ খ্রীঃ অব্দে জর্মান ভাষায় মুদ্রিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভাষাশিক্ষাবিষয়ক পুস্তিকায় ('Orientalischer und Occidentalischer Suprachmeister') ঐ হরফগুলি পুনর্মুদ্রিত হয়। ১৭৪৩ খ্রীঃ অব্দে হল্যাণ্ড থেকে লাতিন ভাষায় মুদ্রিত *Dissertations Selctae*-তে বাংলা ও নাগরী বর্ণমালার প্রতিলিপি পাওয়া যাবে। এই সমস্ত হরফের আকার উনিশ শতকের বাংলা মুদ্রিত অক্ষরের মতো সুগঠিত ও সুদৃশ্য নয়, বাঙালী পণ্ডিতের হাতের লেখা থেকে এগুলি নকল করা হয়েছিল, তাই এতে হস্তলিপির ছাঁদই অনুসৃত হয়েছে। ১৭৭৬ খ্রীঃ অব্দে হ্যালহেড-অনূদিত *A Code of Gentoo Law*, গ্রন্থে বাংলা ও নাগরী বর্ণমালা ছাপা হয়েছিল, এতেও হস্তলিপির হরফই অনুসৃত হয়েছে। এমন কি ১৭৭৮ খ্রীঃ অব্দে মুদ্রিত হ্যালহেডের *The Grammar of the Bengal Language* এবং ১৭৯৩ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত আপজোনের 'ইংরাজি ও বাঙ্গালি বোকাবিলরি'-র বাংলা হরফও সুগঠিত হতে পারেনি, যদিও চার্লস্ উইলকিন্স্-এর নির্দেশে বাঙালী পঞ্চানন কর্মকার ধাতুতে এক সেট বাংলা অক্ষর ঢালাই করেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অ্যাণ্ড্রুস নামে একজন বিদেশী হুগলীতে সর্বপ্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন, এখান থেকেই হ্যালহেডের ব্যাকরণ মুদ্রিত হয়েছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলাদেশে কোনো মুদ্রাযন্ত্রই ছিল না, তাই অষ্টাদশ

শতাব্দীর সপ্তম দশকের পূর্বে বাংলা হরফ এদেশে মুদ্রাযন্ত্রে ব্যবহৃত হয়নি। সেজন্য দোম আন্তোনিওর পুস্তিকা রোমান হরফে লিখে মুদ্রণের জন্য পর্তুগালে পাঠানো হয়েছিল। আমার অনুমান, মূল পুস্তক বাংলা হরফেই লেখা হয়েছিল, পরে পর্তুগালে পাঠাবার সময়, অথবা এদেশের পর্তুগীজ পাদ্রীদের বুঝবার সুবিধার জন্য পুস্তিকাটিকে রোমান হরফে নকল করা হয়েছিল। মানোএলের 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' রোমান হরফে ছাপা হয়েছিল, কিন্তু কোন কারণবশতঃ আন্তোনিওর গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত হয়নি। অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে যে, ১৫৭৭ খ্রীঃ অব্দেই পর্তুগীজ পাদ্রীগণ মালায়ালী অক্ষর নির্মাণ করে তাতে নানা পুস্তক-পুস্তিকা মুদ্রিত করেছিলেন। বাংলাদেশের পর্তুগীজ পাদ্রীরা চেষ্টা করলে এখানেও মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করে বাংলা হরফ ঢালাই করতে পারতেন। তা হলে আমাদের বাংলা হরফের জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীর সপ্তম দশক পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হত না, দোম আন্তোনিওর পুস্তিকা এদেশেই বাংলা হরফে মুদ্রিত হতে পারত। সে যাই হোক, পাঠকগণ 'ব্রাহ্মণ রোমানক্যাথলিক সংবাদ' পড়লে দেখবেন, মূল গ্রন্থ (অ্যাভোরার গ্রন্থাগারের কপি) রোমান হরফে লিপ্যন্তরীকৃত বলে বাংলা শব্দের উচ্চারণ অনেক সময়ে বিপর্যস্ত হয়েছে। মানোএলের গ্রন্থেও ('কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ') অনুরূপ ব্যাপার ঘটেছে। কোন কোন সময়ে অর্থবোধেও বিশেষ ব্যাঘাত হয়। দোম আন্তোনিওর রোমান হরফে লেখা পুঁথির বাংলা লিপ্যন্তরী-করণ করেছেন ঐ গ্রন্থের সম্পাদক ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন। মানোএলের গ্রন্থটি প্রথম থেকেই রোমান হরফে লেখা, অথবা বাংলা থেকে রোমান হরফে রূপান্তরিত করা হয়েছিল কিনা তা নির্ধারণ করা যায় না। আড়াই শ' বছর আগে য়ুরোপেও ধ্বনিতত্ত্বের অনুযায়ী বর্ণমালার ব্যবহার হয়নি, সুতরাং পর্তুগীজ পাদ্রীরা আন্তর্জাতিক ধ্বনিতাত্ত্বিক লিপ্যন্তরীকরণের (International phonetic transcription) রীতি-পদ্ধতির কিছুই জানতেন না। ফলে তাঁদের রোমান হরফে লেখা বানানে বাংলা শব্দের আকৃতি কোন কোন সময়ে বিলকুল বদলে গেছে। এমন কি, কোন কোন শব্দের রূপ এতদূর বদলে গেছে যে তার অর্থবোধে নানা অসুবিধা হয়।

পর্তুগীজ পাদ্রী এবং জনৈক ব্রাহ্মণের প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে হিন্দুধর্মের অসারতা প্রতিপন্ন করা এবং খ্রীস্টান ধর্মের অভ্রান্ত মহিমা ঘোষণা করাই ছিল ধর্মান্তরিত খ্রীস্টান দোম আন্তোনিওর একমাত্র উদ্দেশ্য। সেজন্য তিনি সহজিয়া বৈষ্ণবদের প্রশ্নোত্তরমূলক কড়চা ধরনের রীতি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বাঙালী হিন্দু ছিলেন বলে হিন্দুধর্ম ও আচার-আচরণের আপাত ত্রুটিবিচ্যুতি সম্বন্ধে

সচেতন ছিলেন এবং সেইজন্য তাঁর আক্রমণ অনেক সময়ে অত্যন্ত তীব্র হয়েছে। তাঁর কোন কোন মন্তব্য, যা গুরু খ্রীস্টান পাদ্রীর মুখে প্রয়োগ করা হয়েছে, তার কিছু যৌক্তিকতা আছে তা স্বীকার করতে হবে। অবশ্য তিনি যে যুক্তি-বিচারের মানদণ্ডে হিন্দুধর্মকে কাটাছাঁটা করেছেন, সেই একই অস্ত্র রোমানক্যাথলিক খ্রীস্টান ধর্মের অঙ্গে প্রয়োগ করলে এ ধর্মের আখ্যান ও তত্ত্ব দুই-ই উবে যেত। সেণ্ট ম্যাথুর গসপেলের প্রথম অধ্যায়ে যে immaculate conception-এর কথা বলা হয়েছে (সূক্ত ১৮-২০) তা কি সাধারণ যুক্তিবুদ্ধিমতে মেনে নেওয়া যায়? কিন্তু ধর্মের সবটাই তো আপ্তবাক্য, যুক্তির দ্বারা তার কিছুই বিচার্য নয়। ধর্মীয় একরোখামির ফলে দোম আন্তোনিও ভুলে গিয়েছিলেন যে, যুক্তি-তর্কের দ্বারা ধর্মীয় আচারানুষ্ঠানের সত্যাসত্য নির্ণীত হয় না। গুরু ও শিষ্যের উক্তি-প্রত্যুক্তি থেকে মনে হয়, ব্রাহ্মণ অতি সহজে খ্রীস্টান গুরুর কাছে মাথা পেতে দিয়েছেন এবং যুক্তি ও তর্কের লড়াইটা হয়েছে একতরফা। কলমটি ছিল রোমানক্যাথলিক খ্রীস্টান প্রচারকের হাতে। সেটি কোন ব্রাহ্মণের হাতে থাকলে গ্রন্থটি নিশ্চয় ভিন্নরূপ ধারণ করত। অর্ধশিক্ষিত ও বর্ণজ্ঞানহীন অশিক্ষিত নিম্নবর্ণের হিন্দুসমাজে খ্রীস্টানধর্ম প্রচার করতে গিয়ে পর্তুগীজ প্রচারকেরা তত্ত্বকথার খুব গভীরে প্রবেশের চেষ্টা করেননি। বোধহয় তাঁদের সে সাধ্যও ছিল না। গ্রন্থ সম্বন্ধে দোম আন্তোনিও বলেছেন, 'নাজারে বেলেমতে, স্থানে কুলে, পিতা জোসেফ ঘরে নির্মল অকুমারী জিতেন্দ্রিয় মারিয়ার গর্ভে জন্মিয়াছিলেন সম্পূর্ণো দয়ামএ ক্রেপাতে পরমো আত্মাম্ সমেতে পরমেশর। তেত্রিশ বছর পৃথিবীতে ছিলেন; উত্তম কার্যো করিয়াছিলেন; নর মুক্ত করিতে আসিয়াছিলেন। শেষ পরমো স্বর্গে শরীর সমেত গেলেন; পুনর্বার মহা প্রলএ বিচারে আসিবেন; সকোলের শরীর আর বার দিবেন; পাপ পুণ্যো অনুসারে ভোগ দিবেন অনন্তো সংক্যা।' এর বেশী গভীর কোন তত্ত্বদর্শনে তিনি প্রবেশ করেননি। মূল লক্ষ্য ছিল হিন্দুর পৌরাণিক ধর্মসংস্কার ও আচার-আনুষ্ঠানকে নস্যাৎ করা এবং খ্রীস্টান ধর্মকে একমাত্র সত্যধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত করা। সুতরাং হিন্দুর যে-সমস্ত পৌরাণিক কাহিনী অলৌকিক ও যুক্তিবিরোধী মনে হয়েছে, তিনি বেছে বেছে শুধু সেগুলিকেই আক্রমণ করেছেন। সে যাই হোক অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে যদি এ পুস্তিকা রচিত হয়ে থাকে, তা হলে দেখা যাচ্ছে এর ভাষা, অন্বয় ও শব্দবিন্যাসে রীতিমতো ত্রুটি রয়ে গেছে—যদিও লেখক বাঙালী ধর্মান্তরিত খ্রীস্টান ছিলেন। এই সময়ে বা তারও আগে রচিত বাংলা গদ্যের যে নমুনা পাওয়া গেছে তার ভাষা-ভঙ্গিমায় কোন কোন ক্ষেত্রে অনভ্যস্ত জড়তা

থাকলেও তার মূল কাঠামো পরবর্তী কালের বাংলা গদ্যের সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রে জড়িত। কিন্তু পর্তুগীজ খ্রীস্টানী সংস্পর্শের জন্যই কি দোম আন্তোনিওর ভাষায় প্রায়ই নানা ধরনের খুঁত দেখা যায়? অথবা রোমান লিপ্যন্তরীকরণের ফলে মূলের জাতকুল নষ্ট হয়েছে? তবে পুরাতন বাংলা গদ্যের দৃষ্টান্ত হিসেবে এই পুস্তিকার মূল্য স্বীকার করতে হবে।

দ্বিতীয় গ্রন্থটি হচ্ছে খাঁটি পর্তুগীজ পাদ্রী মানোএল দা আস্সুম্পসাঁও প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' (*Crepar Xaxtrer Orth, Bhed*)। এটি বাংলাদেশে ১৭৩৫ খ্রীঃ অব্দে রচিত হয় এবং ১৭৪৩ খ্রীঃ অব্দে পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে মুদ্রিত হয়। মানোএল সাহেবের এই গ্রন্থের কিয়দংশ আমাদের এই সংকলনে মুদ্রিত হয়েছে ভাষার দৃষ্টান্তের জন্য। এই পুস্তক ছাড়াও তিনি *Vocabulario em Idioma Bengalla, E Portuguez* নামে একখানি ব্যাকরণ-অভিধান লিখেছেন, এটিও 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'-এর সঙ্গে মুদ্রিত হয়, (১৭৪৩)। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'[১]-এ 'ব্রাহ্মণ-রোমানক্যাথলিক সংবাদ'-এর মতোই গুরু-শিষ্যের প্রশ্নোত্তরের মারফতে এই "পুথি সকলের উত্তম পুথি, শাস্ত্র সকলের উত্তম শাস্ত্র। শাস্ত্রী সকলের উত্তম শাস্ত্রী খ্রীস্তর শাস্ত্রী, কৃপার শাস্ত্র এবং কৃপার শাস্ত্রের পুথি"-তে রোমানক্যাথলিক ধর্মের নানা তত্ত্বকথা, নীতি, আখ্যান ও কৃত্যের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মানোএল ছিলেন পর্তুগীজভাষী বিদেশী ধর্মযাজক। সেই দিক থেকে বিচার করলে তাঁর ভাষার মারাত্মক ত্রুটি এবং অবাঙালীসুলভ প্রয়োগ ক্ষমা করা যেতে পারে।[২] স্থানে স্থানে ঢাকার ভাওয়াল অঞ্চলের ভাষার প্রভাব থাকলেও এ নমুনাটি নিতান্ত তুচ্ছ করার মতো নয়:

১. ১৮৩৬ সালে চন্দননগর সেন্ট লুই চার্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ফাদার গেরাঁ্যা নামে এক ফরাসী ধর্মযাজক এই গ্রন্থের একটি মার্জিত সংস্করণ প্রকাশ করেন। তাতে এই গ্রন্থকে তিনি 'কৃপার শাস্ত্রর অর্থবেদ' বলেছেন। মার্জিত করতে গিয়ে তিনি মূলের তিন-চতুর্থাংশ অপ্রামাণিক বলে বাদ দিয়েছেন। বলতে গেলে এটি পুনর্লিখিত সংস্করণ। নানা দিক থেকে বিচার করে সিদ্ধান্ত করা গেছে যে, গেরাঁ্যার এ গ্রন্থ এবং 'অর্থবেদ' নাম গ্রহণ করা যায় না।

২. ফাদার গেরাঁ্যা 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থবেদ'-এর ভূমিকায় বলেছেন যে, এই গ্রন্থের বাংলা অংশ কোনো বাঙালী খ্রীস্টানের অনুবাদ। মূল গ্রন্থটি পর্তুগীজ ভাষায় লিখেছিলেন স্বয়ং মানোএল দা সাহেব। আমার মতে, গেরাঁ্যার মন্তব্য আদৌ গ্রাহ্য নয়। এটি বাঙালীর অনুবাদ হলে এতে এতো ভুল-ত্রুটি থাকত না। তা ছাড়া এ সব অভিনব মন্তব্যের উৎসই বা কি? প্রামাণিকতাই বা কতটুকু?

এক রাখোয়াল মেড়ৗর আছিল। তাহারে ভূতে বাজি দিয়া কহিল, তুই যদি আমার নফর হইতে চাহিস, আমি তোরে অনেক ধন দিবাম; রাখোয়ালে কহিল, ভাল, তোমার দাস হইব। তোমি আমারে ধন দিবা। ভূতে কহিল, তোরে আমার গোলাম হইলে, তোর উচিত নহে ধর্ম্মঘরে যাইতে। এবং সিদিক্রুশ আর কদাচিতিও করিবি না; এমত যে করে, সে আমার গোলাম: এহি আমার আজ্ঞা; তাহা পালন করিবি: এমত যদি না করিস তোমারে বহুত বহুত তাড়না দিশাম। রাখোয়ালে কহিল: যাহা আজ্ঞা কর, তাহা করিব; যদি এমত না করি তোমার যে ইচ্ছা সে হইবেক।

এ ভাষায় অবশ্যই নানা ত্রুটি আছে। কিন্তু একজন বিদেশী ধর্মপ্রচারকের লেখনী থেকে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট রচনা আশা করা যায় কি ?

মানোএলের সাধারণ রচনা মোটামুটি ভালোই। এই প্রসঙ্গে তাঁর লেখা একটি আখ্যান উল্লেখ করি। এই গল্পে চমৎকার মানবরসের পরিচয় পাওয়া যায়। এক খ্রীস্টান পাদ্রী দুর্বুদ্ধিবশতঃ আর এক পাদ্রীকে খুন করে দেশান্তরে পালিয়ে গেল এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এক মুসলমান নারীকে বিবাহ করল। কালক্রমে সন্তানাদিও হল। কিন্তু একদিন রাত্রে স্বর্গীয় মেরীমাতার নির্দেশ পেয়ে সে ব্যাকুল হয়ে পড়ল। তিনি তাকে ইসলাম ধর্ম ছেড়ে অনুতাপ করে পুনরায় খ্রীস্টান ধর্মে ফিরে যেতে আদেশ দিলেন এবং নিজ মুখে পাপ স্বীকার করতে বললেন। এর ফলে সে বড়ই চিন্তিত হয়ে পড়ল। তা লক্ষ্য করে তার স্ত্রী একদিন বলল:

আজি তোমারে বড় চিন্তিত দেখি; কি চিন্তা তোমার ? কোন দুখ নি পাইলা ? সে কান্দিতে লাগিল; এবং রোদন করিয়া স্ত্রীয়ে উতোর দিল। কথায় কথায় কহিল, যত কুকার্য করিয়াছিল। এবং যাহা তাহারে ঠাকুরানী কহিলেন, তাহা কহিল। ইহা শোনিয়া স্ত্রীকে কহিল: তোমার কোন চিন্তা নাই। যাইতে চাহ যদি, চল যাও; আমি বল করিয়া তোমারে ধরিয়া রাখিব না। ধন বিস্তর আমাহদিগের আছে, যেতো চাও, তাহা নেও। এবং তিনপুত্র জন্মাইয়াছিলা। যে বড় তাহারে লইয়া যাও, দুখেসুখে তোমার সাথী হইবে।

এই আখ্যানটির করুণ বেদনা হোঁচট খাওয়া ভাষাতেই ফুটে উঠেছে।

রোমান লিপ্যন্তরীকরণের আদি দৃষ্টান্ত হিসাবে এই গ্রন্থের মূল্য বাংলা ভাষার ইতিহাসে বিশেষ স্বীকৃতি পাবে এবং উপাদান হিসেবে এর প্রয়োজনীয়তা কখনো ফুরিয়ে যাবে না। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। এ ভাষার নানা ত্রুটি থাকলেও এর ছাঁচটি পুরোপুরি সাধুভাষার। ঢাকা জেলার ভাওয়াল পরগনায় বসে এ গ্রন্থ রচিত কিন্তু এর বাগ্‌ভঙ্গিমায় কথ্যরীতি অবলম্বিত হয়নি। এর পূর্বে আমরা দলিল-দস্তাবেজ, চিঠিপত্র এবং অন্যান্য গদ্য-রচনার দৃষ্টান্ত দিয়েছি। তা থেকে দেখা যাবে পুরাতন বাংলা গদ্যে সর্বত্র সাধু-ভাষার রীতি অবলম্বিত হয়েছিল। বিহারের প্রান্ত থেকে আরাকানের সীমা, উত্তরের পর্বতবন্ধুর পাদদেশ থেকে উড়িষ্যার এলাকা—যেখানে বাংলা-গদ্য লেখার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানেই সাধুভাষা অনুসৃত হয়েছে, যদিও দু-চারটি আঞ্চলিক বা উপভাষার শব্দও আছে। পরবর্তী কালের সাহিত্য-কর্মে ব্যবহৃত চলিত ভাষা মুখের বুলির হুবহু অনুকরণও হয়নি, গৌড়-বঙ্গ-সুহ্ম-সমতটের উপভাষাও সাহিত্যের ভাষা বলে গৃহীত হয়নি। কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষণীয় যে, মানোএলও সাধুরীতিই অবলম্বন করেছেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গদ্যলেখকদের পূর্বেই বাংলা গদ্যের সাধুরীতি বাংলা ও বাংলার প্রান্তীয় অঞ্চলে ব্যবহৃত হত। মানোএলের মতো বিদেশীও এই সাধুভাষার কথা জানতেন এবং সেই ভাষার কাঠামোর উপর তাঁর ব্যাখ্যা ও বক্তব্য সাজিয়েছেন।

মানোএলের এই গ্রন্থ নানা দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলার ধর্মান্তরিত খ্রীস্টানসমাজ রোমানক্যাথলিক ধর্ম ও তার রীতিনীতি সম্বন্ধে কী জানত, কী নিয়মনির্দেশ পালন করত, তার নানা খুঁটিনাটি বর্ণনা এখানে পাওয়া যাবে। বাংলা গদ্যরীতি, শব্দভাণ্ডার, বানান, উচ্চারণ, এসব ব্যাপারের জন্যও পর্তুগীজ মিশনারীদের গদ্যগ্রন্থগুলি অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু স্থানাভাববশতঃ এই সংকলনে মানোএলের গ্রন্থের সবটা মুদ্রিত করা সম্ভব হল না। তবে যেটুকু প্রকাশ করেছি তার থেকে বাংলা গদ্যের নমুনা হিসেবে এর মূল্য বোঝা যাবে।

৬.

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি, কীভাবে বাংলা গদ্য ক্রমেক্রমে পুঁথি ছেড়ে মুদ্রণের যুগে এলো। ১৭৭৭-৭৮ খ্রীঃ অব্দে বাংলা হরফ মুদ্রণে ব্যবহৃত হলেও সেকালে বাংলা গদ্যের একমাত্র ব্যবহার ছিল সরকারী কাজকর্মে, আইনের অনুবাদে। উনিশ

শতকের পূর্বে তারই যৎসামান্য মুদ্রিত হয়েছিল, তখনও কোনো গদ্যগ্রন্থ রচিত হয়নি। বাঙালীসমাজে তখনও পয়ার-ত্রিপদীর যুগ অব্যাহত ছিল। গ্রন্থে গদ্য ব্যবহারের চেষ্টা প্রথম পরিলক্ষিত হল উনিশ শতকের প্রথম থেকে। এই প্রসঙ্গে আমাদের দুটি প্রতিষ্ঠানের কথা জানতে হবে, একটি শ্রীরামপুরের খ্রীস্টান মিশন, অপরটি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ।

সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই বাংলাদেশে পর্তুগীজ মিশনারী সম্প্রদায় রোমান ক্যাথলিক খ্রীস্টান ধর্ম প্রচারের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করেছিলেন। বাংলা গদ্যে রচনারও প্রয়াস করেছিলেন। ঠিক সেই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইংরেজ প্রোটেস্ট্যান্ট মিশনারীরা বাংলাদেশে ধর্ম প্রচারের জন্য উন্মুখ হয়েছিলেন, গির্জা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং বাংলা ও অন্যান্য ভাষায় অনেক গ্রন্থ রচনা ও মুদ্রিত করেছিলেন।

পলাশীর যুদ্ধের আগে থেকেই কলকাতা শহর ধীরে ধীরে ইংরেজ বণিকের বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হতে শুরু করে। প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রীস্টান ধর্মপ্রচারের জন্য ১৭৫৮ খ্রীঃ অব্দে লর্ড ক্লাইভ কিয়ারনাণ্ডার নামে এক প্রোটেস্ট্যান্ট পর্তুগীজ পাদ্রীকে কলকাতায় নিয়ে আসেন, ইনি বাংলা জানতেন না। এঁর সহকারী বেন্তো দে সিলভিস্তা কিছু বাংলা শিখেছিলেন এবং 'প্রশ্নোত্তরমালা' ও 'প্রার্থনামালা' নামে দু'খানা পুস্তিকা লিখেছিলেন, কিন্তু তার সন্ধান পাওয়া যায় না। বাংলাদেশে উইলিয়ম কেরীর পদার্পণের আগে কলকাতা ও তার চারপাশে খ্রীস্টানধর্ম প্রচারের বা শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের মধ্যে ধর্মীয় আচারানুষ্ঠান পালনের বিশেষ কোন ব্যবস্থা ছিল না। এই প্রসঙ্গে জন টমাসের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে এবং সুপ্রীম কোর্টের ফারসী দোভাষী উইলিয়ম চেম্বার্সও উল্লিখিত হতে পারেন। চেম্বার্সের মনটি ধর্মভাবে পূর্ণ ছিল। তিনি ফারসী ভাষায় বাইবেলের অনুবাদের চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেননি। বাইবেলের ফারসী অনুবাদের দ্বারা তিনি কি মুসলমান সম্প্রদায়কে খ্রীস্টানধর্মে দীক্ষা দিতে চেয়েছিলেন? ১৭৮৩ খ্রীঃ অব্দে জন টমাস নামে জাহাজের এক ধর্মপ্রাণ ডাক্তার বাংলাদেশে উপস্থিত হন এবং কলকাতার ইংরেজ সমাজের অধঃপতিত এবং উচ্ছৃংখল অবস্থা দেখে তার প্রতিবোধকল্পে খ্রীস্টানধর্ম প্রচারে নেমে পড়েন। অতঃপর জাহাজের কাজ ত্যাগ করে (১৭৮৭) তিনি পুরোপুরি ধর্মপ্রচারের কাজে এগিয়ে আসেন। বাংলাভাষা শিক্ষা প্রসঙ্গে টমাস বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত রামরাম বসুর নিকট সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর কাছে যৎসামান্য বাংলা শিখে সেই অপরিণত ভাষাজ্ঞান নিয়েই বাইবেল অনুবাদে প্রস্তুত হন। তার যে

নমুনাটুকু এখনও বাইবেলের অনুবাদের সঙ্গে উল্লিখিত হয়ে থাকে তা অতি বিকট ও হাস্যকর। সে যাই হোক টমাস ১৭৯০ খ্রীঃ অব্দের মধ্যেই বাইবেলের ম্যাথু ও মার্কের খানিকটার বাংলা অনুবাদ শেষ করেন। কিন্তু সম্পূর্ণ বাইবেল অনুবাদ করেননি. যেটুকু অনুবাদ করেছিলেন তাও মুদ্রিত করতে পারেননি।

অতঃপর ইংলণ্ডে ফিরে গিয়ে তিনি 'Baptist Society for Propagating the Gospel Amongst the Heathen' সমিতি এবং উক্ত সমিতির সঙ্গে জড়িত উইলিয়ম কেরীর সঙ্গে পরিচিত হন। তাঁরা দু'জনে পরামর্শ করে প্রাচ্যখণ্ডে, বিশেষতঃ বাংলাদেশে খ্রীস্টানধর্ম প্রচারের জন্য ১৭৯৩ খ্রীঃ অব্দে জলপথে বাংলার অভিমুখে যাত্রা করলেন এবং পাঁচ মাস পরে কলকাতায় এসে পৌঁছলেন। এর পর টমাস কেরীর সহায়তায় জীবন অতিবাহিত করেন। ক্রমে কেরীর সহকারী 'ভ্রাতৃবৃন্দ'—উইলিয়ম ওয়ার্ড, জোশুয়া মার্শম্যান, ব্রান্স্‌ডন ও গ্রাণ্ট ১৭৯৯ সালে বাংলাদেশে হাজির হন। তাঁদের সহযোগিতায় ও কেরীর নেতৃত্বে দিনেমার উপনিবেশ শ্রীরামপুরে ১৮০০ খ্রীঃ অব্দের ১০ জানুয়ারি ব্যাপটিস্ট মিশন প্রতিষ্ঠিত হল। কলকাতায় না হয়ে শ্রীরামপুরে মিশন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণ, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের প্রবল বিরোধিতা। পান-ভোজন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক আমোদ-প্রমোদে মত্ত ইংরেজ কর্মচারীরা ছুঁই-ছুঁই বাতিকগ্রস্ত ধর্মযাজকদের পছন্দ করতেন না। ভয় ছিল, পাছে এই সব পিটপিটে স্বভাবের পাদ্রীরা এঁদের চরিত্র ও কীর্তিকলাপ 'হোম'-এ ফাঁস করে দেয়।

নানা স্থান ঘুরে কেরী অবশেষে শ্রীরামপুরে স্থিতিলাভ করলেন। এই মিশনে একটা ছোটখাটো ছাপাখানা (কলকাতায় কেনা) স্থাপন করে এই মুদ্রাযন্ত্র থেকে তাঁর সহকারীদের সহযোগিতায় নানা ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশ করতে লাগলেন। তাঁরা ব্যাকরণ, অভিধান আরও নানা ধরনের দেশীয় গ্রন্থ মুদ্রিত করে এদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে প্রকারান্তরে জড়িত হয়ে পড়লেন —যদিও তাঁরা ছিলেন মুখ্যতঃ প্রচারক ও হিন্দুধর্মদ্বেষী। মিশন স্থাপনের কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁরা এখানে দেশীয় বালকদের প্রাথমিক শিক্ষা দেবার জন্য একটি ছোট পাঠশালাও খুললেন। ১৮০১ সাল থেকে মিশনের মুদ্রাযন্ত্র থেকে বাইবেলের প্রথম খণ্ড নিউ টেস্টামেণ্ট একখণ্ডে এবং ওল্ড টেস্টামেণ্ট ১৮০২ থেকে ১৮০৯ সালের মধ্যে চার খণ্ডে অনূদিত ও প্রকাশিত হয়। এই মুদ্রণে তাঁরা হুগলীর পঞ্চানন কর্মকারকে বেতন দিয়ে নিযুক্ত করেছিলেন, পরে মনোহর এসে এই কাজে যোগদান করেন। মনোহর পূর্ব ভারতের যাবতীয় হরফ ধাতুতে

ঢালাই করেছিলেন। এর পর যত বাংলা গ্রন্থ মিশন থেকে মুদ্রিত হয়েছে তার হরফ মনোহরের আদর্শেই পরিকল্পিত হয়েছিল।

উক্ত ধর্মপুস্তকের অনুবাদে স্বাভাবিকভাবেই জড়তা আছে, কিন্তু বিদেশীর পক্ষে এ অনুবাদ নিতান্ত নিন্দনীয় হয়নি। যেমন:

> প্রথমে ঈশ্বর সৃজন করিলেন স্বর্গ ও পৃথিবী। পৃথিবী শূন্য ও অস্থিরাকার হইল এবং গভীরের উপরে অন্ধকার ও ঈশ্বরের আত্মা দোলায়মান হইলেন জলের উপরে। পরে ঈশ্বর বলিলেন দীপ্তি হউক তাহাতে দীপ্তি হইল তখন ঈশ্বর সে দীপ্তি বিলক্ষণ দেখিলেন। তৎপরে ঈশ্বর দীপ্তি অন্ধকার বিভিন্ন করিলেন। ঈশ্বরও দীপ্তির নাম রাখিলেন দিবস ও অন্ধকারের নাম রাত্রি। সন্ধ্যা ও প্রাতকাল হইলে হইল প্রথম দিবস।

এ অনুবাদে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের অন্বয়বন্ধন কিছু বিপর্যস্ত হলেও এর তাৎপর্য বাঙালীর কানে দুর্বোধ্য শোনাবে না, মূলের সঙ্গে এর বেশ মিলও আছে।[১] তবে মনে হয় এ অনুবাদে তাঁদের মুনশী রামরাম বসুর হস্তক্ষেপ ঘটেছিল। তাই বাঙালী পাঠকের কাছে এটি দুর্বোধ্য বা অ-বাংলা বলে মনে হয়নি। অবশ্য কাশী-প্রসাদ ঘোষ ১৮৩০ খ্রী: অব্দের *Literary Gazette*-এ সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীরামপুর মিশন প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থের ভাষা ও বিষয় সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর মতে শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থের ভাষা অত্যন্ত ত্রুটিজনক। কারণ তার প্রায় সমস্তই সাহেব মিশনারীদের লেখা, যাঁরা ভাসাভাসা বাংলা শিখেছিলেন। এ ভাষায় সার্থক গ্রন্থ রচনার অভিজ্ঞতা তাঁদের ছিল না। এর প্রতিবাদে ১৮৩০ খ্রী: অব্দের ফেব্রুয়ারিতে 'সমাচার দর্পণ' এর সম্পাদক মার্শম্যান প্রবন্ধ লিখে বোঝাবার চেষ্টা

১. এখানে মূলটি উদ্ধৃত হল:

In the beginning God created the heaven and the earth.

2. And the earth was without form, and void, and darkness *was* upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.

3. And God said, Let there be light; and there was light.

4. And God saw the light, that it *was* good: and God divided the light from the darkness.

5. And God called the light Day, and the darkness he called Night. And the evening and the morning was the first day. (*Genesis*: Chap. I)

করেন যে, কাশীপ্রসাদের এ মন্তব্য যুক্তিসঙ্গত নয়। কিন্তু স্বীকার করতে বাধ্য হন, 'শ্রীরামপুরের মিশনারী সাহেবেরা ইহার পূর্ব্বে ধর্ম্মপুস্তক তরজমা করিয়াছিলেন কিন্তু ঐ তরজমা ইংলণ্ডীয় ভাষার রীত্যনুযায়ী হওয়াতে এতদ্দেশীয় লোকের বোধগম্য হইত না।' কথাটা ঠিক। বাংলা বা অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় বাইবেল অনুবাদ হওয়ার ফলে কতজন শিক্ষিত বাঙালী হিন্দু খ্রীস্টান হয়েছিল তার কোন হিসাব-নিকাশ নেই। কিন্তু শ্রীরামপুর মিশন থেকে বাংলা ও সংস্কৃতে যে-সমস্ত পুরাতন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছিল, প্রথম বাংলা মাসিক ('দিগ্‌দর্শন'—এপ্রিল, ১৮১৮) এবং সাপ্তাহিক পত্রিকা ('সমাচার দর্পণ' —১৮১৮, ২৩ মে) প্রকাশিত হয়েছিল, তার জন্য বাংলাদেশ কেরী ও তাঁর সহকর্মীদের কাছে চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবে। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি নানা বাস্তব বিষয় সম্পর্কে ছোট বড়ো নানা মাপের পুস্তক-পুস্তিকা রচনা ও প্রকাশ করে এঁরা বাঙালীর মহদুপকার করেছিলেন। তাঁদের প্রকাশিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীরামের মহাভারত একদা বাঙালীর ঘরে ঘরে স্থান পেয়েছিল। ১৮৩৬ খ্রীঃ অব্দে মার্শম্যানের মৃত্যু হলে তার বৎসর খানেকের মধ্যে (১৮৩৭) এই প্রতিষ্ঠানের স্বাধীন সত্তা লোপ পেয়ে গেল, এটি লণ্ডনের ব্যাপটিস্ট মিশনের সঙ্গে যুক্ত হল—বাংলাদেশ, বিশেষতঃ বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে এর আর কোন যোগাযোগ রইল না।

শ্রীরামপুরের মিশনারী সমাজ বাইবেল অনুবাদে সর্ব কর্ম ও প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করে আশা করেছিলেন, ত্বরায় বাঙালী হিন্দুসমাজ খ্রীস্ট ভজবে। ফলে সারা ভারতবর্ষ হীদেনের পৌত্তলিক কুধর্ম ও কদাচার ত্যাগ করে পবিত্র খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করবে। মেকলেও বোধহয় এই রকমের খোয়াব দেখেছিলেন। সে যাই হক, মিশনারীরা বিশ্বাস করতেন, 'Cost what it may, in men and money, in prayers and labours, India must be won to Christ.' কিন্তু তাঁদের পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ের তুলনায় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল নামমাত্র। তবু একটা কথা স্বীকার্য যে, ভারতবর্ষ দলে দলে খ্রীস্টান না হলেও একটি কারণে এঁদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে আসছে। এঁরা দেশীয় ভাষায় হরফ ঢালাই ও গ্রন্থ পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করে যে নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন, তার পিছনে ধর্মান্তরীকরণের গূঢ় উদ্দেশ্য থাকলেও তার দ্বারা শুধু বাংলা নয়, সারা ভারতবর্ষই উপকৃত হয়েছে।

৭.

এই প্রসঙ্গে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কথা বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য, কারণ বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ, গ্রন্থ মুদ্রণ ও প্রচারের সঙ্গে এই কলেজের গভীর সম্পর্ক ছিল, এই যুগের বাংলা গদ্যের ইতিহাস আলোচনা করলেই দেখা যাবে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়ান কর্মচারীরা স্বদেশে শিক্ষা সমাপ্ত করার আগেই ভারতে পাড়ি দিত। তাদের অনেকেরই বয়স ছিল পনের থেকে আঠারোর মধ্যে। এদেশে সীমাহীন স্বাধীনতা, আর্থিক সচ্ছলতা ও তার সঙ্গে উচ্ছৃংখল জীবনভোগের উদ্দামতার ফলে তারা বছর তিনেকের মধ্যেই গ্রেট ব্রিটেনের ঐতিহ্য বেমালুম ভুলে গিয়ে ভ্রষ্টাচার যুবকে পরিণত হত; আকণ্ঠ মাতাল হয়ে, জুয়া খেলায় সর্বস্ব হারিয়ে, ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ে এবং নারীঘটিত ব্যাপারে লিপ্ত থেকে তারা মনুষ্যত্বের নিম্নতম সোপানে নেমে যেত। গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্লি এই বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, এই সমস্ত দুর্বৃত্ত তরুণদের এদেশীয় ভাষা ও সংস্কৃতিতে শিক্ষিত করে তুললে, তার সঙ্গে ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের শিক্ষা দিলে এদেরও নৈতিক উপকার হবে, কোম্পানীর কাজকর্মও সুষ্ঠুভাবে চলবে। এই অভিপ্রায়ে উচ্চতর কলেজীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার জন্য তিনি ১৮০০ খ্রীঃ অব্দের ১৮ আগস্ট তারিখে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন, অবশ্য কাজ আরম্ভ হয়েছিল কয়েক মাস আগে, ৪ মে, ১৮০০ সালে। কলেজের প্রথম টার্ম অর্থাৎ অধ্যাপনা শুরু হয় ১৮০১ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি। এর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হল, 'A College is hereby founded at Fort William in Bengal for the better instruction of the Junior Civil Servants of the Company.' পরে এই কলেজ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা বিতরণের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। এখানে ভারতীয় ভাষা শিক্ষার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। মারাঠী, ফারসী, সংস্কৃত, হিন্দুস্তানী, বাংলা, তেলুগু, তামিল, কানাড়ী--মূলতঃ এই ভাষাগুলির কোন একটি তরুণ সিভিলিয়ানদের শিখতে হত। এছাড়াও ছিল শাসনবিধি, দেশীয় আইন, অর্থনীতি, আধুনিক য়ুরোপীয় ভাষা, গ্রীক, লাতিন, আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস, ভারতের ইতিহাস, পদার্থবিজ্ঞান, উদ্ভিদতত্ত্ব, রসায়ন ও জ্যোতির্বিদ্যা। বলতে গেলে তরুণ সিভিলিয়ানদের সর্ববিদ্যায় নায়েক করে তোলার অভিপ্রায়ে ওয়েলেস্লি এই

কলেজের ভিত পত্তন করেছিলেন[১] অবশ্য এ কলেজ দেশীয় লোকদের জন্য নয়। তখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেশীয় প্রজাদের শিক্ষার জন্য এক কপর্দকও ব্যয় করেনি, উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা তো দূরস্থান।[২] এই প্রসঙ্গে কারো কারো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, ইংলণ্ড থেকে নবাগত কিশোর সিভিলিয়ানদের শিক্ষার জন্য স্থাপিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের কতটুকু সম্পর্ক যে তার জন্য বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন? উত্তরটা হচ্ছে এই যে, বাংলা গদ্য-ভাষা ও গদ্য-সাহিত্যের সঙ্গে এই কলেজের বাংলা বিভাগের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। এই কলেজের পণ্ডিত-মুনশীরা এবং কয়েকজন সাহেব বাংলা গদ্যের সাধুরীতিকে লালন করেছিলেন। বাংলা গদ্যের ছোট ও বড়ো মাপের পুস্তক-পুস্তিকা রচনা, মুদ্রণ ও প্রচার করে এঁরা বাংলা গদ্যের লেখ্য রূপের সঙ্গে সাধারণ বাঙালীর পরিচয়ের পথ সহজ করেছিলেন। পাচালী পাঠে অভ্যস্ত বাঙালী পাঠক ও শ্রোতা গদ্যগ্রন্থ পড়বার অভিনব রীতি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গদ্যগ্রন্থ থেকেই শিক্ষা লাভ করেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই জন্য বাংলা গদ্যের ইতিহাসের সঙ্গে এই কলেজের নাম অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়ে গেছে।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার পর এর সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের ভার পেলেন রেভাঃ উইলিয়ম কেরী, পরে মারাঠী ভাষার ভারও তাঁর উপরে ন্যস্ত হয়। ১৮০৭ সাল থেকে তিনি পুরোপুরি অধ্যাপক ও বিভাগীয় অধ্যক্ষ হলেন।

---

১. ১৮১৮ সালে প্রকাশিত তালিকায় দেখা যাচ্ছে এই সময়ে এই সমস্ত অধ্যাপক এই কলেজে নিযুক্ত ছিলেন: জে. এইচ. বার্লো, এইচ. টি. কোলব্রুক, জন গিলক্রাইস্ট, উইলিয়ম কার্ক-প্যাট্রিক, এন. বি. এডমনস্টোন, ফ্রান্সিস গ্লাডউইন, জন বেলী, ক্লডিয়াস বুকানন, উইলিয়াম কেরী ও উইলিয়াম প্রাইস। বাঙালী পণ্ডিত ও অধ্যাপকদের মধ্যে এই নামগুলি পাওয়া গেছে—রামনাথ বাচস্পতি, রামময় তর্কালংকার, শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন তর্কসিদ্ধান্ত, পদ্মলোচন চূড়ামণি, শিবচন্দ্র তর্কালংকার, রামকিশোর তর্কচূড়ামণি, রামকুমার শিরোমণি, গদাধর তর্কবাগীশ, রামচন্দ্র রায়, নরোত্তম বসু, কালীকুমার রায়, মোহনপ্রসাদ ঠাকুর। তখন বোধ হয় গিলক্রাইস্ট, মৃত্যুঞ্জয় ও আগের পণ্ডিত-মুনশীরা এ কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। তাই ১৮১৮ সালের তালিকায় এঁদের নাম পাওয়া যায় না। ১৮১৭ সালের জুলাই মাসে মৃত্যুঞ্জয় জজপণ্ডিত নিযুক্ত হওয়ায় কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদ ত্যাগ করেন।

২. অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতীয়দের সর্বকিঞ্চিৎ শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য ১৭৮১ সালে কলকাতা মাদ্রাসা এবং ১৭৯২ সালে কাশীধামে সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করলেও তার মূল উদ্দেশ্য ছিল আইন-আদালতে আইনের ব্যাখ্যার জন্য ফারসী ও সংস্কৃত ভাষা অনুশীলনের ব্যবস্থা করা। বস্তুতঃ ১৮১৩ সালের আগে কোম্পানী দেশীয় লোকের শিক্ষার জন্য কিছুই করেনি। ১৮২৩ সাল থেকেই শিক্ষা-বাবদ কিছু অর্থ ব্যয় করা হয়।

১৮৩১ সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইংরেজ সিভিলিয়ান কর্মচারীদের বাংলা ভাষা শেখাবার জন্য তিনি সহজ পন্থা সন্ধান করছিলেন। সহজ ও বোধগম্য ভাষায় গদ্যগ্রন্থ থেকেই বিদেশীরা বাংলা ভাষা শিক্ষা করতে পারবে। কিন্তু বাংলায় লেখা কোন গদ্যগ্রন্থ বাংলা সমাজে পুঁথির আকারেও প্রচলিত ছিল না। তাই কেরী সিদ্ধান্ত করলেন, তাঁর সহকারী পণ্ডিত ও মুনশীদের দ্বারা ছোট ছোট বাংলা গদ্যগ্রন্থ লিখিয়ে নেবেন। তখন বাংলা বিভাগের সঙ্গে এঁরা জড়িত ছিলেন: রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার, গোলোকনাথ শর্মা (ইনি কেরীর নির্দেশে কলেজের জন্য হিতোপদেশের বাংলা অনুবাদ করলেও কলেজের শিক্ষক ছিলেন না), তারিণীচরণ মিত্র, চণ্ডীচরণ মুনশী, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, রামকিশোর তর্কচূড়ামণি, মোহনপ্রসাদ ঠাকুর (ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গ্রন্থাগারিক এবং ইংরেজি-বাংলা অভিধানকার), হরপ্রসাদ রায়, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন (মুখোপাধ্যায়)। এঁদের অনূদিত ও রচিত বাংলা গ্রন্থগুলির মূলে ছিল কেরীর অকুণ্ঠ উৎসাহ ও আন্তরিক সাহায্য। তিনিই তৎপর হয়ে কলেজের ব্যয়ে এই গ্রন্থগুলি মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন। তাঁর এবং তাঁর সহকারী পণ্ডিত-মুনশীদের শিক্ষার গুণে এই কলেজের তরুণ শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীরা দু-তিন বৎসরের মধ্যে বাংলা ভাষায় মোটামুটি লিখতে পড়তে শিখতেন। তাঁদের ভাষাজ্ঞান পরীক্ষার জন্য প্রতি বৎসর প্রকাশ্য সভার আয়োজন হত। বিতর্কের বিষয় পূর্ব থেকে নির্ধারিত হত, তাঁরা পাকা তার্কিকের মতো বাংলা প্রবন্ধ পাঠ করে নিজ নিজ মতামত প্রকাশ করতেন। মাত্র বছর খানেকের শিক্ষা লাভ করে বাংলা গদ্যে আত্মপ্রকাশ করা, বিশেষতঃ বিদেশীর পক্ষে প্রশংসনীয়। রোবাক, বুকানন, স্টেনকার তাঁদের গ্রন্থে এই সমস্ত ছাত্র ও তাঁদের বাংলা লেখার উল্লেখ করেছেন। তাঁদের কিছু কিছু প্রবন্ধ *Primitae Orientales* (1803) গ্রন্থের দুইখণ্ডে মুদ্রিত হয়েছিল। ১৮০৩ সালে ২৯ মার্চ 'The Distribution of Hindus into castes retard their progress and improvement' এই প্রস্তাব সম্পর্কে এই কলেজের ছাত্র জেমস্ হান্টার বাংলা ভাষায় সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাঁর ভাষায় প্রথম শিক্ষার্থীসুলভ নানা ত্রুটি থাকলেও ভাষাটি নিতান্ত তুচ্ছ করবার মতো নয়। হিন্দুদের কেন এই অধঃপতন সে সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন:

> অন্য দেশের গমন ও অন্য দেশের ব্যবস্থার দর্শন ও অন্য দেশের বিদ্যাভ্যাসেতে লোকের বুদ্ধির বৃদ্ধি হয় এবং হিন্দু লোকেরদের শাস্ত্রের মতে পশ্চিমে আটক নদী পার হইলে জাতি যায়। উত্তরে ভোটান্তর এবং ম্লেচ্ছ দেশেও সেই মত

এবং ব্রহ্মপুত্র পার হইলে পূর্ব্বধর্ম্ম নষ্ট হয়। দক্ষিণে সমুদ্রপথে জাহাজে করিয়া ভোজন পান করিলে জাতি যায়। হিন্দুশাস্ত্রের মতে গোখাদকের সংস্পর্শ করিলেও দোষ, হিন্দু ছাড়া যত লোক সকলেই গোমাংস খায়। অতএব হিন্দুরা তাহাদের সহিত সহবাস করিতে পারে না এবং যে যত নির্জ্জন উপদ্বীপে কোনো ব্যক্তি একাকী থাকে সেইমত এই একাসাড়িয়া রীতিতে তাহাদের বুদ্ধি প্রতিভা জড়িভূতা হইয়াছে, এবং তাহাদের উদ্যোগ শিথিল হইয়া অবিনীততা ও স্তব্ধতা হইয়াছে···।

—এ ভাষায় কিছু ভুলভ্রান্তি থাকলেও, কেরী ও তাঁর সহকারী বাঙালী অধ্যাপকদের চেষ্টায় বিদেশী ছাত্রেরা মোটামুটি বাংলা ভাষায় জ্ঞান অর্জন করেছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ আলোচনায় বক্তারা সাধুভাষাই ব্যবহার করেছেন। এখানে আমরা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত-মুনশী ও কেরীর গ্রন্থের উল্লেখ করছি :—

রামরাম বসু : রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১)
লিপিমালা (১৮০২)

উইলিয়ম কেরী : *A Grammar of the Bengalee Language* (1801)
কথোপকথন (১৮০১)
ইতিহাসমালা (১৮১২)
A Dictionary of the Bengalee Language (1815-25)

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার : বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২)
রাজাবলি (১৮০৮)
হিতোপদেশ (১৮০৮)
প্রবোধচন্দ্রিকা (১৮১৩ সালে রচিত, ১৮৩৩ সালে প্রকাশিত)[১]

গোলোকনাথ শর্মা
(ইনি কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না।) : হিতোপদেশ (১৮০২)

১. মৃত্যুঞ্জয়ের নামে আরও কয়েকখানি গ্রন্থ উল্লিখিত হয়েছে। লং সাহেবের **Descriptive Catalogue**-এ বলা হয়েছে যে ১৮০৫ সালের দিকে মৃত্যুঞ্জয় সংস্কৃত থেকে 'দায়রত্নাবলী' অনুবাদ করেন এবং এ গ্রন্থও প্রকাশিত হয়। কিন্তু এ সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না। ১৮১৭ খ্রীঃ অব্দে 'বেদান্তচন্দ্রিকা' নামে যে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তাও তাঁর রচনা। এটি রামমোহনের বিরুদ্ধে লেখা। গ্রন্থে স্বাভাবিক কারণে লেখকের নাম ছিল না। তিনি রামমোহনের একেশ্বরবাদ প্রচার

তারিণীচরণ মিত্র : ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিস্ট (ইশপের গল্পের অনুবাদ, ১৮০৩)
চণ্ডীচরণ মুনশী : তোতা ইতিহাস (১৮০৫)
রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় : মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং (১৮০৫)
রামকিশোর তর্কচূড়ামণি : হিতোপদেশ (১৮০৮)
মোহনপ্রসাদ ঠাকুর : *Vocabulary Bengalee and English* (১৮১০)
হরপ্রসাদ রায় : পুরুষপরীক্ষা (১৮১৫)

উল্লিখিত বাংলা গ্রন্থ ছাড়াও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য হিন্দুস্তানী, সংস্কৃত, আরবী ও ফারসীতে বহু পুস্তক-পুস্তিকা রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৫৪ সাল পর্যন্ত এই কলেজের কার্যক্রম অব্যাহত ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে কলকাতাকে কেন্দ্র করে রামমোহন এবং অন্যান্য লেখক, সম্পাদক ও সমাজ-সংস্কারকের আবির্ভাব হল। সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু কলেজ স্থাপিত হল, স্কুল বুক সোসাইটি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান প্রকাশিত নানাবিধ বাংলা গদ্যগ্রন্থ মুদ্রিত হতে লাগল। ক্রমে এই কলেজের জন্য প্রকাশিত গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেল এবং কালে লুপ্ত হয়ে গেল।

এই কলেজ চলত আধুনিক রাইটার্স বিল্ডিংস্ ভবনে। দি-বা-দি বাগের (লাল দীঘি—সেকালের ট্যাঙ্ক স্কোয়ার) আশেপাশে ধনী বাঙালীদের অনেকগুলি বাড়ি ভাড়া নিয়ে তাতে কলেজের ছাত্রাবাস স্থাপন করা হয়েছিল। গার্ডেনরীচে কলেজের নিজস্ব বাড়ি তৈরির কথা হয়েছিল, কিন্তু তাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় হওয়ার সম্ভাবনায় কোম্পানী এ প্রস্তাব মঞ্জুর করতে পারলেন না। অত্যস্ত ব্যয়বৃদ্ধির জন্য মাঝখানে একবার এ কলেজ তুলে দেওয়ার কথাও হয় এবং বিলাতে হেলিবেরিতে কলেজ স্থাপন করে সেখানেই নবনিযুক্ত কর্মচারীদের শিক্ষার

এবং বাংলায় শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ পছন্দ করতেন না, যদিও কলকাতায় টোল স্থাপন করে একান্তে ছাত্রদের ভারতীয় ধর্ম-দর্শন-অন্যান্য শাস্ত্র পড়াতেন এবং ১৮১৭ খ্রীঃ অব্দেই সতীদাহ নিবারণকল্পে বিস্ময়কর আধুনিক অভিমত জ্ঞাপন করেছিলেন: 'চিতারোহণ অপরিহার্য্য নহে, ইচ্ছাধীন বিষয়-মাত্র। অনুগমন এবং ধর্ম্মজীবনযাপন—এই উভয়ের মধ্যে শেষটিই শ্রেয়তর। যে স্ত্রী অনুমৃতা না হয় অথবা অনুগমনের সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হয়, তাহার কোন দোষ বর্ত্তে না।' রামমোহনও সহমরণ-বিরোধী একখানি ইংরেজি পুস্তিকায় মৃত্যুঞ্জয়ের এই অভিমত নিজের বক্তব্যের স্বপক্ষে উদ্ধৃত করেন। সম্প্রতি ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায় 'বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ' নামে যে ব্যাকরণটি সম্পাদনা করেছেন, তাঁর ধারণা, এটি মৃত্যুঞ্জয়ের রচনা। এ সম্পর্কে তিনি যে সমস্ত প্রমাণ দিয়েছেন সেগুলি সবই আনুমানিক। সুতরাং এই ব্যাকরণের রচনা কর্তৃত্ব মৃত্যুঞ্জয়কে দেওয়া যেতে পারে না।

ব্যবস্থা করা হয়। ফলে উনিশ শতকের দু' দশকের মধ্যেই এ কলেজের গুরুত্ব অনেকটা হ্রাস পেয়ে যায়। পরিশেষে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ 'বোর্ড অব এগজামিনার্স'-এর অঙ্গীভূত হয়ে যায় (১৮৫৪)। তার পরে এ কলেজের আর কোন অস্তিত্ব ছিল না।

৮.

প্রথমেই রেভা: উইলিয়ম কেরীর পরিচয় নেওয়া যাক। কারণ তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা বিভাগের অধ্যাপক হন এবং তাঁর নির্দেশেই শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের ভাষা শিক্ষার জন্য কয়েকজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও ফারসীনবিশ মুনশী অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন। তখন বাংলা গদ্যে লেখা বিশেষ কোন গ্রন্থ ছিল না বলে তিনি স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে তাঁর অধীন অধ্যাপকদের দ্বারা বাংলা গদ্যগ্রন্থ রচনা করিয়ে নেন, কোম্পানীর ব্যয়ে সেগুলি মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন এবং উৎসাহ দেবার জন্য লেখকদের পুরস্কার দেওয়ারও নিয়ম চালু করেন। বহু ভাষাবিজ্ঞ কেরী[১] বাংলা ভাষাকে যথার্থই মাতৃভাষার মতোই ভালোবাসতেন। শ্রীরামপুরে যখন তিনি খ্রীস্টান ধর্ম প্রচারের কামনায় বাইবেল অনুবাদে হাত দিয়েছিলেন, তখন বাংলা ভাষার প্রতি এতটা মমতা বোধ করেননি। কারণ সমস্ত প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য ছিল ধর্মৈষণা। কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ হয়ে তিনি এদেশের ভাষা, সাহিত্য ও মানুষকে ভালোবাসতে শুরু করেন। তিনি যে বাংলা ভাষা নিজের মাতৃভাষার মতো বলতে কইতে লিখতে পড়তে পারতেন তা তিনি একটি সংস্কৃত বক্তৃতায় বলেছিলেন, "বঙ্গীয় ভাষা স্বদেশীয় ভাষাবৎ প্রায়ো ময়া কথিতা আসতে।" বাংলা গদ্য থেকে আরবী-পারসীর দৌরাত্ম্য দূর করে তাকে সংস্কৃতের সঙ্গে সম্পর্কিত করাই ছিল তাঁর ধ্যান জ্ঞান।[২] পাদ্রীসুলভ ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতা কাটিয়ে উঠে তিনি বাংলা ভাষা ও বাঙালী জাতিকে ভালোবাসতে পেরেছিলেন, এজন্য তাঁর প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত তার গ্রন্থগুলির তালিকা দেওয়া গেল।

---

১. কেরী **'Universal Dictionary or Polyglot Dictionary'** নামে একটি গ্রন্থে ভারতীয় প্রধান ভাষাসমূহের অভিধান সংকলন করেছিলেন, তাতে তেরটি ভারতীয় ভাষা গৃহীত হয়েছিল। দুঃখের বিষয় এত বিশাল গ্রন্থের অনেকটা আগুনে পুড়ে যাওয়ায় এ আর মুদ্রিত হয়নি। এর অংশবিশেষ এখনও পাণ্ডুলিপির আকারে শ্রীরামপুর কলেজে আছে।

২. শুধু তিনি নন, যে সমস্ত ইংরেজ বাংলা চর্চা করতেন তাঁদের সকলেরই আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহারের প্রতি প্রবল অনীহা ছিল। কেরী বলেছেন **'The Bengalee may be considered as more nearly allied to the Sungskrita than any of the other languages of India"** বা যাকে তিনি কতো ভালোবাসতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর এই মন্তব্যে—**"It (Bengalee) may be esteemed one of the Most Expressive and Elegant Languages of the East."**

১. নিউ টেস্টামেন্টের অনুবাদ —১৮০১ [আখ্যা পত্র—ঈশ্বরের সমস্ত বাক/ বিশেষত/যাহা মনুষ্যের ত্রাণ ও কার্য্যশোধনার্থে প্রকাশ করিয়াছেন।—তাহা আমাদের প্রভু ত্রাণকর্ত্তা যিশু খ্রীষ্টের। মঙ্গল সমাচার / গ্রীক ভাষা হইতে তর্জ্জমা হইল। / শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। -/১৮০১]। কেরীর জীবিতকালে এর আটটি সংস্করণ হয়েছিল।

2. *A Grammar of the Bengalee Languge (1801)*—এই ব্যাকরণের ভূমিকাটি মূল্যবান। সেখানে বিচক্ষণ ভাষাতাত্ত্বিকের মতো তিনি বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতের যথার্থ সম্পর্ক আবিষ্কার করেছেন, এবং সেকালে যে ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে বাংলা ভাষা প্রচলিত ছিল তিনি তার সীমাও নির্দেশ করেছেন : 'Bengalee, a language which is spoken from the Bay of Bengal in the south, to the mountains of Bootan in the north, and from the border of Rajogarh to Arakan.' এ ব্যাকরণে এগারটি অধ্যায় ছিল—বর্ণপরিচয়, যুক্তবর্ণ, শব্দ ও বিভিন্ন রূপ (বিশেষ্য), গুণবাচক শব্দ (বিশেষণ), সর্বনাম, ক্রিয়াপদ, শব্দগঠন, সমাস, অব্যয়-উপসর্গ, সন্ধি এবং অন্বয়। ১৭৭৮ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত হ্যালহেডের *The Grammar of the Bengal Language*-এ এই কটি অধ্যায় ছিল : বর্ণ ও ধ্বনিতত্ত্ব (Elements), লিঙ্গ, কারক, বচন (Substantives), সর্বনাম (Pronouns), ধাতু ও ক্রিয়ারূপ (Verb), বিশেষণ, ক্রিয়ার বিশেষণ, কৃৎ ও অন্যান্য প্রত্যয় (Attributes and Relatives), সংখ্যাবাচক শব্দ (Numbers), পদবিন্যাস (Syntax), ছন্দ (Orthography and Versification)।

৩. কথোপকথন (১৮০১)[১]—এটির প্রকৃত আখ্যা ইংরেজিতে এইভাবে উল্লিখিত হয়েছে—'Dialogues, intended to facilitate the acquiring of the Bengali Language.' কিন্তু গ্রন্থারম্ভে (চাকর ভাড়াকরণ') 'কথোপকথন' ছাপা আছে বলে এই নামেই এই পুস্তিকা প্রচারিত হয়েছে। এর সবটাই কি কেরীর রচনা? তিনি নিজেই ভূমিকায় বলেছেন, "I have employed sum (sic) sensible natives to compose dialogues upon subjects of a domestic nature, and to give them precisely in the natural style of the persons supposed to be speakers."[২] আমাদের মনে হয় পুস্তিকাটির যেখানে

১. মূল গ্রন্থের গোড়ায় বাংলা এবং শেষে তার ইংরেজি অনুবাদ ছিল।

২. কেরীর মৃত্যুর পরে তাঁর এক বন্ধু পত্রিকায় তাঁর 'Dialogue' সম্বন্ধে লিখেছিলেন, "These were composed in the original Bengali, probably by a clever native." এই 'clever native' কি মুন্সী? মৃত্যুইংরেজী অংশটুকু কি কেরীর অনুবাদ?

(যেমন 'চাকর ভাড়াকরণ') সাহেবদের প্রসঙ্গ এবং সাহেব ও বাঙালীদের কথোপকথন আছে তা কেরীর রচনা হতে পারে। কিন্তু যেখানে বাঙালী পরিবার ও সমাজের ঘনিষ্ঠ বর্ণনা আছে সেগুলি মৃত্যুঞ্জয় বা কলেজের অন্য কোন পণ্ডিতের লেখা। ঘটকালি, হাটের বিষয়, স্ত্রীলোকের হাট করা, তিয়রিয়া কথা, কন্দল, স্ত্রীলোকের কথাবার্তা মাইয়া কন্দল প্রভৃতি অনুচ্ছেদে বাঙালীর দৈনিন্দন সামাজিক ও পারিবারিক বিষয়, বিশেষত, নিম্নশ্রেণীর ও স্ত্রীসমাজের যে জীবন্ত সংলাপ বিবৃত হয়েছে, তা কখনও কোন বিদেশীর রচনা হতে পারে না। এই রচনাগুলির বাস্তব অভিজ্ঞতা, রঙ্গকৌতুক ও গ্রাম্য স্থূলতা বার বার মৃত্যুঞ্জয়কেই স্মরণ করিয়ে দেয়। সেকালের পণ্ডিতেরা রঙ্গ পরিহাসের সময়ে রুচির মুখ রক্ষা করা প্রয়োজনীয় মনে করতেন না। মৃত্যুঞ্জয়ের 'প্রবোধচন্দ্রিকা'য় এ ধরনের গ্রাম্য রঙ্গকৌতুকের অনেক মোটা মোটা দৃষ্টান্ত আছে। 'কথোপকথন'-এর 'কন্দল' ও 'মাইয়া কন্দল'-এ তারই প্রতিধ্বনি পাওয়া যাবে। দীনবন্ধুর নাটকে ও প্রহসনে যে গ্রাম্য কৌতুক আছে, এই রচনাগুলিতেও কতকটা সেই রকম স্থূল বিষয়ের ইঙ্গিত আছে। অবশ্য একালের ড্রয়িংরুম-বিলাসী ভব্য পাঠকের রুচিকে তা ছিন্নভিন্ন করে দেবে। সে যাই হোক 'কথোপকথন'-এর সংলাপধর্মী নাটকীয় রচনার গ্রাম্য বাড়াবাড়ি থাকলেও তা সাধুভাষার কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত। কেরীর বাইবেল অনুবাদের ভাষার অনেক স্থানে আড়ষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু একই কালে লেখা 'কথোপকথন'-এর ভাষায় তার চিহ্নমাত্র নেই। এ ছাড়াও এই সংকলনে বাংলাদেশের বিভিন্ন শ্রেণী, সমাজ, তাদের জীবন্ত চিত্র ও সমস্যা যেভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তার সামান্যতমও যদি কেরীর রচনা হয়, তা হলেও তাঁর মুনশিয়ানা বা ভূয়োদর্শনজনিত ব্যাপক অভিজ্ঞতা অকুণ্ঠ প্রশংসা দাবি করতে পারে।

৪. ওল্ড টেস্টামেন্ট—মোশার ব্যবস্থা (১৮০২), দাউদের গীত (১৮০৩), ভবিষ্যদ্বাক্য (১৮০৭), ইশরায়েলের বিবরণ (১৮০৯)। ওল্ড টেস্টামেন্টের সমগ্র অংশ ১৮০২ থেকে ১৮০৯ সালের মধ্যে চার খণ্ডে অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। অনুবাদ সমাপ্তি ও প্রকাশের পর কেরী অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন, বোধ হয় তাঁর জীবনের বৃহত্তম কর্তব্য সমাধা হলে তিনি কিছু কাল শারীরিক দিক থেকে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাঁর 'কথোপকথন' ও 'ইতিহাস-মালা'র তুলনায় বাইবেলের ভাষায় এমন কিছু উন্নতি হয়নি।

৫. ইতিহাসমালা (১৮১২)-এটি কি কেরীর নিজস্ব রচনা? এরকম সন্দেহ ওঠার কারণ, উক্ত গ্রন্থের নামপত্রে আছে—'ইতিহাসমালা / or / A

Collection/of/Stories/in/the Bengalee Language/Collected from various sources/By W Carey, D.D. তাহলে একথা বলা কি যুক্তিসঙ্গত হবে যে, এ গ্রন্থের রচনাকর্তৃত্বও পুরোপুরি তাঁর উপর বর্তায় না? অন্যের রচনা তিনি সংগ্রহ ও সম্পাদনা করে 'ইতিহাসমালা' মুদ্রিত করেছিলেন, এরকম অনুমান নিতান্ত অযৌক্তিক নয়। এ-বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তেও পৌঁছান যায় না, কারণ তেমন কোন প্রাসঙ্গিক প্রমাণ নেই। হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি সংস্কৃত উৎস থেকে এর কোন কোন আখ্যান গৃহীত, কোনটি-বা লোককথা থেকে গৃহীত, কোথাও-বা উৎস হচ্ছে লেখকের উর্বর কল্পনা। এই দেড় শ গল্প বেশ সুখপাঠ্য. কোথাও কৌতূহল, কোথাও-বা কৌতুক জাগিয়েছে। কিন্তু এর কোন আখ্যানের সঙ্গেই ইতিহাসের কোন সংযোগ নেই। নিছক নীতি-উপদেশমূলক গালগল্প এর কলেবর পূর্ণ করেছে। এর ভাষা পরিচ্ছন্ন, সরল ও সহজ সাধুভাষার আদর্শে পরিকল্পিত। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অনেক লেখকের চেয়ে এর রচনাভঙ্গিমা চিত্তাকর্ষক। তবে যাকে যথার্থ style বলে এর মধ্যে তার অনুসন্ধান পণ্ডশ্রম মাত্র। এর মধ্যে যে 'simple homely prose style' আছে বলা হয়েছে তা পুরোপুরি স্বীকার করা যায় না। মৃত্যুঞ্জয়ের 'ornate and laboured style'-এ যেমন একটি ব্যক্তিপুরুষীয় ছাপ পাওয়া যায়, 'ইতিহাসমালা'র সরল গল্প আখ্যানে তার অনুরূপ কোন ব্যক্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না। সে যাই হোক, বাংলা গদ্যরীতির সাধুপ্রকরণটি যে ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠছে তা ১৮১২ সালে প্রকাশিত 'ইতিহাসমালা' থেকে পাওয়া যাবে। উপরন্তু এর বহু আখ্যানে যেমন একটি সরস রঙ্গকৌতুকের উদার প্রকাশ ঘটেছে যে, এটি পুরোপুরি কেরীর রচনা হলে তাঁকে উচ্চ প্রশংসা করতে হবে।

এ ছাড়াও কেরী সাহেবের উদ্যোগে শ্রীরামপুর মিশন থেকে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত ১৮০২ সালে প্রকাশিত হয়। এজন্যও তিনি বাঙালীর জীবনে ও সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর সংকলিত ও ব্যাখ্যাত বাংলা-ইংরেজি অভিধান (*A Dictionary of the Bengalee Language*) ১৮১৫ থেকে ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়। অনেকদিন পর্যন্ত এই বিশাল অভিধান বাঙালী সমাজে প্রচলিত ছিল। তাঁর পরে যাঁরা অভিধান সংকলন করেছিলেন তাঁরাও তাঁর গ্রন্থের ছাঁদ অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর *A Grammar of the Bengalee Language* (1801) অনেকদিন প্রচলিত ছিল। রামমোহনের ব্যাকরণ প্রকাশের পর সেইটিই অধিকতর স্বীকৃতি লাভ করে।

কেরীর ভ্রাতুষ্পুত্র ইউস্টেস কেরী পিতৃব্যের চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'In Dr. Carey's mind, and in the habits of his life, there is nothing of the marvellous to describe. There was no great and original transcendency of intellect, no enthusiasm and impetuosity of feeling; there was nothing in his mental character to dazzle and ever to surprise.' একথা ঠিক তাঁর কাজকর্ম ও আচার-আচরণে কোন হাঁকডাক ছিল না, কোন চোখ ধাঁধানো ব্যাপার ছিল না। কেরী একবার নিজের সম্বন্ধে বলেছিলেন 'plodder'। তিনি যে অধ্যবসায় ও প্রীতির সঙ্গে বাংলা ভাষার পরিচর্যা করেছিলেন, বাইরের দিক থেকে তার সব আয়োজনটা চোখে পড়ে না। কিন্তু বাংলা গদ্যের রূপ-নির্মাণে তাঁর সহায়তা বাঙালী কোনও দিন ভুলতে পারবে কি?

৯.

কেরী সাহেব ও তাঁর সহায়ক 'ভ্রাতৃবৃন্দ' বাংলা গদ্য রচনায় বিশেষ তৎপরতা গ্রহণ করলেও তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন যে, বাংলা গদ্যের স্থায়ী সৌধ নির্মাণ করতে হলে বাঙালীর মেধা, বুদ্ধি ও পরিশ্রমের দ্বারাই সেই ইমারত গড়ে তুলতে হবে। জন ক্লার্ক মার্শম্যান (১৭৯৪-১৮৭৭), উইলিয়াম ওয়ার্ড (১৭৬৯-১৮২৩), ফেলিক্স্ কেরী (১৭৮৬-১৮২২), জন ম্যাক (১৭৯৭-১৮৪৫), জন ল'সন (১৭৮৭-১৮২৫), উইলিয়ম ইয়েটস্ (১৭৯২-১৮৪৫), রবার্ট মে (১৭৮৮-১৮১৮), পীয়ার্সন (১৭৯০-১৮৩১) প্রভৃতি শ্রীরামপুরের মিশনারী ও অন্যান্য শ্বেতাঙ্গ লেখক বাংলা ভাষায় ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভূগোল, অঙ্কশাস্ত্র, ব্যাকরণ-অভিধান সম্পর্কে ছোট বড়ো অনেক পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেছিলেন। এই রচনাগুলির মধ্যে সাহিত্যগুণ পাওয়া যাবে না, এগুলি রচিত হয়েছিল ছাত্রদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য। তাঁরা বিদেশী হয়েও অনেক পরিশ্রম করে বাংলা গদ্যের সাধু ঠাটটি মোটামুটি ধরতে পেরেছিলেন, এজন্য তাঁরা আমাদের প্রশংসা দাবি করতে পারেন। অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি বাঙালী প্রাবন্ধিকগণ গদ্যরচনা শুরু করলে এঁদের গ্রন্থের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল। তবু এঁরা বিজ্ঞান-ভূগোল-ইতিহাসের প্রাথমিক পরিচয় দেবার জন্য বাংলা ভাষায় কলম ধরেছিলেন, এজন্য তাঁদের আমরা শ্রদ্ধা করি।

কেরীর উদ্যোগে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগ বেশ জাঁকিয়ে উঠেছিল। তাঁর এবং পণ্ডিত মুনশীদের রচিত পুস্তক-পুস্তিকা ফোর্ট উইলিয়ম

কলেজের শ্বেতাঙ্গ ছাত্র-সমাজের জন্য রচিত হলেও এই সমস্ত পুস্তকের দু-একটি কলেজের বাইরে বৃহত্তর বাঙালী সমাজেও প্রচারিত হয়েছিল। মৃত্যুঞ্জয়ের 'রাজাবলি' ও 'প্রবোধচন্দ্রিকা', রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং', হরপ্রসাদ রায়ের 'পুরুষপরীক্ষা' এবং চণ্ডীচরণ মুন্শীর 'তোতা-কাহিনী',—এগুলি বোধ হয় গল্পরসের জন্য কিছুদিন পাঠক সমাজে সমাদৃত হয়েছিল, কোনটি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে অনেকদিন ছাত্রসমাজে প্রচারিত ছিল। এই সংকলনে আমরা রামরাম বসু, কেরী, মৃত্যুঞ্জয় এবং গোলোকনাথ শর্মার রচনার স্থান দিয়েছি। এর দ্বিতীয় খণ্ডে সমসাময়িক আরও কিছু গদ্যগ্রন্থ সংগ্রহ করা যাবে। সজনীকান্ত দাস 'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা' সিরিজে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অনেকগুলি পুস্তিকার পুনর্মুদ্রণ করেছিলেন। কিন্তু তাও অদৃশ্য হয়ে গেছে, এখন তার সন্ধান পাওয়া যায় না। অথচ বাংলা গদ্যের আদি পর্ব আলোচনার জন্য এগুলির পুনর্মুদ্রণ আবশ্যক। তাই এই খণ্ডে আমরা কয়েকজন পুরাতন গদ্যলেখকের পুরো গ্রন্থ এবং তার সঙ্গে তাঁদের অন্য রচনা থেকে অংশবিশেষ নির্বাচিত করে এই খণ্ডে স্থান দিয়েছি। এর দ্বিতীয় খণ্ডে আরও কিছু কিছু দুর্লভ ও সুপ্রাচীন বাংলা গদ্যগ্রন্থ প্রকাশ করার ইচ্ছা আছে। সেগুলি প্রকাশিত হলে পাঠক বুঝতে পারবেন, রামমোহনেরও পূর্বে কেরী সাহেব, শ্রীরামপুর মিশনের কর্মীরা এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত-মুন্শীদের রচনায় বাংলা সাধুরীতির মোটামুটি একটা আকার দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। বাংলা গদ্যের যথার্থ রূপ রামমোহনও ততটা ধরতে পারেননি, যদিও তিনি 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'-এ (১৮৩৩)[১] বাঙালীকে গদ্য লিখতে শিখিয়েছেন। তিনি ছিলেন প্রধানতঃ প্রচারপুস্তিকা ও 'পলেমিক' ধরনের বিতর্কমূলক পুস্তিকার লেখক। বড়ো মাপের নিবন্ধ লিখবার মতো তাঁর অবকাশ জোটেনি। তাই তাঁর গদ্যে শিল্পসুষমার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে তাঁর 'পাদ্রী শিষ্য সংবাদ'-এ (১৮২৩) যেন সাহিত্যরস একটু উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। তাঁর গদ্যরচনা সম্বন্ধে তাঁর ভক্ত কবি ঈশ্বর গুপ্ত ঠিকই বলেছেন, 'দেওয়ানজী (অর্থাৎ রামমোহন)[২] জলের ন্যায় সহজ ভাষা লিখিতেন। তাহাতে কোন বিচার ও বিবাদঘটিত বিষয় লেখার মনের অভিপ্রায় ও ভাব সকল অতি সহজে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইত, এ

১. এটি ১৮২৬ সালে রচিত রামমোহনের *Bengali Grammar in the English Language* এর বঙ্গানুবাদ। তাঁর মৃত্যুর পর এটি ১৮৩৩ সালে কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

২. ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উচ্চ কর্মচারী জন ডিগ্‌বী রংপুরের কালেক্টার থাকাকালে রামমোহন তাঁর অধীনে কিছুদিন দেওয়ানির কর্ম করেছিলেন। তাঁর বন্ধু ও মনিব জন ডিগ্‌বী

জন্য পাঠকেরা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতেন। কিন্তু সে লেখায় শব্দের বিশেষ পারিপাট্য ও তাদৃশ মিষ্টতা ছিল না।' বরং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত মুন্‌শীদের অনেকেরই রচনা রামমোহনের বিরস বিতর্কের চেয়ে অধিকতর আকর্ষক হয়েছে, বিশেষতঃ মৃত্যুঞ্জয়ের রচনা।

১০.

রামরাম বসুর বিচিত্র জীবন সম্বন্ধে বাংলা দেশে নানা 'মীথ' সৃষ্টি হয়েছে, একালে তাঁকে নিয়ে সত্য-মিথ্যা-অতিরঞ্জন মিশিয়ে গল্পকথা প্রভৃতি রচিত হচ্ছে। এসব কাহিনীর কতটুকু যথার্থ আর কতটুকু বানানো তা নির্ণয় করা দুষ্কর। তবে এইটুকু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, তিনি শ্রীরামপুরের মিশনারীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছিলেন। তাঁর মুখের কথা ও আচরণ দেখে মিশনারীদের স্থির বিশ্বাস হয়েছিল রামরাম শীঘ্রই খ্রীস্ট ভজবেন তাঁর লেখা খ্রীস্ট-চরিত বিষয়ক পুস্তিকাগুলি ('খ্রীষ্ট বিবরণামৃতং'—১৮০৩) পড়ে মিশনারীদের সেই বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়েছিল। তাঁরা আশা-বায়ুতে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাই এই সমস্ত অপদার্থ পয়ার-ত্রিপদীর অন্তঃসারশূন্যতা ধরতে পারেননি। সে যাই হোক মিশনারীরাও তার কাছ থেকে বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছিলেন। রামরাম বঙ্গীয় কায়স্থ, তাই ধূমঘাটের প্রতাপাদিত্যের 'স্বশ্রেণী একেই জাতি' বলে কিছু গর্ব বোধও করতেন। নানা বিষয়ে তিনি 'মহাশয়' ব্যক্তি হলেও একদা নারীঘটিত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিলেন। এক বিধবার সঙ্গে তাঁর কিছু গাঢ় রকমের সম্পর্ক ছিল এবং সেই বিধবার ভ্রূণহত্যা-পাপে তিনি জড়িত ছিলেন। তখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 'আসনাই'-ঘটিত কোন আইন বোধ হয় ছিল না, অন্ততঃ কালা আদমিদের বেলায় কর্তৃপক্ষ উদাসীন ছিলেন। তাই এ কাজের অনিবার্য পরিণতি শ্রীঘর বাস থেকে রামরাম কোনও প্রকারে রক্ষা পেয়েছিলেন। মিশনারীরা তাঁকে খুব পছন্দ করলেও এ ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়লে তাঁকে আর কাছে রাখতে পারলেন না, তাঁদের সুখদুঃখের অনুচর রামরামকে দুঃখিত চিত্তে বিদায় দিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে দেখা যাচ্ছে, তিনি আবার কেরী প্রভৃতির সান্নিধ্যে এসেছেন, পাদ্রীগণ নৈতিক ব্যাপারে অতি-সতর্ক হলেও দায়ে পড়ে রামরামকে আবার আশ্রয় দিতে বাধ্য হলেন; এর কারণ রামরামের বাংলা ও ফারসীজ্ঞান যা মিশনারীদের অহরহ

তাঁকে ঐ পদে স্থায়িভাবে নিযুক্ত করার জন্য উপর মহলে সুপারিশ করেন, কিন্তু তাঁরা রামমোহনকে উক্তপদে নিয়োগ করতে অসম্মত হন। তিনি স্বল্পকালের জন্য অস্থায়িভাবে দেওয়ানির পদে অধিষ্ঠিত থাকলেও সেকালে সকলেই তাঁকে দেওয়ানজী বলত।

প্রয়োজনে লাগত। দ্বিতীয়তঃ রামরাম খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ না করলেও মিশনারীদের হয়ে তীব্র ভাষায় হিন্দুধর্ম ও সমাজের কুৎসা রচনা করতেন। ক্রমে তিনি মিশনের কাজে লেগে গেলেন, কিছু পরে কেরী তাঁকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজেও নিযুক্ত করলেন।

কলেজের প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও দ্বিতীয় পণ্ডিত রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি বেতন পেতেন যথাক্রমে মাসিক দু'শ ও একশ টাকা। ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে এই বেতনের হার নিতান্ত তুচ্ছ করবার মতো নয়। আর ছ'জন সহকারী পণ্ডিতের (রামরাম বসু, শ্রীপতি রায়, আনন্দচন্দ্র, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন মুখোপাধ্যায় ও পদ্মলোচন চূড়ামণি)[১] মাসিক বেতন ছিল পঞ্চাশ টাকা করে। কেরীর নির্দেশে রামরাম ১৮০১ সালে 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' এবং ১৮০২ সালে 'লিপিমালা' রচনা করেন। তিনি প্রতাপাদিত্যের জ্ঞাতি ছিলেন বলে কেরী উপযুক্ত ব্যক্তিকেই প্রতাপাদিত্যের কাহিনী লিখতে বলেছিলেন। এ পুস্তিকা মারাঠী গদ্যেও অনূদিত হয়েছিল, অনুবাদ করেছিলেন ঐ কলেজের মারাঠী বিভাগের প্রধান পণ্ডিত বৈদ্যনাথ। রামরাম বসু ফারসী ভাষায় যে সমস্ত উপকরণ হাতের কাছে পেয়েছিলেন এবং নিজের পরিবার ও লোকসমাজে প্রতাপাদিত্যের কাহিনী সম্বন্ধে যা সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন তারই উপর ভিত্তি করে এই পুস্তিকাটি রচনা করেছিলেন। নানা ত্রুটি সত্ত্বেও 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'ই বাঙালী রচিত প্রথম মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থ। দোম আন্তোনিও রচিত 'ব্রাহ্মণ-রোমানক্যাথলিক সংবাদ' বাঙালীর লেখা প্রথম গদ্যগ্রন্থ হলেও এটি মুদ্রিত হয়নি বলে হিসেব থেকে এটিকে বাদ দেওয়া যেতে পারে। ঐতিহাসিক ও প্রামাণিক উপাদানের অভাব ঘটলেও রামরাম প্রতাপাদিত্যের কাহিনীটি মোটামুটি বর্ণনা করতে পেরেছেন। অবশ্য কোথাও কোথাও অতিরঞ্জন ও কল্পিত কাহিনীর কিছু বাড়াবাড়ি বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঐতিহাসিক মৌলিক গদ্যগ্রন্থ বলে এটি স্বীকৃতির যোগ্য।

এই পুস্তিকার ভাষা ও বর্ণনার রীতিকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতো অনেকেই অপাঠ্য' বলে লেখককে নিন্দা করেছেন। এর অন্বয়ের মারাত্মক ত্রুটি, ভাষা-ভঙ্গিমার জড়তা ও আরবী-ফারসী শব্দের বাড়াবাড়ি হলেও একালের পাঠকদেরও বিরূপ করে তুলবেই। একটু ভদ্রগোছের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক:

---

১. পদ্মলোচন চূড়ামণি নবদ্বীপের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর কাছে টমাস সংস্কৃত শিক্ষা করেন।

> এই মতে সকলেই আপন স্থানে গতি করিলে রাজা সে খোজা সেনাপতি সমিভ্যারে করিয়া বাহিরের গড়ে স্থিতি করিলেন সে দিবস এবং রজনীতে ঘোর নিশায় দেখেন এক অগ্নি আকার পড়িল শূন্য হইতে এবং তিষ্ঠিল সেই বনে।...রাজা অতিসাহসি খোজাকে সাথে করিয়া অশ্ব আরোহণে গতি করিলেন সেই স্থানে।

এখানে ইসলামি শব্দের বিশেষ বাহুল্য না থাকলেও অন্বয়ে গোলমাল আছে। তাঁর অন্তত দু'শ বছর আগে রচিত যে সমস্ত গদ্যের দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা গেছে তার অন্বয়বন্ধন এতটা মারাত্মক নয়। কোন কোন স্থানে রামরাম প্রচুর আরবী ও ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছেন। এ পুস্তিকার যে কোন পৃষ্ঠা খুললেই বাদসাহি কোট, খালিসা, তক্ত, ওফাত, কাজিয়া, মুবারাক, তহশিল, তাগাদা, শওগাত, ফরমান, খেলাত, আরজদাস্ত, কাননগো, মুহুরি, ওজির, খানসামানি, খানজাত, মুরচাবন্দি, মজবুতি, ফরমান, তবচি, দেহড়, মালগুজারি, ওস্তত ইত্যাদি অসংখ্য আরবী-ফারসী শব্দ চোখে পড়বে। অবশ্য গোঁড়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয়ও 'রাজাবলি'তেও মুসলমান শাসন বর্ণনা করতে গিয়ে জিম্মা, কিল্লা, দখল, জবান দমা, ওগয়রহ, তমস্সুক, নেয়াবৎ, জিন্নতুল, বিলায়ৎ, বিরাদরি, দরমাহি, চুগল, খেদমত, গুজারি প্রভৃতি শাসন-সংক্রান্ত আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহারে সঙ্কোচ বোধ করেননি। কারণ সেকালে রাজসরকারে, শাসনব্যবস্থা, রাজস্ব ও বিচার বিভাগে অজস্র আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহৃত হত। তাই বোধ হয় রামরাম তাঁর প্রথম পুস্তকে এত ইসলামি শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু কেরীর নির্দেশেই বোধ হয় তিনি পরের বছরে লেখা 'লিপিমালা'র ভাষা-ভঙ্গিমা একেবারে বদলে ফেলেন, আরবী-ফারসী শব্দের অকারণ বাহুল্যও হ্রাস পায়। আগেই আমরা দেখিয়েছি মিশনারী সম্প্রদায় ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাংলা ভাষায় অভিজ্ঞ কর্মচারীরা বাংলা ভাষায় আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহার হ্রাস করতে চেয়েছিলেন। হ্যালহেড সাহেব *The Grammar of the Bengal Language*-এর ভূমিকায় এই একই মত কিছু পূর্বেই ব্যক্ত করেছিলেন। ফরস্টারও তাঁর *A Vocabulary in two parts, English and Bongalee and Vice Versa* (*1799-1802*) শীর্ষক অভিধানে সংস্কৃতানুসারী বিশুদ্ধ বাংলা ভাষার কথাই বলেছিলেন। বাংলা ভাষাকে dialect থেকে উদ্ধার করে ভাষার মর্যাদা দিতে হবে, এই ছিল তাঁর প্রধান বক্তব্য। মার্শম্যান যথার্থই বলেছেন, ফরস্টার ছিলেন 'most eminent Bengali scholar till the appearance of Dr. Carey.' তাঁর অভিধানে তিনি বাংলা ভাষায় অকারণ ইসলামি শব্দের

অনুপ্রবেশে বাধা দিয়েছেন। এই যুগের শাসনকার্যে একটা নতুন পরিবর্তন ঘটে যায়। ১৮৩৮ সাল থেকে সরকারী কাজকর্ম, শাসন ও বিচার বিভাগ থেকে ফারসীর ব্যবহার লুপ্ত হল, এবং তার স্থান অধিকার করল ইংরেজি ও বাংলা। ফলে দেশ থেকে ফারসী ব্যবহারের অবসান ঘটল। অবশ্য শব্দ ভাণ্ডারে অনেক আরবী-ফারসী-তুরকী শব্দ রয়ে গেছে। বাংলার মুসলমান সমাজে, তাদের দৈনন্দিন জীবনে, ধর্মীয় আচার-আচরণে প্রচুর পরিমাণে ফারসী শব্দের ব্যবহার এখনও লক্ষিত হয়। কিন্তু কেরী ও অন্যান্য শ্বেতাঙ্গ পণ্ডিত মনে করেছিলেন, সেমিটিক ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার কোন আত্মিক যোগ নেই, বরং সংস্কৃতই তার স্বাভাবিক আত্মীয়। ১৮৪৯ সালের দিকে সেটন-কারও স্বীকার করেছিলেন যে, লাতিনের সঙ্গে ইতালী ভাষার যে সম্পর্ক, সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক তারও চেয়ে গভীর ও ঘনিষ্ঠ। মুসলমান শাসকের ভাষার দৌরাত্ম্য সত্ত্বেও বাংলা ভাষার মূল বনিয়াদ নষ্ট হয়নি, এই ছিল তাঁর অভিমত।

রামরামের 'লিপিমালা'র প্রধান বৈশিষ্ট্য পত্রের মধ্য দিয়ে দেশের নানা চিত্র ও কাল্পনিক ঘটনার পরিচয় প্রদান। গ্রন্থের প্রারম্ভে আছে 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা জ্ঞানদ সিদ্ধি দাতা পরম ব্রহ্মের উদ্দিশ্যে নত হইয়া প্রণাম ও প্রার্থনা করিয়া নিবেদন করা যাইতেছে।' এই উক্তিতে কেউ কেউ মনে করেন, তিনি সম্ভবতঃ রামমোহনের সংস্পর্শে এসেছিলেন, তা নইলে 'পরমব্রহ্মের' উল্লেখ করতে পারতেন না। কারও মতে, রামরাম লিপিমালার ভাষা রামমোহনের দ্বারা সংশোধন করিয়ে নিয়েছিলেন, তাই এর ভাষা সর্বপ্রকার আতিশয্য বর্জিত ও সরল সহজ হতে পেরেছে। এ-সব অলীক কল্পনার কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নেই। পরমব্রহ্মতত্ত্ব তিনি রামমোহনের কাছ থেকে পেয়েছিলেন, একথা যুক্তিসঙ্গত নয়, কারণ ১৮০২ সালে রামমোহন বাংলা গদ্যে লেখাই শুরু করেননি। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'তুহ্ফাৎ-উল-মুয়াহ্হিদীন' ফারসী ভাষায় লেখা, প্রকাশিত হয় ১৮০৩ বা ১৮০৪ সালে। রামরাম বসুর প্রায় পঁচাত্তর বৎসর পূর্বে দোম আন্তোনিও 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ'-এর একাধিক স্থানে 'পরম ব্রহ্মো'-র উল্লেখ করেছেন। সে যাই হোক একথা সত্যের ও ইতিহাসের খাতিরে স্বীকার করতে হবে যে, 'লিপিমালা'র ভাষা রামমোহনের যে-কোন রচনার চেয়ে সরল। রামরাম সর্বপ্রথম যখন পয়ার-ত্রিপদীতে খ্রীস্টজীবনী বিষয়ক কবিতা লেখেন তখন রামমোহন চৌদ্দ বৎসরের বালকমাত্র। রামরাম রামমোহনের চেয়ে অন্তত ষোল বৎসরের বড়ো ছিলেন। সুতরাং উভয়ের মধ্যে পরিচয় থাকলেও কেউ কাউকে প্রভাবিত করতে পারেননি। রামরাম শ্রীরামপুরের

মিশনারী সহবাসে থাকতেন, তাঁদের অনুগ্রহ-পুষ্ট হয়ে হিন্দু ধর্মের কুৎসা করতেন। এরূপ ক্ষেত্রে রামমোহনের সঙ্গে তাঁর সম্প্রীতি কল্পনা করা যায় কি? সুতরাং 'লিপিমালা'র ভাষা রামমোহনের দ্বারা সংশোধিত এ কথা তথ্যসঙ্গত নয়।

ভাষা, বানান ও ব্যাকরণের নানা ত্রুটি থাকলেও রামরাম 'লিপিমালা'য় সহজবোধ্যতা ও সরলতা অনেকটা বজায় রাখতে পেরেছেন। 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'র ভাষাবিন্যাস আরও ত্রুটিপূর্ণ এবং আরবী-ফারসী শব্দ ভারে এ ভাষার গতি প্রায়শঃই স্তব্ধ হয়ে গেছে। অবশ্য দু একটি স্থল নিতান্ত মন্দ হয়নি বিশেষত দুঃখশোকের বর্ণনায় রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'র ভাষা-ভঙ্গিমায় কিছু আন্তরিকতার স্পর্শ আছে। দাউদ খাঁ করবানি যুদ্ধে নিহত হলে তাঁর 'বেগম বিসন্ন বদনা খিদ্যমানা অতি কাতরা হইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়া' যে ভাষায় বিলাপ করেছেন তার অকৃত্রিমতা সহজেই হৃদয় স্পর্শ করবে:

> চিত্রের পুথলির ন্যায় দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ শোকেতে কাতরা হইয়া ধরণিতলে পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া রোদন করিতেছেন। শান্তনা করে এমত কেহ নাই হা নাথ২ করিয়া বহুবিধ বিলাপীর ক্রন্দন করিতেছেন কি করিব। কোথা যাব। কি হবে উপায়। এই মত ভুমিতে পড়িয়া বেগম বিলাপ করে। বেগমের বিলাপেতে যাবদীয় লোক হায়২ রবে রোদন করিতে লাগিল। ওমরায়ের কঠিনান্তঃকরণ কোমল হইল ছল২ অক্ষিতে রোদন করিলেন।

ভাষার এই সরলতা 'লিপিমালা'য় অধিকতর স্বাভাবিক হয়েছে। 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'-এর তুলনায় এ ভাষা অসাধারণ উন্নতি লাভ করেছে—হয়তো কেরীর নির্দেশে। পত্রের ঢঙে লেখা এইটুকু বিবেচনা করা যেতে পারে—

> এ বৎসর শেষ হইল অথাচ ওখানকার কর কি পত্র কিছুই আইসে না কারণ কি তত্ত্বাদিশ্যে বসন্ত রায় ফষ্টিক সহিত পরিবার পনের জন প্রেরিত হইল। সাম্বৎসরিক কর বক্রী সংপ্রতি দশলক্ষ প্রেরণ করিবা গৌণ না হয়। এখানে সংপ্রতি বিগ্রহ উপস্থিত সিন্ধুকুলাধিপ মানবরাজা বলবন্ত রায়ের উপর বল করিয়া অধিকার লুট করিয়াছে তাহার প্রতিফল দিতে হইবেক তাহার আসন্নকাল বুঝা যাইতেছে নতুবা কি আসাক্রমে এ রাজ্যের উপর দৌর্জ্জন্যতা করে।

উপযুক্ত বিরামচিহ্ন বসিয়ে দিলে এ ভাষার যৎসামান্য দুর্বোধ্যতাও চলে যাবে। 'লিপিমালা' প্রকাশের পর রামরাম আরও এগার বৎসর জীবিত ছিলেন (মৃত্যু: ৭ আগস্ট, ১৮১৩), এবং মৃত্যুর দিনও সকালে কলেজে কাজ করেছিলেন। কিন্তু তিনি আর কোনো গ্রন্থ লেখেননি। অথচ ভাষা যথেষ্ট সরল হয়ে এসেছিল, ইচ্ছা

করলে তিনি নতুন কোন গ্রন্থ রচনায় হাত দিতে পারতেন এবং নিশ্চয়ই অধিকতর কৃতিত্বের পরিচয় দিতেন। কেরী তাঁকে আর কোনো গ্রন্থ রচনার ভার দিলেন না কেন তাও বোঝা যাচ্ছে না। সে যাই হোক, তাঁর ভাষায়, বিশেষতঃ প্রথম গদ্যরচনায় নানা ত্রুটি থাকলেও (বিশেষতঃ বানান ও বিশেষ্য-বিশেষণের ত্রুটি) প্রথম মুদ্রিত বাংলা গদ্যের রচনাকার বলে বাংলা গদ্যের ইতিহাসে তাঁর নাম চিরদিন উল্লিখিত থাকবে।

১১.

গোলোকনাথ শর্মা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু মিশনারীদের সঙ্গে পূর্ব থেকেই পরিচিত ছিলেন। খুব সম্ভব টমাস তাঁর কাছে কিছু দিন বাংলা শিখেছিলেন। তাঁর 'হিতোপদেশ' ১৮০১ সালে প্রকাশিত হয় বলে মনে হচ্ছে। কেউ মনে করেন এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮০২ সালে। আমাদের অনুমান ১৮০১ সালে গ্রন্থের মুদ্রণ শেষ হলেও এর প্রকাশকাল ১৮০২। বলাই বাহুল্য এটি সংস্কৃত হিতোপদেশের অনুবাদ এবং বাংলা ভাষায় প্রথম অনুবাদ। হিতোপদেশের নীতিবিষয়ক গল্পগুলির প্রতি মিশনারীদের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তাই দেখা যাচ্ছে গোলোকনাথ ছাড়াও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও রামকিশোর তর্কচূড়ামণি কয়েক বৎসরের ব্যবধানে দুবার হিতোপদেশের বঙ্গানুবাদ করেন। স্বয়ং ইয়েট্স্ ১৮৪৮ সালে হিতোপদেশের আর এক অনুবাদ করেন। ১৮২০ সালে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় হিতোপদেশের যে অনুবাদ করেন তাতে পঞ্চতন্ত্রের আখ্যানও যুক্ত হয়েছিল। গোলোকনাথের অনুবাদের ভাষা রামরামের চেয়ে সহজ ও সরল। যেমন :

> গোদাবরী নামেতে নদীতীরে এক প্রকাণ্ড শাল্মলী বৃক্ষ আছে। সেই গাছের উপর নানান দিগ হইতে পক্ষীরা আসিয়া রজনীতে বাস করে। তারপর কদাচিত একদিন রাত্রি অবশেষেতে চন্দ্র অস্ত যাইতেছেন এমত কালেতে এক ব্যাধ যমের সদৃশ জাল দড়ি হস্তে করিয়া আসিতেছে।

এভাষা প্রচলিত বাংলা গদ্যের আত্মীয়, একালেও এ ভাষা আদৌ নিন্দনীয় হবে না। গোলোকনাথ সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু বাংলা ভাষার প্রাণধর্ম ভালোই জানতেন। তাই এ ভাষার মধ্যে পরিচ্ছন্নতা ও পারিপাট্য দেখা যায়। দু-চারটি পুরাতন ধরনের প্রয়োগ থাকলেও এটি প্রায় আধুনিক কালের মতো। অবশ্য যাকে বিশিষ্ট গদ্যরীতি বলে তখনো তা গড়ে ওঠেনি, বিদ্যাসাগরের পূর্বে তার স্বরূপ বড়ো কেউ ধরতে পারেননি, মৃত্যুঞ্জয় অজ্ঞাতসারেই গদ্যরচনার মধ্যে

নিজের ব্যক্তিস্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ মুদ্রিত করে দিয়েছিলেন। গোলোকনাথের ভাষা ঠিক সেই পর্যায়ে না উঠলেও মোটামুটি স্বাভাবিক বলে গৃহীত হতে পারে।

১২.

এই সংকলনের সর্বশেষে মুদ্রিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের (১৭৬২-১৮১৯) 'বত্রিশ সিংহাসন'-এর (১৮০২) সবটা এবং 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র (১৮১৩) যৎসামান্য দৃষ্টান্তের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক এবং বিদ্যাসাগরের পূর্বে একমাত্র ভাষা সচেতন লেখক মৃত্যুঞ্জয় রামমোহনের সময়ে কলকাতায় বর্তমান ছিলেন। পুরাতন পদ্ধতিতে সংস্কৃতশাস্ত্র, সংহিতা ও সাহিত্যে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন, কিন্তু কিছুমাত্র ইংরেজি জানতেন না। তা সত্ত্বেও কোন কোন বিষয়ে অতিশয় আধুনিক মত ব্যক্ত করেছেন এবং বাংলা গদ্যের যথার্থ স্টাইল বা রচনাপদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত তা নিয়ে তিনি নিজে পরীক্ষা করেছেন। তাঁর ভাষার তুলনায় রামমোহনের রচনার ভাষা বর্ণগন্ধহীন মনে হবে। বাংলা গদ্যের যে চিরায়ত সাধুরূপটি বিদ্যাসাগরের হাতে পুষ্টিলাভ করে, মৃত্যুঞ্জয় তার সার্থক সূচনা করেন। সমাজে তিনি অতিশয় মান্য ছিলেন, মিশনারী সম্প্রদায় তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন, রাজপুরুষেরাও তাঁর মতামতের বিশেষ মূল্য দিতেন। কিন্তু রামমোহনের ছায়ায় পড়ে তিনি কিছুটা নিষ্প্রভ হয়ে গেছেন। তাই তাঁর রচনাভঙ্গিমার বৈশিষ্ট্য অনেক কৃতবিদ্য পাঠকের কাছেও হাসির বস্তু। রামগতি ও দীনেশচন্দ্র মৃত্যুঞ্জয়ের সব লেখার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। তাই তাঁর 'প্রবোধচন্দ্রিকা' থেকে একটি উৎকট পঙ্‌ক্তি ('কোকিল কলালাপ বাচাল যে মলয়াচলানিল সে উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছ নির্ঝরাম্ভঃ কণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে') উদ্ধৃত করে তাঁর ভাষার তীব্র নিন্দা করেছেন। কিন্তু এ নিন্দা তাঁর আদৌ প্রাপ্য নয়, ওটি দণ্ডীর কাব্যাদর্শের একটি পঙ্‌ক্তির অনুবাদ, অনুবাদটি সুশ্রাব্য ও সুবোধ্য হয়নি তা অবশ্য স্বীকার করতে হবে। তা বাদ দিলে দেখা যাবে তাঁর 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২), 'হিতোপদেশ' (১৮০৮) এবং 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র (১৮১৩ সালে রচিত, ১৮৩৩ সালে মুদ্রিত) ভাষা থেকে আড়ষ্টতা দোষ অনেকাংশে দূর হয়েছে। 'প্রবোধচন্দ্রিকা' বিচিত্র ধরনের গল্প, এর ভাষাভঙ্গীও বিচিত্র ও বিবিধ। প্রধানতঃ তিনটি ভাষা রীতি—(১) সংস্কৃতানুসারী গুরুগম্ভীর মন্থর শব্দসজ্জা ও অন্বয় যা অনেকটা কথকতার পৃথুল বাক্যসজ্জা মনে করিয়ে দেয়; (২) পরিচ্ছন্ন সাধু গদ্যরীতি, যেটি আধুনিক বাংলা গদ্যের মূল ভিত্তি; (৩) লঘু, কৌতুকপ্রবণ

গ্রাম্য বাগ্‌ভঙ্গিমা –যা বাঙালীর নিজস্ব জীবনচর্যা থেকে উদ্ভূত বলিষ্ঠ সজীব নাটকীয় রীতি। এখানে এই তিন রীতির তিনটি নমুনা দেওয়া গেল। পাঠকগণ নিজেরাই স্বাভাবিক ভাষাবোধের দ্বারা এই তিন রীতির বাহ্যলক্ষণ সহজেই ধরতে পারবেন।

১. ইতোমধ্যে এক ধূর্ত্ত কপট সন্ন্যাসী দেহাত্মবাদী প্রত্যক্ষমাত্র প্রমাণবাদী রাজসভাতে আসিয়া উপস্থিত হওয়া কৃষ্ণাজিনোপবিষ্ট রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল। হে মহারাজ এ সকল সামগ্রী সমাধান কি নিমিত্তে হইয়াছে। রাজ কহিলেন আমি তীর্থ যাত্রা করিব তদর্থে এ সকল সামগ্রীর আয়োজন হইয়াছে। চার্ব্বাক কহিল তীর্থ বা কি তীর্থযাত্রা করিলেই বা কি হয়। রাজা কহিলেন গঙ্গাদি তীর্থে তৎস্নানাদিতে পুণ্যোৎপাদন হয় তৎপুণ্যে ফলাকাঙ্ক্ষীর স্বর্গ হয় ফলাভিসন্ধি রহিতের চিত্তশুদ্ধ্যাদি প্রণালীক্রমে তত্ত্বজ্ঞান হইয়া মুক্তি হয়। চার্ব্বাক এই বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত উপহাস করিয়া কহিল প্রতারককল্পিত মিথ্যা প্রমাণেতে অজ্ঞানীরা নষ্ট হউক কিন্তু মহারাজ তুমি জ্ঞানবান্ সারগ্রাহী তোমার উপযুক্ত এ বাক্য নহে। পারমার্থিক জ্ঞানীরদের যে কথা তাহা শুন যে অজ্ঞানিপুরুষেরা স্বর্গার্থ কর্ম্ম করে তাহারদের এ বড় বুদ্ধিভ্রম যে কর্ম্মের বিনাশ প্রত্যক্ষতো দেখে সেই বিনষ্ট কর্ম্মকে দেহান্তর স্বর্গাদি ফলের জনক করিয়া বলে। বিধ্বস্ত কারণ কখন কার্য্যের জনক হয় না যেমন দগ্ধসূত্র পটের জনক না হন অতএব স্বর্গ মিথ্যা এবং এই যুক্তিতে নরকো মিথ্যা আর বর্ত্তমান দেহপাতোত্তর ভাবিদেহান্তর সম্বন্ধ আত্মার হয় একথা নিতান্ত অন্ধপরম্পরাসিদ্ধ কথার ন্যায় অতএব আত্মার শরীরান্তর প্রাপ্ত মিথ্যা এ প্রযুক্ত স্বর্গ ও নরক ও মর্ত্ত্য এবং অপ্রত্যক্ষ যে ধর্ম্মাধর্ম্ম সেও মিথ্যা দেহাতিরিক্ত আত্মা আছেন এ যে কথা গগনকুসুম প্রায় মহারণ্যস্থ বৃক্ষাদির ন্যায় স্বতঃস্থিত্যুৎপত্তিপ্রলয়শালী সংসারের কর্ত্তা পাতা হর্ত্তা ঈশ্বর এই যে কল্পনা সে কল্পনামাত্র অতএব প্রত্যক্ষাতিরিক্ত প্রমাণে যে প্রামাণ্য বুদ্ধি সে অপ্রামাণিক কিন্তু অন্ধগোলাঙ্গুলের ন্যায় অজ্ঞানান্ধ লোকের ব্যামোহ কারণ অসদুপদেশমাত্র।

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি থেকে মৃত্যুঞ্জয়ের সাধু রীতির স্বরূপ বোঝা যাবে। এই অংশটি দেহাত্মবাদী ও বার্হস্পত্য দর্শনে বিশ্বাসী জড়বাদী চিন্তার প্রথাসিদ্ধ বিবৃতি। তার্কিক আলোচনায় তাঁকে তাই একটু ঘনত্ব বিশিষ্ট বাক্যপুঞ্জ সাজাতে হয়েছে, যার তাৎপর্য দুর্বোধ্য না হলেও সন্নিবেশ কিছুটা বাধাগ্রস্ত। মাঝে মাঝে কিছু পুরাতন প্রয়োগও লক্ষ্য করা যাবে। কিন্তু এর ‘প্রত্যক্ষ’ ‘অনুমান’,

প্রভৃতি পারিভাষিক নৈয়ায়িক ব্যাপার ছেড়ে দিলে চার্বাকের উক্তি, কিছু গুরুভার সত্ত্বেও, সুবোধ্য। এ লেখা রামমোহনের বাংলা রচনার ছ' বছর আগে রচিত হয়েছিল। রামমোহনের গদ্যের সঙ্গে এর তুলনা করলে দেখা যাবে, রামমোহনের গদ্যরীতি এতটা স্বাভাবিক হতে পারেনি—তার বিন্যাসের মধ্যে একটু অনভ্যস্ততা আছে। তাই তাঁর পন্থা পরে অনুসৃত হয়নি, এবং মৃত্যুঞ্জয়ের রীতি অল্পস্বল্প পরিবর্তনের পর সহজেই বাঙালীর ভাষারীতির সঙ্গে মিশে গেছে।

> ২. এইরূপ নানা প্রকার মনের মধ্যে চিন্তা করিয়া পুরন্দর দেশান্তর প্রস্থান করিলেন। নানা দেশ ভ্রমণ করিতে২ মলয় পর্ব্বতের নিকটে পীতপুর নামে পুরীতে উপস্থিত হইলেন। সেই পুরীতে রাত্রিতে এক স্ত্রীর করুণস্বরে রোদন শুনিলেন। অনন্তর প্রাতঃকাল হইলে তৎপুরীস্থ লোকেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন কল্য রাত্রিতে তোমারদের নগরেতে কোন স্ত্রীলোক রোদন করিতেছিল। গ্রামস্থ লোকেরা কহিলেন আমরাও এই রূপ প্রত্যহ রাত্রিকালে এক স্ত্রীলোকের রোদন শুনি কিন্তু সে কোন স্ত্রীলোক করে ইহা জানি না আমরা সকলে এই রোদন শুনিয়া অনিষ্ট শঙ্কা প্রযুক্ত সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকি।

এই দ্বিতীয় নমুনাটি প্রকৃতপক্ষে আধুনিক বাংলা গদ্যের প্রথম দৃষ্টান্ত। বিদ্যাসাগর এ ভাষাতে কারুকার্য, পরিমাণসামঞ্জস্য ও যতি সংস্থাপন করে নীরস বিবৃতিতে রস সঞ্চার করেছিলেন। এই ভাষাই বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার গুণে বাঙালীর ধ্যান-ধর্ম ও জ্ঞান-কর্মের একমাত্র বাহনে পরিণত হয়েছে।

> ৩. ওমা একি হইল শিয়ালের কামড় বড় মন্দ না জানি মোর ভাগ্যে কি আছে অভাগিনী জন্মদুঃখিনী মুই। মোর চাস্ করিব ফসল পাবো রাজার রাজস্ব দিয়া যা থাকে তাহাতেই বছরশুদ্ধ অন্ন করিয়া খাবো ছেলেপিলাগুলি পুষিব। যে বছর শুকা হাজাতে কিছু খন্দ না হয় সে বছর বড় দুঃখে দিন কাটি কেবল উড়িধানের মুড়ী ও মটর মসুর শাকপাত শামুক গুগলি সিজাইয়া খাইয়া বাঁচি খড়কুটা কাটা শুকনা পাতা কঞ্চী তুঁষ ও বিল ঘুঁটিয়া কুড়াইয়া জ্বালানি করি। কাপাস তুলি তুলা করি ফুড়ি পিঁজী পাইজ করি চরকাতে সুতা কাটি কাপড় বুনাইয়া পরি। আপনি মাটেঘাটে বেড়াইয়া ফলফুলুরিটা যা পাই তাই হাটে বাজারে মাতায় মোট করিয়া লইয়া গিয়া বেচিয়া পোণেক দশগণ্ডা যা পাই। ও মিন্সা পাড়াপড়সিদের ঘরে মুনিস্ খাটিয়া দুইচারি পোণ যাহা পায় তাহাতে তাঁতির বানী দি ও

তেল নুন করি কাটনা কাটি ভাড়া ভানি ধান কুড়াই ও সিজাই শুকাই ভানি খুদ কুঁড়া ফেন আমানি খাই। শাক ভাত পেট ভরিয়া যেদিন খাই সে দিন তো জন্মতিথি।

এই নমুনাটি চমকপ্রদ। দৈনন্দিন জীবনের এ-হেন দুঃখবেদনপূর্ণ বর্ণনা বোধ হয় দীনবন্ধুর পূর্বে এবং পরেও কেউ সাহিত্যের কোন শাখায় ফোটাতে পারেননি। এ দুঃখকষ্ট রোমান্টিক বেদনাবিলাস নয়, অথবা রাজনীতিঘেঁষা বাঁধা বুলিও নয়। দরিদ্র নিম্নশ্রেণীর মানুষের প্রতি কতটা সহানুভূতি থাকলে দুঃখের পাঁচাপাঁচি পাঁচালীও শিল্পরূপ লাভ করতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। বর্ণের গুরু ব্রাহ্মণ মৃত্যুঞ্জয় যেভাবে জাতিপাঁতি ও আভিজাত্যের আবরণ ফেলে দিয়ে দরিদ্র কৃষাণীর দুঃখের জগতে প্রবেশ করেছেন, তা ভাবলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না।

এবার এক বর্বর বাঘ ও চতুর শিয়ালের প্রসঙ্গ উল্লেখ করি। জীবজন্তুকে নিয়ে য়ুরোপে ও ভারতবর্ষে, প্রাচ্যের নানা দেশে গল্পকাহিনী, উপকথা, রূপক গড়ে উঠেছে। জন্তুর মুখে মানুষের বাক্য দিয়ে, তাদের ব্যবহারের মধ্যে মানবীয় ব্যবহার আরোপ করে কতই উপকথা ও নীতিকথা গড়ে উঠেছে, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে শুয়ে শুয়ে কত বাঘ-সিংহ-শিয়ালের গল্প শুনেছে। 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'য় মৃত্যুঞ্জয় যে বাঘ-বাঘিনী-শিয়ালের গল্প লিখেছেন বাংলা কাহিনীতে তার দাম কম নয়। গল্পটি হল এই: মহাপরাক্রম একটি বাঘ তার বাঘিনী ও শাবকগুলিকে গুহায় রেখে প্রতিদিন শিকার করতে যায় এবং সন্ধ্যায় শিকার নিয়ে বাসায় ফেরে। তার অনুপস্থিতির সুযোগে এক লোভী ও চতুর শিয়াল বাঘিনীকে তর্জন-গর্জন করে এবং ভুক্তাবশিষ্ট মাংস খেয়ে পালায়। একদিন গোঁয়ার বাঘ শিয়ালকে বাগে পেয়ে তাড়া করে গেল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বাঘটি গাছের ডালের ফাঁকে গলা আটকে দমবন্ধ হয়ে মারা গেল। তখন শিয়াল ভয় ত্যাগ করে বাঘিনীর কাছে এসে সদম্ভে বলল,

ওলোলো মাগী কেমন এখন হইল যেমন মতি তেমনি গতি ভাতারের গরবে পা ভুঁয়ে পড়ে না তোর স্বামী বুঝি আমার ঘাড় ভাঙিবে আয় দেখসিয়ে কার ঘাড় ভাঙ্গা গেল হা রাঁড়ী তোর এত বড় কথা বামন হইয়া চাঁদে হাত আমি কেমন লোক তা জান না এখন জানিলি ভূতে পশুন্তি বর্বরাঃ যা দেখ গিয়া তোর মহাবল পরাক্রম পতিকে হরিকাঠ দিয়া হরি ভজাইয়া এই মর্দারাম জাজ্বল্যমান বসিয়াছেন। গেহনর্দী কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতী দুর্মদ বেটা আমার খায় মাগিলে আবার মারিতে ধায় যেমন কর্ম তেমনি ফল।

> যা না দেখ গিয়া তাহাকে·· ছেঁচড়ি দিয়া ঘুষড়িয়া লইয়া কান্ মুচড়িয়া ঘাড় মুড়িয়া হাড়ে ঠুকিয়া রাখিয়াছি বাবাজী চক্ষু তরজিয়া দাঁড় বিদড়িয়া পড়িয়া আছেন। বাহাদুরি ঘুষড়িয়া গিয়াছে।

ক্রিয়া ও সর্বনামে সাধুরীতি রক্ষা করেও সংলাপের ভাষা অসমাপিকা ক্রিয়ার সারিবন্দি প্রয়োগে কতটা সরস হতে পারে এই উদ্ধৃতিটি তার এক চমৎকার দৃষ্টান্ত। আর একটি দৃষ্টান্ত দিই। শিয়াল এসে তাকে এবং শাবক ক'টিকে কীভাবে ভয় দেখায় তার বর্ণনা দিতে গিয়ে বাঘিনী তার স্বামী মহাপরাক্রম বাঘকে অনুযোগ করছে :

> সে সর্ব্বনেশে গোশাতে হন২ করিয়া আসিয়া দাঁত কড়মড় চক্ষু কণ২ যখন করে তখন ভয়েতে খোকা খুকি গুলির চক্ষু হইতে ঝর্ঝর্ করিয়া জল পড়ে ও ছরছর করিয়া মুতিয়া ফেলায় আমার প্রাণ ধড়ফড় করে গা থরথর গর২ ও জরজর করে যদি দৈবাৎ কদাচিৎ অল্প মাংস দি তবে ফর২ করিয়া ফিরিয়া যায় আবার আপনিই থরথর করিয়া আইসে।

এখানে ধন্যাত্মক শব্দদ্বৈতগুলি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে বিন্যাস করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটি শব্দদ্বৈত একটি বিশেষভাবের রূপ ফুটিয়ে তুলছে। এত স্বল্প পরিসরের মধ্যে হনহন, কড়মড়, কনকন, ঝর্ঝর্, ছরছর, গরগর, জরজর, ফরফর, থরথর—এতগুলি ধ্বন্যাত্মক শব্দদ্বৈত প্রযুক্ত হয়েছে। এদিক থেকে তাঁর অসাধারণ ভাষা জ্ঞান ছিল। তাঁর পূর্বে কোনো বাঙালী লেখক গ্রাম্য বাংলা slang বাংলা, অনুকারবাচী শব্দ ও ধ্বন্যাত্মক শব্দের এত সুবিহিত প্রয়োগ করতে পারেননি। সর্বোপরি বাঘিনী নিজের শাবকগুলিকে 'খোকাখুকি' বলায় সমস্ত ব্যাঘ্র পরিবারটি মানুষের সমাজ-সংসারের আকার লাভ করেছে। রূঢ়, গ্রাম্য, ইতর শব্দও যে কত জোরালো ও সজীব হতে পারে, তার মধ্যে রস ও রং সুখ ও দুঃখ, হাসি ও অশ্রু মিশে থাকতে পারে তার খবর দীনবন্ধু ছাড়া বাংলা সাহিত্যের আর কোন লেখক রাখতেন না, এখনও রাখেন না। ভাষার সেই অনাবৃত, বলিষ্ঠ, সুস্থ ও স্বাভাবিক চরিত্র ক্রমে মধ্য-ভিক্টোরীয় (Mid-Victorian) নীতি ও ব্রাহ্মসমাজের রুচির চাপে অতিশয় মার্জিত ও সূক্ষ্ম হয়ে পড়ল। হুতোমের মধ্যে শহুরে রং-তামাসা শেষবারের মতো জ্বলে উঠে একেবারে নিবে গেল। তার পর এলেন বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ। তাঁদের সুরুচি ও সুনীতির দাপটে অশিষ্ট গ্রাম্যতা মুখ লুকালো। এখন রজক-বাড়ি-ফেরত পাটভাঙা বাংলা ভাষা শুভ্র কান্তি নিয়ে বিরাজ করছে, কিন্তু অঙ্গে ধূলাবালি না লাগলে শুভ্রতারও মূল্য যাচাই হয় না। ধূলামাটি-মাখা বাংলা ভাষার মধ্যে যে কতটা

প্রাণের রস লুকিয়ে আছে, তা মৃত্যুঞ্জয়ের 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' না পড়লে বোঝা যায় না। পরে তিনি জজ-পণ্ডিতের পদ লাভ করে কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদ ছেড়ে দিলেন, নানা গুরুতর কার্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন এবং রামমোহনের প্রতিযোদ্ধা হিসেবে অবতীর্ণ হয়ে কলকাতার মধ্যপন্থী ভদ্রসমাজের আনুগত্য লাভ করলেন। কিন্তু বঙ্গসরস্বতীর সঙ্গে তাঁর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। বাংলা গদ্যেরও বিকাশ যেন তর্কবিতর্কের কচ্‌কচির মধ্যে পড়ে সহজ সরস রূপ হারিয়ে ফেলল। রামমোহন বাংলা গদ্যকেই সংস্কারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করলেন। ক্রমে রামমোহনপন্থী ব্রাহ্ম, প্রাচীনে আসক্ত হিন্দুসমাজ ও 'কালাপাহাড়' ইয়ং বেঙ্গল-দের নানা পত্র-পত্রিকা ও আলাপ-আলোচনায় বাংলা গদ্যের নব রূপরঙ্গ ফুটে উঠল, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ের হাতের স্পর্শ ক্রমেই হারিয়ে গেল, শুধু দীনবন্ধুর কমেডিতে এবং অমৃতলালের প্রহসনে ও সামাজিক 'পঙ্করঙে'-এ এর স্বাদ খানিকটা বজায় আছে তবে অমৃতলালের রচনায় অম্ল ও মিষ্টতার চেয়ে লবণাক্ত ঝাঁঝটাই যেন বেশী।

মৃত্যুঞ্জয়ের চলিত জীবনের ভাষায় খানিকটা গ্রাম্য বর্বরতা আছে। একালের ভদ্রসমাজে উচ্চারণের অযোগ্য অনেক শব্দ তিনি বেমালুম লিখে গেছেন। এই প্রসঙ্গে মার্শম্যান তাঁর সম্বন্ধে যথার্থই বলেছেন, 'The writer anxious to exhibit a variety of style has in some cases indulged in the use of language current only among the lower orders; the vulgarity of which, however, he has abundantly redeemed by his vein of original humour.' আমার তো মনে হয়, ইচ্ছা করলে মৃত্যুঞ্জয় দীনবন্ধুর আগেই বাস্তব জীবনকে কেন্দ্র করে নাটক লিখতে পারতেন।

এখানে আমি সংক্ষেপে এই কালের গদ্যভাষা ও পুস্তক পুস্তিকার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে দু-চার কথা আলোচনা করলাম। যাঁরা এই পর্ব নিয়ে গবেষণা করে থাকেন, তাঁরা আমার এ আলোচনার উদ্দিষ্ট নন, কারণ এ-সব কথা তাঁদের অজানা নয়। এই যুগের গদ্য সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকের কৌতূহল উদ্রেক করার জন্য আমি প্রথম খণ্ডে এই ক'খানি গ্রন্থের কথা আলোচনা করেছি। তাঁদের ইচ্ছা হলে দ্বিতীয় খণ্ডে আরও কিছু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করা যাবে।

উপসংহারে আরও দু-একটা কথা বলার প্রয়োজন বোধ করছি। পর্তুগীজ মিশনারী, শ্রীরামপুর সম্প্রদায় এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত-মুনশীদের রচনা সম্পর্কে ইতিপূর্বে দীনেশচন্দ্র সেন, সুশীলকুমার দে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ সেন, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, প্রিয়রঞ্জন সেন, সুকুমার সেন প্রভৃতি গবেষক পণ্ডিতগণ বাংলা গদ্যের উৎস ও প্রথম পর্যায় বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে

অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কার ও আলোচনা করেছেন। এ কালের নবীন গবেষকগণও পিছিয়ে নেই, তাঁরাও এই যুগ সম্বন্ধে অতিশয় কৌতূহলী। নিত্যই নতুন নতুন তথ্য উদ্ধার করা হচ্ছে। কিন্তু উপাদানের অভাবে পর্তুগীজ মিশনারী ও রোমান ক্যাথলিক দেশীয় খ্রীস্টানদের লেখা বাংলা গদ্যের আর বিশেষ কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন অ্যাভোরা থেকে 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ'-এর যতটুকু নকল করে এনেছিলেন আমরা এখনও সেখানেই থেমে আছি, বাকি অংশ আজও উদ্ধার হয়নি। ইতিপূর্বে রাজনৈতিক প্রতিকূলতার জন্য পর্তুগালের সঙ্গে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান সম্ভব ছিল না। এখন কিন্তু অপ্রীতির বিরোধিতা মুছে গেছে। সরকারী আনুকূল্যে ঐ গ্রন্থের অংশিষ্ট কয়েকটি পৃষ্ঠা ফটোস্টাট করে আনা যায় কিনা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা তা বিবেচনা করে দেখবেন।

পূর্বতন গবেষক ও আচার্যগণ বাংলা গদ্যের এই পর্ব সম্বন্ধে নানা আলোচনা করলেও এই সমস্ত দুষ্প্রাপ্য বই বহু দিন বিস্মৃতির তলে চাপা পড়েছিল। সজনীকান্ত দাস ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা' সিরিজে কয়েকখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও এ বিষয়ে কিছু কিছু গ্রন্থ মুদ্রিত করেছেন। কিন্তু এগুলি এখন পাওয়া যায় না, ফলে একালের পাঠক ও গবেষকগণ এই সমস্ত বিস্মৃতপ্রায় পুস্তক-পুস্তিকা আর হাতে পান না। এই গ্রন্থগুলিকে কোথাও পুরো কোথাও-বা কিছু নির্বাচিত অংশ নিয়ে আমরা দুটো খণ্ড প্রকাশের সিদ্ধান্ত করেছি। প্রথম খণ্ডটি অনেক দিন পূর্বে মুদ্রাযন্ত্রে প্রেরিত হয়েছিল, কিন্তু নানা বিভ্রাটে কাজ চলেছিল শম্বূকগতিতে। মুদ্রণ বিভ্রাটের চিহ্ন আমাদের মুদ্রিত গ্রন্থেও ফুটে উঠেছে। তবে এই প্রসঙ্গে আর-একটি কথা নিবেদন করি। এই সংকলনে পুরাতন বানান, মায় ভুল বানান পর্যন্ত অবিকল অনুসৃত হয়েছে। বিরামচিহ্নও পুরাতন গ্রন্থে যেমন আছে ঠিক তেমনি রাখা হয়েছে। মোটকথা 'যদ্দৃষ্টং তৎছাপিতং' এই রীতি অনুসরণ করেছি। তাই পাঠকগণ অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন বর্ণাশুদ্ধিগুলি 'ছাপাখানার দেবতাদের' কারসাজি নয়। পুরাতন গ্রন্থ, তা সে পুঁথিই হোক আর ছাপাই হোক, মুদ্রণের এই-রীতিই অবলম্বিত হওয়া উচিত।

প্রকাশক শ্রীযুক্ত অশোক দাস গ্রন্থটি দ্রুত প্রকাশকের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তাঁরই তৎপরতায় প্রথম খণ্ডটি কোনও প্রকারে মুদ্রাযন্ত্রের জঠর থেকে সশরীরে ভূমিষ্ঠ হতে পারল। তাঁকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই।

দ্বিতীয় খণ্ড প্রসঙ্গেও তিনি এই উৎসাহ ও তৎপরতা নিয়ে এগিয়ে যান এই কামনা করি। এই প্রসঙ্গে স্বর্গত সজনীকান্ত দাস মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত রঞ্জন দাসের নাম উল্লেখ করি। তিনি 'কুপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'-এর প্রাসঙ্গিক অংশ মুদ্রণের অনুমতি দিয়ে বাধিত করেছেন। আমার ছাত্রী শ্রীমতী দীপান্বিতা গুপ্ত এম এ. প্রভৃত পরিশ্রম করে নানা গ্রন্থাগার ঢুঁড়ে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলির প্রেস-কপি তৈরি করেছেন। তাঁর সাহায্য না পেলে নতুন করে কপি তৈরি করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হত। এ জন্য তাঁকে স্নেহাশীর্বাদ জানাই। এই সংকলনটি ছাত্র, গবেষক ও বিদ্বজ্জনের কাছে গ্রহণযোগ্য হলে পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করব।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলা বিভাগ
১৩৮৪।১৯৭৮

পুরাতনী

বাংলা গদ্যগ্রন্থ

সংকলন

ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ

১৭২৬ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে রচিত

দোম আন্তোনিয়ো দো রোজারিয়ো

১৬৬৩ খ্রীস্টাব্দে মগ বোম্বেটেরা ভূষণার এক রাজকুমারকে বাল্যবয়সে অপহরণ করে আরাকানে নিয়ে যায়। সেখানে এক পর্তুগীজ পাদ্রী, ফাদার মানোয়েল দো রোজারিয়ো, তাঁকে উদ্ধার করেন এবং খ্রীস্টান ধর্মে দীক্ষিত করে তাঁর নতুন নামকরণ করেন—দোম আন্তোনিয়ো দো রোজারিয়ো। এই রাজকুমার কোন্ রাজবংশের সন্তান, তাঁর প্রকৃত নাম কি ছিল—কিছুই জানা যায় না। ইনি বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে খ্রীস্টান ধর্ম প্রচারের জন্য আরাকান থেকে ভূষণায় আসেন এবং নিজের আত্মীয়-স্বজন ও পাড়াপ্রতিবেশীকে রোমান ক্যাথলিক খ্রীস্টান ধর্মে দীক্ষিত করেন। উক্ত প্রচারকার্যের সুবিধার জন্য দোম আন্তোনিয়ো রোমান ক্যাথলিক পাদ্রী এবং জনৈক ব্রাহ্মণের পারস্পরিক সংলাপ ও প্রত্যুত্তরের ঢঙে ১৭২৬ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ' রচনা করেন। এটি অবশ্য কল্পিত নাম, গ্রন্থটির বাংলা আখ্যা জানা যায় না। মানোয়েল দা আসুম্পসাঁও নামে একজন বিখ্যাত পর্তুগীজ পাদ্রী গ্রন্থটির যে পর্তুগীজ অনুবাদ করেন তাতে এইভাবে গ্রন্থটির পরিচয় দেওয়া হয়েছে—

'Argumento e Disputa sobre a Ley entre hu Christao, ou Catholo Romo, e hu bramene ou Me dos gentios'—অর্থাৎ "জনৈক খ্রীস্টান অথবা রোমান ক্যাথলিক ও জনৈক ব্রাহ্মণ বা হিন্দুদিগের আচার্যের মধ্যে শাস্ত্রসম্পর্কীয় তর্ক ও বিচার।"

এই বইটি রোমান হরফে হাতে-লেখা পুঁথির আকারে পর্তুগালের এভোরা নগরীর গ্রন্থাগারে পাওয়া গেছে। এটি এখন লিসবনের জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত হয়েছে। মানোয়েল-অনূদিত এর পর্তুগীজ সংস্করণ মুদ্রিত হলেও মূল বাংলা গ্রন্থ ছাপা হয়েছিল বলে মনে হয় না। গ্রন্থটির প্রথম মুদ্রিত সংস্করণ ১৯৩৭ সালে ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেনের সম্পাদনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ১১৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ গ্রন্থটির প্রথম ৮৩ পৃষ্ঠা ও শেষের ২ পৃষ্ঠা মোট ৮৫ পৃষ্ঠা ডঃ সেন নকল করে এনেছিলেন। এখানে সেইটুকুই মুদ্রিত হল।

Argumento, e disputa sobre
a Ley entre hu christão, ou
cathol.º Rom.º e hu bramene ou
M.e dos gentios, em q se mostra na
lingua beng.a a falsid.e da seita dos
gentios, e a verdade infalivel da
nossa S.ta Fee Catholica em q só
ha o cam.º da salvação e o conhe
cim.to da verdad.ra Ley de D.s compos
to para q a grd.e cathequista christão
q converteo tantos gentios chamado
Dom Antonio f.º do Rey de Busná
vertida em portuguez p.lo P.e Ma
noel da Assumpção relig.º da Congre
gação dos Eremitas de S. Ag.º da India
nat.al da Cidade de Evora sendo
actualm.te Reitor da missão de Beng.a
p.a os missionarios puderê disputar na
dita lingua cõ os Bramenes e gentios
Vai por modo de dialogo entre o Roma
no Cat.º e o bramene gentio

'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ'-এর পাণ্ডুলিপির এক পৃষ্ঠা

Argumento e Disputa sobre a Ley entre hũ Christão, ou Cathol° Rom°, e hũ bramené ou M° dos gentios, em q se mostra na Lingua beng^a a falsid^e da seita dos gentios, e a verdade infalivel da nossa S^ta Fee Catholica em q so ha o cam° da salvação e o conhe cim^to da verdad^ra Léy de D°. Compos to par aq^e gra^e Cathequista Christão q converteo tantos gentios chamado Dom Antonio f° do Rey de Busná Vertida em portugues pelo P. Fr Manoel da Assũpcão relig° de Congre gacão dos Eremitas de S Ag° da India nat^al da Cidade d' Evora sendo actualm^te Reitor da missão de Beng^a p^a os Missionarios puderẽ disputar na dita lingua cõ os bramenes e gentios Vai por modo de dialogo entre o Roma no Cat° e o bramene gentio

বঙ্গানুবাদ

জনৈক খ্রীস্টান অথবা রোমান ক্যাথলিক ও জনৈক ব্রাহ্মণ বা হিন্দুদিগের আচার্যের মধ্যে শাস্ত্রসম্পর্কীয় তর্ক ও বিচার, ইহাতে বঙ্গভাষায় হিন্দুধর্মের অসারতা ও আমাদের পবিত্র ক্যাথলিক ধর্মের অভ্রান্ত সত্য প্রতিপন্ন হইয়াছে, একমাত্র এই ধর্মেই মুক্তির পথ ও ভগবানের প্রকৃত বিধানের সন্ধান আছে। বুষণার রাজপুত্র দোম আন্তোনিয়ো নামক বিখ্যাত খ্রীস্টান শাস্ত্রবিৎ (যিনি বহু হিন্দুকে দীক্ষিত করিয়াছেন) কর্তৃক বিরচিত। যাহাতে মিশনারী প্রচারকেরা উক্ত (বঙ্গ) ভাষায় ব্রাহ্মণ হিন্দুদিগের সঙ্গে বিচার করিতে পারেন তাহার জন্য ভারতীয় সাধু আগুস্তিনীয় সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী বাংলার প্রচারক-মণ্ডলের বর্তমান অধ্যক্ষ এভোরা শহরনিবাসী পাদ্রী ভাই মানুয়েল দা আসুম্পসাঁও কর্তৃক পর্তুগীজ ভাষায় অনূদিত। রোমান ক্যাথলিক এবং ব্রাহ্মণ হিন্দুর মধ্যে কথোপকথনের আকারে লিখিত।

PROLOGO

Candido leitor peco te q licas esta obra cõ attencão não como minha porq so a vertão do beng[a] em portugues o he, mas como parto do zelo e entendim[to] de Dom Antonio f[o] de Réy de Busná q foi douto e bem conhecido entre os bengalas christães e gentios, e lido, reler do esta obra m[tas] vezes se fores gentio puderás conhecer a falsidade dos tios obotares ou das tuas eroneas e adoracoes e se fores novo Christão te confirmaras na fe, e por meio desta doutrina po deres ganhar m[tas] almas a feé cath[a] p[a] maior honra e g[la] de D[s] e te advirto q posto q este peq[o] volume seja p[la] retho rica rasteiro os tudo he digno de te está far cõ letras de un porter dado as[s] g[a] de D' talves tantas almas q[as] as letras eõ q uao escrito Vale.

বঙ্গানুবাদ

প্রস্তাবনা

সরল পাঠক, তোমাকে এই বইখানি মনোযোগ-সহকারে পাঠ করিতে অনুরোধ করি; মৎকৃত বলিয়া নহে, কারণ বাংলা হইতে পর্তুগীজ অনুবাদটুকু মাত্র আমার, কিন্তু যিনি বাঙালী খ্রীস্টান ও হিন্দুদিগের মধ্যে প্রাজ্ঞ ও সুপরিচিত ছিলেন সেই বুষণার রাজপুত্র দোম আন্তোনিয়োর নিষ্ঠা ও প্রজ্ঞার ফল বলিয়া। অধীত হইয়া থাকিলেও এই পুস্তকের বহুবার পুনরধ্যয়নে যদি হিন্দু হও, তোমার অবতারদিগের, অথবা তোমার ভ্রান্ত মত ও উপাসনার অসারতা বুঝিতে পারিবে, যদি নূতন খ্রীস্টান হও তোমার ধর্মে আস্থা দৃঢ়তর করিতে পারিবে এবং ভগবানের মাহাত্ম্যে ও মহিমায় শাস্ত্রের সাহায্যে ক্যাথলিক পন্থায় বহু আত্মার সমাবেশ করিতে পারিবে। ক্ষুদ্র পুস্তকখানি অলঙ্কারশাস্ত্রের হিসাবে নগণ্য ধরিয়া লইলেও তোমাকে জানাইতেছি যে, যতগুলি অক্ষরে পুথি লিখিত হইয়াছে সম্ভবতঃ ততগুলি আত্মা যিনি ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন, তাঁহার লেখা তোমার পরিশ্রমসহকারে পাঠ করা উচিত, বিদায়।

Bramane—Tomi care bhoso ?

Romº.—Poromexorere Purno Bromere.

B.—Tobe tomora boro utom bhosona bhoso, amora tahare bhusi.

R.—Zodi tomora xei Purno Bromere bhoso tobe queno eto cubit cudhoram nana odhormo bhosona deqhi ?

B.—Tomi emot guiamonto hoia amardiguer Peromexorere ninda coroho ? ehate tomardiguer xastre oparniman nahi.

R.—Amarghore xastre liqhiasen ze zon dhormo ninda core, xe boro naroqui ; ebons ze zon odhormere dhormo bole xe moha naroqui.

B.—Tobe to tomardiguer xastre * * ze ninda corile moha naroqui hoe ; tobe queno ninda corila ?

R.—Amito dhormo ninda corina, dhormere dhormo cohi ; odhormere odhormo cohi ; puniore punio cohi ; zononire zononi cohi ; strire stri cohi ; Bromere Bromon cohi ; Chondalere chondal cohi ; dhugdere dhugdo cohi ; Gochonere gochona cohi, Omertere omerto cohi ; bixere bix cohi: emot cothae punio bade pap nahi, ehate protoquie na zanile dhormadhormo zanite na pare ; porinam(e) mucti na hoe eha na zanile, e caron ehare ninda na cohi.

B.—Eto ze tomi cohila, eha amare prothoquie buzhaiba ; quintu dhormadhormo tini loaen, Dharmo tini odhormo tini.

R.—Exocal protoqhie buzhaibo zemot ziguaxa coroho ; dhormadhormo tini loaenna dhormo carzio corite xastor diassen tahan crepae, amora [o]dhormo carzio, coria, tahan xastre longona coria amora pap cori ; tin xastrete bemoti deen, Pixonio, Bhut ar xorir ; ei xocol bromia tahan odharmo amora cori ; ei ze dhormadhormotonuxare bhog diben ; xoto carzio cori ; tobe mucti diben ;*

---

* গ্রন্থটি রোমান হরফে লিখিত। বাংলা লিপ্যন্তরীকরণ করে গ্রন্থটি ১৯৩৭ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ রোমান হরফে লেখা কয়েক পৃষ্ঠার অনুলিপি মুদ্রিত হল।—সম্পাদক

ব্রাহ্মণ। তোমি কারে ভজো ?

রোম। পরমেশরেরে পূর্ণো ব্রমেরে।

ব্র। তবে তোমোরা বরো উতম ভজোনা ভজো, আমোরা তাহারে ভজি।

রো। যদি তোমোরা সেই পূর্ণো ব্রমেরে ভজো তবে কেনো এতো কুবিত্ত কুধরাণ নানা অধর্মো ভজোনা দেখি ?

ব্র। তুমি এমত গিয়ামোস্তো হইয়া আমারদিগের পরমেশরেরে নিন্দা করহ ? এহাতে তোমারদিগের শাস্ত্রে অপারনিমান নাহি ?

রো। আমারঘোর শাস্ত্রে লিখিয়াছেন যে জন ধর্মো নিন্দা করে, সে বড়ো নারোকী এবং যে জন অধর্মেরে ধর্মো বলে সে মহা নারোকী।

ব্র। তবে তো তোমারদিগের শাস্ত্রে * * * যে নিন্দা করিলে মহা নারোকী হএ ; তবে কেনো নিন্দা করিলা ?

রো। আমিতো ধর্ম নিন্দা করিনা, ধর্মেরে ধর্মো কহি ; অধর্মেরে অধর্মো কহি ; পুণ্যোরে পুণ্যো কহি ; জননীরে জননী কহি ; স্ত্রীরে স্ত্রী কহি ; ব্রমেরে ব্রমণ কহি ; চণ্ডালেরে চণ্ডাল কহি ; ধুগ-দেরে ধুগদো কহি ; গোচোনেরে গোচোনা কহি ; অমেরতেরে অমেরতো কহি ; বিষেরে বিষ কহি ; এমত কথাএ পুণ্যো বাদে পাপ নাহি ; এহাতে প্রতখ্যে না জানিলে ধর্মাধর্মো জানিতে না পারে ; পরিণামে মুক্তি না হএ এহা না জানিলে, একারণ এহারে নিন্দা না কহি।

ব্র। এতো যে তুমি কহিলা, এহা আমারে প্রথখ্যে বুঝাইবা ; কিন্তু ধর্মাধর্মো তিনি লওয়াএন, ধর্মো তিনি অধর্মো তিনি।

রো। এ সকল প্রতখ্যে বুঝাইবো যেমত জিজ্ঞাসা করহ ; ধর্মাধর্মো তিনি লওয়াএন না, ধর্মো কার্য করিতে শাস্তোর দিয়াছেন তাহান ক্রে[.]এ ; আমোরা [অ]ধর্মো কার্যো করিয়া তাহান শাস্ত্রে লঙ্গনা করিয়া আমোরা পাপ করি ; তিন শাস্ত্রেতে বেমতি দিন, পিশুন্যো, ভূত আর শরীর ; এই সকোল ব্রমিয়া তাহান অধর্মো আমোরা করি ; এই যে ধর্মাধর্মতোমুসারে ভোগ দিবেন ; সৎ কার্যো করি, তবে মুক্তি দিবেন :

অসৎ কার্যো করি, তবে কুমতি দিবেন, অসৎ কার্যো করি তবে মহা নরকে যোম তারোণা দিবেন, তিনি অধর্মো নহেন তিনি কেবল পরমো ধর্মো রাজ, তাহান ঠাই অযোথার্থ নাই।

ব্র। এসকোল কথা অতি বিলক্ষণ; এহার মৈধে আমারদিগের শাস্তোর কহি, এই সৎ কায। জানামি ধর্মং নচো মে প্রবিতি; জানামি অধর্মো নচো মে নিবৃত্তির, তয়া ঋষীকেশো ঋদিস্থিতেনো যথা নিযুক্তোসি তথা করোমি, এই শোলোকে তিনি হৃদয়ে থাকিয়া যাহা লওয়াএন তাহা হএ করি, অধর্মো বা কি, ধর্মো বা কি তাহা না জানি; বোলে যে আমি জানিনা ধর্ম আছে কিবা না, এবং অধর্মো আছে কিবা না, যেমোন পরমেশর বলেন তেমোন আমি করি শরীরে থাকিয়া, অধর্মো জানিনা, ধর্মো জানিনা; এহার বিচার কহো আমারে এ বেধের কথা।

রো। হএ, এহা বুঝাইবো; সম্পতি তোমার শাস্ত্রের মতে বুঝাই, এহাতে কতো বুঝো? যদি পরমেশর তোমারে লওয়াইতেন পাপ করিতে, তবে কেনো তোমার শাস্ত্রে পাপের শাস্তি লিখে? গোবধ ব্রম-বধের মাতৃ গমোনের গোমেন্‌চো ভখোনের সুরাপান আর ইত্যাদি যতো? পরমেশরের আজ্ঞাএ যে কার্যো করি তহোর পুরাঝিন্ত কেনো আমি করিবো? আমার অপোরাদ কি? তাহান আজ্ঞাএ আমি করি। তিনি ধর্মোরাজ হৈয়া এমত অবিচার করিবেন? মুনিষ্যের মৈধে যে রাজার আজ্ঞাএ চোর ঢাকাইতের, এবং পিতার মস্তোক কাটে তাহারে সেইয়া রাজাই এ অপেরাদী তাহা মাথা কাটে না; যে এ অপোরাদ তাহার নহে। মুনিষে, যে অধোম, তাহার বিচার এমত; এহাতে পরমেশর এমত ধর্মোরাজ যথার্থো হৈয়া এমত বিচার করিবেন? যে আমারে দিয়া পাপ করাইয়া আমারে নরোকে যে মত তারোণায় ফেলিবেন? এ নি উচিত? তোমার পরোমার্থে নি লএ এ বিচার, যে পতিত পাবোন করুণা সিন্ধু এমত অবিচার করিবেন?

ব্র। যদি পরমার্থে জিগাসো, তবে যে বিচার তুমি কহো, এহাতে তো চিতে কদাচিতো লএনা, যে পরমেশর এমত করেন; কিন্তু শাস্ত্রে কহে যে এ কথা যেতো কালের পাপে করমাক্ষিতে লওয়াএ।

রো। যে মতে ও কথা মিথা হেনো চিতে তোমার লইলো, তেমত ইহাও বুঝাইবো; কিন্তু করমাক্ষিত কি? আমি তো ইহাতো বুঝিনা।

ব্র। করমাঙ্কিত এই প্রব জম্মিয়াছিলো, তাহাতে বিস্তি পাপ করিয়াছিলো, এ কারোণ সেই পাপে এ কালে পাপ করে।

রো। এখোন বুঝিলাম, এ এক পাপেতে আর পাপ করাএ, তবে পরমেশরের দোষ কেনো দেএ? এমত আর কদাচিতো না কহিও, যে তিনি লওয়াএন, আর যে লিখেন কেহো, সে কেমতে? তাহারে কহো বুঝাইয়া, বুঝাই।

ব্র। যোদিনে পতিতং বিধং মাতৃ গর্ভে সংসারেতে তো দিনে লিখিতং ব্রমা শোভাশোভানি যোষিতা। এহার বিচার কহো শুনি।

রো। এ কথা যে কহিলা ইহাতে পাপ পুণ্যো করিতে লিখিতেন তবে আর আমারদিগের দোষ না হইতো, ইহা ধ্রুবেই কহিয়াছি; তবে যে সুক দুখ কহো, এহা লিখেন নাহি। কিন্তু তিনি সর্বোজান সকোল জানেন, যে করিবেন আর হইবেক তাহান অগোচর কিছুই নাহি। এহা যে না জানে সেই কহে, যে লিখিয়াছেন ললাটে, এ কথা মিথা।

ব্র। তোমি কহিলা লিখোন মিথা? তবে মরার মস্তোক সকোলের কপালে যে লিখেন দেখি সে কি? তাহারে তোমোরো কি কহো? এহা বুঝাও? জর্মে জর্মে দরিদ্রতা বংধিনেন দোষো ববিষানি মরণং গোমতীতীরে উপর কিংমা ভরনতি।

রো। এহা এমতে বুঝাইতে না পারিবো; তুমি বিস্তর মরার মস্তোক আনো আমি বুঝাইবো। যদি লিখিয়া থাকেন, তবে সকোলের কপালে লিখোন থাকিবেন; এহাতে যদি কারো থাকে, কারো না থাকে, তবে এহার কারোণ কি? তাহা আমারে বুঝাইবা।

ব্র। হএ; বিস্তর মস্তোক দেখিয়াছি কারো কপালে শুদা, লিখোন দেখি নাহি, আমিও এহাতে সন্দে করিতাম, এহার কারোণ কি? তুমি কহো কি কারোণ কারো এমত থাকে, কারো এমত না থাকে?

রো। কারোণ এই; কারো কপালের হার জোরা থাকে তাহাতে লিখনের মত দেখি, এ কথা কপালের হারের জোরা কসাইয়া চাও এইখণে খসিবেক, আরবার লাগাইলে লাগে; তিনি এমত গরিয়াছেন, যাহার হার জোরা না থাকে তাহার কপালে শুধা দেখো। তাহার শিরপীড়া অধিক না জন্মে, যাহার কপালে জোরা হার তাহার জোরাতে জল ভর করিয়া মুণ্ডে, বেদেনা করে; এহার অর্থ এই, লিখোন যে কহে এ মিথা, দেখো; সেই মস্তোকের

চৌণ্ডরা জোরা, সেও সেইরূপ জোরাগঠোন, এহাতে বুঝিবে লিখোন হএ কি নহে; একথা অতি মূঢ়ের, যে কহে কপালের লিখোন।

ব্র। এহাতে এই রূপে বুঝি যে লিখোন নহে; যে কারো লিখোন কারো না লিখোন এমত নহে; অতোএব মিথ্যা: কিন্তু আর এক কথা আমার-দিগের যোগে কহে, পুণ্যো পাপ করিয়া কহিবো, যে আমি এহা না করি-লাম, পরমেশর করিলেন, এমত গিয়ান তাহার সেই সাধু, তাহার পাপ পুণ্যো নাহি, এহার বিচার কহো।

রো। এহা যে জিজ্ঞাসিলা এ বিচার মুনিষিও নহে, এ বিচার পশু পখি ও মছোর, যে জন মুনিষ্যো ধুলভ হৈবে তাহার উচিত উতম গিয়ান, পাপ পুণ্যো বিচার আস্থা বক্তি দয়া তবে সে মুক্তি; নহে অধর্ম্মো করিয়া কহিবে তিনি করিলেন? এহার বড়ো নারোকী নাহি। মুনিষ্যো পাপ করিতে, তাহান ঠাই কহিবে রোদোন করিয়া প্রাণের ভক্তি করিয়া যে ঠাকুর আমি অপেরাদ করিয়াছি তোমি করুণামএ আমার অপোরাদ খেমো। তবে সে সাধু হইতে পারে, তাহান ক্রেপা হইলে, যোগ আর মুক্তি, সর্ব্বো সিধি যে করিবেক, সে জিতান্দ্রিও হইবেক; কৃপার শাস্তোর পালিবেক, নিজো-নাম অবিনাশী; গাইত্রী ভেদিরে তবে সে গিয়ান কহি, নহিলে পাপ পুণ্যো করিয়া কহিবে তিনি করিলেন? এ গর্ব্বো বিচার।

ব্র। এ সকোল কথা যে কহো এ ব্রমো খণ্ডিবার কথা নহে; এই সে কারণীয় কথা: কিন্তু পরমেশর কি বন? কি রীত? কি শীল? কতো নাম নৈরাকার ভাবে, যতো চারিতে পারি; তাহা কহো আমারে যে রূপে তাহানে জানিতে পারি; তবে তোমার সঙ্গে নিয়াএ করিবো।

রো। তিনি কেবল কারণীয় ততো; তিনি উতমে পূর্ণো খেপ সর্ব্বো এ পূর্ণো যথার্থো।

ব্র। ভালো এখন কহিবে কেমত?

রো। সর্ব্বো করিতে পারেন; সর্ব্বো জানেন, সর্ব্বো দয়া করেন, সর্ব্বো জিৎ, তিনি কারো অন্যাএ না করেন; সকোলের সহাএ তিনি, শোন্যো যুত করিতে পারেন; তিনি সে ইচ্ছা মএ; তিনি সকোলের পরাজএ করিতে পারেন; সেই সে সত্য পরমেশর; যে সকোল অর্থে শর, তাহান মহিমা কতো কহিবো? কাহার যুগ্যোতো? অল্পে বুঝো, গহিনে প্রবেশ করিয়া, তার

সে দুলভ পাইবা; যাহাতে মুক্তি হএ নর, দুলভ জন্মো সাথোক হএ, যদি কারণীয় পিতারে ভজো।

ব্র। এ যতো কহিলা বরোই উতম, অল্পে অল্পে জিগাসা করি, তোমি কহো; পরমেশরের কামো ক্রোদো নাহি? লোভ মোহা মদো মাথিয়ো আলিস্যো এহার কিছুই নাহি? পাপ করিতে না পারেন?

রো। যদি এই সপ্তো মহা পাতোক জরিত তিনি হএন; তবে তিনি পরমেশর পরম ব্রর্মো নহে। নির্মল কোন দিন মলা উদ্ভব না হএ; অধোমে অধোম কার্যো জন্মে; উতমে উতম কার্যো জন্মে, সুজোনে কুমতি না হএ, কুজনে সুমতি নহে, অমেরতের গাছে কদাচিতো অমেরতো ফল বহি আর ফল না ধরে। বরুণের ব্রেখে বরুণা ফল বহি আর ফল না হএ; শীল অনুসারে কার্যো ওপস্তিত হএ।

ব্র। ভালো এখোন কহো তুমি, সেই পরোমো ব্রমো নি সাকারী হইয়াছিলেন প্রথিবীতে?

রো। সেই পরাৎপর পরমেশর সাকার হইয়াছিলেন এক বার নর উধার করিতে।

ব্র। তিনি সংসারী প্রথিবীতে হইয়াছিলেন?

রো। না; যেনো এক পরমেশর বহি দিতীও নাহি, যে তাহার কন্যা বিহা করিবেন, এবং তাহার কামোভাবের শীল নহে।

ব্র। শরীর ধারী হইলে সকোলি থাকে।

রো। হএ, নরোলোকের এহা জর্মে, যিনি পরমেশর তিনি সাকার হইলে তাহা সপ্তো মহাপাতোকাদি যতো কার্যো তাহাতে জন্মিতে না পারে।

ব্র। কি কারোণ জন্মিতে না পারে পাপ। পাপ কার্যো করিতে পারেন; কিন্তু তাহান পাপ হএ না যেমত অগ্নিতে সকোল দাহোন করে, অগ্নি মলিন নাহএ, এবং তেজসী পোরুষের দোষ নাহি।

রো। তুমি যে সকোল কহিলা এমত ধারী নাশী বিচার।

ব্র। এহা কেনো কহো?

রো। কহি যে এ বিচার পেরথিবির রাজা চক্রোবতী কারো বধ করিলে, তাহারে বধ করিতে না পারে; এবং অসতো কার্যো করিলে কিছু করিতে না পারে, পরমেশর বাদে; এবং অগ্নি, জল, বায়ু, মিরথিকা, যেতো ইহাতে নষ্টো করে তাহা কেহো উপলভ্যতে; নাশিষ্টের কর্মো এই যে নাশ করে। কিন্তু

যে জন এই বস্তো সকোল দিয়া নষ্টো করে, তাহা সে দোষ হএ। পরমেশর বিচার করিবেন : যে মত খর্গে বধ করে খর্গের দোষ নাহি : যেই বধে সেই ঠেকে ; ততো প্রাএ * * সকোল : পরমেশর যথার্থো জানিয়া তেমত শাস্তি দিবেন ; যে ভালো কার্যো করিবে, তাহার মুক্তি দিবেন ; যাহারে কহো পরমেশর তাহান এমত কার্যো নহে।

ব্র। তবে কি তিনি শরীরী হইলে শরীরী ভাব জন্মে না ?

রো। না কদাচিতো ; কারোণ এই যে আপনে পরমেশর শরীর ধরিলে, তাহাতে অধোম কার্যো জন্মিতে না পারে ; তিনি পরমেশর, যদি শরীরী হইলেন, তবে তাহান মতি হইয়ে এ কথা হএ। সাকার ভাবে আর পরমেশর ওভাবে, আপনে যে শরীর ধরিলেন সে অতি উতম নির্মল সম্পূর্ণো দয়াএ বক্রপাতে অকুমারীর উদরে পরমেশর ওমত , সাকার মতি সন্নিহিতো হইলেন একটা, এ কারোণ সর্বো জিতেন্দ্রিও, অতি উত্তম পরমো ধর্মো রাজ পরমো সিধি পরমো সাধু মহারাজ চক্রবর্তী, পরমেশর তিনি পরমেশর পরমো ব্রোমো, তাহাতে নি বিকার তিনি কোনো পাপ কার্যো পরশ নাহি সতো কার্যো পরে।

ব্র। এহা বুঝোন বরো কার্যো !

রো। এহা অল্পেতে বুঝো : যদি কোনো মুনিষের শরীরে ভূতে প্রবেশ করে তাহার মতি কেমত হইয়া থাকে ? তাহা না বুঝো ? সে শরীরের প্রকৃতি, আর ভূতের প্রকৃতি একতা হৈ (যা) থাকে, যে কার্যো যখোন করে এক ইচ্ছাএ না করে ; দুইএ একতা হৈয়া সে করে ; এহাতে পরমেশর যে শরীর ধরিলেন, তাহাকে কেমতে পাপ উপোস্থিত হইবেক ? এবং লোহাতে পরোশ ছোয়াইলে স্থবর্ণ হএ : এহাতে পরোশ মালিক পরাৎপর তিনি শরীর ধরিলে কিমতে শরীরে পাপ না জন্মে।

ব্র। এ বিচার অতি উত্তম নির্মল পথ। আমোরো যেতো সাকার কহি এমত নহে ; আমোরা কহি, যে পরমেশর সাকার হইয়া সকোল কার্যো করেন যে যে মত রূপ তপস্যা করে তাহারে সেইরূপ প্রীত করেন।

রো। হএ, যে যে মত ভজে, তাহার তেমত লাভ হএ ; কিন্তু পরমেশর শরীরী হইয়া, এমত কার্যো না করেন ; যাহার পাপ অনুসারে ভোগ দিন ; যে জন কাম পীড়িত থাকে, তাহারে জনেকে ভৌতিকে বিচার করে, যে দৈস্তো বিতি করে, তাহারে জনেক দৈস্তো নষ্টো করে, এহা না বুঝিয়া তোমোরা

কহো, যে পরমেশর শরীর ধরিয়া আসিয়া এমত করিয়াছেন, এ কদাচিৎও নহে : তোমি আপোনে বুধে বুঝো। পরমো ব্রম্মের এমত শীল নহে, যে এমত কার্যো করিবেন, তাহা পাপ যেমত তাহারে তেমত শাস্তি দিয়াছেন। তিনি যথার্থ ধর্মোরাজ, এবং করুণা মএ, পতিত পাবন, তাহাতে কদাচিৎও অধোম কার্যো না জন্মে।

ব্র। কতো বার পরমেশর সাকার ধরিয়াছেন, তোমোরো কহো ?

রো। কেবোল এক বার, নর মূক্তি করেন।

ব্র। কোন্ দেশে জন্মিয়াছিলেন ? কার ঘরে ? কার গর্ভে। কোন্ দিনে ?

রো। নাজারে বেলেমতে, স্তানে, কুলে, সিধা যোসেফ ঘরে, নির্মল অকুমারী জিতেন্দ্রিও মারিয়ার গর্ভে জন্মিয়াছিলেন সম্পূর্ণো দয়া মএ ক্রেপাতে পরমো আত্যাম সমেতে পরমেশর।

ব্র। কতো বছোর শরীরধারী হইয়াছিলেন প্রথিবীতে ? কি কার্যো করিলেন ? কেনো আসিয়াছিলেন ? শেষে কোথাএ গেলেন ?

রো। তেতিশ বছোর প্রথিবীতে ছিলেন ; উত্তম কার্যো করিয়াছিলেন ; নর মুক্তি করিতে আসিয়াছিলেন, শেষ পরমো স্বর্গে শরীর সমেত গেলেন ; পুনোর্বার মহা প্রলএ বিচারে আসিবেন ; সকোলের শরীর আর বার দিবেন ; পাপ পুণ্যো অনুসারে ভোগাভোগ দিবেন অনন্তো সংক্যা।

ব্র। এ সকোল অপূর্বো কথা আর এমত শুনি নাহি। আর আমোরা যতো অবোতার কহি, তাহা তোমি শোনো ; আমারে তাহার বিচার দেও ; তবে সে ভ্রম নষ্টো হএ।

রো। জিগাসা করোহো আমারে ; তোমোরা কেমত জনেরে অবোতার কহো ? তাহার উত্তর দিবো। তোমি ও বুঝিবা সত্যো কি মিথ্যা।

ব্র। প্রথম অবোতার আমোরা কহি মছ্যো রূপে ভেদ উধার করিতেছিলেন।

রো। তোমোরা মছ্যোরে কহো পরমেশর অবোতার ?

ব্র। হএ, তিনি রোহিত মছ্যো হইয়া ভেদ তুলিয়া দিলেন সমূদ্রের তলে থাকিয়া।

রো। তবে কি বিনে পরমেশর মছ্যো না হইলে সমূদ্রের তলে থাকিয়া ভেদ তোলিতে না পারিতেন ?

ব্র। কেমতে পারিবেন ? সমূদ্রো বরো গহিন ; এহাতে বিনে।

রো। পরমেশর সর্বো কর্তৃত ধরেন ?

ব্র। হএ তিনি সর্বো কর্তৃত ধরেন ; তিনি সর্বো কর্তা ; এহা নহে বলিতে পারিনা।

রো। তবে কেনো কহো, যে বিনে মছ্যো রূপ না হইলে ভেদ তুলিতে পারেন কেমতে ?

ব্র। এহা তাহান মহিমা ; নীলা করিলেন : ভালো তোমার গিয়ানে নি লএ এমত ? পরমেশর পরমো ব্রর্মো, এহা নি কহো তাহান মহিমা ?

রো। না ; এমত কথাএ অমহিমা পরমেশরের, যাহার আজ্ঞাএ সকোল হএ, সে কেমত এমত করিবেন ? যাহার কর্তৃত নাহি সে মছ্যো হইয়া ঢুব দিয়া পোথি তোলে, এমত নীলা তাহান নহে ; এ কুপৃকৃতি বারি ; তিনি যদি শাস্ত্রে দিন ; তবে তাহান আজ্ঞাএ মুথিকে কতো ভেদ করিতে পারেন সাথ্যাতে ? বিনে ঢুব দেওনে বিনে দন্তে রাখোন যে জোন সকোল করিতে পারেন, তাহান ঠাই এমত নাহি, যে এহা বহি আর করিতে।

ব্র। এহা যে কহো এহাতো বুধে তলায়না এ যে পরমেশর এমত করিয়াছেন : কিন্তু ভেদ কহে যে তিনি মছ্যো অবোতার হইয়াছিলেন।

রো। ভালো আমি জিগাসি মছ্যোটা এখোন কোথাএ ?

ব্র। মছ্যো প্রলএ হইলো তেজেতে, জন্মিছিলো গিয়া।

রো। পরমো ব্রর্মো যে শরীর ধরেন তাঁহার বিনাশ আছে ?

ব্র। শরীর ধরিলে আছে।

রো। শরীর ধরিলে বিনাশ আছে পাপের কারোণ : তবে তিনি যে মছ্যো শরীর হইয়াছিলেন, তাহাতে কি পাপ করিয়াছিলো, যে বিনাশ হইলো ?

ব্র। এ কথার বরো ঠেক ওতোর দেওন, আমোরা কহি যে শরীর ধরিলে বিনাশ আছে।

রো। শরীর ধরিলে বিনাশ আছে পরমেশরের জন্মা যতো, আপনে যে শরীর ধরেন তাহান বিনাশ নাহি : তাহান শরীরে পাপ জর্মেনা, আপনে সর্বো কর্তা, এবং সুপৃকৃতি জোনে, যে ভাগ্যো কহি তাহা বর্তেনা, এহাতে পরমেশর শরীর ধরিলে কে বিনাশ করিবেক ? এহা বুঝো গহিনে ভেদিয়া।

ব্র। তোমার কথা ধরাণে লএ ও মিথ্যা, সপোন মিথ্যা, এহার উতোর নাহি, আর অবোতার কহি তাহা ও শোনো।

রো। আর কারে আবোতার কহো? এ যে কহিলা এহা তো মিথা।

ব্র। আর কহি কুর্মো অবোতার পরমেশর হইয়াছিলেন।

রো। কি কারাণ পরমো ব্রর্মো কুর্মো হইয়াছিলেন?

ব্র। কুর্মো আবোতার হইয়া প্রথিবী ধরিয়াছেন।

রো। পরমেশ্বর পরমো ব্রর্মো যাহারে কহো, তিনি কি কুর্মো হইয়া প্রথিবী মস্তোক করিয়া ধরিয়াছেন?

ব্র। নহে, প্রথিবী কেমতে রহিবেক? এতো ভার কে রাকিতে পারে?

রো। ভালো যখোন সৃষ্টি করিলেন সর্গো, মর্ত্তো, পাতাল, তখোন পরমেশর কোথাএ আছিলেন? কি মাথার উপেরে সৃষ্টি করিলেন? সাক্যাতে সৃষ্টি করিলেন?

ব্র। মাথার ওপেরে আর সিষ্টি করেন নাহি, সাখ্যাতে করিলেন: বরো ভার দেখিয়া কুর্মো হইয়া প্রথিবী ধরিলেন।

রো। যে জোনের আজ্ঞাতে সৃষ্টি হইলো, তাহান আজ্ঞাতে সৃষ্টি রাখিতে পারেন; এবং রাখিয়াছেন: তাহান এতো কর্তৃত ছিলো সৃষ্টি করিতে, এবং রাখিতে ও কর্তৃত আছে; যাহার কথাএ সৃষ্টি, তাহার এতো ভার, তাহার কথাএ এ ভার ধরিতে পারন: তবে সে তাহারে সর্বো কর্তা কহি: নহিলে বিনে মাথা দিয়া না ধরিলে রহেনা: তবে আর তিনি পরমেশর নহেন।

ব্র। ভালো; নহিলে রহিবে কেমতে? লোকে জানিবে কেমতে? তাহার মহিমা বাসোকীর সহস্রা ফণাতে রহিয়াছে: এ সকোল নীলা তাহান; নহিলে প্রথিবী তল যাএ।

রো। যদি তাহান কথাতে রাখিতে না পারেন, তবে মাথা দিয়া ও রাখিতে না পারেন: আর কহো কুর্মো কিসে রহিয়াছেন?

ব্র। কুর্মো জলের উপর ভাসে। বিনে আশ্রাএ কিছু রহে না।

রো। ভালো; বাসোকী কিসে রহিয়াছে?

ব্র। কুর্মের উপর।

রো। কুর্মো কিসে রহিয়াছে?

ব্র। কুর্মো জলের উপর।

রো। জল কিসে উপর রহিয়াছে?

ব্র। জর আর কিসে রহিবেক?

রো। তোমি যে কহিলা বিনে আশ্রাএ কিছু না হএ; তবে জল অতি ভার; তাহাতে কুর্মের ভর, বাসোকীর ভর, প্রথিবীর ভর, সকোল ভর; যে রাখে সে কিমতে? উপর রহিতে পারে?

ব্র। পরমেশ্বরের মহিমা। আর তোমি যে এহা কহিলা এমত হএ; যদি বিনে আশ্রাএ কিছু না রহে তাহার জল শুন্যে রহিলে কেমতে? কিন্তু ভেদ কহে যে আমি কহি।

রো। ভেদে যেতো কহিয়াছে, তাহার সকোল কথা তোমাতে বেতো হইতেছে এবং হইবেক।

ব্র। তবে তোমি কি কহো? কেমতে প্রথিবী রহিয়াছে? এ বুবন কেমতে ধরিয়াছেন?

রো। পরমেশর সর্গো, মর্ত্তো, পাতাল স্রিষ্টি করিয়াছেন: এবং তাহার আজ্ঞএ শোন্যে রাখিয়াছেন: এ বুবনে করি মহাথিতি স্বর্গো, মর্ত্তো, পাতাল তাহান রাখিয়াছেন; সর্গের বিতরে সমুদ্রো, প্রথিবী আর যতো ইত্যাদি দেখি: তিনি স্বয়ং কথা, যেমতে কথাএ স্রিষ্টি করিলেন তেমতে কথাএ রাখিলেন, তাহান সর্বো ব্রর্মো যে কহেন, সেই হএ, সেই সে সর্বো কর্তা।

ব্র। তবে কি এ সকোল শোন্যে রহিয়াছে?

রো। হএ, এ বরো আচর্যো নহে। তাহান ঠাইএ কোনো কার্যা কতো? অনন্তো কুটি ব্রমাণ্ডো শোন্যেতে রাখিতে পারেন: তাহান অপার কর্তৃত, যে তাহান মহিমা না জানে, সেই কহে যে তিনি মস্তোক দিয়া ধরিয়াছেন, এ কথা মহা পাতোকীর, যে পরমেশরের মহিমা না জানে, সেই কহে নিরোপণ না জানিয়া।

ব্র। দৈবে এ কথা কহিলা: ভালো, যদি জল শোন্যে রহিয়াছে, তবে এহাও শোন্যে রহিতে পারে, তবে যে যেমত কহি ইহা এ অনুচিত কথার অসাধ্যো কারো নাহি: তবে মস্তোক দিয়া ধরিবেন কেনো? এহাতে অমহিমা সে পরমেশরের কহি আমোরা।

রো। অমহিমা কহো: সেও অল্পে বলো, কিন্তু মহা পাতোক জর্মে, এমত কহিলে যে পরমেশর মস্তোক দিয়া ধরিয়াছেন তিনি এমতি সামান্যো জোন।

ব্র। এহাও বুঝিলাম, যেমত মছ্যো অবোতার তেমত কুর্মো; আর অবোতার কহি তাহার বিচার কহো।

রো। ইহা জানিলা যে প্রতারোণা, এবং সকোল এই রূপ, ভালো জিগাসা করো, আর কারে অবোতার কহো ?

ব্র। বরাহো অবোতার হইয়াছিলেন পরমেশর।

রো। কি কারোণ বরাহো হইয়াছিলেন ?

ব্র। বরাহো হইয়াছিলেন প্রথিবী উধার করিতে।

রো। ভালো প্রথিবী কোথাএ ছিলো, যে বরাহোতে উধার করিলেন ?

ব্র। সমুদ্রের তলে মিথিকা হইলো মধু কৈটোর বধে, সেই মিথিকা দেখিয়া আপনে পরমেশর বরাহো হইয়া দন্তে করিয়া তোলিলেন গিয়া, তাহাতে প্রথিবীর স্থাফনা করিলেন।

রো। ভালো মধুকৈটোর মরণে মিথিকা হইলো ? মধুকৈটো এতো যুর্দো করিলো কিসে ? তাহান সপ্তো মহা পাতোক কেমতে জমিলো ? এ বরো অনাচর্যো প্রতারোণা কতা সকোল, ইহার বিচার কহো।

ব্র। সে সকোল কথা বিষ্টোর চরিতে আছে, সে বিচার করোণ উচিত নহে, তুমি কহিয়াছো পরমেশর নিত্য পুর্ণো ব্রর্মো নির্মল, এবং আমি কহি কেমতে সে বিচার করিবো ? তাহা বুইধে না লএ, সে সকোল কার্যো পরমেশরের হেনো : কিন্তো বরাহো অবোতার কহে শুনি, ইহার বিচার কি ?

রো। যে কথা সকোল ভগোতা জানি তাহা কহো, যে এখোন থাউক ; ভালো শোনো বরাহের কথা : বরাহো তো পরমেশর অবতার নহে।

ব্র। কেনো ? বরাহো রূপে প্রথিবী উধার করিলেন সৃষ্টি কারোণ, নহিলে মিথিকা তবে যাইতেন কিমতে ?

রো। ভালো, যাহানে অপার ভুম সর্বো কর্তা কোলো, তিনি কেনো বরাহো হইয়া মিথিকা দন্তে তুলিলেন ? তাহার কর্তৃতের হস্তো এতো দীর্গ, যে, কতো অনন্তো কুটি সমুদ্রো পারে, কর্তৃতের হস্তে সকোল আনিতে পারেন ; তিনি কেনো শুয়ার হইয়া ঢুব দিয়া দন্তে করিয়া মিথিকা তোলিবেন ? পরমেশর যে সেই ইচ্ছামএ, তাহান অগোচোর কোনো বস্তো নাহি, তাহান ব্রম নাহি, মিথিকা তোলিতে সৃষ্টি করিতে এক মুর্তেকে সকোল করিতে পারেন, নারোকী জোনে পরমেশরের তোলুনা দেও. তাহান তোলুনা নাহি এ ভুবনে।

ব্র। হএ, যতো কথা কহো এ অলড় : বিষ্ণু ভেদে কহিয়াছে, এ কারোণ কহি

নহিলে বুইধে এ সকোল কিছু লএনা। আর মধুকৈটের জর্মো যে হেয় আর যুর্দো তাহা কহিলে আর কতো উপাস্তো করো? সে সকোল কেবোল কুকথা, আমারি বুইধে না লএ; তাহা আমি তোমার ঠাই কি জিগাসা করিবো? ভালো ইহা ও বুঝিলাম আর অবোতার কহি, তাহার বিচার দেও আমারে।

রো। বরাহো অবোতার যে কহিলা পরমেশর, সে সকোলি মিথ্যা, বনের ভজোনা।

ব্র। হএ, মছো, কুর্মো আর শুয়োর কণ্ডিলা, এখোন যে সকোল কহিবো, তাহার কহিবা তবে বুঝিবো।

রো। কহো আর কারে অবোতার কহো?

ব্র। নরোসিংগো অবোতার পরমেশর।

রো। পরমেশর নরোসিংগো অবোতার কেনো হইয়াছিলেন?

ব্র। হিরণ্য কশুব বধ করিতে।

রো। কি কারোণ?

ব্র। কারোণ এই যে সেবোক রক্ষা করিতে শতুর বধিতে।

রো। কিরূপ শরীর ধরিয়াছিলেন?

ব্র। তিনি কোনো শরীর মানুষের ধরাণ, বরো দীর্গ মুক রাখোসের ধরাণ নক সকোল বরো দীর্গ, এই অবোতার হইয়াছিলেন, শিবে ও বামেও দেখিয়াছে।

রো। কি রূপ নরসিংগো জমিলেন?

ব্র। রাজা জিগাসা করিলো তাহান পুত্রো পুত্রাদিরে, যে তোর গোসাঞি ও নি স্তমে আছে; সেই খেণে রাজা চোট দিলো স্তমে, তাহাতে থাকিয়া নরোসিংগো অবোতার হইয়া বাহির হইলেন।

রো। তাহাতে থাকিয়া বাহির হইয়া কি কার্যো করিলেন?

ব্র। হিরণ্যোরে ধরিলেন সকোল প্রথিবী দাবোরাইয়া লহিয়া ছিরিলেন, কদাচিৎও মারি না পারেন: তাহাতে বদিলেন; প্রথিবীর মৈধে মিথু তাহার নাহি, তবে মুনি সকোলে কহিলো যে শোন্যাতে দরিয়া মুক বিদারিয়া মারিলেন চির্তোকার শব্দ করিয়া; সেই অবোতারে কহি নরোসিংগো অবোতার।

রো। এহার কারোণ কি? যে সকোল প্রথিবীতে মারিতে না পারিলেন শোন্যাতে মারিলেন?

ব্র। ে।রে বর দিয়াছিলেন প্রথিবীতে মির্তু না হইতে, এ কারোণ সকোলে কহিে প্রথিবীর বাহির শোন্থাতে এ তাহাতে মারিলে মরিবো, এ কারোণ শোন্থাতে নখে বিধারিয়াছিলেন, চিরচিরকার শব্দেতে মোনি পতোনীর গর্ভপাত হইলো সে মোনি পতোনী শাপ দিলো ; আর জর্মে বারো বচ্ছোর অগিয়ান থাকিও, যেমত আমার গর্ভপাত করিলি।

রো। ভালো যে জোন পরমেশর হএ, তাহান এমত ক্রোদো নাহি ; আর এমত কুধরাণ শরীর কেনো ধরিলেন ?

ব্র। শরীর ধরিলেন সেবোক রক্ষা কারোণে ; এমত ক্রোদো হইয়াছিলেন।

রো। যদি কদাচিৎও করিতে চাইতেন তবে তাহান এক কথাতে ভস্মো হএ ; তিনি কেনো এমত রূপে বধিলেন ?

ব্র। পূর্বে হিরণ্য বর লইয়াছিলো, যে তাহান হস্তে মির্তু হইতে, এ কারোণ এমত কবিলো।

রো। যতো জোন মরে সকলেই তাহান হস্তে মরে এহার মৈধে কহিতে পারো নি আর কার হস্তে মরে বিনে তাহান ইচ্ছাএ ?

ব্র। ইহা কেমতে কহিবো, যে তাহান ইচ্ছাএ বিনে কেও মরে, একথা কহিলা দঢ়ো ; তথাচোতে ভেদে কহিয়াছে এ পসঙ্গ।

রো। যদি সেই নরসিংগো অবতার পরমেশর হইতেন, তবে তাহাতে এমত কুপত না জর্মিতো ; যদি সেবোক রক্ষা করিতে চাইতেন, তবে আপোনে এহারে বাচাইতেন এবং হিরণ্যরে ক্রেপা করিয়া গিয়ান দিতেন ; তাহাতে সে মুক্তি হইতো ; তবে সে করুণামএ তাহানে কহি, নহিলে এ ধরাণে যে বধে তাহারে কহি ভূত-প্রেত দানব, চলগ্রাহী জন সুশীল নহে এহা বুঝো প্রাণে এমত লএ ?

ব্র। যেতো কহো কণ্ঢিবার কথা নহে।

রো। নরসিংগো অবোতারের শরীর কি হইলো ?

ব্র। তাহার শরীর পাত হইলো · তেজেতে জর্মিয়াছিলো।

রো। প্রোবে না কহিয়াছি তিনি যে শরীর ধরেন, তাহার কদাচিৎও পাত নাহি? যে শরীর পাত হএ সে শরীর তিনি ধরেন নাহি, এ সকোল বাউ ভূত শরীর ভৌতিকের কার্যো মুনিষ্যো প্রতারোণা করিয়া মুক্তি হইতে না দি।

ব্র। এহা ও খণ্ডিলা, বুঝিলাম যে নির্মল পথ তোমাদিগের ; তাহাতে কোনো বিগারী বিনাশ নাহি।

রো। যে পরমো ব্রহ্মো, তাহাতে বিগার জর্ম্মিতে যুগ্যোতা কি? যে সকোল পরমেশরের জর্ম্মা সে সকোল পরমেশর নহে।

ব্র। হএ, উতম কহো: নির্ম্মলে মলা নাহি, তবে যে আমোরা কহি, চলাচল হইয়াছে এ ক্রেমে, আর এমত কথা পুপর না ছিলো: যে ধর্ম্মাধর্ম্মো বিচার হএ, ভালো বুঝিবো আর অবোতার।

রো। যেমত এ চাইর অবোতার বুঝিলা মিথা, এমত সকোলি জানিবা মিথা হেনো: জিগাসা করো, আর কারে অবোতার কহো?

ব্র। আর কহি ব্রামণ অবোতার হইয়াছিলেন।

রো। কি কারোণ ব্রামণ অবোতার হইয়াছিলেন।

ব্র। বলি রাজারে ছলিতে।

রো। বলিরে ছলিলেন কি কারোণ?

ব্র। বলি বরো ধর্ম্মষ্ঠ ছিলো, মহা দাতা ছিলো, যে যাহারে চাহিতো, তাহারে তাহা দিতো, এ কারোণ পরমেশর ব্রামণ রূপ লইয়া এক পদ ভূম চাইলেন গিয়া তাহার ঠাই, রাজা কহিলো, দিলাম, শেষ এক পদ দিলা প্রথিবীতে, এক পদ পাতালে আর পদ সর্গে, এই রূপ বলি রাজারে ছলিলেন।

রো। এ চরিত্রো পরমেশর ধর্ম্মো রাজের নহে যে জোন ধর্ম্মষ্ঠ তাহারে তিনি নষ্টো না করেন যেমতে ধর্ম্মো কাযো করিতে পারেন, তাহারে অতি কৃপা করেন।

ব্র। তবে যে ব্রামণ অবোতার হইয়াছিলেন তাহারে তুমি কি বলো?

রো। আমি যে কহি তাহা তুমি বুঝো, যদি পরমেশর হইলো ব্রামণ, তবে এমত ছলে কারো ধর্ম্মো নষ্ট করিতোনা; যে জোন ধর্ম্মো নষ্টো করে ছল করিয়া, তাহারে অধর্ম্মো কহি, সে পরমেশর ধর্ম্মো রাজ নহে, আর তাহান শরীব ধসো নাহি, কেবোল অবিনাশী তিনি, তাহাতো প্রবেশ কারোণ; সেও তেমত নহে, তবে সে ঠাকুর আপনে নহিলে এ ছল প্রতারোণা করে কুপিরকৃতিতে, তাহারে না চিনিয়া পরমেশর কহে অগ্যানে।

ব্র। ভালো এহা তো উছেদ করিলা, আর অবোতার কহি তাহার বিচার কহো।

রো। এহা নি তুমি মিথা হেনো জানিলা? তবে আর অবোতার কহিলে বুঝিবা সেই রূপ মিথা, ভালো আর অবোতার কহো।

ব্র। আর অবোতার এতা যুগে শ্রী রামো দশরথের বেটা, কোশল্যা তাহান মাতা।

রো। এ অবোতার যে কহিলা শ্রী রামো কি কারোণ অবোতার হইয়াছিলেন?

ব্র। রাবোণ বধের কারোণ; সে সকোল দেবতারে কষ্টো দিতো ধর্ম্মো নষ্টো করিতে।

রো। ভালো সকোল চরিত্রো কহিবা রামের; তবে বুঝাইবো কেমতে পরমো ব্রর্ম্মো তিনি।

ব্র। রামের এক স্ত্রী তাহান নাম সীতা, আর দুই পুত্রো লব আর কুশ তাহান ভাই লকোণ, রাজা অযোধ্যা বাপের সত্যো পালিতে বোনবাসী হইয়াছিলেন, তাহাতে তাহান স্ত্রীরে রাবোণে ধরিয়া লিয়াছিলেন, তাহান নাম সীতা, সেই স্ত্রীরে লংখাত থাকিয়া আনিতে বিস্তর যুর্দ্দো করিলেন, বালিরে মারি তাহার স্ত্রী তারা সোগ্রীবেরে দিলেন, সে বালির ভাই, তাহারে রাজখণ্ডো দিলেন; বিস্তর রাখ্যোস বধ করিলেন; কুর্ম্মোকর্ণো বধিলেন, ইন্দ্রোজিৎ বধিলেন, প্রছাতে রাবোণ বধিয়া সীতারে আনিলেন: রাবোণে স্ত্রীরে রাবোণের ছোট ভাই বিবীষোণেরে দিলেন, তাহার নাম মোন্দোদরী, তাহারে রাম বর দিয়াছিলেন, কহিয়াছিলেন, তুমি জর্ম্মো আইযোস্ত্রী হও, এ কারোণ বিবীষোণেরে দিলাম, জমনি করিয়া রাবোণ বধ হইয়াছে, তাহারে আর জিয়াইতে না পারিলেন, তাহার অন্তো ও সীতা যে নিতে কহিলেন: তাহার পর সীতারে আনিয়া বিস্ত পরীক্ষা দিলেন, যে রাবোণে নি এহাবে পরোশ করিয়াছে। তাহাতে পরীক্ষাতে সীতা সাঁচা হইলেন, ততাচো রামে তাহানে প্রত্যে নহিলো; আর রামের দুই পুত্রো লব আর কুশ সংগে রামের বিস্তর যুর্দ্ধ করিলেন পুত্রো না চিনিয়া, শেষ মুনিস্থে পরাজএ করিয়া দিলো, প্রচাতে সকোল প্রত্যো হইলো শেষ রাজখণ্ডো অযোদ্ধাতে করিলেন; প্রচাতে তাহান পরোলোক হইলো। তাহার আত্তাম পরমেশরেতে মিশিলো গিয়া:

রো। তুমি বিস্তর তো কহিলা, আর বিস্তর কহিতে রহিলো, ভালো এহার উতোর শোনো, তাহা বুঝিয়া উতোর আমারে দিবা, আমি সকোল বুঝাইবো।

ব্র। তুমি এ সকোল কথারে কি বলো? ইনি পরমেশর অবোতার নহেন?

রো। এমত মুনিষেরে পরমেশর কহে? কামাতুর, কুবোধি, অবিচারী, হিংসক,

অগ্যান, গৃহস্তো বীর্যের শরীর নাশী, ইত্যাদি আর যতো। এমত শীল পরমেশরের শরীর ধরিতে না থাকে। এহানে কহি রাজা অযোধ্যার স্বর্যো ধেশের, পরমো ব্রর্মের সৃষ্টি, যেমত কতো কুটি রাজা আর আর জর্মিয়াছিলেন তেমতে এনিও এক রাজা, সেকালের লোকে বর্বর ছিলো রাজারে পরমেশর কহে; এবং যতো বিস্তর বর্বরে কহে, যে দিনে পর রাজখণ্ডো পুসবা এ মতো সেকালে কহিতো, কিন্তু পরমো ব্রর্মের রাজা পুজা অংখার, দৈত্যো দানোব রাখোসে এ সকোল না পারে, তাহান তোলুনা তিনি।

ব্র। ভালো, এতো যুর্ধো, এতো কার্যো সমুদ্রো বাধিলো এহা আর কেহো না পারে।

রো। যে বরো রাজা হএ, শোন্যো কার্যো থাকে কেনো না পারে? এ কিছু বরো অচর্যো নহে: রামেশর আর লংখা কহো, যে বাধিলেন, এ বরো গহিন নহে, এবং সমুদ্রে স্রোত নাহি, পাথোর যেখানে যোথাএ সেইখানে রহে, ইহার অধিক বরো অপূর্বো নহে: এবং অনেক রাজা অনেক খানে এমত বাধিয়া যুর্ধো করিয়াছে, এ কারোণ সকোলে পরমেশর নহে, কিন্তু যে দেশে, যে রাজা, সেই দেশে তাহার পরমেশর কহিতো।

ব্র। তবে কি যেমত আর আর রাজা সকোল, তেমত রাজ রামো?

রো। হএ, ইহাতে সন্ধে না করিবা, কেনো গৃহস্তো করিয়াছেন যেমত তোমি আমি, যুর্ধো যেমত রাজা আর আর সকোলে করিয়াছে, কামাতুর যেমত আর আর নরোলোক, ভুম যেমত সকোল পাপী মুনিষ্যের, কোর্দো যেমত রাজা সকোলে করিয়াছে, এবং আর আর সকোলি তোমাতে গ্যাপোন আছে, ঐষদের কারোণ পবোত আনিয়াছিলেন আপোনার প্রাণ বাচাইতে, আর কতো কহিবো? শরীর ধংসো হইলো তাহাতে তোমি জানো।

ব্র। ভালো; এ সকোল দোষ যাহার থাকে সে পরমেশর নহে।

রো। পরমো ব্রর্মো তিনি হএন, তবে বিবাহো করিলেন কারে? যতো সৃষ্টি সকোল তাহান, তবে কি ধর্মোরাজ আপনে আপোনার কন্যা বিবাহ করিলেন বালোক জর্মাইবার কারোণ কামোদের বাবে? এ সকোল দোষ তাহাতে জর্মিতে না পারে প্রুবে কহিয়াছি, আর তাহাতে ভুম নাহি, যতো ইত্যাদি রামে শীল পরমো ব্রর্মের নহে, রামও পরমো ব্রর্মো সাকার নহে।

ব্র। ভালো এহাও রোদ্দিলা সার পদার্থো তিনি নহেন, ভালো আর অবোতার যে কহি তাহার বিচার কহো।

রো। কহো কি অবোতার তোমার কহো? মাক্রোমে সকোল তো মিথ্যা, আর কহো।

ব্র। আর ক্রপো, পশোরামো, বলোরামো।

রো। এ সকোল তিন জন কার্যো অনুসারে বুঝিতে না পারো যে পরমেশর হএ কি নহে?

ব্র। আমারা যে অবোতার কহি ভেদ মতে, কার্যো বিচারে প্রহোজোন কি?

রো।—কার্যো বিচার না জানিলে ধর্মাধর্মো চিনিতে না পারে, মুনিষ্যের মত কার্যো করোন উচিত, মুনিষ্যো হইয়া পশুর ধরাণ ভালো নহে ইহাতে পরিণাম মুক্তি হএন।

ব্র। এ যে কহো, হএ, বিচার উচিত, কিন্তু মতে বরো ঠেক দেখি, এ কারোণ বিস্তর বিচার না করি, কিন্তু পরিণাম মুক্তির ভএ, এ কারোণ তোমার সঙ্গে বিচার করিতে নাগিয়াছি। ধর্মাধর্মো জানিতে, তরিতে পথ করিবো। সম্পতি এ তিন অবোতার কিরূপ রোদ? তাহা কহো?

রো। ক্রপ, পশোরাম, বলোরামো, এ সকোল মুনিষ্যো পাপ শরীর, পরমেশরের জর্মা নাশী বস্তো সকোল, কেহো প্রপুরুষ বাচাইতে ব্রমপুত্রো ভাবিলো, কেহো ভম কারোণ হাল চষিলো, কেহো ভেদ বিরোমোন করিলো, কতো দিন প্রথিবীতে ছিলো, সংসারী হইয়া তাহারা মরিলো; পাপ পুণ্যো অনুসারে ভোগাভোগ পাইতেছিলো এমত জনেরে যদি পরমেশর কহো, তবে সকোল দেখো; সকোলি অবোতাব কহো পরমেশর? এমত কাঁচা ছাওয়াল বর্বর অস্তির যে তিলে তিলে অবোতার হইতে ফিরেন।

ব্র। তবে কার্যো চালাইবেন কেমতে?

রো। তাহান কথাতে সকোল হএ, যাহা ইচ্ছা হএ। তিনি সর্বো কর্তৃত ধারী, এ কারোণ তিনি পরমেশর, সম্পতি এই কালের ধরাণে বুঝো, কিন্তু নরেতে পরমো ব্রর্মের তোলুনা নাহি, কিন্তু বুঝাইতে এ পুরোস্তাপ করি, ইহাতে দোষ বরো, যেমত এক পাতিশা অদিকারী; যতো কার্যো করেন তাহার চাকোর নফরে করে; যে আজ্ঞাএ অনুসারে, আর যদি বরো যুর্ধো হএ; তবে বিস্তর সেনা আর সেনাপতিরে আজ্ঞা হএ যুর্ধো করিতে, তাহা আজ্ঞাএ তাহারা গিয়া শতুর পরাজএ করে, যদি নিদান করে, হস্তে শতুর পরাজএ না হএ, আর পাতোশাহার সোমান সামোর্তি না থাকে; তবে পাতোশাহা যুর্ধো করে, যে পরাজএ করুক:

তবে এহাতে বুঝো ; রাজচক্রোবর্তী প্রথিবীর তাহা আজ্ঞাএ সকোল কার্যো চলে : ইহাতে পরমেশর ত্রেলোকের রাজ, তাহার আজ্ঞাএ কি না হএ? যে তিনি মূর্তিখে মূর্তিখে সাকার হইবেন? তিনি কি প্রথিবীর রাজারে করিতে ও অধোম, অকর্তৃত, তোমারদিগের চিতে নি এমত লএ? তাহান তোলুনা নাহি, তিনি কি কারোণ এতোবার শরীর ধরিলেন : যে কার্যো তিনি আপনে না করিলে না হএ, সে কার্যো উচিত, কিন্তু সে সাকার যে সার তাহারে জানোনা।

ব্র। হএ, হএ, তাহারে কহি, তাহানে কহি কৃষ্টোস্তো ভগোবান সয়োং।

রো। কৃষ্ণো পরমো ব্রর্মো অবতীর্তো কহো ; ভালো এখোনে বিচারে পাইবো? তাহান চরিত্রো কার্যো বুঝিবো ; তিনি কি কারোণ জর্মিয়াছিলেন? কোথাএ তাহা কহো।

ব্র। গোকুলে জর্মিয়াছিলেন, বসোদেবের পুত্রো দৈবকীর উদরে, কংসো বধ করিতে এবং অগাসোর বকাসোর ; আর রাদা আর ষোলোশোহো গোপিনী লইয়া ক্রীরা করিলেন, ছপর্ণো কোটি যধোবংশো আপনের তাহা বধিলেন, আর ব্রমাএ গোসঙ্গ চোরি করিয়াছিলেন, তাহা আনিলেন, আর যশোদা ছাওয়ালের কালে মারিতে কৃষ্ণো কান্দিলেন,তাহার উদরে ব্রমাণ্ডো দেখিলো যশোদা ; আর কালী দমোন করিলেন, তাহার বিষে জাপ দিলেন, বর্ণো কালা হইলো, তাহাতে নাম কৃষ্ণো, কালা বর্ণো কৃষ্ণো, আর কতো গুণ ব্রমাএ দেখিলো : এক কৃষ্ণ এত গোপিনী ; এই সকোল চরিত্রে কহি যে ওনি পূর্ণো ব্রর্মো, যেখানে থাকিয়া আসিয়াছিলেন সেই তাজে মিশিলো গিয়া তাহার শরীর দাহোন হইলো, এবং দৈবোবাণী ছিলো, যে পূর্ণো ব্রর্মো অবতীর্ন্তো হইলেন, সাধু মোনি সকোলে ও কহিয়াছিলো, এ কারোণ জানি, যে সেই পরম ব্রর্মো কৃষ্ণো।

রো। ভালো, যেতো কহিলা তাহা শোনিলাম ; আর আর যতো অবোতার কহিয়াছো তাহারে করিতে কৃষ্ণো বিস্তর কার্যো করিয়াছেন অসম্ভবা।

ব্র। তবে কেনো পূর্ণো ব্রর্মো কৃষ্ণেরে না কহিবা? আর আর অবোতার অল্পো কার্যো করিয়াছিলো, একারোণ কহিলাম অবোতীর্ন্তো।

রো। ভালো, আমি এক এক জিগাসা করি ; তোমি বুঝাও, যদি এতো কার্যো পরম ব্রর্মের উচিত হএ, তবে ভালোই কহো, যে কৃষ্ণো তিনি আপনে, আর যদি এমত শীল তাহান নহে ; তবে কৃষ্ণো পরমো ব্রর্মো

নহেন ; যে মত আর আর অবোতার কহিয়াছি এও সেই ; কিন্তু অতি পাপী।

ব্র। এমত কথা তোমার যোগ্যো নহে ; ভালো আমারে জিগাসা করহো, আমি তোমারে জিগাসা করি, তবে ধর্ম্মো তর্থো বিচারে যে ঠাওর হএ, তাহাই নিরোপণ করিবো ; তোমি জিগাসো : কোন কার্য্যো কৃষ্ণো অযুক্তো করিয়াছেন, আমি বুঝাই।

রো। সকোল কার্য্যো অযুক্তো, তবে এক এক জিগাসা করি, কহো তোমি . বসোদেব আর দৈবকী কেমত ভাব গৃহস্তো ছিলো ?

ব্র। যেমত সকোল মুনিষ্যো বিবাহো করে, গৃহস্তো করে, রমোণ করে, পুত্রো কন্যা জর্ম্মাএ, সেই রূপ দৈবকী আর বসুদেবের বসত।

রো। কৃষ্ণের শরীর কিরূপে গঠোন হইলো ?

ব্র। পরমেশরের লীলা ; এহা তোমার জিগাসাএ কার্য্যো কি ? তিনি বাউ ভূত শরীর ধরিতে পারেন, আর রক্তো বীর্য্যের ধরিতে পারেন।

রো। এই কারোণ জিগাসা করি যে সাকার পরমেশর হইলে বাউ ভূত শরীর নহে . এবং বীর্য্যের নহে . কেনো ? বীর্য্যের শরীর সকোল নরো লোকের, যাহাতে সপ্তো মহা পাতোক সকোল জর্ম্মে . এবং পূর্ব্বো দারার পাপ রক্তো বীর্য্যো, এ কারোণ সপ্তো মহা পাতোক হইয়াছে, পূর্ণো ব্রর্ম্মো এমত সাকারে প্রবেশ না করেন নির্ম্মল রূপে যাহা অতি উত্তম তাহান যোগ্যো স্থান তাহাতে সে প্রবেশ পারে . ভালো যেতো কার্য্যো কৃষ্ণের, তাহাতে ই সকোল বুঝিবা, কহো কার্য্যো ভেদ · যুর্ধ কি কারোণ করিলেন ?

ব্র। অসোরে সকোল নষ্টো করে . এ কারোণ সকোল অসোর নষ্টো করিলেন যুর্ধ করিয়া।

রো। কেনো ? পরমেশরের আগ্যাতে মরেনা ? একারোণ আপনে শরীর ধরিয়া মারিলেন ?

ব্র। হএ, নহিলে বধ না হএ ; এবং শেষ শত্রুর ভাবে ভাবিয়াছে ; তাহারে মুক্তি করিলেন।

রো। যদি পরমেশরের আগ্যাতে না মরে, তবে যতো প্রথিবীর মুনিষ্যো মরে ; তাহা কি আপনে আসিয়া শরীর ধরিয়া সকোলেরে মারেন ? আর যাহারে মুক্তি করেন, দেব সাধু, মুনি সকোলেরে, তাহারে আপনে শরীর ধরিয়া

আসিয়া বধ করিয়া মুক্তি করেন। এই দুই কথা যথার্থো, বিনে দণ্ড আর বক্তিতে মুক্তি নাহি, শত্রো ভাব পরমেশরেরে করিলে মুক্তি কেমতে হইবেক? বিনে ধর্মো আস্বাম নহিলে মুক্তি নাহি, আর তিনি আপনে শরীর হইলে ক্রোধ, হিংসা, সপ্তো মহা পাতোআদি জর্মিতে না পারে: তাহান সেবোক যতো সিধা, সাধু তাহারা পরমেশরের ক্রেপার দ্রেষ্টিতে জিতেন্দ্রিও হএ; অমর হএ, অসাধুয় কার্যো জর্মেনা, এহাতে পরমো ব্রর্মো অবতীর্ন্তো হইলে কেমতে এ সকোল অধর্মো কার্যো তাহাতে জমিবেক? আর তাহান মতি কে নষ্টো করিবেক? তিনি আপনে সর্বো কর্তা, সর্বো জ্ঞান, সর্বো দএআমহে, স্বয়ং রাজান্ত, নির্মল, তিনি তাহান তোলুনা দেও কৃষ্ণেরে?

ব্র। ভালো, যশোদা যে কৃষ্ণের পেটে ব্রম্মাণ্ডো দেখিলো সে কি?

রো। ভালো যশোদা যে কৃষ্ণের পেটে ব্রম্মাণ্ডো দেখিলো, সে যে যশোদা কোন স্তানে দারাইয়া দেখিলো?

ব্র। গোকুলে, বারীতে উঠানে দারাইয়া দেখিলো, যে ত্রভুবোন বালোকের পেটে বিতর।

রো। তবে বুঝিও, এ ত্রভুবোন নহে, যাহা দেখিলো, যেমত বোজের বাজি।

ব্র। এমত বালোকে বাজি কোথাএ শিখিলো?

রো। সকোল এহা কহি, প্রথোম স্থষ্টি যখোন পূর্ণো ব্রর্মো করিলেন: তাহাতে বিস্তর দেবতা সকোল জর্মাইলেন, তাহা ক্রেপার শাস্ত্রো জানিবা, তাহাতে দুই ভাগ হইলো, যাহারা আস্থা রাখিলো, তাহারা তাহান সেবোক দেবোগণ সাধু মতি কহি: যাহারা আস্থা না রাখিলো; তাহারা শাপে ভূত হইয়া মহা নরোকে পরিলো: ভূত প্রেত পিচাশ জর্মো দানোব কহি, তাহারা প্রোব্ধে নৈরাকারে জানে, যে পূর্ণো ব্রর্মো সাকার হইয়া প্রথিবী উধার করিবেন, দৈবোবাণী মুনিষ্যো শোনিয়াছে, তবে মুনিষ্যো এমত অধম হইয়া সর্গে যাইবেক? আমোরা দেবেগণ হইয়া নরোকে ভূতগণ হইলাম? এমত মায়া করি, যেনো মুনিষ্যের ভ্রম জর্মে, এ কারোণ বসোদেবের বেটার শরীরে প্রবেশ গর্ভো সঞ্চার গিয়া মুনিষ্যো শরীরে ভূত প্রবেশ করিয়া দুইএ এক মতি হইয়া, এতো এতো যুর্ধ, এতো কামোদ্ভাব, এতো পৈশোন্যতা, এতো মায়া আর যেতো কাযো করিয়াছো বরো নাম করিলো, এ সকোল কার্যো দেখিয়া মুনিষ্যো জানিবেক, যে এই সাকার পরমো ব্রর্মের; মুনিষ্যো

ধর্মাধর্মো না বুঝে, এই রূপ ভজিলে প্রথিবীর, যে কালা মহা নরোক, তাহাতে নরের আশা নিতে পারিবো ; এবং যদি এ দেশে সাকার পরমো ব্রর্মের শাস্ত্রো আইসে, তথাচো এহার বিচার কবিতে করিতে কতো লোক নরোক নিবো, যেতো দিনে প্রচার হএ ; অতোএব সেই ব্যতে কৃষ্ণের শরীরে প্রবেশ করিয়া সকোল সপ্তো মহা পাতোক করিয়াছে, পাপ শরীর দোষ হইলো ; তাহার আত্মাম সেই ব্যতে মহা কালেতে লইআ গেলো, পাপ অনুসারে তারোণা সর্বো কালে, সেই বুঝিতে পারে ধর্মোবন্ত ; যাহার মহা গ্যান পরমেশর পরাচএ ভেদ থাকে, সেই সে পারিবে ভীতি মুক্তির নিরোপণ, আর কি তন কৃষ্ণের আছিলো ?

ব্র। আর ষোলো সহস্রী গোপিনীরে ষোলো সহস্রী কৃষ্ণ হইয়া রমোণ করিলেন, এতো মহা তেজো ছিলো ছপুর্ণো কুটি যধু বংশো জর্মিলে তাহার বধ করিলেন ; এতো আর কেহো না পারে।

রো। এ কার্যো মুনিষ্যের সাধ্যো নহে, যে কথা কহো, যে কুপ্রকৃতির কৃষ্ণেতে প্রবেশ করিয়া সেই সকোল রূপ বিরোমোনা দেখাইতে মুনিষ্যো নষ্টো করিতে ; কামোক যে নারোকী, সে কামাতুর স্ত্রী সকোলকে রমণ করিয়া প্রবিত জর্মাইলো, যেমত নিদ্রাএ ছলে, এহাতে আপনে বুঝিবা যে পরমো ব্রর্মো পদার্থ এমত মতি নহে, তাহান ভজোনাতে, যে জনের ভক্তি থাকে, মুক্তি থাকে তাহার কামোভাবে শীলই নাহি, তাহার ক্রেপাএ জিতেন্দ্রিও হএ, তবে সে মুক্তি পদ পাএ, সন্ন্যাসী সকোলে ; আর যে জোনে গ্রেহস্তো করে সেই এক স্ত্রী বিবাহ করিবেক, তাহান আগ্যাএ প্রতিপালোন করিবে, তাহারে মুক্তি করিবেন। মলংধারী যে পানোপ শরীর তাহাতে, সে সপ্তো মহা পাতোকাদি জর্মে, পরমো ব্রর্মো শরীরী হইলে তাহাতে কোনো কুমতিতে কুভাব জর্মিতে না পারে : তিনি আপনে সর্বোজিৎ ধর্মো রাজ।

ব্র। তবে বুঝিলাম এ সকোল কার্যো পরমেশরের নহে, অতএব কৃষ্ণো পরমো ব্রর্মো অবোতীন্তো নহে। আর যে কহি কলোকীশো আসিয়া জর্মিবেন সে কেমোন ?

রো। সে কি ? তাহারে তোমোরা কি বলো ? কেনো কলোকীশো অবোতার হইবেক ?

ব্র। পরমেশর কলোকীশো অবোতার হইয়া সকোল একাচারী করিবেন ; সকোল ধর্মো নষ্টো করিবেন।

রো। পরমো ব্রর্মের এমত কার্যো নহে, যে ধর্মো নষ্টো করিবেন, আর অধর্মো ও কাচারী করিবেন।

ব্র। তোমারদিগের শাস্ত্রে নি কহো যে কলোকীশো অবোতার হইবে ?

রো। হএ, ক্রেপার শাস্ত্রেতে লিখিয়াছে।

ব্র। তাহারে কি কহো ? কেনো হইবেক ? কি কার্যো করিবেন ?

রো। সেই মনিষ্যো জর্মিবে অধোম, অগ্যানে, তাহাতে ও ভূত প্রবেশ করিবেক, যেমত কৃষ্ণোতে প্রবেশ করিয়াছিলো : এবং যেমত আর আর অবোতার কহিয়াছো ; সেই রূপ প্রপঞ্চোনা বিস্তর করিবেক ; আমি পুর্নো ব্রর্মো সাকার যে হইয়াছিলাম প্রথিবীতে মুক্তি করিতে ; এহাতে অনেক লোক তাহারে ভজিবে , অনেক ধর্মো নষ্টো করিবেক ; প্রচাত ক্রেপার শাস্ত্রের তিন সিধা আমারা আসিয়া কলিরে হারাইবেক , তবে কলি আপনে ফাটিয়া পরিয়া মরিবেক, তবে শেষ সকোল প্রথিবীর যতো লোক সকোলে ক্রেপার শাস্ত্রো ভজিবেক , ততো প্রচাতে মহা প্রলএ যখোন পরমো ব্রর্মো ইচ্ছাএ।

ব্র। তবে বুঝিলাম সেও মিথা ; তবে ভজিবো কারে ? যিনি পরমো ব্রর্মো নিরঞ্জন, তাহান হস্ত পদাঙ্গি কিছুই নাহি, "আপনে আপোন দোজের নিয়া তপশ্চস্থি নচো চমু নচো সর্বরে" আত্মা এমত ইচ্ছা মএ তাহান ভজিবো কেমতে ? তাহানে কেহো কহে কুষাণ্ডো আকৃতি, কেহো কহে মাংসো প্রিণ্ড , কেহো কহে বাউ রূপ , কেহো কহে জলরূপ, এহা ভজোনার জর্মো কেমতে হইবেক ? কিরূপ নরো লোক মুক্তি হইবেক ? তোমিতো এ সকোল সাকার সকোলি কণ্ডিলা, এবং আমার বুধে না লইলো, তাহার ততো হেনো , তবে এহার উপাএ কহো, অল্পো আয়ু মুনিষ্যের, ইহাতে নি প্রথ কাল গেলো, আব পুর্নোবার বাহরিবেক না আয়ু মুনিষ্যের।

দিন যামিনৌ সায়ং প্রাত ;
শিশিরে বসন্তো পুনোরাওয়াতো
কালো ক্রীরিতি গছতি আয়ু
তদপি ন মঞ্চতি আশা বাএউ

অর্থ, দিন গেলে রাইত্রে হএ, শীত কাল গেলে গরমির কাল হএ, এইরূপে আঁসিতে কেলিতে দিন কাল যাএ, এমতে কতো যাএ, কিন্তু আশা করে যে সদাএ জীবে।

রো। এতোখোনে সে তবে মন দিলা, এ বরো বিলখন কহিলা, আমি ও কহি :

অলভ্যাং যদাগু ফলং সর্গো ভাবে রহো তস্যা দণ্ডে ব্রমাজামএ যাতি জনা দিনোঙ্কো প্রমাদো দোপনং নহে মিতি বানীশং মশক্তি মুত্যং অর্থো যে জনে এই সকোল মিথা ভজোনা ভাবে, সে জনের মুক্তি পাইবার উপাএ নাহি মাত্রো দিন রাইত্রে ও যাএ, সমএ ও যাএ; হয়াত যাএ; তথাচো মুক্তি পথ না থাকাএ আমেশা মন্দো রাএ, চলে পাপেতে ভুলিয়া থাকে আপনার স ইচ্ছাএ।

ব্র। বরো মধুর বাখ্যো কহিলা, এমত হএ উপাএ কহো।

রো। তোমারদিগের আর নি কিছু ভজোনা আছে? অবোতার সকোল পর ও; তাহাও কহো বুঝাই, তবে তাহাও মন দিবো, আগে তোমার চিত্যে নিসন্ধে হউক।

ব্র। আছেন ব্রমা, বিষ্ণো, মহেশ।

রো। এ তিন জন কে কি কার্যো করেন? কে সিষ্টি করিয়াছে তাহানদিগেরে।

ব্র। মহা বিষ্ণো আদ্যা সতী হতে উৎপতি; আমোরা কহি যে এক ব্রর্মো ত্রেও দেবা, ব্রর্মা, বিষ্ণো, মহেশোবা, সৃজন, পালন, নাশক।

রো। ভালো তোমি কহো যে এক ব্রর্মো ত্রেও দেবা, তবে ব্রর্মো তিন ভাগ হইলেন তবে এই তিনের পরে আর নাহি?

ব্র। আছেন, তিনি মহা বিষ্ণো তাহান তিন গুণ এহানা।

রো। কে কি গুণে রহিয়াছেন।

ব্র। রজো গুণ, সত্যো গুণ, তমো গুণ: রজো গুণে ব্রর্মা সৃষ্টি করেন, সত্যো গুণে বিষ্ণো পালন করেন; তমো গুণে শিব সংহার করেন; এই তিন কর্মো তিনে করেন।

রো। ব্রমা যে সৃষ্টি করেন, হেন কহো, তিনি নি পালন করিতে পারেন; এবং নাশ করিতে নি পারেন।

ব্র। ব্রমা সৃষ্টি করেন; পালন, নাশ করিতে না পারেন।

রো। বিষ্ণো পালন করেন, হেন কহো, তিনি নি সৃষ্টি করিতে পারেন? আর নি নাশ করিতে পারেন।

ব্র বিষ্ণো পালন কর্তা পালন করেন, সৃষ্টি করিতে না পারেন; এবং নাশ কারতে না পারেন।

রো শিব সংহার করেন, হেন কহো তিনি নি সৃষ্টি করিতে পারেন? আর পালন নি করিতে পারেন?

ব্র। শিব সংহার কর্তা সংহার করেন, পালন করিতে না পারেন এবং সৃষ্টি করিতে না পারেন : এহানা তিন জোন, তিন গুণ সতন্তর ; যাহার গুণ সেই সে কার্যো করেন, একের কার্যো আর কেমতে করিবেন ?

রো। তবে এহানা তিনজোন সর্বো কর্তা নহেন, এহানা তিন জোন স্থাপিত অন্য জোনের, যে যেমত গুণ ধরেন সে সেই কার্যো করেন পরমো ব্রর্মো আগ্যা প্রমাণে এই রূপ তোমি কহো ?

ব্র। হএ, এমত হএ, এহানা অধিকারী নিযুতো ক্রমে কার্যো করেন।

রো। তবে এ তিন জোন পরমো ব্রর্মো নহেন ; তিনি সতন্তর, যিনি এ সকোল পারেন : সৃজক পালক নাশক মুক্তি দাতক।

ব্র। হএ, সে যে পরমো ব্রর্মো তিনি পরাতেপর, তাহানে কে পাএ। আমোরা এই তিন জোনেরে ভজি এহানা আমারদিগেরে সেকানে নিবেন মুক্তি করাইবেন।

রো। ভালো, এ তিন জোনে কাহারে ভজেন ?

ব্র। এহানা আপনারে আপনার ভজেন এক জোনেরে আর জোন।

রো। তবে কি এহানদিগের ভ্রম আছে ? এক গুণেরে আর গুণে ভজেন ; এ ভাবনাতে কি লাভ হইবেক ? এহান দিগের জে জোন পরাৎপর পরমো ব্রর্মো তাহান সৃজন এহানা তাহানে লবিয়া কেনে আপনে আপনে ভজেন ; অতএব বুঝি যে এহানা বরোই অগ্যান।

ব্র। না এমত কেনো কহো ? এ কথা কহিলাম, সে নহিনে এহানা ভাবেন সেই পরম ব্রর্মেরে, দেখো, ব্রমা পণ্ডিতো চোচতেবমুকে স্তব করেন সেই পরম ব্রর্মেরে, দেখো শিব মহা যুগী যোগেতে পঞ্চ মুখে সেই পরমো ব্রর্মেরে ধেয়াএন।

রো। এ তিন জোন ভজেন পরমো ব্রমেরে, তবে আপনাদিগের কার্যো করেন মুক্তি হইতে।

ব্র। তাহানদিগের যুক্তি রাকি তারোণা রাকি ; মহা প্রলএ গিয়া পরমো ব্রর্মে নিউন হইবেন।

রো। তাহানা পরমো ব্রর্মেতে গিয়া মহা প্রলএতে নিউন হইবেন ? এখোন তোমোরা তাহানদিগেরে ভজিয়া ভজিয়া কোথাএ যাইবা ?

ব্র। যাহানে যে ভজি, সে সেই লোক হইয়া তাহানদিগের কাছে রহিবো, তাহানা যেখানে যে থাকেন। যে ভজে বিষ্ণোরে, সে বিষ্ণো লোক হইবেক,

বিষ্ণো ভূত হইবেক, ব্রর্ম্মা যে ভজে, সে ব্রর্ম্মো লোক পাইবেক, ব্রর্ম্মো দৈত্যো হইবেক ; শিব যে ভজে সে শিব লোক হইবেক ; ভূত পিচাশ হুইবেক ; মুক্তি এক সাত সকোল গিয়া নিউন হইবো, সেই পরমো ব্রমে।

বো। তবে মহা প্রলএ প্রযুন্তো কারো মুক্তি হএনা, এই তিন আস্থাতে রহে।

ব্র। হএ, কেনো না হইবেক ? যে জোন যুগী মহাপুরুষ পরাৎপরেকে ভজে সেই মুক্তি হএ।

বো তবে তোমোরা কেনো সেই পরাৎপরেক ভজিয়া মুক্তি না হও ?

ব্র। তাহান নিরোপোণ কে পাইবেক ? কার যোগ্যোতা ভজিতে ? অনন্তো কুটি ব্রমা, বিষ্ণো, মহেশ, যাহারে ধ্যানে না পাএ, তাহানে আমোরা নরোলুকে কেমতে ভজিবো। সকোল তেজিতে পারি তবে সে তাহান ভজোনা হএ, স্ত্রী পুত্রো ইত্যাদি সকোল ত্যাগ বিনে সে ভজোনা হএ।

বো। ভালো, ব্রমা, বিষ্ণো, মহেশ, এ তিন জোন কিরূপ কার্য্যো প্রথিবীতে করিয়াছেন সাধু য় কহো।

ব্র। ব্রমা স্ত্রী পুত্রো কন্যা সকোলি আছে, তিনি সংসারী মাত্রো ভজেন পরাৎ-পরেক, এবং বিষ্ণো ও সংসারিক, দুই স্ত্রী পুত্রো সকোলি আছে, মাত্রো বরো ভক্তি পরাৎপরে, এবং শিব সংসারিক, দু স্ত্রী পুত্রো সকোলি আছে, ভজেন সেই ব্রমেরে, এবং ইহানদিগের বিস্তর মহিমা আছে।

বো। ব্রমার কথা কহো, কেমত সাধু জোন তিনি ?

ব্র। বরো তপস্যা করিতেন ক্ষীরোদে : বরো তেজবন্তো জোন তিনি, তপস্যা করিতে তাহাতে মুনি সকোলের কন্যা সকোলে কেরতাক করিতেন ; তাহার এক মুনির কন্যা পেটে বালোক জর্ম্মাইয়া ব্রমা সে পাপিষ্টো সবাতে পিতা কহিয়া লজ্যা দিলো ; তাহার মাতার কথাএ, তাহাতে তাহাকে শাপ দিলো ; কহিলো ও শোক্রী চণ্ডাল ! সেই শাপে আজিও তগাদ চণ্ডাল কহি, আর কতো তেজোবন্তের কার্য্যো কহিবো ? এবং ব্রম-পুত্রো যে রূপে জমিলো ব্রমার বীর্য টনিলো : তাহান কমণ্ডুলে করিয়া পর্বতে রাখিয়াছিলেন, সেই কমণ্ডুল গরুতে শিঙ্গে গসিতে কমণ্ডুল ভাঙ্গা গেলো ; তাহান শিঙ্গে বীর্য লাগিয়া গরু প্রবর চিৎ হইলো ; তাহা পরশুরামো দেখিয়া আপনার পূর্ব্বো পুরুষ সকোল উধার করিতে ব্রমো বীর্য বাহির করিলেন ; তাহার নাম ব্রমোপুত্রো, এমত মহা বন্তো ব্রমার। আর

তাহান মহিমা যে নন রাজা বিবাহো দময়ন্তী সঙ্গে তাহাতে যতো করিয়াছেন, সে সকোল তুমিও জানো, এই কথা কহিলাম অল্পেই ; সকোল জানিবা।

রো। এধরানে যতো কার্যো করিলো কহো ইহাতে পাপ অর্থে আমোরা আর ব্রমা বিস্তর কহি ; কেনো তিনিও বিস্তর যুর্ধ করিয়া বধ করিয়াছেন, পরদারে বালোক জর্মাইছেন, অতি কামোদ্ভাব বীর্যো টলিয়াছে বিস্তর, এমত জনেক পরাৎপর বদোতারজিএর (?) সেবক না কহি ; কিন্তু যাহার যেমত পুণ্যো পাপ অনুসারে সুখ দুখ ভোগ আছে, এমত জনেক রজোগুণ না কহি, সাহুতে অসাধু কার্যো না জর্মে। অসাধু য় জোন স মে কেমতে পরাৎপরে পশিবেক ? ভালো, বিষ্ণোর কহো, ভক্তোজোন বৈষ্ণব, তাহান কার্যো কহো।

ব্র। বিষ্ণোর দুই স্ত্রী, পুত্রো উত্তম সংসারিক : এবং পরমো ব্রমেতে ও বরো ভক্তি ; এবং পরুপকারী বরো, ঊষা হরোণে কৃষ্ণোর নাতি অনিরুদ্রেকে বাচাইলেন, রাজার সংধসে বধ করিয়া, এবং সঙ্খাসুর রাজারে নষ্টো করিলেন, প্রপঞ্চনা করিয়া, বিষ্ণু আপনে গিয়া ব্রহ্মা সতী তাহারে হরিলেন, স্ত্রীর শাপে সঙ্খাসোর যুর্ধ আরোম করিলো, সঙ্গদোষে যুর্ধ নষ্টো করিলেন ; সেই ব্রহ্মার শাপে বিষ্ণোর যকিত হইলেন, পাথরের গিটে, যে পাথোর কাট, তাহারে কহি শালগ্রাম. ব্রহ্মার সতীত্য নষ্টো করিলেন : এ পাপে ব্রহ্মা ব্রথ হইলো তলোসো, সঙ্খাসোর শঙ্খ হইলো : বিষ্ণো কহিলেন আমার এক সাত থাকিবা, তোমার জলে আমি তোষ্টো হইবো, যাবৎ এ সকোল শাপে বিমোচন হএ, এবং দক্ষ যোগো ভঙ্গে শিবের সাথে বিস্তর যুর্ধ হইলো, করিলেন : শিবের বিস্তর সেনা বধিলেন, মহা যুর্ধ হএ, এক জোনে আর জোনে বধেন, এমত সংশে পার্বতী শিবের স্ত্রী বিবসন হইয়া দুই জনের মৈধে দাড়াইলেন ; তবে অতো কষ্টে দুই জোনের মিত্র্য রথ্যা হইলেন, এবং কতো মহিমা কহিবো তাহান ? অল্পে জানিবা।

রো। ভালো, শিবেরে মহা যুগী কহো তাহান কার্যো শীল কহো শুনি ?

ব্র। শিবের এক স্ত্রী পার্বতী আর স্ত্রী নাহি, পার্বতীর দুই পুত্রো কাত্তিক আর গণেশ, আর স্ত্রার আর আর মহা তেজোবন্তো ; পরমো ব্রমের সেবক বরো মহা যুগী, তাহান বিস্তর মহিমা।

রো। তবে এই তিন জোন ব্রমা, বিষ্ণো, মহেশ, এহারা এতো অকর্মো

করিয়া, স্ত্রী করিয়া, তাহারে ভজিতো কেমতে? তাহারদিগের অতি মহা পাত্তোকের কারোণ পাত হএ তারোণাত্র: মুনিয্যো যদি সেই পরমো ব্রর্মেক ভজে; তবে এতো পাপ আর না করে, যদি এক আদ পাপ হএ তবে তিনি করুণামএ করুণাএ নিবেদিনে ক্ষেমেন: শরীর অমর করিতে না পারেন কিন্তু আসার মুক্তি হএ; আর যে জোন সঁপূর্ণো পালোন করিয়া ভজিতে পারে সে অমর হএ, যেমতে লথ্যাবধি সিধা মালার দিগের।

ব্র। এ ভালো কহিলা, এ সকোল করেন তিনি সৃষ্টি কারোণ তাহানে কহি মহা যে তিনি পরমো ব্রর্মো।

রো। কহো তাহান উৎপতি আর কার্যো শীল তবে বুঝিবো তিনি কেমতে পরমো ব্রর্মো।

ব্র। তিনি ক্ষীরোদ শায়ী ভগোবান বট পত্রে ভাসিতে ভাসিতে ফিরেন; নিদ্রিত ছিলেন, নিদ্রাএ রূপে অচৈতন্ন্যো ছিলেন; আর সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা হইলো অঙ্গের মলা ফেলিলেন ক্ষীরোদে: তাহাতে মধুকৈটোর জন্মিলো, মহা বিষ্ণোর সাত অনেক যুর্ধ করিলো; তবে আদ্যা জন্মিয়া অতি বরো যুর্ধ করিয়া মধুকৈটোর বধিলেন; সেই হইলো মিথিকা; তবে বরাহো দন্তে করিয়া তোলিলেন; তোমি পূর্বে কহিয়াছো, ব্রমা, বিষ্ণো, মহেশকে জর্মাইলেন; নাভিতে ব্রমা, হৃদে বিষ্ণো, ললাটে শিব: এই রূপে তিন জোন জর্মাইলেন। এক ভেদ মতে ছায়াতে মায়া জন্মিলো; ছায়া দৌরাইতে তিন কোনে ফিরিলেন, শীগ্রোগতি ছায়াতে দরিলো; তাহাতে কলোন হইলো। তিন ছিদ্রে বীর্যো পরিলো: তাহাতে এ তিন জোন জন্মিলেন; আর যোনি চিরিলেন, তাহার মাংসে পরথিবী, চর্মে সর্গো, রক্তো বীর্যের ফোটে চন্দ্রো আর তারা, আর বীযের ধান্যো, তাহার বিস্তর প্রকার আছে: তাহা কতো কহিবো? সকোল তোমিও জানো।

রো। এহানা মহা বিষ্ণু আদ্যা সতীরে কহো পূর্ণো ব্রর্মো পরমেশর?

ব্র। হএ, এই দুইএ সৃষ্টি করিলেন সকোল, বিনে জড়ে কিছু হএ না।

রো। বিনে জড়ে যে কিছুই না হএ তাহা সকলেই জানি, পরমেশ্বরের আগ্যাএ ক্রমে নিযুক্তো জড় করিয়াছেন: এ কারোণ শরীরী সকোল জড় ক্রমে জর্মে. কিন্তু পরাৎপর যিনি পরমো ব্রর্মো তাহান জড় নাহি: তিনি কেবল এক নিত্য পদার্থো।

ব্র। তিনি এক হইলে কি তিনি সষ্টি ছারা?

রো। তিনি শক্তি ছার নহেন, তাহান শক্তি তাহান কর্তৃরে কহি, শ[ক]তি যে তাহান বল যিনি পরমেশর তাহান শক্তি সামর্থ্যো বল গিয়ান; তাহান শক্তি দএআ, সকলেতে তিনি পুর্ণিত; তিনি কেবল এক পরমো ব্রর্ম্মো; বিনে দুইএ সকোল করিতে পারেন; .তাহানে কহি সর্ব্বো কর্তা পরমেশর; য়ে জন স্ত্রী বিনে সৃষ্টি করিতে না পারেন তাহারে কহি তাহান জর্ম্মা।

ব্র। ভালো, বিনে জণে কোনো বস্তু জর্ম্মে?

রো। তাহান আগ্যা সৃষ্টি করিতে; এ কারোণ বিনে দুইএ শরীর না জর্ম্মে, ইহাতেও তাহান অনুগ্রহো চাহি; তবে সে দুইএ জর্ম্মে; নহিলে দেখো কতো রমাবদি স্ত্রী পুরুসের বসোতো; তবে কেনধোযো না জর্ম্মে? তাহারা তো দুই জোন তবে কেনো অপথাদি তাহারদিগের না হএ? বিনে পরমেশরের আগ্যাতে কিছুই না হএ।

ব্র। হএ এতো কহো ভালো তথাচো তো শিব সতী দুইএ সকোল হএ; পতন ব্রমার, আগ্যাএ মহা বিষ্ণোর।

রো। এ ভালো কহিলা; তাহান আগ্যাএ সকোল জর্ম্মেঃ যাহারে যে রূপে নিযুক্তো করিযাছেন সে সেই রূপে জর্ম্মেঃ কিন্তু পরমো ব্রর্ম্মো এমত শরীর ধরিয়া কামোদ্ভাব দৌড়াইবেন; ব্রমে ছায়া দৌড়াইবেন? তাহান মলা আছে? নিদ্রা আছে? বীর্য্যো টলিবে? যুর্দ্ধ করিবেন? বট পত্রে ক্ষীরোদে ভাসিবেন? এমত কহো সকোল কার্য্যো পরমো ব্রমের নহে। তিনি নির্ম্মল ভ্রম বহিতো কেবোল তত্তো নিত্যো পদার্থো।

ব্র। হএ তিনি নিত্যো পদার্থো, তথাচো সৃষ্টির কারোণ শরীরী হইলেন; তাহানে কহি মহা বিষ্ণো; মহা বিষ্ণোর ছায়াতে মায়া এই হএ সৃষ্টি পতন হইলো; আমারা তাহারে কহি সে পরমো ব্রর্ম্মো সাকার।

রো। তিনি এমত বেকতি জোন বাকারে কি করিতে না পারেন? যে সাকার হইয়া এমত করিবেন? যে জোনের কর্তৃত থাকে, সে নৈরাকারে সকোল জর্ম্মাইতে পারেন, সাকারের মত জোন কি?

ব্র। আমি যে কহি এ কথা আমার ভেদের মূল, সে সেই বিষ্ণো আত্মা আমার। কহি* এই দুইএই সকোল, এহানা ই পরমো ব্রর্ম্মো।

রো। ভালো এহানদিগের কার্য্যো বুঝাইবা; এহানা এহানা যেমত; তবে সে তোমার সন্ধে গুচিবে; তবে সে তত্তো পদার্থো চিনিবা।

ব্র। কার্যো তো সকলি কহিয়াছি তাহাই তুমি সকোল বুঝাও ঃ সে সকোল কার্যো যুক্তো কি অযুক্তো তাহা কহো।

রো। ভালো তুমি যে কহো মহা বিষ্ণো নিদ্রিত ছিলেন, যদি তিনি পরমেশরের সাকার নিত্যো পদার্থো হএন, তবে তাহারে কেমতে নিদ্রাএ অচেতন করিবেক ? তাহান আলিস্যো নাহি, কোনো চিন্তা নাহি, ভোজোন নাহি, অংগার নাহি, তাহান তিনি নির্মল তাহাতে মলা নাহি, কেমতে নিদ্রাএ পতিত করিবেক ? যে জোন সকোলের বরো তাহানে কেহো পরাজিতে না পারে, তাহারে সে কহি পরমেশর, যে সকোল অর্থে শর।

ব্র। ভালো, এহা বুঝিলাম আর কহো।

রো। আর কহো যে তাহান মলাতে অসোর মধুকৈটোর জর্মিলো, মহা যুর্ধ করিলো, এ কথা কেমতে কহো ? নির্মল নৈরাকার পরমো ব্রর্মো তাহান মলা কেমতে হইবেক ? আর সেই জোনের মলাতে এমত কুজন না জর্মে, সুজনের মলা নাহি এবং কুজন না জর্মে, কুজন বেয়াতি মলাধারী তাহার মলাতে সে কুজন জর্মে. তাহার ভু' আছে ? যুর্ধ করেন, কার্যো করিতে না জানিয়া।

ব্র। ভালো, এহাও বুঝিলাম, আর কহো।

রো। আর কহো যে বট পত্রে ভাসিয়াছেন। পরমো ব্রর্মো তিনি কাহার তরে আশ্রা করিয়া থাকিবেন ? তাহারে কি জলে ডুভাইতে পারে না তিনি বটের আশ্রাতে ? এ সকোল পরমেশরের কার্যো নহে ঃ তাহান জর্মা বেয়াতি সেই এই মতে রূপ থাকে। তাহার ডুব ভএ আছে ? বিনে আশ্রাএ তিনি স্থুল নহেন, সাখ্যাতে জর্মা কিন্তু নাশীন বট পত্রে বা কোথাএ ছিলো ? বট বা কোথাএ ছিলো, সকোলি প্রতারণা।

* * * *

রো। সাগোর পরমেশরের স্বজন এবং গঙ্গা নদী তাহান সৃষ্টি, ইহারা দুই জনে সঙ্গম করিয়াছে যেমত সঙ্গমো সকোলে করে, এ সঙ্গম প্রথিয়া জলের জলে কেমতে মুক্তি হইবেক। এবং আর পরের পাপ দোয়া জল মহা পাতোক জর্মে, এবং আয়ু বদরিয়া হএ, জলে লামে মস্যো বধ করে এহাতে মহা পাতক যাইবেক ? মুক্তি বিনে পরাৎপরে কেহো দিতে না পারে, পূর্বেই সকল কহিয়াছি।

ব্র। এ বিচার মতে মুক্তি নাহি ; আর বিনে যোগে, বিনে পরাৎপরকে না জানিলে

মুক্তি নাহি ; এ সত্যো কহিলা ; কিন্তু চলাচল ক্রেমে ইহা কহিলা ; সত্যো না জানিলে ; এখন জানি যে এহা সকল মিথ্যা ।

রো। এমত ভম কথা আর না কহিও ; আর তীর্থো কারে কহো তাহা বুঝাই।

ব্র।—রো।

ধরিলে যোগ সার ততো কারণ :

আশা বেশ বাই কুছা ঢং পৈশোন্ন হেও হএ ভএর কর্মো বুঝিও কারণ।

তে কারণে অমুক ধরিলে হেও নাশীর পালন।

জর্মো কোনো দিন মঙ্গলবারে ব্রর্মো ইত্যাদি সবের বুঝিও পালন।

আপনে ব্রর্মের মহিমা সৃষ্টি হেও বিচারণ।

কৃপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ

১৭৪৩ খ্রীস্টাব্দ

মানোয়েল-দা-আস্‌সুম্‌প্‌সাঁও

পর্তুগীজ রোমান-ক্যাথলিক পাদ্রী মানোয়েল-দা-আস্‌সুম্‌প্‌সাঁও পর্তুগালের রাজধানী লিসবনের পঁচাত্তর মাইল দূরে অবস্থিত এভোরা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বংশপরিচয় ও জন্মসন জানা যায় না। ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে অগাস্তীনীয় সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের ধর্মযাজক মানোয়েল পূর্বভারতে উপস্থিত হয়ে ঢাকা জেলার ভাওয়ালে 'সন্ত নিকোলাস দে তোলেন্তিনো' (St. Nicolas de Tolentino) গীর্জার ভার গ্রহণ করেন ; বোধহয় এই গীর্জার প্রতিষ্ঠাতাও তিনি।

মানোয়েল পর্তুগীজ পাদ্রীদের বাংলা ভাষা শিক্ষার সহজ উপায়স্বরূপ একখানি ব্যাকরণ ও শব্দকোষ (*Vocabulario em Idioma Bengalla, E Portuguez*) প্রস্তুত করেন, এটি ১৭৪৩ খ্রীস্টাব্দে লিসবনে মুদ্রিত হয়। বাংলা ভাষার এই প্রথম ব্যাকরণ একজন বিদেশী ধর্মযাজকের রচনা। এর দৃষ্টান্তগুলি বাংলা হলেও রোমান হরফে মুদ্রিত এবং মূল গ্রন্থটি পর্তুগীজ ভাষায় রচিত। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ' (*Crepar Xaxtrer Orth, Bhed*) বাংলা দেশে ১৭৩৫ খ্রীস্টাব্দে রচিত এবং ১৭৪৩ খ্রীস্টাব্দে লিসবনে মুদ্রিত হয়। এর অন্তত তিনটি সংস্করণের সন্ধান পাওয়া গেছে। দ্বিতীয় সংস্করণ জাকবস্ ফ্রাঁসিস্‌কস্ মারিয়া গেরেঁ (Jacobus Franciscus Maria Guerin) নামে চন্দননগরনিবাসী এক ফরাসী পাদ্রী কর্তৃক শ্রীরামপুরে মুদ্রিত হয়ে চন্দননগর থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি কিন্তু বঙ্গাক্ষরেই ছাপা হয়েছিল। এই সংস্করণ সম্বন্ধে আরও একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ, এর আখ্যাপত্রে নামটি এইভাবে মুদ্রিত হয়েছিল—'কৃপার শাস্ত্রের অর্থবেদ'। তাই কেউ কেউ মনে করেন যে, এর প্রকৃত আখ্যা 'অর্থভেদ' নয়, 'অর্থবেদ'। এই দ্বিতীয় সংস্করণের বাংলা পাঠ অত্যন্ত বিভ্রান্তিমূলক। কারও কারও মতে, মূল গ্রন্থটি মানোয়েল পর্তুগীজ ভাষায় রচনা করেন, এর বাংলা অংশটি কোন দেশীয় ব্যক্তির অনুবাদ। তবে ভাষায় অবাঙালী-সুলভ অনভ্যস্ততার জন্য তার মধ্যে যে মানোয়েলের কিছু হস্তক্ষেপ ঘটেছিল তাতে সন্দেহ নেই। এই গ্রন্থে গুরু ও শিষ্যের প্রশ্নোত্তরের মারফত রোমান-ক্যাথলিক খ্রীস্টান ধর্ম ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দোম-আন্তোনিয়োর 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ'-এর পর্তুগীজ অনুবাদও মানোয়েল-কৃত।

20 *Crepar Xaxtrer orth, bhed,*

X. Podarthoná zanilé.

C. Xú rupé manité que moté zanibeq?

X. Zanilé o manilé, o buzhilé axthar bhed xocol.

G. Carzió punió corite que moté zanibeq?

X. Dox Agguia, o pans Agguia zanilé; e bong tahandiguer palon corile, zemot uchit.

G. Ar qui zanibeq?

X. Muctir mulier tingun: *Axthá* manité; *Axá* manguité: *Corunó*, carzió punió corité.

G. Zanó ni podar thoná?

X. Hoé, zaní.

G. Cobó, deqhi;

Podar Thoná.

X. PItá amardiguer,
Poromo xorgué aĉĉó;
Tomar xidhi nameré
Xeba houq:
Aixuq amardigueré
Tomar raizot:
Tomar zé icha,
Xei houq:
Zemon porthibité,
Temon xorgué:

Amar-

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ'-এর একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

BENGALLIRE ZANAN
POROHO

Doxto Bengali, xono : puthi xotoler utom puthi, xaxtro xocoler utom xaxtro ; xaxtri xocoler utom xaxtri Christor xaxtri, Creper xaxtro ebong Creper Xaxtrer puthi.

Ehi puthite xon mon dia paiba buzhon, buzhan, buzhibar buzhaibar upae toribar. Axtar bedher ortho xono, xonao ; porthoque zania buzho, buzhao porinamer ponth dhoro dhorao ; xixio Gurur niate niae corite xiqho, xiqhao ; eha zania, buzhia, mania mucti hoibeq ; dox agguia palon coro zodi.

বেঙ্গালীরে জানান
পড়হ

দোস্তো বেঙ্গলী, শোনো : পুথি সকলের উতম পুথি, শাস্ত্র সকলের উতম শাস্ত্র ; শাস্ত্রী সকলের উতম শাস্ত্রী খ্রিস্তর শাস্ত্রী, ক্রপার শাস্ত্র এবং ক্রপার শাস্ত্রের পুথি।

এহি পুথিতে শোন মন দিয়া পাইবা বুঝন, বুঝান, বুঝিবার বুঝাইবার উপায় তরিবার। আস্তার ভেদের অর্থ শোনো, শোনাও ; পরথকে জানিয়া বুঝো, বুঝাও. পরিণামের পন্থ ধরো ধরাও ; শিষ্য গুরুর ন্যায়েতে ন্যায় করিতে শিখো, শিখাও ; এহা জানিয়া, বুঝিয়া, মানিয়া মুক্তি হইবেক ; দশ আজ্ঞা পালন করো যদি।

CREPAR
XAXTRER
ORTH, BHED
XIXIO GURUR
BICHAR
Fr. MANOEL
DA ASSUMPÇAM

Leqhiassen, o buzhaiassen Bengallate
Baoal dexe ; xon hazar xat xoho pointix bossor
Christor zormo bade.

BHETTON
Corilo boro tthacurque
D. Fr. MIGUEL
de Tavora
Evorar xohorer Arcebispo
✝
LISBOATE
FRANCISCO DA SYLVAR XAZE
Patxaer quitaber xap corinia

Xpor zormo bossore 1743
Xocol uchiter hucume

কৃপার
শাস্ত্রের
অর্থ-ভেদ

শিষ্য গুরুর

বিচার

ফ্র মানোএল

দা আস্সুম্প্সাম

লিখিয়াছেন, ও বুঝাইয়াছেন বেঙ্গালাতে

ভাওয়াল দেশে ; সন হাজার সাত শহ্ পঁয়তিশ বছর

খ্রিস্তর জর্ম বাদে।

ভেটন

করিল বড় ঠাক্রকে

দ. ফ্র. মিগেল

দে তাভোরা

এভোরার সহরের আর্সেবিস্পো

❖

লিস্বোয়াতে

ফ্রান্সিস্কো দা সিল্ভার সাজে

পাতসায়ের কিতাবের ছাপ করিনিয়া

খ্রি-র জর্ম বছুরে ১৭৪৩

সকল উচিতের হুকুমে

পুথি—এক*

সকল অনের অর্থ, এবং প্রথক্যে প্রথক্যে বুঝান

তাজেল ১

সিধি ক্রুশের অর্থ-ভেদ

গু। গুরু,

শি। শিষ্য।

§

শি। পূজ্য হৌক সিধি পরম নির্মল ধর্ম।

গু। তিনি তোমারে আশীর্বাদ দেউক, এবং তোমারে ভাল করুক ; আইস, পোলা, তোমি কেটা ?

শি। আমি খ্রিস্তাও, পবমেশরের কৃপায়।

গু। কোথায় যাও ?

শি। বারিতে যাই।

গু। তোমার বারি কোথায় ?

শি। ভাওআল দেশে ; আমি তোমার রাইয়ত : নাগরীতে বসি।

গু। আমি তো সেখানে যাই : আমার সঙ্গে আইস ; আমি তো অর্থ-ভেদ বুঝাইব, তোমি তো বুঝিবা।

শি। যে আজ্ঞা ; চলো যাই।

গু। তোমি নি আস্থার নিরূপণ জানো ?

শি। ঠাকুর, কিছু শোনিলাম গুরুর কাছে, তোমি তো জিজ্ঞাসা করো : আমি তো উতোর দিবো, যেমত পরমেশর লওয়ায়েন।

গু। তবে জিজ্ঞাসা করি ; কহো, কোথায় হতে পাইলা খ্রিস্তাওর নাম ?

শি। খ্রিস্তয়ে হতে।

গু। কোন্ সময়ে পাইলা খ্রিস্তাওর নাম ?

শি। বাপ্তিস্মর সময়।

গু। খ্রিস্তাওর নিশান কি ?

*মূল গ্রন্থ রোমান হরফে মুদ্রিত। এখানে বাংলা লিপ্যন্তরীকরণ দেওয়া হল।—সং

শি। সিধি ক্রুশ।

গু। করো, দেখি।

শি। সিধি ক্রুশের + চিহ্নতেঃ রখ্যা করো পরমেশর, + আমারদিগের ঠাকুর, আমারদিগের + শত্রু হতে।

পিতার নামে,

এবং পুত্রের,

এবং ইস্পিরিতো সন্তো ;

আমেন্ জেসুস্।

গু। কেন করিলা সিধি ক্রুশ কপালে ?

শি। যেন পরমেশর ঘুচাউক আমার সকল মন্দ কল্পনা।

গু। কেন করিলা সিধি ক্রুশ মুখে ?

শি। যেন পরমেশর ঘুচাউক আমার সকল মন্দ কথা।

গু। কেন করিলা সিধি ক্রুশ বুখে ?

শি। যেন পরমেশর ঘুচাউক আমার যে মন্দ কার্য প্রাণে থাকিয়া জর্মে।

গু। কেন কহিলা 'পিতার নাম' কপালে ?

শি। যেন পিতার বুধে পুত্র উদ্ভব।

গু। কেন কহিলা 'পুত্রের' বুখে ?

শি। যেন পিতার পুত্র সর্গে থাকিয়া আসিলেন প্রথিবীতে ; পুরুষ-হইলেন অকুমারী মারিয়ার উদরে ; আর আরবার আসিবেন মহা প্রলয়ের দিন বিচার করিতে জিয়ন্তা মরার।

গু। কেন কহো 'ইস্পিরিতো সন্তো', কাঁধে থাকিয়া কাঁধে ?

শি। যেন পিতার দয়ায়, এবং পুত্রের দয়ায় ইস্পিরিতো সন্তো হয়েন।

গু। ভাল রূপে বুঝাও, তবে বুঝিব।

শি। বুঝাই, শোনো। পুত্র পিতার কথা, এ কারণ পিতার বুধে হতে হয়েন ; ইস্পিরিতো সন্তো দুই জনের দয়াময় ; এ কারণ দুই জনের ইচ্ছায় হতে আইসেন। এ কারণ পুত্র ইস্পিরিতো সন্তো নহেন ; এবং ইস্পিরিতো সন্তো পুত্র নহেন ; যেমত কথা দয়া নহে, এবং দয়া কথা নহে ; তেমত ইস্পিরিতো সন্তো পুত্র নহেন, এবং পুত্র ইস্পিরিতো সন্তো নহেন।

গু। এখন বুঝিলাম ; আর কহো ; কেন কহো, কেবল এক বার 'নামে' ?

শি। যেন পরমেশর কেবল এক হএন।

গু। কেন করিলা তিন ক্রুশ আগে, এবং কেন করিলা পাছে এক বড় ক্রুশ ?

শি। যেন পরমেশর তিন জন, এবং এহি তিন জন এক পরমেশর ; তিন এক, এক তিন।

গু। কোন সময়ে করিব সিধি ক্রুশ ?

শি। সকল সময়ে ; শইবার সময়ে, উঠিবার সময়ে, খাইবার সময়ে, এবং যখন কোন কাম কার্য করিতে লাগি।

গু। এতবার কেন ?

শি। যেন আমারদিগের শত্রু-সকলে আমারদিগের বাড়াইতে না পারুক।

গু। আমারদিগের শত্রু-সকল কে ?

শি। দুনিয়া, ভূত, শরীর।

গু। আর নি কোনো শত্রু আমারদিগের আছে ?

শি। আত্মায়ের শত্রু কেবল এহি তিন ; কিন্তু শরীরের শত্রু অনেক আছে।

গু। সিধি ক্রুশ করিয়া, পরমেশর নি আমারদিগেরও রখ্যা করেন শরীরের শত্রু হতে ?

শি। হয় ; রখ্যা করেন ঃ যে আমি শুনিয়াছিলাম গুরুর কাছে, তাহা তোমি শোনো।

সিধা জোয়াওঁ খ্রিসস্তোমের কালে বনের মইধ্যে এক বড় সিংঘ আছিল ; সেই পুশু অনেক লোক নষ্ট করিল ; ইহা দেখিয়া সাধুয়ে এক ক্রুশ ভানাইয়া বনের মইধ্যে রাখিলেন ; আর দিন মুনিষ্যে দেখিতে গেল—সিংঘ ক্রুশের কাছে মরিয়া রহিয়াছিল।

সিধা ফ্রন্সিস্কো সাভির এক ক্রুশ হাতে করিয়া এক লস্কর খাদাইয়া দিলেন ঃ শত্রু ক্রুশ দেখিয়া পলাইয়া গেল।

সিধা কন্স্তানতিনো মার্তিরকে এক মন্দ মাইহায় নষ্ট করিতে চাহিল। সাধুয়ে মাইহার উপরে সিধি ক্রুশ করিলেন ? সিধি ক্রুশ করিয়া মাইহায় মরিয়া গেল। আরবার তিনি মাইহার উপরে সিধি ক্রুশ করিলেন, এবং মাইহায় পুনর্বার জিয়া উঠিল।

ফ্র. বের্থোলোমেউ দে এস্‌পিনা লিখিয়াছেন, যে এক বড় ডাইনী আছিল, সেই এক ছাওয়াল মারিবার পঞ্চাশ বার গেল ; ছাওয়াল কদাচিতিও মারিতে পারিল না ঃ যেন ছাওয়ালের মাতায় ছাওয়ালের উপরে প্রতি রাইতে সিধি ক্রুশ করিয়াছিল ; এ কারণ।

গু। বড় আশ্চর্য কথা কহিলা ঃ এমত হয় ঃ আর কহো ; সিধি ক্রুশ করিলে ভূতের কুমতি নি দূর যায় ?

শি। হয় ; ভূতের কুমতি দূর যায়, এবং ভূতেও পলায়। এহি সাঁচার প্রমাণ শোনো।

এক রাখোয়াল মেড়ীর আছিল ? তাহারে ভূত বাজি দিয়া কহিল, তুই যদি আমার নফর হইতে চাহিস, আমি তোরে অনেক ধন দিবাম ; রাখোয়ালে কহিল ঃ ভাল, তোমার দাস হইব, তোমি আমারে ধন দিবা। ভূতে কহিল ঃ তোরে আমার গোলাম হইলে, তোর উচিত নহে ধর্মঘরে যাইতে ; এবং সিধি ক্রুশ আর কদাচিতিও করিবি না ; এমত যে করে, সে আমার গোলাম ; এহি আমার আজ্ঞা ; তাহা পালন করিবি ঃ এমত যদি না করিস্, তোমারে বহুৎ বহুৎ তাড়না দিবাম। রাখোয়ালে কহিল ঃ যাহা আজ্ঞা কর, তাহা করিব ; যদি এমত না করি, তোমার যে ইচ্ছা সে হইবেক।

অনেক দিন অভাগিয়া রাখোয়ালে ভূতের চাকরি করিল ; তাহার পর এক দিন মুনিষ্য বল করিয়া রাখোয়ালকে ধরিয়া ধর্মঘরে লইয়া গেল। ধর্মঘরে এক পাদ্রি আছিলেন ; সেই বড় সাধু ঃ তিনি লোক সকলেরে কহিলেন ; তোমরা রাখোয়ালের উপরে সিধি ক্রুশ কর। এমত লোক সকলে করিল। তখন ভূতে বড় কোর্দ্ করিয়া রাখোয়ালেরে অনেক তাড়না দিতে লাগিল। এহা দেখিয়া পাদ্রি রাখোয়ালকে ধরিলেন, ভূতেরে তাড়না দিতে মানা করিলেন। তোবে ভূতে আরও বেশ কোর্দ্ করিয়া পাদ্রিরে কহিল ঃ এহি মুনিষ্য আমার দাস, আমার আজ্ঞা ভাঙ্গিল, তাহারে শাস্তি দিবার উচিত ঃ তাহারে এরিয়া দেও ঃ না, তোমারেও শাস্তি দিবাম। পাদ্রি কহিলেন ঃ তাহারে এরিয়া দিব না ; আমারে যাহা করিতে পারিস্, তাহা করো। তোবে ভূতে এমত কুমন্ত্র করিল যে, পাদ্রির মুখ বেঁকা হইল, এহা দেখিয়া লোক সকলে ডরে পলাইয়া গেল।

তখন পাদ্রি সিধি ক্রুশ করিলেন ; এবং মুখ সিধা হইল। তাহার পর আর ক্রুশ করিলেন রাখোয়ালের উপরে ; এবং ক্রুশ করিয়া ভূতে পলাইয়া গেল। রাখোয়ালেও খালাস হইল। খালাস হইয়া তাহার সকল অপরাধ কনফেসার করিল ; নির্মল ধর্মও ভক্তি রূপে লইল, এবং পুনর্বার পাইল, যে কৃপা হারাইয়াছিল পাপ করিয়া।

আর আশ্চর্য। সিধা লেউফ্রিদো বনবাসী সকলের প্রধান আছিলেন। তিনি পাদ্রি সকলকে লইয়া সঙ্গে প্রতিদিন ধর্মঘরে ধ্যান করিতেন। ধ্যান করিয়া সাধুয়ে আপনার চৌকিতে বসিতেন। পাদ্রি-সকলে এক এক আসিয়া তাহান আশীর্বাদ

লইত। এক দিন সাধুয়ে অসুস্ত হইয়া ঘরে রহিলেন, ধর্মঘরে গেলেন না। এহা দেখিয়া ভূতে সাধুর ধরান লইল ; এবং সাধুর স্থানে বসিল। পাদ্রি-সকলে বড় পাদ্রির ধরান দেখিয়া, ভূত না চিনিয়া, ভূতের অনাশীর্বাদ লইতে লাগিল। এহার মধ্যে এক পাদ্রি সাধুর ঘরে থাকিয়া আসিল ; আর বড পাদ্রি ধর্মঘরে দেখিয়া সাধুর কাছে ফিরিয়া গিয়া কহিল ঃ ঠাকুর, এহা কি ? তোমি এখানে আছ এবং ধর্মঘরে ? এহা কি মতে হইতে পারে ? এহা শুনিয়া সাধুয়ে ভূতের বাজি চিনিয়া চলিয়া গেলেন ধর্মঘরে। দুয়ার সকল মেলিয়া দুয়ারে দুযারে আঙ্গুল দিয়া ক্রুশ ক্রুশ করিলেন। পরে এক বেত দিয়া ভূতেরে মারিতে লাগিলেন ; এবং ভূতে পলাইতে লাগিল। দুযারে দুয়ারে গেল, ক্রুশ ক্রুশ দেখিয়া ফিরিযা ফিরিয়া গেল ; এমত ধরাণ ধর্মঘব ফিরিল ঃ বাহিব হইতে পারিল না ; ভূতে, পলাইতে, সাধুয়ে মারিতে, পাদ্রি সকলে হাঁসিতে, বড তামাশা হইল। পরে ঘডি টাঙ্গিবার এক দডি আছিল ; এহি দড়ি দিযা ভারিয়া ভূতে উঠিল এবং পলাইয়া গেল ঃ অনেক মারন খাইল।

এহি অপূর্বে সিধি ক্রুশেব কর্তৃত আপনে বুঝিয়া যায় ঃ এহাতে যত গরজ আমারদিগের আছে সিধি ক্রুশ করিবাব ভূতের কুমতিতে না পডিবার কারণ।

গু। বড উতম কথা কহিলা ঃ আর যদি কিছু আছে কহিবাব ; কহো, শুনি।

শি। সিধি ক্রুশের মহিমা অনেক ; এত কার যোগ্যতা কহিবার ? তোমিও সকলি জানো ; এহা এখন থাকুক। আর পড়ন।

তাজেল ২

পিতার পড়ন, এবং তাহান অর্থ

গু। কি জানিতে উচিত, কৃপার শাস্ত্রের মুক্তি পাইবার ?

শি। জানিবেক স্বরূপে মাঙ্গিতে ; স্বরূপে মানিতে ; এবং স্বরূপে কার্য পুণ্য করিতে।

গু। স্বরূপে মাঙ্গিতে কি মতে জানিবেক ?

শি। পদার্থনা জানিলে।

গু। স্বরূপে মানিতে কি মতে জানিবেক ?

শি। জানিলে, ও মানিলে, ও বুঝিলে আস্থার ভেদ সকল।

গু। কার্য পুণ্য করিতে কি মতে জানিবেক ?

শি। দশ আজ্ঞা, ও পাঁচ আজ্ঞা জানিলে ; এবং তাহানদিগের পালন করিলে, যেমত উচিত।

গু। আর কি জানিবেক ?

শি। মুক্তির মূল্যের তিন গুণ :-'আস্থা' মানিতে ; 'আশা' মাঙ্গিতে ; 'করুণা' কার্য পুণ্য করিতে।

গু। জানো নি পদার্থনা ?

শি। হয়, জানি।

গু। কহো দেখি।

পদার্থনা

শি। পিতা আমারদিগের
পরম সর্গে আছো ;
তোমার সিধি নামেরে
সেবা হউক ;
আইস্থক আমারদিগেরে
তোমার রাইজ্যং ;
তোমার যে ইচ্ছা,
সেই হউক :
যেমন প্রথিবীতে,
তেমন সর্গে :
আমারদিগের
প্রতিদিনের আহার
আমারদিগেরে আজিকা দিও :
আমারদিগের
কর্জ খেমো,
যেমত আমরা খেমি ;
আমারদিগের কর্জ্যারে :
আমারদিগেরে কুমতিতে
পড়িতে না দিও ;
আর আমারদিগেরে স-
কল মন্দ হতে রখ্যা করো। আমেন্ জেসুস্।

গু। পদার্থনা কে করিয়াছেন ?

শি। জেসুস্ খ্রিস্ত ঠাকুরে করিলেন।

গু। কেন করিলেন ?

শি। স্তব করিতে শিখাইবার কারণ।

গু। স্তব করিতে কি ?

শি। মন তুলিতে পরমেশ্বরের ঠাই, এবং তাহান অনুগ্রহ চাহিতে অপরাদ না করিবার কারণ।

গু। পরমেশর কোথায় ?

শি। সর্গেতে, এবং প্রথিবীতে এবং সকল স্থানে আছেন।

গু। কোন্ কথাতে পদার্থনার পরমেশরের ঠাই মন তুলি আমরা ?

শি। এহি প্রথম কথাতে ; 'পিতা আমারদিগের পরম সর্গে আছ'।

গু। কেন কহো 'পিতা' ? কেন কহো না 'ঠাকুর' ?

শি। তিনি আমারদিগের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহান অনন্ত কর্তৃতে ; এবং তাহান দয়াতে রোমান পন্থী করিয়াছেন ; এহি দয়া চিনিবার কারণ তাহানে 'পিতা' কহি আমরা।

গু। কেন কহো 'পিতা আমারদিগের' ? কেন না কহো, 'পিতা আমার' ?

শি। তিনি সকলের পিতা : এবং আমরা খ্রিস্তাওঁ সকল ভাই পরমেশরের পুত্র, এহি কারণ আমার জনে জনেরে দয়া করিতে উচিত ; যেমত সুভাইয়ে সুভাইকে দয়া করে।

গু। কেন কহো 'পরম সর্গে আছো' ?

শি। যেন মনে করিলে, যে আমারদিগের পিতা পরমেশর সর্গেতে আছেন, প্রথিবীর সুখ সম্পত্তিয়া অল্প লেখা করি ; এবং কেবল সর্গের সুখ অনন্ত ধন সাদ করি।

গু। কোন্ কথাতে পরমেশরের ঠাই তাহান অনুগ্রহ চাহি আমোরা ?

শি। আর সকল কথাতে, যত পদার্থনাতে আছে।

গু। চাহি কি ?

শি। সাত নিবেদন করি।

গু। কোন্ কোন্ ?

শি। ১। তোমার সিধি নামেরে সেবা হউক।

২। আইসুক আমারদিগেরে তোমার রাইজ্যং।

৩। তোমার যে ইচ্ছা সেই হউক, যেমত প্রথিবীতে, তেমত সর্গে।

৪। আমারদিগের প্রতিদিনের আহার আমারদিগেরে আজিকা দিও।

৫। আমারদিগের কর্জ খেমো, যেমন আমোরা খেমি আমারদিগের কর্জারে।

৬। আমারদিগেরে কুমতিতে পড়িতে না দিও।

৭। আমারদিগেরে সকল মন্দ হইতে রখ্যা করো।

গু। আর নি কোনো স্তব ইহার বেশ ভাল আছে?

শি। না; এহি সকলের বেশ ভাল।

গু। কি কারণ?

শি। কারণ এহি: খ্রিস্তো আপনে করিলেন, এবং তিনি আপনে তাহান সেবক সকলেরে শিখাইলেন; এবং শিখাইবার ফর্মাইলেন; এহি স্তবেতে আমারদিগেরে সর্গের অনন্ত ধন চাহি; এবং পরমেশরের সেবা বক্তি দেই।

গু। কোন্ নিবেদনে পরমেশরকে সেবা বক্তি দেই?

শি। প্রথমে; যখন কহি, 'তোমার সিধি নামেবে সেবা হউক'।

গু। কোন্ নিবেদনে সর্গের অনন্ত ধন চাহি?

শি। দুইযে; যখন কহি: 'আইস্থক আমারদিগেরে তোমার রাইজ্যং'।

গু। আর পাঁচ নিবেদনে চাহি কি?

শি। চাহি যে 'পবমেশরের যে ইচ্ছা. সেই হউক', এবং শরীরের খোরাক ভাত কাপড়; এবং আত্মার খোরাক নির্মল ধর্ম; এবং চাহি তাহান কৃপা পাপ সকলের মাফ পাইবার আর কোনো পাপ কদাচিতিও না করিবার কারণ।

গু। পদার্থনা জুড়িত্ জপিবার কি হইবেক?

শি। প্রাণের বক্তি হইবেক; এবং হীন হইয়া জপিবেক।

গু। যে জনে বিনে ভক্তিতে জপে, সে কেমত রূপ জপন করে?

শি। যেও জপন করে: কম ফল পায়।

গু। যে জনে অহংখার করিয়া জপে, সে কিমত রীত ভজনা করে?

শি। বেশ বুরা ভজনা করে।

গু। যে জনে হীন হইয়া ভক্তিতে জপে, সে কি পাইবেক?

শি। সে যদি যাহা চাহে উচিত, তাহা পাইবেক: কিন্তু যদি যাহা চাহে অনুচিত, তাহা কদাচিতিও না পাইবেক।

গু। যে উচিত, যে অনুচিত আমরাও জানি না; তোবে চাহিব কি?

শি। চাহিব, যে পরমেশরের যে ইচ্ছা, সেই হউক সর্গেতেও, প্রথিবীতেও; যেমত

সিধা গেক্রুদেস করিতেন ; সেই সিধা নিত্য কহিতেন, ঠাকুর তোমার যে ইচ্ছা সেই হউক; পাছে রোগী হইলেন ; রোগী হইয়া খ্রিস্ত তাহারে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোর নি সাধ আছে সুস্ত হইতে, কি অসুস্ত রহিতে চাহিস্? সিধা উতর দিলেন : ঠাকুর, তোমার যে ইচ্ছা, সেই হউক ; আমার কোন ইচ্ছা নাহি, তোমার যে ইচ্ছা, সে আমার।

গু। উচিত নি পর্থিবীর সুখ সম্পত্য ধ্যানে চাহিতে?

শি। না: কারণ এহি, পর্থিবীর সুখ সম্পত্য লইয়া বৈকণ্টে যায় না মুনিষ্যে : কেবল বৈকণ্টের অনন্ত সুখ চাহিবেক; এবং চাহিবেক, যে পরমেশরের যে ইচ্ছা সেই হউক: পরে মুটা কাপড, মুটা ভাত চাহিতে, পরমেশর দিবেন: যেমত সিধা দোমিনগোসকে দিলেন।

একদিন সিধা দোমিনগোস এক শহ পাদ্রি লইয়া সঙ্গে, খাইতে গেলেন ; কিছু নাহি খাইবার দেখিলেন ; তখন সাধুয়ে কহিলেন : বস তোমরা, পরমেশর খোরাক দিবেন : এমত হইল। পাদ্রি সকলে বসিয়া রহিলেন; দুই সর্গের দেবে এক শহ রুটি আনিয়া দিলেন পরমেশরের আজ্ঞায়। পাদ্রি সকলে খাইতে লাগিল। দেবে সেলাম করিয়া গেল।

আর অনুগ্রহ এহার সমান সিধা ফ্রান্সিসকো পাইলেন সন হাজার দুই শহ উনিশ বছর খ্রিস্তুর জর্ম বাদে। সিধা ফ্রান্সিসকো আর পাঁচ শহ পাদ্রি আছিলেন। কিছু নাহি খাইবার দেখিয়া করি দেবে খোরাক আনিয়া খাওয়াইলেন : এমত অনুগ্রহ পাইলেন ; যেন পরমেশরের যে ইচ্ছা, সেই করিলেন।

গু। যখন কহি : 'আমাদিগের কর্জ খেমো, যেমত, আমরা খেমি আমারদিগের কর্জ্যরে' : চাহি কি?

শি। চাহি, যে পরমেশর আমারদিগের অপরাদ খেমুক; যেমত নরলোকের অপমান আমরা খেমি।

গু। তবে যে জনে নরলোকের অপমান খেমে না, তাহারে পরমেশর খেমিবেন না?

শি। না: কারণ এহি : খ্রিস্তুর কথা মিথ্যা হইতে পারে না। তিনি কহিতেন: 'যদি তোমরা নরলোকের ঘাইট খেমো না, তোমারদিগের অনন্ত পিতা তোমারদিগের অপরাদ না খেমিবেন'। ইহা বুঝিবার এক আশ্চর্য কথা শোনো।

নিসেফোরো আর সাপ্রিসিও দুই দুষমন হইল। নিসেফোরো অনেকবার সাপ্রিসিওর ঠাই মাফ চাহিত : সাপ্রিসিও মাফ না করিত। পরে হিন্দুর রাজায়

সাপ্রিসিওরে ধরিল, রোমানা-পন্থি দেখিয়া তাহারে তাড়না দিতে লাগিল। যখন সাপ্রিসিও আঁটিয়া গেল খ্রিস্তর লাগিয়া মরিবার কারণ; পছে নিসেফোরো আঁঠু করিয়া বারবার মাফ চাহিল; সাপ্রিসিও মাফ না করিল। আখের, সাপ্রিসিও মৃত্যুর ডরে অনাস্থিক হইয়া বাঁচিল। ইহা দেখিয়া নিসেফোরো ডাক দিতে লাগিল; কহিল: আমিও খ্রিস্তাও, খ্রিস্তর লাগিয়া মরিতে চাহি; আমারে মারো। ইহা শোনিয়া নিঠুরে তাহারে ধরিয়া বহিল: এবং সর্গে গিয়া ভাগ্যবন্ত হইলেন। আজি তানে কহি সিধা নিসেফোরো।

নিসেফোরো মাফ করিলেন, এবং ও মাফ চাহিলেন, এ কারণ সাধু হইলেন। সাপ্রিসিও মাফ চাহিল না, এবং মাফও করিল না: এ কারণ অনাস্থিক হইয়া অভাগিয়া রহিল পথিবীতে, এবং ভোগাভোগ পাইল নরকে।

গু। যখন কহি, 'আমারদিগেরে কুমতিতে পড়তিতে, এবং সকল মন্দ হতে রখ্যা কর', চাহি কি?

শি। বুঝিবার শোনো: আমাদিগের তিন শত্রো আছে; 'দুনিয়ায়, ভূত, শরীর: এহি তিন শত্রো' কুমতি দেএ; আমরা অধম পাপী, বিনে ধর্মে কৃপায়, তাহারদিগেরে পরাজয় করিতে পারি না; এবং ভূতের কুমতিও বিনে তাহান রূপা দূর করিতে পারি না; এ কারণ চাহি, যে পরমেশর কুমতিতে পড়িতে না দেউক; এবং চাহি, যে যত মন্দ শরীরের ও আত্মার, ও-সকলে হতে তিনি রখ্যা করুক।

গু। এহা সকল বুঝিলাম; কেবল এহি কথা 'আমেন' বুঝি না, আমারে বুঝাইলে বুঝিব।

শি। 'আমেন' বলে--এমত হউক: কিবা আশা রাখি, যে যাহা আমি চাহি, তাহা পরমেশর করিবেন।

গু। যে পরমেশর সকল মন্দ হতে, এ সকল কুমতিতে হতেও আমারদিগেরে রখ্যা করেন, ইহা আমরা জানি: কিন্তু বেশ বুঝিবার আশ্চর্যে বুঝাও।

শি। বুঝাই, শোনো: এক সাধু বনবাসী আছিলেন, কালুপানো নাম। তিনি বড উঁচো পর্বতে বসত করিলেন; ধ্যান করিবার সময়ে ভূত প্রেতে অনেক সাপ পেঠাইল, ধ্যান ভঙ্গ করিতে, সাপরে ডরাইলেন না সাধুয়ে।

এক রাইতে ধ্যান করিলে দুই বড় সাপ সাধুয়ে দেখিলেন, সেই সাপ তখ্যোকের ধরাণ: তাহারা মস্তক তুলিয়া, চৌখ পাকাড়িয়া, জিভ্রা মেলিয়া সাধুরে ডর দেখাইল, সাধুয়ে সাপ দেখিয়া ডয়ে শুব্ধ হইয়া রহিলেন। সিধি ক্রুশ

করিতে চাহিলেন, পারিলেন না। ততাচ একটা পদার্থনা প্রাণেতে জপিলেন। পদার্থনা জপিয়া ভয় সকল দূর গেল, ডর দূর গিয়া সিধি ক্রুশ করিয়া কহিলেন— অভাগিয়া, যেমত নষ্ট পড়িলি পরথম পিতামাতা অনাদি আত্মারে পাপ করাইয়া তেমত আমারে নষ্ট করিতে চাহিস? দূর অভাগিয়া, যা নরকে।

এহা শোনিয়া ভূতে লড় দিয়া গেল। এ স্থানে মন্দ গন্ধ রহিল। সে গন্ধ ভূতের নিশান। এমত রূপ পরমেশর সকল মন্দ হতে সাধুরে রখ্যা করিলেন; এবং ভূতের কুমতিতে পড়িতে না দিলেন।

গু। পদার্থনা উত্তোমে বুঝাইলা। আর পড়ন বুঝাও।

তাজেল ৩

'প্রণাম মারিয়া' আর তাহান অর্থ, আর 'নিস্তার রানী'

গু। জানো নি প্রণাম মারিয়া?

শি। হয়, জানি।

গু। কহ, শোনি।

শি। প্রণাম মারিয়া
কৃপায় পূর্ণিত্,
তোমাতে ঠাকুর আছেন;
ধর্মী তোমি
সকল স্ত্রীলোকের মইধ্যে,
ধর্ম-ফল
তোমার উদরে,—
জেসুস্।
সিধা মারিয়া,
পরমেশরের মাতা;
সাধো আমরা
পাপীর কারণ,
এখনে; আর
আমারদিগের
মির্তুর কালে।
আমেন জেসুস্।

গু। প্রণাম মারিয়া কে করিয়াছেন ?

শি। সিধি মাতা ধর্ম-ঘরে করিলেন। সিদ্দা গাব্রিয়েল দেবেরও কোনো কথা লইলেন : এবং সিধা ইসাবেলের আর কোনো কথা লইলেন।

গু। কোন্ কোন্ কথা দেবের ?

শি। এহি কথা : 'প্রণাম মারিয়া, কৃপায় পূর্ণিত্, তোমাতে ঠাকুর আছেন'।

গু। সিধা ইসাবেলের কোন্ কোন্ কথা ?

শি। এহি কথা : 'ধর্মী তোমি সকল স্ত্রীলোকের মইধ্যে ; ধর্ম ফল তোমার উদরে জেস্থস্'।

গু। সিধী মাতা ধর্ম-ঘরের কোন্ কোন্ কথা ?

শি। এহি কথা : 'সিধা মারিয়া পরমেশরের মাতা, সাধো আমরা পাপীর কারণ এখনে, আর আমারদিগের মিতুর্র কালে'। আমেন জেস্থস্।

গু। অকুমারী মারিয়া নি পরমেশরী ?

শি। না।

গু। তবে কি ?

শি। এক ঠাকুরানী কৃপায় পূর্ণিত্, পরমেশরের মাতা ; আমারদিগেরও সহায় সিধী সিধা সকলের উতোম : তিনি সর্গেতে আছেন।

গু। অকুমারী মারিয়া নি অপরাদ খেমিতে পারেন ?

শি। না : কেবল পরমেশর অপরাদ খেমেন।

গু। তবে যদি ঠাকুরানী অপরাদ খেমেন না, কেন তাহানে ভজনা কর ?

শি। যেন আমারদিগের মধ্যবৃর্তী হউক পরমেশরের ঠাই ; ইহার লাগিয়া কহি : 'সাধো আমরা পাপীর কারণ এখনে, আর আমার দিগের মিতুর্র কালে'।

গু। 'প্রণাম মারিয়া'র কোন আশ্চর্ব নি জানো ?

শি। হয় ; জানি।

গু। কহ, শোনি।

শি। কহি, শোনো।

এক সেনা বড় পাপী আছিল : সেই পর্থিবীর স্থখ ছাড়িয়া সন্ন্যাসী নিয়মিক হইল। সে এত বড মুরুখ্ যে পড়ন-শাস্ত্র কদাচিত্যও শিখিতে পারিল না : কেবল এহি তিন কথা দেবের শিখিল : 'প্রণাম মারিয়া, কৃপায় পূর্ণিত্'। এ তিন কথাতে এত ভক্তি তাহার জর্মিল যে মুখেও প্রাণেও জপিল। সে আখের মরিল, এবং

শরীর মির্ত্তিকা লইল। তাহার পরে তাহার গাড়াতে এক সোন্দর বৃখ্ জর্মিল; বৃখের সকল পাতাতে সোবর্ণের আকন্দিয়া লেখা আছিল এহি তিন কথা: 'প্রণাম মারিয়া, কৃপায় পূর্ণিত্'। এত বড় অপূর্ব দেখিয়া পাদ্রি বিস্পো গাড়া খুঁড়িতে ফর্মাইলেন। গাড়া খুঁড়িয়া দেখিলেন, যে বৃখের শিকড় মড়ার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছিল। এবং দেখেনও যে মূল শিকড় তাহান পরাণে জর্মিয়াছিল। এমত রূপ পরমেশর তাহান সাধুরে পরুস্কার করিলেন—যেন সে ঠাকুরানীরে পরুস্কার করিল।

গু। তবে যদি এহি সন্ন্যাসী কেবল এহি তিন কথা জপিলেন, এবং এত লাভ পাইলেন; যে জনে প্রতিদিন মালা ভরিয়া ভক্তিতে জপে, সে জনে কত বেশ লাভ না পাইবেক? ইহা তোমি আপনে বুঝ। তবে জপিতে উচিত ঠাকুরানীর মালা। যে ভক্তিতে মালা জপে, তাহার মুক্তি হয়: বিনে ভক্তিতে মুক্তি নাহি।

আর কহ, মালার ভজনার কোন আশ্চর্য নি জানো?

শি। হয়, জানি, যে আশ্চর্য গুরুয়ে আমারে শোনাইল, সে তোমি শোনো।

গালিসিয়া দেশে এক ভক্তি মাইয়া জর্মিল; লুসিয়া নামে। তাহারে জোয়ান কালে সিধা দোমিনগোস মালার ভজনা শিখা দিলেন; সেও শিকা ধরিল: প্রতিদিন ভক্তিরূপে মালা জপিল। পরে বারোবচ্ছর তাহার উমর হইল; বড় মুনিষ্যের লগে বিভাও হইল। বিভাও হইয়া তাহার বাতারে তাহারে লইয়া গেল আন্দালুসিয়াতে; সেখানে বসত করিল। এহি কালে মোছলোমানের লস্কর আসিয়া বড় যুর্ধ করিল; মারামারি বঠ হইল: যুর্ধেতে লুসিয়ার বাতারে মরিল: শত্রে লুসিয়ারে ধরিয়া নিল; গ্রানাদাতে বেশ্চা হইল: লুসিয়া বাঁদী হইল। যে জনে তাহারে কিনিল. সে কুজনে আছিল, লুসিয়ারে দাসীর দাসী করিল; এবং বড় দুখ্ দিল। লুসিয়া গর্বতী ছিল; পৌষ মাসে পঁচির দিন যাইতে, খি্রস্তর জর্মদিবসে দুই পহর রাত্রে তাহার প্রসবের বেথা হইল: তাহার হুমরের পদেরো বচ্ছরে, যেমত অকুমারী মারিয়া: এবং যেমত ঠাকুরানী দুই পশুর মধ্যে বিয়াইলেন, তেমত লুসিয়া দুই পশুর মধ্যে বিয়াইল। লুসিয়া এত দুখের মধ্যে একলা হইয়া রোদন করিয়া ঠাকুরানীর অনুগ্রহ চাহিল: কহিল: ও করুণাময়ী মাতা, আমার ভরসা তোমি কেবল; মুনিষ্যের অলক্য আছি আমি; ততাচ আশা রাখি, যে তোমি আমারে উপায় দিবা। আমার কেহ নাহি, কেবল তোমি আমার, এবং আমি তোমার; আমি তোমার দাসী; তোমি আমার সহায়, আমার লখ্য, আমার ভরসা। তোমার আশ্রয়ে বিস্তর পাপী অধমে, যেমত

আমি, উপায় পাইল। তবে এত অধমেরে যদি উপায় দিলা, আমারেও উপায় দিবা। এহা নিবেদন করিল।

অপূর্ব! অল্প লেখা হইল না লুসিয়ার কথা। ঠাকুরানী লুসিয়ার নিবেদন শোনিলেন: দেব সাধুকে আনিয়া সঙ্গে সর্গে থাকিয়া আইসিলেন: লুসিয়ারে আগুয়াইয়া কহিলেন: লুসিয়া ভয় নাহি, আমি আছি, তোরে যুগাল দিব। লুসিয়া কহিল: তুমি দেব সিধী সিধার রানী হইয়া আমারে যুগাল দিবা? কি ফল আমার এত বড় অনুগ্রহ পাইবার? ঠাকুরানী কহিলেন: তোর ফল আমার মালার জপন ধ্যানের: যে জনে সাদা প্রাণে আমারে মালার ভজনা করে, তাহারে আমি উপকার করি। তখন লুসিয়া ঠাকুরানীর পদ ধরিয়া হীন হইয়া কহিল: এহি আমি দাসী তোমার, তোমার যে ইচ্ছা, সেই হউক।

এহি কথা কহিল: এবং অচম্বিত্ বিনে দুখে লুসিয়া বিয়াইল; এক সোন্দর ছাওয়াল হইল। ঠাকুরানী ছাওয়াল ধরিলেন; ধাইয়ের কর্ম-কার্য করিলেন; তাহারে রক্ত পোঁছাইলেন; কাপড়ও পিন্দাইলেন এবং অনুগ্রহ অনুগ্রহের উপর করিলেন।

এহা করিয়া খ্রিস্ত পাদ্রির ধরাণ আইসিলেন, তাহান সঙ্গে সিধা ইস্তেবাও, ও সিধা কৌরেন্সো আইসিলেন, সিধি তেল ও ধর্ম-জল আনিলেন; খ্রিস্ত ছাওয়ালকে বাপ্তিস্মো দিলেন; ঠাকুরানী ধর্মমাতা হইলেন। এ কারণ ছাওয়ালের নাম 'মারিয়ানো' হইল, যেমত 'মারিয়ার বস্তো'।

এত বড় অনুগ্রহ দেখিয়া লুসিয়া স্তকিত হইয়া রহিল। ঠাকুরানী লুসিয়ারে ছাওয়াল দিলেন, এবং তাহারে আশীর্বাদ দিয়া পুর্নবার সর্গে চলিয়া গেলেন।

চালিশ দিনের পর ঠাকুরানীয়ে লুসিয়ারে এক দেব পাঠাইলেন, দেবে তাহারে কহিলেন: লুসিয়া, সর্গের রানী তোরে দয়া আশীর্বাদ দিলেন। কহিয়া দিলেন, যে সমো আছে ধর্মঘরে যাইবার; এবং পরমেশরেরে ছাওয়াল ভেটিবার, লুসিয়া কহিল: এহি দেশে ধর্মঘর নাহি; তবে কোন্ ধর্মঘরে যাইব? দেবে উতোর দিলেন; আমার সঙ্গে আইস, আমি তোরে ধর্মঘর দেকাইব। চল যাই, লুসিয়া কহিল। দেবের সঙ্গে লুসিয়া অচিনা পন্থ্ দিয়া গেল: অল্প আঁঠিয়া যাইতে; এক ধর্মঘর দেখিল, এত সোন্দর, যে কহিতে নাহি: ধর্মঘরের দুয়ারে সিধা আন্না ও সিধী মারিয়া মাগদালেনা আছিলেন। তবে দুই জনে লুসিয়ারে লইয়া গেলেন ঠাকুরানীর ঠাই। ঠাকুরানী তাহারে আশীর্বাদ দিলেন, এবং হাথ ধরিয়া তাহান কাছে বসাইলেন। পরে জেসুস খ্রিস্ত আপনে মহিমা

দিলেন; লুসিয়ারে নির্মর ধর্ম দিলেন; এবং ছাওয়াল মারিয়ানো আশীর্বাদ পাইল। মহিমা বাদে ঠাকুরানী লুসিয়ারে কহিলেন: লুসিয়া আশা কর, তত কাল তোর দেশে যাইবি: এমত হইল। লুসিয়া এহি রাইত্রে কালাস হইয়া পরমেশরের আজ্ঞায় আপনার দেশে গেল। যতদিন বাঁচিল, কার্য পুণ্য ধর্মঘরে করিল: আখের মরিয়া গেল, এবং মালার ভোগ পাইল।

তাহার পুত্র মারিয়ানো পর্থিবীর সুখ ছাড়িয়া বনবাসী হইল; অনেক প্রাচিত ও অনেক পুণ্যও করিল; সৎকার্য করিয়া বড় সাধু হইল, তাহানে কহি সিধা মারিয়ানো, এহি মালার কর্তৃত।

গু। অপূর্ব কথা কহিলা। কিন্তু কেহ কহিবে: 'আমি মালা জপি না, ততাচ আর ধরাণ ভজনা করি: জপি খ্রিস্তর কাছে, আর আর সিধারে ভজনা করি; এহি ভজনার কারণ আশা রাখি, সর্গের যাইবার, তাহান কৃপায়'। তোমি কি বল?

শি। যে আমি কহি, তাহা তুমি শোনো। সকল যত ভজনা ভাল, কিন্তু বিনে ঠাকুরানীর ভজনায় কিছু নাহি, এবং ঠাকুরানীর ভজনা বিনে আর আর যত ভজনায় বাছ্ মুক্তি পাইবার পাপ না করিলে। এবং ঠাকুরানীর ধ্যান সকলের অতি উতোমো মালার ধ্যান। আশ্চর্যে বুঝাই, শোনো।

যে কালে সিধা দোমিনগোস মালার ধ্যানের শিখা দিলেন, সেই কালে রোমাতে এক বড় বিবি আছিল; সেই মাইয়া মালার ভজনা কদাচিতিও ধরিতে চাহিল না। দেকিলে সিধা দোমিনগোস, যে উনি, ও আর আর অনেক বিবি উহার সমান মালার ধর্ম ভজনা না ধরে; আদাস করিলেন পরমেশরের ঠাই, এমত রূপ। ঠাকুর, আমার শিখা কেহ ধরে না, আমার পাপের শাস্তির কারণ দেখি: তবে যদি আমার দুখের ফল না হয়, আমারে বিধায়ে দিও। অনেক পাদ্রি আমার বেশ পণ্ডিত, এবং ও বেশ ধর্মার্থ আছে; তাহানা মালার ধ্যানের শিখা দিবেন। তবে তোমার কৃপায়, যে ফল আমি করি না, তাহানা করিবেন।

এহা নিবেদন করিলেন। এহার মধ্যে মাইয়া পরমেশরের আজ্ঞায়ে তাহান ঠাই নিয়া গেল। খ্রিস্ত তাহারে জিজ্ঞাসিলেন। কি কারণ আমার মাতার মালা জপিতে চাহিস না? মাইয়া কহিল, আমি রোজা করি, প্রাচিত করি, লোহার কাঁটা পিন্দি, গরীবেরে বিখা দেই; আর আর অনেক ধ্যান, ধর্ম কার্য করি, এ কারণ মালা জপি না। তবে (খ্রিস্ত কহিলেন) তবে যদি মালার ধ্যান

জপিতে চাহিস না, যা নরকে অভাগী। এমত বিচার করিলেন। এবং অচম্বিত অনেক ভূত, প্রেত, পিচাশ তাহারে ধরিয়া তাড়না দিতে লাগিল। তখন মাইয়া প্রাণের বেথা করিয়া ঠাকুরানীর অনুগ্রহ চাহিল।

ঠাকুরানী তাহার কথা শোনিলেন: সর্গে থাকিয়া আইসিয়া ভূত সকল কাদাইয়া দিলেন। পরে মাইয়ারে কহিলেন; ডর নাহি, আমি আছি; কিন্তু জান্, যে উপায় তোর আমার মালার ধ্যান। এহি ধ্যানে মুক্তি পাইবি: তাহার পর ঠাকুরানীয়ে মাইয়ারে লইয়া গেলেন সর্গে। সেখানে সেই অনেক ভাগ্যবন্ত দেখিল; তাহানা ফুলের মটুক মাথায় করিয়া মালা জপিতেন। ইহা দেখিয়া মাইয়ায় স্তকিত হইয়া রহিল: পুনর্বার পর্থিবীতে ফিরিয়া আসিল। মালার ভজনা ভক্তি রূপে ধরিল: এবং জপিতে শিখাইল। বৃদ্ধকালে মরিল। মরিয়া পুণ্যে পূর্ণিতে সর্গে গেল।

গু। যে জনে ঠাকুরানীর মালার ধ্যান জপে, সে এমত লাভ পায়। ইহা ভাল কহিলা। ততাচ অনেক মুনিষ্যে কহিবেক, 'আমি বড় গরীব, দুখিয়া মানুষ, দিন ভরিয়া কাম করি বলিয়া, এ কারণ মালা জপিতে পারিনা; কার ভাগ্য আছে এমত সুভজনা করিবার?' তোমি কি কহ?

শি। কহি, যে যাহার ভাগ্য নাহি এমত ভজনা করিতে; তাহার ভাগ্য নাহি মুক্তি যাইবার।

গু। এমত কথা উচিত নহে কহিতে; যে খোদার শাস্তর পালে, সর্গে যাইবে। সকলের ভাগ্য আছে মালা জপিতে, চাহিলে: এমত ভাগ্য যে চাহে তে পায়; ইচ্ছার কার্য কেবল। যে কহে, যে দুখের কারণ মালার জপন না যায়, তাহার কথা কিছু নাহি; কিন্তু দুখের কালে উচিত এমত ভজনা করিতে; তবে দুখ সকলে দূর যাইবেক। ইহার মধ্যে আর মালার অপূর্ব শোনো, ইহাতে ভক্তি জর্মিবেক।

যে কালে সিধা দোমিনগোস মালার ভেদ বুঝাইলেন, সেই কালে দুই জনে, এক মাইয়া, আর এক মরদ, তাহান স্তানে আর্দাস করিয়া কহিল: ঠাকুর, পর্থিবীর সুখ সম্পত্য পরমেশর আমারদিগেরে দিলেন, পরে আমারগো পাপের শাস্তির কারণ সুখ সম্পত্য হারাইয়া, ভাতে, কাপড়ে বড় দুখ পাই; বিখা দুয়ারে দুয়ারে চাহিতে লাজ হয়; কাম কার্য করিতে জানিও না, পারিও না: চোরি করিতে উচিত নহে; ভোক লাগে: তবে করিব কি? কি উপায় আমারদিগের? তোমি, ঠাকুর, উপায় দিও।

সিধা দোমিনগোস কহিলেন; ঠাকুরানীর মালার ধ্যান জপো; তিনি তোমারদিগেরে উপায় দিবেন। এমত হইল: এহি দুই জনে কেহ কেহ যাহার যাহার ঘরে গেল: মালার ধ্যান ভক্তিতে জপিল। এক বচ্ছরের মধ্যে এত সুখ সম্পত্য পাইল যে বড় ধনী দাতা হইল: যে জনে তাহারদিগের স্থানে কিছু চাহিল, সে তাহা পাইল। কহিত: এহি ধন পরমেশর পতিতপাবনের কৃপায় ঠাকুরানীয়ে দিলেন। তবে গরীবেরে খাওয়াইতে উচিত। যেত দিন পর্থিবীতে রহিল এহি দুই জনে মালার ধ্যান জপিল। আখের মরিয়া বৈকণ্টে ভোগাভোগ পাইল।

গু। এহা ভাল; কিন্তু অনেক লোকে প্রতিদিনে একবার মালা জপে; ততাচ ভাতে কাপড়ে বড় দুখ পায়। ইহার কারণ কি?

শি। কারণ এহি: বিনে ভক্তিতে জপে। ভক্তিতে যে জপে, সেই যেমত ধ্যান, তেমত লাভ পাইবেক: ততাচ যদি পাপের শাস্তির কারণ প্রথিবীতে লাভ না পায়, বৈকণ্টে অনন্ত লাভ পাইবে সর্ব কাল বিনে শেষে।

গু। অতি বলক্ষণ কথা। অনেক নর কহে—'আমি আঘে মালা জপিতাম; পরে বাতার, পুত্র কন্যা হারাইয়া আমার সাদ নাহি মালা জপিবার। ধর্মের নাম মুখে আইসে না, চিন্তার কারণ; সকল আমার মরিয়া গেল, কেবল আমি অভাগী পর্থিবীতে রহিলাম এত দুখ পাইবার, দুখ আমার ছাড়ে না'। এহার বিচার কি?

শি। এহার বিচার যে নর এমত কহে, সেও শোনুক। কি মতে তোমার দুখ ছাড়িবেক, যদি তোমি ছাডিয়া দিলা মালার ধ্যান? হিসপানিয়ার একটি রানী এমত করিয়াছিল; যে শাস্তি পাইল; তোমিতো শোনো।

সেই রানীরে সিধা দোমিনগোস আপনে এক মালা দিলেন: সেই মালা প্রতিদিন ভক্তিতে জপিল। পরে তাহার বাতার রাজায় মরিয়া গেল। রানীয়ে চিন্তার কারণ মালা গলায় রাখিয়া মালার ধ্যান ছাড়িল; আর কোনো দিন জপিল না। এবং বড় দিরং করিল না শাস্তি: রাজৎ সুখ, সম্পত্য, ঘর, দুয়ার হারাইয়া এত গরীব হইল, যে দুয়ারে দুয়ায়ের মাঙ্গিয়া খাইত। তখন সে অভরসা হইয়া এক ছোরি দিয়া তিন ঘা আপনার বুখে দিল, এহাতে অচম্বিতো মরিতে লাগিল। এহা দেখিয়া সম্পূর্ণ কুঠি ভূতে আইসিল, তাহারে লইয়া নরকে যাইবার।

এমত কুকার্য দেখিয়া করুণাময়ী মাতা সিধা দোমিনগোসকে আনিয়া সর্গে থাকিয়া আইসিলেন। রানীরে সর্গের রানী আগুয়াইলেন: তাহান দেখা

হইয়া ভূত সকলে ডরে পলাইয়া গেল। তবে ঠাকুরানী রানীরে কহিলেন: 'ঝি আমার, দেখ্, কত দুখ পাইয়াছিলি, এবং কত গুনা করিয়াছিলি আমার মালার ধ্যান ছাড়িয়া: এখন তাগায়েত তোর উপায় আছে: যদি চাহিস আমি তোরে বাঁচাইব। মরিবি না; রাইজৎ, সুখ, সম্পত্য ফুর্নর্বার পাইবি: কিন্তু যে মালার ধ্যান ছাড়িয়া দিলি, আর বার ধরিতে উচিত'। ঠাকুরানীর কথা শোনিয়া রানীরে উতোর দিতে পারিল না মুখে; তত্তাচ প্রাণে এমত করিবার সত্য মানন করিল।

তখন সিধা দোমিনগোস ঘায়ের উপরে আথ দিলেন; আথ দিয়া রানীরে ভাল হইল। ভাল হইয়া পরমেশরেরে ও ঠাকুরানীরে পূজ্যো দিল: এত বড অনুগ্রহের কারণ। তাহার সকল অপরাদ কনফেসার করিল: পুর্নর্বার মালার ভজনা দরিল: এবং ও আরবার রাইজৎ, সুখ, সম্পত্য পাইল। যেত দিন প্রথিবীতে ছিল অনেক পুণ্য করিল। পরমেশরের কৃপাতে বির্ধোকালে মরিল, এবং ভোগাভোগ পাইল।

গু। উতোম কহিলা: এমত বুঝান শোনিলে শোনিলে বড় ভক্তি জর্মে। আর নি কিছু আছে কহিবার?

শি। মালার অনন্ত মহিমা আছে: সকলের বিচার কিমতে হইবেক? এখন থাকুক মালার অপূর্ব। আর পডন।

গু। আর কি ধ্যান ঠাকুরানীর?

শি। নিস্তার রানী।

গু। কহ, শোনি §

শি। নিস্তার রানী
করুণাময়ী মাতা,
জীবন ও পরমো অমের্ত,
আমারদিগের আশা,
নিস্তার,
আমরা তোমারে ডাকি,
স্তান-ভ্রষ্ট হইয়া
আত্তার পুত্রসকল

তোমারে হভিলাস করি;
ঝুরি, আর রোদন করি।
এহি ভোদে রোদনের।
ইহাতে
তোমি আমারদিগের সহায়ে,
এহি তোমার
করুণার নয়ান
আমারদিগেরই দৃষ্টি করো;

এহি স্থান-ভ্রষ্টর পর
আমারদিগেরে দরোশো করাও
জেস্সুস।
তোমার উদরের
ধর্মফল।
এ করুণাময়ী!
এ দয়াময়ী!

এ পরমো অমের্ত!
সর্ব-কাল অকুমারী মারিয়া
সাধো আমারদিগের কারণ,
সিধি পরমেশরের মাতা,
যেন আমরা যোগ্য হই,
খ্রিস্তর আজ্ঞা ধনের।
আমেন জেস্সুস।

গু। 'নিস্তার রানী' কেটা করিয়াছিলেন?

শি: সিধী মাতা ধর্ম ঘরে।

গু। কেন করিলেন?

শি। ঠাকুরানীরে পূজ্যো দিবার, এবং তাহান লখ্য পাইবার কারণ।

গু। ভাল কহিলা; এখন অপূর্ব কার্য্য কহ শোনি।

শি কহি, শোনো।

হিসপানিয়াতে এক পাদ্রি নিয়মিকে প্রধান পাদ্রিরে বধিল; বধি পাদ্রীর পিন্দন খসাইয়া গৃহস্তের কাপড় পিন্দিয়া পলাইয়া গেল বেরবেরিয়াতে (বেরবেরিয়া মোছলমানের দেশ): সেখানে অনাস্থিক হইয়া মহমেদের কুশাস্ত্র মানিয়া ধরিল, মোছলমান হইয়া অনেক অপরাদ করিয়া বড় অপরাদী হইল: এবং 'জেনো অপরাদে আর অপরাদ জর্মে'; মোছলমান মাইয়ারে বিভাও করিল; সে মাইয়া বড় ধনী। গৃহস্তালী করিল, হেমত আর আর গৃহস্তও করে: এবং তিন পুত্র জর্মাইল। একদিন অনাস্থিকে আপনের ভাগ্যেতে বেড়াইতে গেল। সেখানা ফারাগ হইয়া এক 'নিস্তার রানী' জপিল, যেমত অভ্যাস করিত; 'নিস্তার রানী' জপিয়া সর্গের রানী সাখ্যাৎ হইয়া কহিলেন: কিসের কারণ এত কুকার্য, কুরীত পাতক করিলি! ফিরিয়া যা, কনভেন্তোতে, তোর অপরাদ কনফেসার কর্; পরমেশর করুণাময় তোর অপরাদ খেমিবেন: এবং আমি তোরে লখ্য দিব। ইহা কহিলেন ঠাকুরানীয়ে, এবং আর বার সর্গে গেলেন।

ঠাকুরানীর কথায় অনাস্থিকের পরমার্থ বড় ভার হইতে লাগিল, এবং তাহার প্রাণে বড় চিন্তা হইয়া আপনার ঘরে গেল। চিন্তিত্ দেখিয়া তাহারে স্ত্রীয়ে জিজ্ঞাসিল: আজি তোমারে বড় চিন্তিত্ দেখি; কি চিন্তা তোমার? কোন্

দুখ নি পাইলা ? সে কান্দিতে লাগিল : এবং রোদন করিয়া স্ত্রীয়ে উতোর দিল। কথায় কথায় কহিল, যত কুকার্য করিয়াছিল। এবং যাহা তাহারে ঠাকুরানী কহিলেন, তাহা কহিল। ইহা শোনিয়া স্ত্রীয়ে কহিল : তোমার কোন চিন্তা নাহি, যাইতে চাহ্ যদি, চল যাও, আমি বল করিয়া তোমারে ধরিয়া রাখিব না। ধন বিস্তর আমারদিগের আছে, যেতো চাও, তাহা নেও। এবং তিন পুত্র জর্মাইয়াছিলা, যে বড় তাহারে লইয়া যাও : দুখ সুখে তোমার সাথী হইবে। স্ত্রীর কথা শুনিয়া বড প্রীত্ হইল। পরে তাহার বেটা লইয়া হিসপানিয়াতে গেল : কনভেন্তোতেও গেল। প্রধান পাদ্রির কাছে গিয়া কহিল, তোমি পাদ্রি সকলকে ডাকিয়া আনাও ; সকলের ঠাই এক নিবেদন করিতে উচিত, তাহাতে আমার উপায় হইবেক। বড় পাদ্রি এমত করিলেন ; পাদ্রি সকলেরে ডাকিয়া আনিয়া সকলের সাখ্যাতে, সে কহিতে লাগিলো এমত রূপ। ধর্মার্থ পাদ্রি সকল, তোমারদিগের নি মনে আছে যে আজি এত বচ্ছর এক পাদ্রি বড় পাদ্রিকে বধিয়াছিল ? এবং পলাইয়া গিয়াছিল ? পাদ্রিরা কহিলেন : হয়, মনে আছে। সেই অভাইগ্যা আমি : ভূতের বাজীতে বধ করিয়া পলাইলাম ; এবং জেনো অপরাদে আর অপরাদ জর্মে, অনাম্বিক হইয়া মোছলমান হইলাম ; বিভাও করিয়া, পুত্র-কন্যা জর্মাইলাম ; আর আর অনেক পাতক করিলাম ; ঠাকুরানীর আজ্ঞায় বড় প্রাণের বেথা করিয়া আইসি : তোমারদিগের সাখ্যাতে মাফ মাঙ্গি ; তোমরা তো মাফ করিবা ; তবে পরমেশর মাফ করিবেন। এহি নিবেদন করিল। এহা শোনিয়া পাদ্রিরা কান্দিলেন ; অল্প প্রাচিত্ তাহারে দিলেন। কিন্তু যে সে করিল, সেই বড হইল। পরে পরমেশরের কৃপাতে মরিল ; সর্গে গেল অনন্ত সুখ পাইবার, সর্ব কাল বিনে শেষে।

[পুরাতন বাংলা গদ্যের নমুনা স্বরূপ 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' থেকে প্রথম পুঁথির (খণ্ডের) ১ম, ২য় ও ৩য় আজেল (ব্যাখ্যান) মুদ্রিত হল।]

রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র

১৮০১ খ্রী: অ:

রামরাম বসু ১৭৫৭-১৮১৩

রামরাম বসু আনুমানিক ১৭৫৭ খ্রী: অব্দে চুঁচুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বঙ্গজ কায়স্থকুল-তিলক রাজা প্রতাপাদিত্যের একই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। কলকাতার নিকটবর্তী নিমতা গ্রামে (জেলা চব্বিশ পরগণা) তাঁর শিক্ষা সমাপ্ত হয়। তাঁর বাল্যকাল ও প্রথম জীবন-সংক্রান্ত আর কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না। টমাস, কেরী প্রভৃতি প্রোটেস্টান্ট খ্রীস্টান পাদ্রীগণ তাঁর কাছে বাংলা ভাষা শিক্ষা করেন। উত্তরকালে বাংলা ভাষা শিক্ষা দিতে গিয়ে কেরীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায় এবং তিনি সমাজে 'কেরীর মুন্সী' নামে পরিচিত হন। সরলপ্রাণ পাদ্রী জন টমাস মনে করেছিলেন, রামরাম অচিরে খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করবেন। কারণ রামরাম আন্তরিকতা-পূর্ণ এমন কতকগুলি খ্রীস্টস্তব বাংলা কবিতায় রচনা করেন যে, টমাসের মনে এই ধারণাই জন্মেছিল। কিন্তু রামরাম পাদ্রীসমাজ ও শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত থাকলেও, কোনও দিন পৈতৃক ধর্ম পরিত্যাগ করেননি।

১৭৯৩ খ্রী: অব্দে রেভা: উইলিয়ম কেরী ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এদেশে পদার্পণ করলে রামরাম কেরী সাহেবের বাংলা শিক্ষক নিযুক্ত হলেন। এর পূর্বে তিনি টমাসের বাংলা শিক্ষক ছিলেন, টমাসই তাঁকে কেরীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। কেরীর বাইবেল অনুবাদে ('মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত', ১৮০০ খ্রী: অ:) রামরাম বিশেষ সাহায্য করেছিলেন। একদা তিনি নারীঘটিত কুৎসিত অপরাধে জড়িত হয়ে পড়লে কেরী বাধ্য হয়ে তাঁকে বিদায় দিলেন। পরে ১৮০০ খ্রী: অব্দে কেরী ও তাঁর সহকারী 'ভ্রাতৃগণ' শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন প্রতিষ্ঠা করলে, অনুবাদ-কর্মে রামরামের সাহায্য নেবার জন্য তাঁরা বসু মহাশয়ের চরিত্র-স্খলন সত্ত্বেও তাঁকে কিঞ্চিৎ মাসমাহিনায় মিশনের কাজে বহাল করলেন। এই সময়ে রামরাম বাংলা কবিতায় খ্রীস্ট-স্তবস্তুতি রচনা করে এবং তাতে তীব্র ভাষায় হিন্দুর ধর্ম-কর্ম আক্রমণ করে কেরী প্রভৃতির বিরূপতা খানিকটা জয় করতে পেরেছিলেন।

কলিকাতায় নবাগত ইংরেজ সিভিলিয়ানদের দেশীয় ভাষা ও ইতিহাস শেখাবার জন্য ১৮০০ খ্রী: অব্দে লর্ড ওয়েলেসলির নেতৃত্বে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮০১ খ্রী: অব্দে কেরী সাহেব এই কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ হন এবং বিভাগটির সুপরিচালনার অভিপ্রায়ে কয়েকজন পণ্ডিত-মুন্সীর নিয়োগ সুপারিশ করেন। তাঁদের মধ্যে রামরাম বসুও ছিলেন। রামরাম এখানে বাংলা ভাষার সহকারী অধ্যাপকরূপে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাজ করেছিলেন। কেরীর উপদেশে তিনি দু'খানি বাংলা গদ্যগ্রন্থ রচনা করেন: ১. রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১), ২. লিপিমালা (১৮০২)। 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'-ই হচ্ছে বাঙালী-রচিত প্রথম মুদ্রিত গদ্য গ্রন্থ। ১৮১৩ খ্রী: অব্দে রামরাম বসুর মৃত্যু হয়।

THE

HISTORY

OF

RAJA PRITAPADITYU,

By Ram Ram Boshoo,

ONE OF THE PUNDITS IN THE COLLEGE OF FORT-WILLIAM.

SERAMPORE,

Printed at the Mission Press

1802.

রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র

যিনি বাস করিলেন যশহরের ধূমঘাটে
একব্বর বাদসাহের আমলে।—

রাম রাম বসুর রচিত।—

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—

১৮০১।—

রাজা প্রতাপাদিত্য।—

চরিত্র।—

এ বঙ্গভূমিতে রাজা চন্দ্রকেতু প্রভৃতি অনেক২ রাজাগণ উদ্ভব হইয়াছিলেন কিন্তু কদাচিত তাহারদের কেবল নাম মাত্র শুনা যায় তদব্যতিরেক তাহারদের বিশেষ বিশেষণ কি মতে বৃদ্ধি কি মতে পতন নিরাকরণ কিছুই উপস্থিত নাহি তাহাতে যে সমস্ত লোকেরা এ সকল প্রশঙ্গ শ্রবণ করে আনুপূর্ব্বিক না জাননেতে ক্ষোভিত হয়।—

সংপ্রতি সর্ব্বারম্ভে এ দেশে প্রতাপাদিত্য নামে এক রাজা হইয়াছিলেন তাহার বিবরণ কিঞ্চিত পারস্য ভাষায় গ্রন্থিত আছে সাঙ্গ পাঙ্গ রূপে সামুদাইক নাহি আমি তাহারদিগের স্বশ্রেণী একেই জাতি ইহাতে তাহার আপনার পিতৃ পিতামহের স্থানে শুনা আছে অতএব আমরা অধিক জ্ঞাত এবং আর২ অনেকে মহারাজার উপাখ্যান আনুপূর্ব্বিক জানিতে আকিঞ্চন করিলেন এ জন্য যে মত আমার শ্রুত আছে তদনুযায়ী লেখা যাইতেছে।

এ প্রশঙ্গের আদি এই রামচন্দ্র নামেতে এক জন বঙ্গজ কায়স্থ পূর্ব্ব দেশ নিবাসী আপন রোজগারের চেষ্টায় দেশান্তরি হইয়া পাটমহল পরগণায় অবস্থিতি করিলেন এবং সেই স্থানে বিবাহ করিলেন তাহার শ্যালকেরা সরকার সপ্তগ্রামের কাছারিতে কাননগো দপ্তরে মুহরি ছিল রামচন্দ্রও তাহাদের সমিভ্যারে দপ্তর খানায় যাতায়াত করিতে২ সর্ব্বত্রে পরিচিত হইলেন রামচন্দ্র ক্ষমতাপন্ন লোক অতএব ঐ দপ্তরে তিনিও মুহরিগিরি কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইলেন।—

এই মতে কতক কাল গত হইলে রামচন্দ্রের প্রতি দেবতার অনুগ্রহ তাহাতে ক্রমে২ তাহার তিন জন পুত্র সন্তান জন্মিল তাহারদের জ্যেষ্ঠের নাম রাখিলেন ভবানন্দ মধ্যমের নাম গুণানন্দ কনিষ্ঠের নাম শিবানন্দ তাহারা তিন ভ্রাতা আপনারদের জাতি ব্যবসা লেখা পড়ায় তিন জনেই পটু হইল পারসি ও বাঙ্গলা ও নাগরি আদিতে মূর্ত্তিমন্ত তন্মধ্যে রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র শিবানন্দ অধিক ক্ষমতাপন্ন।—

কাননগো দপ্তরে আপন বাপের প্রষ্ঠে কার্য্য কর্ম্ম করিতেছিল ইতিমধ্যে সে দপ্তরের শিরিস্তাদার কাস্তার নামে একজন কটকী ছিল তাহার সহিত শিবানন্দের অপ্রণয় হইয়া সে হইতে উৎখ্যাত হইয়া গৌড়ে রাজধানি স্থানে গতি করিলেন।—

সে সময় গৌড়ে বাদসাহি কোট বাঙ্গালা ও বেহারের খালিসা সেই স্থানে তাহার অধিবক্ষ্য নবাব ছোলেমান গররানি নাম পাঠান ছোলেমানের পূর্ব্বাবধি কিছু এমত ঐশ্বর্য্য ছিল না দৈবক্রমে তাহারি কিছু কাল পূর্ব্বে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িস্যা তিন সুবার কর্ত্তা হইয়া মহা ঐশ্বর্য্যমন্ত হইয়াছিল তাহার বিবরণ এই।—

যে কালে দিল্লির তক্তে হোমাঙু বাদসাহ তখন ছোলেমান ছিলেন কেবল বঙ্গ ও বেহারর নবাব পরে হোমাঙু বাদসাহের ওফাত হইলে হেন্দোস্তানে বাদসাহ হইতে ব্যাজ হইল এ কারণ হোমাঙু ছিলেন বৃহত গোষ্ঠী তাহার অনেকগুলিন সন্তান তাহারদের আপনারদের মধ্যে আত্মকলহ হইয়া বিস্তর২ ঝকড়া লড়াই কাজিয়া উপস্থিত ছিল ইহাতে সুবাজাতের তহশিল তাগদা কিছু হইয়াছিল না।—

এই অপকাশক্রমে ছোলেমান সেনা সর্জ্য করিয়া সে সুবাও আপন করতল করিলেন এবং দুই তিন বৎসর পর্য্যন্ত তিন সুবার কর্তৃত্ব নিস্বরে করিলেক ইহাতে ভাণ্ডারাবধি ধনে পরিপূর্ণ করিলেন।—

পরে হোমাঙু সাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র একব্বর সাহ দিল্লির তক্তে বাদসাহ হইলেন তৎকালিন ছোলেমান বিস্তর শওগাত নজর ইত্যাদি দিয়া একব্বর বাদসাহের সহিত সাখ্যাত করিলে সময়ক্রমে বাদসাহের অনুগ্রহে অনুগৃহীত হইয়া ঐ তিন সুবায় পদার্পণ হওনের ফরমান ও চিত্রবিচিত্র খেলাত পাওনেতে কৃতার্থ হইয়া পুনরায় আপন স্থান গৌড়ে বাহুড়িলেন তাহাতেই মহা ঐশ্বর্য্যেতে সুবাদারি করিতে-ছিলেন।—

সেই কালে রামচন্দ্র আপনার তিন পুত্র সাতে করিয়া সপরিবারে গৌড়ে উপস্থিত হইলেন কএক দিবস বাসা করিয়া তিষ্ঠিয়া নজর দিয়া ছোলেমানের সহিত দেখা করিলে তাহার পুত্রেরদের আরজদাস্ত আনুযায়ি কাননগো দপ্তরে মুহরিগিরিতে পদার্পণ হইলেন এবং সেই দেশে ঘর দ্বার করিয়া বসতবাস করিলেন।

ইহারদের তিন ভ্রাতার মধ্যে শিবানন্দ বড় চালাক সদাসর্ব্বদা কার্য্য কর্ম্মের দ্বারায় ছোলেমানের নিকটাবর্ত্তি হইতেন তাহাতে ছোলেমান শিবানন্দকে জ্ঞাত ছিল কাননগো দপ্তরের কর্ত্তা যে ছিল তাহার পরলোক হইলে শিবানন্দ ছোলেমানের অনুগ্রহতে সেই দপ্তরের কর্ত্তা হইলেন। ছোলেমান শিবানন্দকে সন্মান করিয়া খেলাত দিয়া সম্ভ্রান্ত করিলেন।—

সেই হইতে শিবানন্দের বৃদ্ধি পর২ উন্নতির বাহুল্য হইল কার্য্যের আঞ্জাম করাইতে ছোলেমান শিবানন্দকে বিস্তর২ সম্ভ্রম করিতে লাগিলেন। তাহাতেই ইহারদের ভাগ্য উদয়ের আরম্ভ। এক বৎসর এই মতে গত হইলে ছোলেমানের দুই

পুত্র জ্যেষ্ঠ বাজিদ কনিষ্ঠ দাউদ শিশু পাঠদসায় পাঠসালায় পারসি ইত্যাদি বিদ্যা অভ্যাস করেন।—

শিবানন্দের ভাইপো দুই জন জ্যেষ্ঠ শ্রীহরি ভবানন্দের পুত্র মধ্যম জানকীবল্লভ গুণানন্দের পুত্র এই দুই ভ্রাতা প্রায় সমান বয়স। শিবানন্দ তাহাদের দুই জনকেও দাউদের পাঠসালায় বিদ্যা অভ্যাস করিতে প্রবর্ত্ত করিয়া দিলেন এই মতে সে দুই কুমার নবাব জাদার সহিত লেখা পড়া করেন একত্তরেতে খেলান ও বেড়ান। আস্তে২ নবাব জাদার সঙ্গে এ দুহার বড়ই এক হৃদতা হইল তিন জনে বড়ই প্রিত প্রায় বিচ্ছেদ হইতেন না।—

এক দিন দাউদ কহিলেন ইহারদিগের দুই ভ্রাতাকে আমি যদি বাদসাহ হইব তবে তোমারদিগকে ওজির করিব এই দৃঢ় আমার পণ আমার যে কার্য্য হইবেক তাহারি নাএব তোমারদিগকে করিব ইহার অন্যথা হইতে পারিবেক না। এই মতে বাল্য ক্রীড়া ও লেখা পড়া ইত্যাদি বিদ্যা অভ্যাস করাতে সুখ ভোগে কাল যাপন করিতেছিলেন। ইহাতে ব্যাপক কাল গত হইল।—

ইতিমধ্যে ছোলেমানের মরণ হইলে বাজিদ তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র তিনিই সুবাদারি কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন এতৎ কালে ছোলেমানের জামাতা হসো বাজিদকে সংহার করিয়া আপনি এক সপ্তাহ সুবাদার ছিলেন তন্মধ্যে ছোলেমানের সরদার আমির লুদি নামে এক জন দক্ষিণে থাকিত সে আসিয়া তলোয়ারের চোটে হসোকে নিপাত করিয়া ছোলেমানের কনিষ্ঠ পুত্র দাউদকে সুবাদারি আসনে বসাইল।

দাউদ নবাব হইলে এ দুই ভ্রাতাকে খেতাব ও খেলাতেতে সম্ভ্রান্ত করিয়া কার্য্য প্রাপ্ত করাইলেন জ্যেষ্ঠ শ্রীহরিকে মহারাজা বিক্রমাদিত্য খেতাব দিয়া সর্ব্বাধ্যক্ষ মুক্ষ্য পাত্র কনিষ্ঠ জানকীবল্লভকে রাজা বসন্তরায় খেতাব দিয়া খানসামানির দেওয়ান করিলেন। দুই ভ্রাতাকে দুই প্রধান কার্য্য প্রাপ্ত করিয়া পরমাহ্লাদিত করিলেন। দাউদ সুবাদার হইয়া অতি ন্যায়তে প্রজা লোকেরদের ন্যায় অন্যায়ের বিচার ও তাহাদের প্রতিপালন অনুগত তোষণ বৈরি বিমর্দ্দন করণেতে সর্ব্বত্রে তাহার সুখ্যাতি ব্যাপক হইল।—

প্রজা ও চাকর লোক ও সৈন্য সমস্ত অনুগত অল্প কএক বৎসর যায়। সময়ানুরূপে দুষ্ট মতি প্রবিষ্ট হইল আসিয়া দাউদের অন্তরে তাহাতে দুর্ব্বুদ্ধি হইয়া নানান কুজ্ঞান উদয় হইলে আপন মনে বিচার করিল। সর্ব্বত্রে আমার সুখ্যাতি ও প্রজালোক ও চাকর ও সেনাগণ সমস্তই অনুকূল এবং দিল্লীশ্বর বাদসাহ আমার নিয়ম মতে কর ও শওগাত দাখিল করণেতে তুষ্ট। অতএব এখন আমার সামন্ত প্রচুর

দিল্লিতে আমার কর দেওনের আবশ্যক নাই ধন ভাণ্ডার পরিপূর্ণ এবং আর কতক অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিলে তাহা দিয়া সেনা রাখিব তবে যদি দিল্লিপতি অন্যায় করিতে প্রবর্ত্ত হএন আমিও তদনুযায়ি করিলে ক্ষেতি কি। এ কিছু অপ্রকৃত কার্য্য নহে। এ হেঁদুর দেশ তাহাদের অধিকার। মোছলমানেরা আপন পরাক্রমে এ রাজ্য করতল করিয়াছেন। দিল্লিপতি মোছলমান আমিও সেই জাতি। তবে তিনিইবা কিমার্থে আমার বাছে কর লএন এবং আমিবা কেন তাঁহাকে কর দেই তাঁহার নামে শিক্কা মারা যায় এবং তিনি তক্তে বসেন আমি তাঁহার দাস মত এ কি অসঙ্গত কার্য্য। তাঁহাকে আমি আর কর দিব না। থানাজাতে সৈন্য মুরচাবন্দি করিয়া মজবুতিতে আপন মুলুকে কর্ত্তৃত্ব করিব।

এই মত আসন্ন কালে বিপরিত বুদ্ধি দাউদকে ঘটিল দিল্লির কর ও শওগাত এক কালিন বন্দি করিয়া আপন অধিকার তিন সুবা উৎপন্নীয় ধন দিয়া সৈন্য প্রচুর রাখিয়া থানাজাতে মুরচাবন্দি করিল আট দশ বৎসরাবধি ধন সঞ্চয় করিল ও সৈন্য সামন্তের বাহুল্য।

বহুকাল ক্ষেপণের পরে ঠাওরাইল আপন নামে শিক্কা মারে ও বাদসাহী তক্ত গৌড়ে নির্ম্মাণ করে। তাহার সামিগ্রি নানা বর্ণের প্রস্তর পুঞ্জ২ আনাইল এবং বহু সামন্ত একত্তর করিল একয়াই তিন লক্ষ। আগোয়ার লক্ষার্দ্ধ তবকি তোবাচিন ইত্যাদি দেড় লক্ষ এই তিন লক্ষ সেনার পতি এবং সহস্র২ ভাণ্ডারাবধি পরিপূর্ণ ধন এবং সমস্ত সামন্ত সেনাপতি যুক্তে দুই দিগের থানায় সৈন্য পাঁচিয়া রাখিল অর্দ্ধ পশ্চিম উত্তরে আর অর্দ্ধ দক্ষিণে এ দুই থানায় অতি সাবধান রূপে চৌকি রাখিল যে কোনক্রমে ভিন্ন সৈন্য দেশের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে।—

এই বাদসাহী ও এই ধন ও এই মত সৈন্যের বাহুল্যতা দেখিয়া দাউদ বিষম মদে মত্ত হইয়া অতিশয় অহংকৃত হইলে ভবানন্দ মজুমদার ভীত হইলেন বিবেচনা করিলেন দাউদ অহংকৃত হইল অতএব ইহার বিরুদ্ধ দসার আরম্ভ। এই ইহার শৌভাগ্য অস্তের প্রাক কাল এখন আর ইহার নিকটাবর্ত্তি সপরিবারে থাকা নহে। আপনার ভ্রাতৃ সহিত মন্ত্রণা স্থির করিয়া মহারাজাকে ডাকিয়া নিভৃতে কহিলেন। বাপুরে শ্রীহরি এ দিগে আইস এবং আমার পরামর্শ শুন ও পরিগ্রহ কর তাহা। এই যে দাউদকে দেখিতেছ এখন ইহাকে দুর্ব্বুদ্ধি আক্রমণ করিয়া দুবৃত্তি আচরণ করাইলেক। রাজ্য গর্ব্ব ধন গর্ব্ব সৈন্য গর্ব্ব মদে ইহাকে মত্ত করিয়া অতি অহংকৃত করিয়াছে অতএব ইহার নিষ্পত্তি হইতে পারে না। অল্প কালে ইহার পতন হবে। দেখ দিল্লির বাদসাহ একব্বর যাহাকে হেন্দোস্থানে না মানে এমত লোক

নাহি ইনি গড় চিতোর প্রভৃতি সমস্ত রাজাগণের মান্য তাহারা ইহার করতল। এ কোন বস্তু তাহার সম্মুখে। মুহূর্ত্তেকে ইহাকে নিপাত করিবে। এখন সপরিবারে ইহার নিকটাবর্ত্তি থাকনে সঙ্কটাপন্ন হইতে হবেক। আজি পর্য্যন্ত তোমারদের কর্তৃত্ব এ প্রদেশের উপর আছে নিভৃতি রম্য স্থান অন্বেষণ করিয়া সেই খানে ঘর দ্বার করহ যে এ সময় তাহাতে সামান্য সবান্ধব বর্গের সহিত সপরিবারে থাকা যায় পরে কার্য্যের গতিক বুঝিয়া যে কর্ত্তব্য হয় করিতে পারিবা নতুবা ইহার পাপে সপরিবারে সমস্ত মজা যাবে।—

কুমারেরা দুই ভ্রাতা ও বৃদ্ধেরা তিন সহোদর এই পরামর্শ স্থৈর্য্য করিয়া দেশ দেশান্তরে লোক পাঠাইয়া নিভৃতি স্থান অন্বেষণ করিতে২ দক্ষিণ দেশে যশহর নামে এক স্থান বেওয়ারিস জমিদারি দক্ষিণ সমুদ্র সান্নিধ্য চাঁদ খাঁ মছন্দরির জমিদারি ছিল সে নিঃসন্তান মরিয়াছে অতএব তাহা বেওয়ারিস স্থান কঠিন তটে গতায়াতের পথ নাই নদী নালা পরিপূর্ণ ঘোর অরণ্য স্থান ডাঙ্গায় নানা প্রকার হিংস্রক জন্তু ব্যাঘ্র ভালুক গণ্ডার মহীষ দান্তাল স্কর ইত্যাদি হিংস্রক বনপশু। নদী পরিপূর্ণ বৃহৎকায়২ কুম্ভীর অতি ভয়ানক ও দুর্গম স্থান ঘোর জঙ্গল তাহার নাম বাদা বন।

সে স্থানের বৃত্তান্ত জানিলে তাহাই সকলের পছন্দ হইল সে স্থানে লোক পাঠাইয়া দরোবস্ত জঙ্গল কাটাইলেন ও নদী নালার উপর স্থানে২ পুলবন্দি করাইয়া রাস্তার নমুদ করিলেন পাঁচ ছয় ক্রোশ দীর্ঘ প্রস্থ এ মত দিব্য স্থান তৈয়ার হইল। তাহার মধ্যে স্থলে ক্রোশাধিক চারিদিগে আয়তন গড় কাটাইয়া পুরীর আরম্ভ হইল সদর মফসলক্রমে তিন চারি বেহন্দে এমারত সমস্ত তৈয়ার হইয়া দিব্য ব্যবস্থিত পুরী প্রস্তুত হইল। চতুঃপার্শ্বে গোলা গঞ্জ সহর বাজার নগর চাতর ও বাগ বাগিচা। এই মতে সে স্থান অতি শোভান্বিত দুই তিন বৎসরে স্থান তৈয়ার হইল। তৎপরে ভবানন্দ মজুমদার আপনি মন্ত্রিগণ সহিত সে স্থানে যাইয়া দেখিলেন বিলক্ষণ রম্য স্থল তাহাতে স্থিতি করিতে তাহার মন প্রকাশ হইল। আপনি তথায় অবস্থিতি করিয়া গৌড়ের বাটীর রত্ন ও আর২ সামুদায়িক দ্রব্য যে কিছু গৌড়ে ছিল ও সবান্ধববর্গ পরিজন লোক দরোবস্ত বৃহৎ২ নৌকাযোগে যশহর আনয়ন করিয়া শুভলগ্নে পরিজন লোক সমেত গৃহ প্রবেশ করিলেন। শ্রীহরি ও জানকীবল্লভ ও শিবানন্দ কাননগো এই তিন ভিন্ন আর সমস্তেরি অবস্থিতি যশহরে হইল ইহারা তিন ব্যক্তি গৌড়ে বাসা বাটীতে থাকনের ন্যায় থাকিলেন।—

এই মতে পাঁচ সাত বৎসর গত হইল তৎপরে দিল্লীর বাদসাহ একব্বর বাদসাহ মহা প্রদপ্ত দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত তাহার কর্ণ গোচর হইল যে গৌড়ের সুবাদার দাউদ

চির কালাবধি নষ্টতা করিয়া কর দেয় না এবং যে কেহ এখান হইতে খাজনার তাকিদে যায় তাহাকে মারিয়া ফেলে কি কি করে তাহার অন্বেষণ পাওয়া যায় না সেনা অনেক জমা করিয়াছে ধন ততোধিক বিচার করিয়াছে এখানে আর কর দায়ী না হইয়া আপনি সেই স্থানে বাদসাহী তক্ত গঠন করে ও শিক্কা নিজ নামে মারে এই প্রকার দুরাসা তাহাতে ঘটিয়াছে।—

ইহা শ্রবণ মাত্রেই একব্বর বাদসাহ মহা ক্রোধে হুতাসনের ন্যায় দিপ্তিমান হইল সে সময় কাহার সাধ্য তাহার সমুখে স্থির হয় হেন্দোস্থানে এ মত পরাক্রান্ত বাদসাহ কখন হয় নাই মতে ফরমান রাজা তোড়লমল দুই লক্ষ ফৌজ সমেত দাউদের নিপাতার্থে গৌড়ে তাঁই হইলেন।—

ফরমান এই। দাউদের শিরশ্ছেদন করিয়া ঝণ্ডার উপরি ভাগে টাঙ্গাইয়া দিতে সহর ও বাজার দাউদের সমস্ত ঘরগারি লুট করিয়া দিল্লিতে দাখিল করিতে রাজা তোডল দুই লক্ষ সেনার উপর সেনাপতি প্রবল পরাক্রমে হেন্দোস্থান হইতে বাহির হইয়া ক্রমে২ দুই মাসে বানারসের সরহর্দ্দে যে স্থানে দাউদের সেনার মুরচাবন্দি পেঁ ছিলেন। এ সংবাদ পূর্ব্বে দাউদের উকিল হেন্দোস্থান হইতে দাউদকে লিখিয়াছে তাহাতেই দাউদ আপনার দরোবস্ত সেনাগণ উত্তর পশ্চিম ভাগে পাঠাইয়া স্থানে২ মুরচাবন্দি করিয়া সতৎ সাবধানে রহিয়াছে।

তোড়লমল গঙ্গার কিনারায় আসিয়া দেখিলেন প্রান্তরে দাউদের সামন্তেরা দৃঢ় শূন্য পাচিয়া রহিয়াছে ইহারদের মজবুতি দেখিয়া সহসা কাহারু পার হওনের সাহস হইল না অসাঙ্গত্য ক্রমে কএক দিবস পরে আপনারা সর্জ্জ হইয়া যিনি২ পার হএন ও পারের সান্নিধ্য হইতেই২ তোবের গোলার চোটে নৌকা সমেত সমস্ত সেনা গারত করিয়া দেয় উপরে কেহ উঠিতে পারে না। এই২ রূপে বাদসাহী সৈন্য অনেক মারা গেল। তোড়লমল এই সমস্ত দেখিয়া নিরোপায় ক্রমে বিমর্শ হইয়া হজুর এত্‌লা কারণ বেওরা পুরস্যরে আরজদাস্ত করিলে বাদসাহ মহা রোষান্বিত সেনাতে সাজনি ঘোষণ ডঙ্কা দিতে হুকুম করিলেন।—

পাঁচ লক্ষ সামন্ত দিল্লি গেদে ছিল সমস্ত আনয়ন করিয়া হুকুম হইল গৌড়ে চড়াই করিতে ও দাউদের শিরচ্ছেদন করিতে এই মতে সর্ব্ব সামন্ত হুকুমানুক্রমে মহাদণ্ডে দণ্ডয়মান হইয়া হুহুঙ্কার হুঙ্কার শব্দ করিয়া সর্জ্জ চারি দিগে নানা প্রকার শব্দ হইতে লাগিল ধা২ শব্দে সোর হইতে লাগিল ও তড়া তড়ে বন্দুক জয়ঢাক ইত্যাদি নানাবিধ বাদ্য বাজিতে লাগিল অতি ঘোর কল্লোল শব্দে কর্ণ রোধ হওনের গোছ এই রূপে সামন্তেরা সর্জ্জমান হইয়া মহাদণ্ডে গৌড়ে গতি করিল বাদসাহ ও আপনি শিকার

খেলিবার মতে গৌড়মুখে রাহি হইলেন এথাতে দাউদের উকিল হেন্দোস্থান হইতে দেখিল আর নিরাকরণ হইতে পারে না বাদসাহ আপনে রোষান্বিতে পুর সরঞ্জামে গৌড়ে গতি করিলেন বিবেচনা পূর্ব্বক বিহিত বচন হুকুম হবেক।—

এই খবরে দাউদ মূর্চ্ছিন্ন হইয়া বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায়কে ডাকিয়া নিগুড় বলিলেন তাহারদিগকে। এবার আমার আর জয় হয় বা না হয় আপনে দিল্লীশ্বর সমস্ত সৈন্য সসর্জ্জমান হইয়া গৌড়ে রাহি হইয়াছেন অতএব এখন আর কার সাধ্য পৃথিবীতে তাহার অগ্রভাগে ডাণ্ডাইয়া বরাবরি করিতে তাহার সহিত বুঝি আমার এই শেষ দসা নতুবা এ মত কুবুদ্ধি আমাকে ঘটিত না আমি পতঙ্গ কমর বন্দি করি সিংহের সাতে যাহা হউক সমস্তই সময়ানুষায়ি।—

এখন তাহার আর উপায় নাই আমার আর সেনাপতি ও সামন্ত যে কিছু আর২ স্থানে আছে সমস্তই উত্তর পশ্চিমের থানাজাতে পাঠাও। তোমরা দুই ভাই আমার সাতে থাকহ আমরা পাছে থাকিয়া সৈন্যের রসদ যোগাই এবং রাজ্যের রক্ষা করি আমরা যে কিছু ধন সম্পত্য গৌড়ে আছে তা সমস্ত একাদিক্রমে তোমাদের যশহরে চালান করহ পশ্চাৎ আনা যাইবেক। এই দুই ভ্রাতা দাউদের নিতান্ত বিশ্বাস পাত্র বাদসাহের যতেক ধন স্বর্ণ রূপা তামা পিতল কাঁসা সমস্ত ধাতু দ্রব্য ও আর২ যে কিছু ছিল এবং প্রধান২ সকল এবং তাঁহার আর২ সমস্ত চাকরেরদের যাবদীয় ধন এবং সহরবাসী লোকের ধান্য চাল অবধি যাবদীয় সামিগ্রি ইত্যাদি লোকের পুরাতন পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত লুট যাওনের ভয় প্রযুক্ত সামুদায়িক বস্ত দুই ভ্রাতার স্থানে গচ্ছিত হইল ইহারা সহস্রাবধি২ বৃহৎ২ নৌকায় সামিগ্রি বোঝাইয়া যশহরে চালান করিলেন গৌড় প্রায় ধনহীন সহর হইয়া রহিল।—

বাদসাহ সর্ব্ব সমেত আগমন করিয়া প্রাগ পর্য্যন্ত পৌছিলে কিছু কাল সেই খানে স্থকিত হইয়া লস্কর অগ্রভাগে তাঁই করিয়া আপনি সেই স্থানে তিষ্টিলেন। সেই কালে প্রাগের কেল্লা রচনা যাহা অদ্যাপিও আছে এদিগে প্রায় বৎসরাবধি গত হইল বাদসাহী লস্কর পার হওনের সাঙ্গত্য পায় না।—

ইতিমধ্যে দেখ দৈবের ঘটনা দেবতার ইচ্ছা ক্রমে এক রাত্রি দাউদের লস্করে আত্মবিরোধ উপস্থিত হইয়া আপনা আপনি হইল মহামারির আরম্ভ চৌকিরদিগে কাহারু মনযোগ রহিল না। এই অপকাশ ক্রমে বাদসাহী সৈন্য সমস্তই এক কালিন পার হইয়া মহামারিতে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল দাউদের সেনারদিগকে তাহারা গাফিল ছিল আচানক মারি পড়নেতে অনেক২ মারা গেল বক্রিরা আপন২ সরঞ্জাম ফেলাইয়া কোন দিগে পলায়ন করিল ভয়াকুল শিবাগণের মত তাহার ঠেকানা থাকিল না।—

যখন গৌড়ের কর্ত্তা সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন যে বাদসাহী সামন্ত উহার মুরচা ভঙ্গ করিয়া পার হইল আসিয়া তখন দাউদের অন্তঃকরণ মহা হুতাসযুক্ত দেখেন আর উপায় নাই।—

দুই ভ্রাতাকে ডাকিয়া কহিলেন ভাইরে আর কি করিতে পারি এখন নিরোপায় পরে যাহা হউক এই ক্ষণে আমরা কি করিব। আর কিছু সাঙ্গত্য দেখি না। আমার বল ও বুদ্ধি তোমরা দুই ভাই তোমরা এদিগে ওদিগে গুপ্ত রহ যদিত পশ্চাৎ কোন উপায় করিতে পারিবা যাবৎ শ্বাস তাবৎ আস বাদসাহ এখানে আসিবেন যদি কাহারু দ্বারায় সচেষ্টিত হইয়া কিছু প্রতুলের উপায় করিতে পারহ আমার কহনাধিক।—

সম্প্রতি আমি সপরিবারে রাজমহলের পর্ব্বতের উপরে আরোহণ করি যাইয়া। আমার তত্ব তল্লাস করিও তোমারদের সংবাদ পাইলে ফের নামিব নতুবা এই পর্য্যন্ত দেখা আর দেখা হয় বা না হয় প্রিয়তম বান্ধবেরা বিদায় হই। এই সকল কহিতে২ গৌড়াধিপ দাউদ রোদন করিয়া ব্যাকুল হইলে দুই ভ্রাতা বন্ধু বিচ্ছেদ শোকে শোকাবৃত হইয়া ক্রন্দন করিতে২ ভূমিতলে পতন হইলেন পরে দাউদ দুই ভ্রাতাকে শান্তনা করিয়া কিঞ্চিৎ ধন ও খাদ্য সামিগ্রি বৎসরাবধি সপরিবারে খাইয়া বাঁচনের উপযুক্ত সাতে করিয়া লইয়া সকলে পর্ব্বতে আরোহণ করিলে এ দুই ভ্রাতা বৈরাগি বেশ হইয়া কিছু কাল বরিন্দ্র ভূমিতে যাত্রা করিলেন।—

এথায় বাদসাহী লস্কর সেনাপতি রাজা তোড়লমল ও রাজা ওমরাও সিংহ এই দুই সেনাপতি সর্ব্ব সৈন্য লইয়া দাউদের থানা বথানায় রঞ্জিত হইয়া বেগতিক লুটফশাদ করিতে সর্ব্বত্র জয়ী হইয়া রাজমহলের কেল্লাতে দাখিল হইলেন।—

সেস্থান তদনুরূপ হইলে পর গৌড়ের সহর লুট-প্রবর্ত্ত সহর বাজার নগর চান্তর পল্যাপল্লি সমস্ত লুট করিয়া কেল্লার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন শূন্যাগার জন মানব হীন কিঞ্চিত দ্রব্য মাত্র কেল্লার মধ্যে নাই কেবল কেল্লা মাত্র শ্মশানাকার দাউদ কি তাহার অমাত্যগণের কাহার দেখা পাইলেন না এবং সুবাজাতের কাগজাতও কিছু পাইলেন না যে তাহাতে এ তিন সুবার উসুল তহসিল সুমার তপশিল ওয়াকিফ হএন ইহাতে দুই জনাই অতি বিমর্শ হইলেন।—

দিবস দুই তিন ওখানে বিশ্রাম করিয়া পুনরায় রাজমহল গতি করিলেন এই মতে কএক দিবস সেস্থানে তিষ্ঠিয়া রাজমহল ও গৌড় ও তাহার আসপাশ চৌদিগের সমস্ত পরগনায় ঢেঁড়ি দিলেন এই কথা।—

বাদসাহ ও তাঁর রাজাগণের এই করার। দাউদ পালাইয়াছে। যদি তাহার সরদার চাকর লোকেরা কেহ যাহারা এ সুবাজাতের বিষয়ের জ্ঞাত নিকটাবৃত্তি থাকে

তবে তিনি রাজমহলে আসিয়া রাজাগণের সহিত সাখ্যাত করিয়া এ তিন সুবার বিবরণও জানাইলে তাহারদের ভাগ্যের উদয় হবেক সাবেক বন্দোবস্তের চাকরি বহাল থাকিবে আর যাহা২ তাহার দরকার দরখাস্ত মতে মনজুর হবেক। রাজারা বলিতেছেন তাহারদিগকে নষ্ট করিব না তাহারদের বহুতর ভাল করিব কদাচিত তাহারদের কোন ভয় নাই এই আমারদের সত্য অঙ্গিকার।—

এই মতে ঢেঁড়ি দিতে২ ইহারা দুই ভ্রাতা অনুসন্ধান পাইয়া গুপ্তে রাজমহলে পৌছিয়া অস্পষ্ট উকিল পাঠাইলেন। রাজাগণেরা উকিলের স্থানে বিবরণ জ্ঞাত হইয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহাকে ইনাম একরাম দিয়া প্রফুল্ল করিলে কহিলেন তুমি যাও তাহারদিগকে আন যাইয়া তাহারা হিন্দু লোক আমরাও সেই একি বর্ণ। তুমি বল যাইয়া আমারদের করার এই তাহাদের হিংসা কোনক্রমে হইতে পারিবেক না কিন্তু যথেষ্ট আনুগত্য ও সম্ভ্রমের বাহুল্য যেমত তাহারা দাউদের নিকট ছিল আমারদের কাছেও ততোধিক হবেক এই আমারদের নিতান্ত নিয়ম জানিও। এবং রাজারা তন্মতে পাতিও লিখিলেন তাহারদিগকে।—

ইহাতে দুই ভ্রাতা খাতিরজমা হইয়া গেল রাজারদের সহিতও নজর দিয়া সাখ্যাত করিলে তাহারা বিস্তর সন্মান করিল দুই ভ্রাতাকে খেলাত দিয়া খাতির-দারিতে সে দিবস বাসায় বিদায় করিল তাহারদিগকে।—

পর দিবসে বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করিল। দাউদ কোথায় তোমরা জান। ইহারা বলিলেন না মহারাজ আমরা নিতান্ত বলিতে পারি না কোথায় গিয়াছেন শুনিয়াছি রাজমহলের পর্ব্বতে আরোহণ করিয়াছেন এতাবন্মাত্র ইহা ব্যতিরেক আমরা আর কিছু বলিতে পারি না।—

কাগজ পত্রের সন্ধান তোমরা কিছু জান কি না। ইহারা বলিলেক হাঁ মহারাজ তাহা জানি সে সমস্ত আমারদের এক্তিয়ারে। তিন সুবার কাগজ পৃথক২ আমারদের কাছে আছে এবং এ বিষয় আমরা সমস্তই জ্ঞাত সে সমস্ত আমরা প্রকাশ করিব অগ্রে আপনারদের অঙ্গিকার প্রত্যক্ষ করুন রাজারা বলিল তোমারদের দরখাস্ত দাখিল করিলে তদনুযায়ি হইতে পারিবে। ইহারদের দরখাস্ত হইল এই।—

বঙ্গভূমে যশহরের পশ্চিম ভাগে গঙ্গা নদী তাহার পূর্ব্ব ধার ও ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম কিনারা এই বৃহৎ রাজ্য আমারদের অধিকার এবং যাবৎ আপনারা এ রাজ্যে থাকেন এ কার্য্যের অধ্যক্ষতা আমারদিগের থাকে এবং কাননগো দপ্তর সাবেক বদস্তুর আমারদের খুড়া মহাশয়ের।—

রাজারা সে দরখাস্ত কবুল করিলেন জমিদারির ফরমান প্রাগ হইতে আনাইয়া

দিলেন কার্য্যের সর্ব্বাধিক্য ইহারদিগকেই করিয়া মহালের বন্দোবস্ত প্রযুক্ত সর্ব্ব সমেত গৌড়ে প্রস্থান করিলেন মহালের বন্দোবস্ত আরম্ভ হইলে রাজা বসন্তরায়কে পূর্ব্ব দেশের রাজ্যপতি করিয়া মহারাজা বসন্তরায় খেতাব দিয়া অতি সম্ভ্রান্ত করিয়া যশহরে বিদায় করাইলেন মহারাজা বিক্রমাদিত্য ও শিবানন্দ কাননগো গৌড়ে থাকিয়া মহালের বন্দোবস্তের প্রবর্ত্তক হইলেন।—

এ কালে দাউদের খাইবার ফুরাণক্রমে তাহার মাশুম খাঁ খানশামা পর্ব্বত হইতে নামিয়া খাদ্য সামিগ্রি ক্রয় করিতে রাজমহলে আসিয়াছিল। সে যাইয়া আরম্ভ করিল বাদসাহের প্রেরিত রাজারা আপনকার অন্বেষণ বিস্তর২ করিয়া অনুসন্ধান না পাইলে আপনকার প্রতিষ্ঠিত রাজাকে সাবেক বদস্তুর মহলের কার্য্যাধ্যক্ষ করিয়াছে আপনাকে পাইলে উহারদিগকে এ মত করিত না। এক্ষণেও যদি আপনি যাইয়া তাহারদের সহিত সাখ্যাত করেন তবে বুঝি আপনকার বর করারি হইতে পারে।—

দাউদ কহিলেন এ মত নহে তাহা হইলে অবশ্য বিক্রমাদিত্য আমাকে খবর দিত। চাকর বলে সে প্রমাণ এ মতেই উচিত বটে কিন্তু এক্ষণ সটের কাল পড়িয়াছে তাহাতে তাহারা হিন্দু লোক অতি নষ্ট স্বভাব নিজে কর্তৃত্ব ভার পাইলে এক্ষণ কার সহিত আর বিষয় কি। এক্ষণেও যদি আপনি উহারদের তথায় গতি করেন আমি বুঝি আপনাকে উহারা ত্যাগ করে না অবশ্য আপনাকে পদার্পণ করে আমি এই গুলগুলা শুনিলাম সহরের মধ্যে। দাউদ বলিলেন তুই পুনর্ব্বার নিচে যাইয়া কাহার দ্বারায় সন্ধান লইয়া দেখ কিছু উপগার দর্শে কিনা তুই পুনরায় শুভ সংবাদ দিলে আমি যাইয়া দেখা করিব বাদসাহী রাজাগণের সহিত।—

দ্বিতীয় বার মাশুম খাঁ যাইয়া মিলন করিল ওমরাও সিংহের চাকরের সহিত এবং তাহার দ্বারায় সিংহ রাজার কাছে এ কথার আলোড়ন হইলে গুপ্তে ওমরাও গৌড় হইতে রাজমহলে উত্তরিয়া মাশুম খাঁকে বড়ই একটা দেলাসা করিল এবং বক্সিসও কিছু দিয়া কহিল তাহাকে তুই দাউদকে আন যাইয়া কিঞ্চিত মাত্র গৌন করিস না শীঘ্র আনিস তবে আমি পুনর্ব্বার খুব ইনাম দিব তোকে এবং তাহার বড় কার্য্য হবেক।—

নির্ব্বোধ মাশুম খাঁ হর্ষমনে ফের পর্ব্বতে গতি করিয়া নিবেদন করিল সমস্ত বিবরণ দাউদের ঠাঁই ইহাতে দাউদের নিজ ও নিয়ত প্রযুক্ত নিচে আইসনের আকিঞ্চন যথেষ্ট হইল। কি করে। চারা কি। নিয়তঃ কেন বাধ্যতে। বেগম এ বিষয় জ্ঞাত হইলে পুটাঞ্জলি করিয়া নিবেদন করিলেন নবাবের গোচরে নবাব সাহেব সহসা এমত করিবেন না সহসা কর্ম্মেতে ব্যামহ আছে। বিক্রমাদিত্য

আপনকার অতি বিশ্বাসপাত্র যদ্যপিস্যাৎ এমত২ রচনা গড়না হইত তবে কি সে লোক না পাঠাইয়া রহিত। এ মত কদাচিত নহে। সে অবশ্য লোক পাঠাইত নতুবা আপনারা জনেক এখানে আসিত। আপনি এ মূর্খ চাকরের কথায় আস্থা করিবেন না এ মূর্খ লোক এ কি বুঝে। ইহার কথা শ্রবণ করিবে না।—

দাউদ বেএক্তিয়ার। আমার নিতান্ত মন টানিয়াছে নিচে গেলে আমার প্রতুল হবেক তাহার সন্দেহ নাই। বেগম মানা করিল। দাউদের আসন্ন কালক্রমে তাহা আমলে আনিল না বেগম স্ত্রী লোক কি করিতে পারে অদৃষ্ট মানিয়া বিলাপ করিয়া বহুমতে রোদন করিতে২ সর্ব্ব সমেত দাউদের পশ্চাতবর্ত্তি হইয়া নামিল পর্ব্বত হইতে। মাগুম খাঁ যাইয়া ওমরাওকে জ্ঞাত করিলেই ওমরাও আপন তরফের লোক পাঠাইয়া দাউদকে আক্রমণ করিলে সেইক্ষণেই তাহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া মুণ্ড ঝণ্ডার উপরি ভাগে টাঙ্গাইয়া দিল এবং জয়২ কার ধ্বনি দিয়া ঢেঁড়ি মারিল সমস্ত সহরে২।

দাউদের এ দুর্গিত দেখিয়া পরিবার লোক যাহারা২ সাতে ছিল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া কে কোথায় গতি করিল তাহার ঠেকানা থাকিল না বেগম বিসন্ন বদনা খিন্নমানা অতি কাতরা হইয়া এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছেন।—

চিত্রের পুথলির ন্যায় দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ শোকেতে কাতরা হইয়া ধরণি তলে পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া রোদন করিতেছেন। শান্তনা করে এমত কেহ নাই হানাথ২ করিয়া বহুবিধ বিলাপীয় ক্রন্দন করিতেছেন কি করিব। কোথা যাব। কি হবে উপায়। এই মতে ভূমিতে পড়িয়া বেগম বিলাপ করে। বেগমের বিলাপেতে যাবদীয় লোক হায়২ রবে রোদন করিতে লাগিল। ওমরায়ের কঠিনান্তঃকরণ কোমল হইল ছল২ আক্ষিতে রোদন করিলেন।—

কার্য্যান্তরে সেই দিবস বিক্রমাদিত্যও রাজমহলে আগমন করিয়াছিলেন এই কালে তিনিও সেই স্থানে উপস্থিত মহা শোকাবৃত্ত হইয়া তিনিও অতিশয় শোকাকুল নিরোপায় কি করিতে পারেন ওমরায়ের স্থান হইতে কাটাস্কন্ধ লইয়া অন্য২ লোক দিয়া কবরে দেওয়াইলেন দাউদের শরীর ওমরাও সিংহ বাদসাহের ফরমান মত বেগমদিগের আর২ স্ত্রী লোকদিগকে পিঞ্জরায় কএদ করিয়া দাউদের মুণ্ড সমেত প্রাগে চালান করিলেন।—

পরে অল্প কএক মাস স্থিতি করিয়া মহারাজা বিক্রমাদিত্য সুবাজাতের সমস্ত কাগজ রাজারদিগকে জ্ঞাত করিয়া বিদায়ের যাচয়মান হইলেন কহিলেন। আজ্ঞা হয় খুড়া মহাশয় দপ্তর লইয়া হাজির থাকেন আমি এ চাকরি আর করিব না দাউদ আমার নিতান্ত দয়াযুক্ত মনিব ছিলেন তাহার রাজ্যে আমার কর্তৃত্ব

করিয়া কার্য্য করা অকর্ত্তব্য। এখন আমি সাধনা করি আপনারদিগকে বিদায় করুন আমাকে আপনি দয়া করিয়া যে রাজ্য দিয়াছেন আমাকে সেই যথেষ্ট এ গরিবের আর আবশ্যক নাই তবে যদি দয়া এ গরিবের প্রতি থাকে আমার এই এক নিবেদন পূর্ব্ব দেশের নবাব মনছব আমার হয় এই আমার দরখাস্ত। খুড়া মহাশয় এখানকার কার্য্য করেন যাবৎ আপনারা আছেন এ অঞ্চলে।—

রাজারা বিক্রমাদিত্যের দরখাস্ত মনজুর করিয়া প্রাগ হইতে ফরমান আনাইয়া দিলেন এবং তাহাকে আর বিস্তর২ অর্থ বিত্ত দিয়া হরিষ মনে বিদায় করিলেন যশহরে বিক্রমাদিত্য বিদায় হইয়া বক্তি যে কিছু ধন গৌড়ে ছিল বেশ মূল্য প্রস্তর ইত্যাদি সমস্তই নৌকায় বোঝাই করিয়া প্রস্থান করিলেন যশহরে কএক দিবস পরে শুভক্ষণে মাহেন্দ্র যোগে যশহরে উপস্থিত হইলেন ঘাটে পৌছিয়াই জন্ত্রীরা ও বাদকেরা বাদ্যধ্বনি করিতে প্রবর্ত্ত হইল ও তবকিরা আওয়াজের দেহড় নানান প্রকার উল্লাষ হইতে লাগিল। এই সব ধ্বনিতে সহর চমকিত হইয়া রাজপুরে সংবাদ পৌছিলে সকলেই প্রফুল্ল হইল পরে রাজা বসন্তরায় ঠাকুর সমস্ত মন্ত্রিগণ সম্প্রদায় সসৈন্য ঘাটে আসিয়া মহারাজাকে চতুর্দ্দোলে আরোহণ করাইয়া গতি করাইলেন। পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিবা মাত্রে নানান প্রকার উল্লাষের আরম্ভ হইল।

কাঙ্গালি লোকেরদিগকে সেই সপ্তায় লক্ষ তঙ্কা বিতরণ করিলেন এবং সর্ব্বত্রের দেবালয়তে যাগযজ্ঞ পূজা ইত্যাদির সম্‌্রাটের আরম্ভ লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন দশ দিনের মধ্যে শাঙ্গ এই মতে মহা মহোৎসবে রাজা বিক্রমাদিত্য বসত বাস করিতেছেন রাজকর্ম্মের ও আর২ সকল কার্য্যের অধ্যক্ষ রাজা বসন্তরায় আপনারদের মালগুজারী দিল্লিতে সদর তাহুত সে স্থানে উকিল লোক পাঠাইলেন।—

বিক্রমাদিত্য মহা সুখি হইলেন মহা রাজ্য অধিকার সহস্রাবধি বিবিধ প্রকার ধন স্থানে২ ভাণ্ডার পূর্ণিত শান্তমতি সুপ্রকৃতি ভাই রাজা বসন্তরায় আপনার অন্তগত প্রজা লোক এই মত পরমানন্দে কাল যাপন করিতেছেন।—

এক সময় রাজা বসন্তরায় মহারাজা বিক্রমাদিত্যের সন্মুখে কৃতাঞ্জলি করিয়া নিবেদন করিতেছেন ঠাকুর দাদা মহাশয় অবধান করুন আমরা এখানে সর্ব্ব বিষয়তেই সুখি হইয়াছি কিন্তু এক দুঃখ স্বশ্রেণী নিকটাবর্ত্তি কেহ নাই আমার ইচ্ছা বাকলা ও আর২ স্থান হইতে আপনারদের স্বশ্রেণী লোক সপরিবারে আনয়ন করিতে তাহারদের বসত বাস নির্ব্বাহ নিষ্পত্য করণের সরঞ্জাম করিয়া দিলে এও এক বিশিষ্ট সমাজ হবেক যদি অনুমতি হয় তবে আজ্ঞা করিলে আমি তাহাতে প্রবর্ত্ত হই।—

বিক্রমাদিত্য আজ্ঞা করিলেন এ উত্তম প্রসঙ্গ করিয়াছ ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য নতুবা

বসতির সুখ কিছু হইতেছে না সচ্চরিত্র বিবেচক প্রিয়ম্বাদী লোক সকল স্থানে২ পাঠাও তাহারা যাইয়া আমারদের স্বশ্রেণী লোকেরদিগকে আদর পূর্ব্বক সপরিবারে আনয়ন করিয়া তারদিগের নির্ব্বাহ নিষ্পত্ত্যের সঙ্গস্থা এবং পুরী দশ কর্ম্মের সঙ্গস্থা প্রচুর মতে করিয়া দেহ এবং এ বিধি প্রকার মতে পরিচয়ানুক্রমে সঙ্গস্থা কর তাহারদের আর২ যাহা২ আবশ্যক তাহা দেহ তাহারদের কারণ ইহাতে আমার বড়ই আহ্লাদ।—

অতএব রাজা বসন্তরায় প্রিয়ম্বাদী সচ্চরিত্র সরলান্তঃকরণ প্রধান২ লোকেরদিগকে বাকলাদিগের স্থানে২ নৌকাযোগে অর্থ দিয়া বিশেষ বিশেষণ জ্ঞাতি পাঠাইলেন তাহারা যাইয়া কার্য্যের প্রতুল করিল আপনারা সেই২ স্থানে তিষ্ঠিয়া বঙ্গজ কায়স্তের-দিগকে আদর পূর্ব্বক আহ্বান করিয়া সপরিবারে নৌকাযোগে যশহরে পাঠাইতে প্রবর্ত্ত হইল ইহারা এখানে পৌছিলে আপনি রাজা বসন্তরায় সচেষ্ট মতে ব্রাহ্মণীরদিগকে পাঠাইয়া বঙ্গজ কায়স্তের পরিজন লোকেরদিগকে সামুদায়িক লোককে পৃথক২ বস্ত্র অলঙ্কারে পরিচ্ছদান্বিত করাইয়া রম্য স্থানে বাসা ও খাদ্য সামিগ্রি প্রচুর মতে দিয়া পরম সুখে রাখিতেছেন।—

কিছু কাল শ্রমান্তে আপনারদের অধিকারের সান্নিধ্য গ্রাম ও পরগনায়২ গতায়াত করিয়া দেখান যে স্থানে তাহাদের মনঃপ্রকাশ হয় সেই স্থানে তাহারদেরই পুরী নির্ম্মাণ করিয়া দেন এবং ভরণ পোষণ উপযুক্ত ভূমি মহত্রাণ দিয়া গৌরবে তাহারদের স্থিতি করিয়া দেন এই মতে অনেক২ বঙ্গজ কায়স্ত পূর্ব্ব দেশ ত্যাগ করিয়া যশহরে আসিয়া সম্ভ্রান্ত হইলেন।

ব্রাহ্মণ শ্রেণী ও আর২ কায়স্তগণও আনয়ন করিলেন ঢাকা অবধি হালিসহর পর্য্যন্ত এই২ সমস্ত স্থানে২ ব্রাহ্মণ কায়স্ত বৈদ্য নানা উত্তম বর্ণের বসতি হইল মহারাজা বিক্রমাদিত্য সমাজপতি যশহর মহা সমাজ হইল এ মত সমাজ আর বাঙ্গালায় কখন ছিল না এ সমস্ত লোকের প্রধান২ বিজ্ঞগণ সমস্তই রাজসভায় সভায় রূপে থাকিতেন কেহ২ বা আপন বাটীতে থাকিতেন।—

মহারাজা এই২ সমস্ত গ্রামে২ চৌবাড়ী ও পাঠসালা ও মকতবখানা ও আর২ বিদ্যা অভ্যাসের স্থান নির্ম্মাণ করিয়া ও উপযুক্ত পাত্র অধ্যাপক ও আর২ লোকের-দিগকে নিযুক্ত করিয়া দিলেন এ সব লোকেরদের বালকেরদের বিদ্যা অভ্যাসের কারণ এই মতে সমস্ত মূর্খ লোক বিদ্যান্ত হইলেক সর্ব্বাধ্যক্ষ রাজা বিক্রমাদিত্য এ সমস্ত লোকেরদিগকে আপনার মত রাজভোগে পরিতোষ করিয়া পরম সুখে প্রতিপালন করেন ইহারদের পরিজন লোকের ভরণ পোষণার্থের খরচ পত্র মাস২ তত্ত্ব তল্লাস করিয়া দেন যে কোন ক্রমে কেহ দুঃখ না পায়।—

নিজাধিকারের মধ্যে পরগনা পরগনায় রম্য স্থানে দেবালয়ের স্থাপনা করিয়া অতীত অভ্যাগত লোকেরদেরও উত্তরণের স্থান ও তাহারদের সিদা দেওনের ভাণ্ডারা ও কাঙ্গালি লোককে মাস২ খয়রাত দেওনের উপযুক্ত অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন ইচ্ছা যে কোন ক্রমে কাঙ্গালি লোক দুঃখ না পায় এই মত রাজ্য করিতেছেন।—

মহারাজার সন্তান কিছুই হয় না ইহাতে সকলেই ক্ষোভিত নানা প্রকার দৈব ক্রিয়া করেন পরে পুত্র কাম্য যজ্ঞ করিলে মহারাজার সন্তান হওনের উপক্রম হইল মহারাণীর অন্তরাপত্য ইহাতে সকলেরি মন প্রফুল্ল। কএক মাস গত হইলে মহারাণীর প্রসব সময় জ্যোতিসিক লোকের ঘড়ি দ্বারায় সময় নিরক্ষণে রহিলেন। বালক ভূমিষ্ঠ হওনের সময় নিরক্ষণে ছিলেন এ কালে রাজকুমার ভূমিষ্ঠ হইলেন অতি সুন্দর বালক ইহাতেই সকলেই আনন্দিত ও উল্লাষ বাদ্য নৌবৎখানায় ঘণ্টাঘরে ঘণ্টা আর২ জন্ত্রীরা আপনারদের জন্ত্রেতে দিবা রাত্রি বাদ্যোদ্দম করিতেছে এবং কাঙ্গাল দুঃখি লোকেরদিগকে পরিতোষক্রমে খাদ্য সামিগ্রি তৈল তাম্বুল বস্ত্র পরিচ্ছদ দিতেছেন এবং পরগনা পরগনায়ও এই মত খয়রাত এক মাস পর্য্যন্ত। রাজপুরে ও পরগনা পরগনায় এই মত২ উল্লাস আর২ রাজকার্য্য প্রভৃতি সমস্ত বন্ধ কেবল খাও লও দেও এই মাত্র শব্দ চতুর্দ্দিগে মহারাজার কুমার হইল। ইহাতে অপারণ সাধারণ দরোবস্ত লোকেরি আনন্দ।—

পরে জ্যোতিষিক জ্যোতিষের বহুবিধ গ্রন্থ লইয়া সভাস্থ হইলে লগ্ন নিরূপণ করিয়া কুমার বাহাদুরের কোষ্ঠী স্থির করিলেন। তাহার ফলশ্রুতি এই হইল। সর্ব্ব বিষয়তেই উত্তম কিন্তু পিতৃদ্রোহী। মহারাজা ইহাতে হরিষ বিষাদ হইলেন কুমারের প্রতিপালন যথেষ্ট যত্নেতে করিলেন সময়ক্রমে মহা ঘটা করিয়া অন্ন-প্রাশন করিলেন নাম রাখিলেন রাজা প্রতাপাদিত্য পর২ কুমারের বৃদ্ধি হইতে লাগিল চন্দ্রকলার ন্যায় অতিশয় রূপবান কুমার রাজা বসন্তরায়ের অতি প্রীত কুমারের প্রতি। কতক কাল পরে কুমারের পঞ্চম বর্ষ বয়ক্রমে বিদ্যা অভ্যাস করণের আরম্ভ হইল দশ বারো বৎসরের সময় সর্ব্ব বিদ্যাতেই বিশারদ লেখা পড়া বিদ্যাতে প্রকৃত পণ্ডিত আরবি পারসি নাগরি বাঙ্গলা সংস্কৃত ইত্যাদি যাবৎ বিদ্যাতেই তৎপর।—

মহা রূপবান সর্ব্বগুণেতেই তৎপর বলবান সদানন্দ সচ্চরিত্র সদাচারী পণ্ডিত সৎকবি তুম্বুর গায়ক বাদ্যক্রিয়াতে তালজ্ঞ সুভাষী সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় অস্ত্রবিদ্যাতেও তৎপর বাহুযুদ্ধে মহামল্ল তিরান্দাজী ও বরকন্দাজী ও তলোয়ার বাজী গুলপি ও নেজা ও বর্শি এ সর্ব্বতেই অতি পারক যোগক্রিয়াতে মহা যোগী মহা তপী মহা যপী একাসনে নব রাত্রি আসন করিত বহু প্রকারে সাধন ভজন করিত। পূর্ণ

তপস্বী। ইষ্ট দেবতা সদয় ও সুপ্রসন্ন। কালী কন্যা ভাবে তাহার গৃহে অবস্থিতি করিলেন পুনর্ব্বার বিদসার সময় তাহারি বৈলক্ষণ হইল দক্ষিণ বাহিনী পশ্চিম বাহিনী হইলেন এই মত প্রকাশমান গর্প তাহার ঠেকানা অদ্যাপিও আছে দক্ষিণ দিগে উঠানের বেদী প্রস্তুত আছে। রাজার সময়েতে রাজা সর্ব্ব মত প্রকারেই এ প্রদেশের শ্রেষ্ঠ ছিল।—

পরে তাহার বিবাহ দিলেন। যখন বারো তের বৎসর বয়ক্রম তখন প্রতাপাদিত্য সমূহ প্রতাপান্বিত ইহার বল পরাক্রম দেখিয়া মহারাজার শঙ্কা হইল মনে বিচার করিলেন আমার ঘরে এ মহা অসুর জন্মিল ইহা হইতে আমাদের সর্ব্বনাশ হবেক ইহার আর সন্দেহ নাই। কি উপায় করিব। এই ভাবনা করিতেছেন।

দৈবক্রমে দেখ এক দিবস মহারাজা স্নান করিয়া সিংহাসনের উপর গাত্র মোচন করিতেছিলেন। একটা চিল্ল পক্ষি তিরেতে বিদ্ধিত হইয়া শূন্য হইতে মহারাজার সন্মুখে পড়িল অকস্মাৎ ইহাতে রাজা প্রথমত তটস্থ হইয়া চমকিৎ ছিলেন পশ্চাৎ জানিলেন তিরে বিদ্ধিত চিল্ল পক্ষি। লোকেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ চিল্লকে কেটা তির মারিয়াছে। তাহারা তত্ত্ব করিয়া কহিল মহারাজা কুমার বাহাদুর তির মারিয়াছেন এ চিল্লকে। তাহাকে সেই স্থানে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন পুত্র তুমি এ চিল্লকে তির মারিলা স্বৈকার করিলে রাজা বসন্তরায়কেও ঐখানে ডাকাইয়া সে চিল্ল দেখাইলেন এবং কহিলেন তোমার ভ্রাতম্পুত্র ইহা মারিয়াছেন। শ্রবণ করিয়া রাজা বসন্তরায় কুমার বাহাদুরের মুখ চুম্বন করিয়া পরমাদরে সন্মান করিলেন তাহাকে এবং ব্যাখ্যা করিয়া মহারাজার নিকট নিবেদন করিলেন মহারাজা কুমার বাহাদুর সর্ব্ব বিদ্যাতেই নিপুণ ইহার তুল্য গুণজ্ঞ বালক আমি দেখি নাই। এ আশ্চর্য্য ক্ষমতাপন্ন ইহার অনেক দৈবশক্তি দেবতা ইহাদে প্রসন্ন। এই২ মতে প্রশংসা করিতে ছিলেন।—

কিঞ্চিত পরে মহারাজা বালক আপন স্থানে বিদায় করিয়া দিলে ভ্রাতা বসন্তরায়কে সাতে করিয়া পূজার অট্টালিকায় নিভৃতি স্থানে গতি করিলেন এবং কহিলেন তাহাকে এই যে আমার বালক ইহাকে তুমি কি জ্ঞান করহ। তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন মহারাজা ইহার লক্ষণা পেক্ষণে বুঝা যায় এ অতি উন্নত হবেক দৈব ভাগ্য ইহার অধিক জানা যায়। এ একটা অতি বড় মানুষ হবেক। মহারাজা কহিলেন সে প্রমাণ হইতে পারে। আমিও বুঝিতে পারি তাহা ভাবিয়া ইহাকে ছোট জ্ঞান করিবা না। এ আমার বংশে মহা অসুর অবতার হইয়াছে ইহার

কোষ্ঠীতে বলে এ পিতৃদ্রোহী হবেক। তাহা আমাকে কি মারিবেন। আমার প্রায় আখের হইয়া আইল কিন্তু আমার নাম ইহা হইতে লোপ হবেক তোমার সংহারকর্ত্তা এ হবেক ইহার আর সন্দেহ করিও না অতএব আমি বলি এখন সাবধান হও ইহাকে মারিয়া ফেলিলে সকলের আপদ যায় এ কথা অল্প জ্ঞান করিবা না এই মত কর নতুবা ইহার ক্রিয়াতে পশ্চাৎ যথেষ্ট নিরামোদ হইবে।—

রাজা বসন্তরায় ইহা শ্রবণ করিয়া শোকেতে তাপিত হইয়া দুই চক্ষু আরক্তিমাতে রুদ্যমান হইয়া পুটাঞ্জলি রূপেতে নিবেদন করিতেছেন মহারাজা এ কি আজ্ঞা করেন মহাশয়ের কুমার তাহাতে অতিশয় বিচক্ষণ বালক ইহাকে নষ্ট করা কোন মতেই হইতে পারে না এবং এ আমার বড়ই প্রীয়োত্তম ভ্রাতষ্পুত্র ইহার কোন বিঘটিত হইলে আমার জীবন সংশয়। রাজা বসন্তরায়ের এই২ মত কাতর্য্যতা উক্তিতে মহারাজাও রোদন করিতে প্রবর্ত্ত দুই ভ্রাতাই রোদন করিতে লাগিলেন।

কিঞ্চিৎ পরে মহারাজা কহিলেন শুন আমি কিছু এ বালকের জন্য ক্ষিদ্যমান নহি জানিলাম তোমার অন্তক নিতান্ত এই হবেক তোমায় অন্তক কুলের কলঙ্ক ইহার স্নেহেতে তুমি ডুবিলা কিন্তু এ হবে দুর্য্যোধনের মত। কালক্রমে এ সমস্ত বিদিত হবেক ইহাই ভাবিয়া আমি কাঁদি। রাজা বসন্তরায় স্নেহক্রমে মহারাজার কথার গৌরব করিলেন না মহারাজা অদৃষ্ট মানিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করিলেন। ইহাতে রাজা বসন্তরায় হর্ষচিত হইলেন।

তৎপরে কএক বৎসর এই মতে গত হইয়াছে আর এক দিবস মহারাজা রাজা বসন্তরায়ের নিভৃতে বৈঠক করিয়া মন্ত্রণা স্থির করিলেন। কহিলেন বসন্ত আমি যাহা কহি তাহা শুন এবং মনে অবহেলা করিও না। তোমার প্রীয়োত্তম ভ্রাতষ্পুত্র এখন প্রায় যুবা হইল। দেখিতে পাই তোমার সহিত কার্য্য কর্ম্মের দ্বারায় কথাবার্ত্তাটা হয় অতএব এ আমার সমস্ত সে বাক্য প্রত্যক্ষ হওনের মূল। এখন কি হবেক। যাহা হবার তা হইয়াছে। উহাকে নষ্ট করিতে আর পারহ না। এবং উচিতও নহে কিন্তু এখানে থাকিলে অতি ত্বরায় প্রত্যক্ষ হয় অতএব কহি শুন আপনারদের সদর তাহুত দিল্লিতে উকিলে না কায কাম করে কুমার বাহাদুর ক্ষমতাপন্ন রাজকার্য্যে তৎপর এবং বিষয়তে খুবি অভিনিবেশ অতএব ইহাকে দরবার করণের ছলে দিল্লিতে পাঠাও তবে দূরে থাকিবেক ইহাতে যদি কিছু কাল তোমার হিংসা না করে নতুবা তোমার শেষ দসা জানিও অতি সান্নিধ্য।—

রাজা বসন্তরায় ভ্রাতষ্পুত্র কুমার বাহাদুরের বিচ্ছেদ অন্তঃকরণবর্ত্তি করিয়া কাতর হইলেন কিন্তু স্বৈকারও করিলেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজার আজ্ঞা। দুই ভ্রাতা

একতাতে কুমার বাহাদুরকে আনাইয়া মহারাজা আজ্ঞা করিলেন শুন আমাদের সদর তাহুত উকিলেরা কায করিতেছে কিন্তু আমার চিত্ত সদাসর্ব্বদা ওসোয়সমান থাকে চিত্তের উদ্বেগ মিটে না। এখন আমাদের মত খরচ পত্রের সচ্ছন্দ মত নহে উকিলেরা খরচ পত্রের বাহুল্য করে। আপনারা জনেক হেন্দোস্থানে থাকিলে হেম্মতও হয় এবং খরচ পত্রের এতেক বাহুল্য হয় না অতএব সেখানে জনেকের যাওনের আবশ্যক। তাহাতে ছোট ভ্রাতা বিদেশে গেলে এখানকার কার্য্য তোমা দিয়া নির্ব্বাহ হয় না অত দূরে তাহার বিদেশ যাত্রা কোন ক্রমে সম্ভবে না। তুমি এখানে থাকিলে ভাল কিন্তু না থাকিলেও রাজকার্য্যের আটকও হয় না এবং শুনা যাইতেছে সেখানে আপনাদের অনেক শত্রুপক্ষ লোকেরা বিপক্ষতা করণের উদ্দত্ত। এ সময় আপনারা জনেক তথায় না থাকিলে উপদ্রব হবার আটক হবেক না এবং সেখানেও এক জন ক্ষমতাপন্ন লোক চাহি আর কাহা দিয়া আমার বিশ্বাস হয় না। অতএব তুমি শুভক্ষণে দিল্লিতে যাত্রা করহ আর ব্যাজ অনুচিত।—

রাজা প্রতাপাদিত্য আপনি বড় সাহসী লোক পিতৃ আজ্ঞা স্বৈকার করিল কিন্তু মনে২ বুঝিল রাজা বসন্তরায় চাতুর্য্য করিয়া তাহাকে বিদেশে পাঠান ইহাতে প্রকাশ কিছু করিল এমন নহে কিন্তু সর্পবৎ হইয়া থাকিল। রাজা বসন্তরায় থাকিয়া জ্যৌতিষিকেরদের সহিত বিবেচনাপূর্ব্বক শুভলগ্ন ক্রমে দিন নিরূপণ করিয়া কুমার বাহাদুরকে যাত্রা করাইয়া দিল্লীতে প্রস্থান করাইলেন নৌকাযোগে গতি হইল একজাই বিংশতি নৌকা হামরা গেল এবং এক শত লোক ও রাজা বসন্তরায়ও শোকিত অন্তঃকরণে পদ্মার মোহনা পর্য্যন্ত আগ বাড়াইয়া থুইলেন পরে বিমর্শে বসন্তরায় পুনর্ব্বার বাহুড়িলেন।

তৎপরে প্রতাপাদিত্য যাইয়া চতুর্থ মাসে দিল্লিতে পৌছিলে উকিলেরা পূর্ব্বে সমাচার পাইয়া দিব্য এক অট্টালিকা মেরামত করিয়া রাখিয়াছিল তাহাতে বাসা হইল কএক দিন পরে বিস্তর২ তহফা আদি দিয়া বাদসাহের হজুরে দরপেস হইলেন।—

এই মতে কথক দিন থাকিতে২ দেখ দৈবে কি ঘটনা করে প্রতাপাদিত্যের মনে উপস্থিত হইল যে রাজা বসন্তরায় শাত্রবতা করিয়া তাহাকে বিদেশে পাঠাইয়াছেন ইহাতেই সদা সর্ব্বদা উম্মান্বিত ঠাওরায় কহার প্রত্যবহার করিতে পারি তবেই সে আমার মনের দুঃখ দূর হবেক তাহারি আলোড়নে অনেক্ষণ থাকেন কিন্তু সাঙ্গত্য কিছু পায়েন না এ প্রযুক্ত স্থকিত নতুবা স্বসাধ্য ক্রটি ছিল না বাদসাহের দরবার যাতায়াত করেন আর২ আমির লোক ও মনছবদার ও রাজোড়া লোক

অনেকের সহিত পরিচয় হইয়াছে কিন্তু বাদসাহের নিকট অমন পরিচিত নহেন শব্দ পরিচা মাত্র।—

ইতিমধ্যে এক দিবস পূর্ব্বাহ্ণে এক চবুতারায় আমির ও রাজা ও কবিগণ ও পণ্ডিত ইত্যাদি সমস্ত ওমরা লোকের বৈঠক হইয়াছে এবং আর২ জমিদার ও উকিল লোকেরা আপন২ উপযুক্ত স্থানে আছে এই সময় বাদসাহের আগমন সেই স্থানে হইল একব্বর বাদসাহ অতি রসিক লোক সে সভায় আসিবা মাত্রেই এক সমস্যা কবিরদিগকে জিজ্ঞাসা করিল এই সমস্যা শেত ভুজাঙ্গনী জাত চলিহেঁ। এ কি কবি লোকেরা সকলে বিব্রত হইলেন সমস্যা পূরিতে কেহ পারিতেছেন না ইহাতেই সকলে ব্যস্তিত এবং বাদসাহ বার২ তাকিদ করিতেছেন তথাচ কেহ সমস্যা পূরিতে পারিতেছেন না। —

ইহাতেই লজ্জিত রাজা প্রতাপাদিত্য অতি বিদ্বান সৎকবি এ কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রগামি হইয়া নিরূপিত স্থানে যাইয়া কায়দা মত শেলাম করিয়া ভণ্ডাইলে বাদসাহকে নিবেদন করিলেন যাহাঁপনার হুকুম হইলে এ গোলাম দিয়া এ সমস্যা পূরণ হইতে পারে। বাদসাহ দৃষ্টিপাত করিয়া ইসারাক্রমে অনুমতি দিলেন। রাজা প্রতাপাদিত্য আদব বাজাইয়া নিবেদন করিলেন দৈবক্রমে তাহার সমস্যা পূরণ তন্মত হইল। সে এই সাহ একব্বর।—

শোবর কামিনী নীর নাহারতি।
রিত ভালিহেঁ।
চিরমচরকে গচপর বাবিকে।
ধারেছু চল্ল চলিহেঁ।
রায় বেচারি আপন মনমে।
উপমা ও চারিহেঁ।
কেছঙ্গ মরোরতি সেত ভুজাঙ্গনী।
জাত চলিহেঁ।—

এই সমস্যা পূরণ তন্মতে হইল।—

ইহাতে বাদসাহ উহাকে সন্তুষ্ট হইয়া ওজিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ কেটা। পরে ওজির প্রতাপাদিত্যের দিগে দৃষ্টিপাত করিলে প্রতাপাদিত্য ফের আদব বাজাইয়া নিবেদন করিলেন যাহাঁপনা গোলামের নাম প্রতাপাদিত্য বঙ্গদেশের যশহর চাকলা ওগএরহের জমিদার বিক্রমাদিত্যের তরফ লোক। এ সমস্ত ওজির পুনরায় নিবেদন করিলেন বাদসাহের সন্মুখে। ইহাতে বাদসাহের অনুমতিতে ওজির উহাকে খেলাত দিয়া সম্ভ্রান্ত করিলেন।—

সেই দিবস অবধি রাজা হুজুর পরিচিত হইলেন এই মতে কতক দিন গত হয় প্রতাপাদিত্য ঠাওরাইলেন কোনক্রমে এ রাজ্য আপন নামে লেখাইয়া পঞ্জা সমেত ফরমান লইয়া দেশে যাইতে পারিলে আমার কৃতত্ব তবে আমার নাম প্রদত্ত হয় আমারদের দেশের উপর অতএব ইহা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য ।—

মনে২ এই রচনা করিয়া সরদার উকিল যে ওখানে অনেক দিবসাবধি ছিল তাহাকে বাটীতে বিদায় করিলেন এবং খাজানার কারণ দেশে পুনঃ২ তাকিদ লেখেন তথাচ সদরে এক কবর্দ্দক দাখিলও করেন না টালমটালেতেই কাটান বাদসাহের হজুর যাতায়াত করেন এ প্রযুক্ত সকলে উহাকে সম্ভ্রম করে এবং হজুরতক এ বিষয় এত্তলা করে না ।—

এই মতে দুই তিন বৎসর গত হইল তথাচ রাজা খাজানা কিছুই সদর দাখিল করেন না মফসল হইতে উহার তাকিদ প্রযুক্ত অধিক আমদানি হয় কিন্তু উনি সমস্ত আপন তহবিলে রাখেন দাখিল এক কবর্দ্দকও করেন না ? তিন বৎসর গত হইল ইহাতে এ সমস্ত বিবরণ বাদসাহতক দরপেস হইলে ইহার উপর তাকিদ ক্রমে ইনি দরখাস্ত করিলেন যাহাঁপনা মফসলে রাজা বসন্তরায় কর্ত্তা সে নষ্টতা করিয়া কর পাঠায় না আমি লাচার কি করিব হাজির আছি আমাকে খুন করিলেই বা আমা দিয়া ইহার আঞ্জাম কি মতে হইতে পারে । জমিদার নষ্ট প্রকৃতি ইহাতে ওজিরের উপর হুকুম, হইল বাঙ্গালায় এক মনছবদার যাইয়া যশহর ওগএরহ হইতে রাজা বিক্রমাদিত্যকে দূর করিয়া অন্য কাহাকে তাহাতে পদার্পণ করিতে ।—

এ খবরে ফের রাজা প্রতাপাদিত্য দরখাস্ত করিলেন যদিত এ গোলামের উপর রাজ্যের ভার হয় তাহার ফরমান প্রাপ্ত এ গোলাম এখানে হয় তবে এ তিন বৎসরে যে বক্রিকর তাহা এ গোলাম হইতে সরবরা হইতে পারে হুকুম হইলে কব্জদাম করিয়া গোলাম এ টাকা খালিসা দাখিল করে ।—

ইহাতে বাদসাহের মনস্থ হইল চাকলে যশহর ওগএরহের রাজত্বর বহাঁলি ফরমান রাজা প্রতাপাদিত্যের নামে হইল রাজা প্রতাপাদিত্য ঐ আমানত টাকা সেই দিবস খালিসা দাখিল করিলে তিন বৎসরের করের মধ্যে পাঁচ লক্ষ টাকা উহাকে রেয়ায়ত হইল এবং নানাবিধ খেলাত রাজ্যের ও নবাবের মনছবদারির ইহাতে রাজা অতি দন্তয়মান হইয়া ওজির ইত্যাদি সমস্তকেই শওগাত দিয়া হর্ষমনে বান নেসান ডঙ্কা সমস্ত মনছবদারের সরঞ্জাম প্রাপ্ত হইয়া বাইশ হাজার ফৌজ সমেত ডঙ্কা দিতে২ উকিল নিযুক্ত করিয়া হেন্দোস্থান হইতে বাহির হইলেন ।—

ক্রমে২ তিন চারি মাসে আসিয়া যশহর পৌঁছিলেই এক কালিন

বন্দুকের দেহড় ও মারিয়া ডঙ্কা দিয়া দপ্তর ও মালখানা সমস্ত বন্ধ করিলেক নগরে ডঙ্কা দিল রাজা প্রতাপাদিত্য রাজা হইয়া আসিয়াছেন রাজবাটীর বাহির ভাগেই রহিলেন বাটীর মধ্যে আইসেন না পিতা মাতা খুল্লতাত ও আর২ বান্ধবগণের সহিত মিলন করেন না ইহাতে মহারাজা বিক্রমাদিত্য আপনি বাহিরে আসিয়া রাজা বসন্তরায় ও আর২ মন্ত্রী লোকেরদিগকে সাতে করিয়া প্রতাপাদিত্যের সান্নিধ্য আইলে রাজা প্রতাপাদিত্য আপনি উত্থান করিয়া ও পিতা ও খুল্লতাতের পদে নত হইয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিল ইহারাও তাহার শিরে চুম্বন করিয়া ক্রোড়ে করিলেন পরে সমস্তই একাসনে বসিয়া আলাপ বিলাপ করিতেছেন।

পরে রাজা বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় ও প্রতাপাদিত্য তিন জন এক নিভৃত স্থানে যাইয়া বসিলে রাজা বিক্রমাদিত্য জিজ্ঞাসা করিলেন পুত্র কি সমাচার আসিবা মাত্রেই কিমার্থে এমত২ আচরণ করিলা। আমরা তোমাকে বিদেশে পাঠাইয়া কেবল ছায়ার ন্যায় রহিয়াছি তোমার আইসনে বন্দুকের দেহড় শ্রবণ মাত্রেই শরীর পুলকিত হইয়াছিল পরে তোমার এমত২ আচরণে আমাদের ক্ষোভের আর পরিসীমা ছিল না এখন তোমার মুখ দেখিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম। তোমার খুল্লতাত তোমার গমনাবধি ইহার দুঃখের সীমাহ নাই। ইনি সদাই নিরানন্দ কোন কার্য্যে আমদ নাই ইহার পূর্ব মত আহার নিদ্রা নাই তোমার বিচ্ছেদে ইনি অতিশয় ক্ষিদ্যমান। আমি তোমাকে যত্ন পূর্বক পাঠাইয়াছিলাম ইহাতে ইনি হরিষ মনে আমার সহিত আলাপ করেন না এই পর্য্যন্ত শোকিত। অতএব পুত্র তোমার বিবরণ অবগত কর আমাকে তবে আমার প্রাণ স্থির হয় নতুবা আমি যথেষ্ট উৎকণ্ঠিত।—

প্রতাপাদিত্য পূর্বে রাগত হইয়া এমত২ করিয়াছেন এখন রাগের বিচ্ছেদ হইয়া প্রেমের উদয় হইয়াছে ইহাতে বিস্তারিত কুণ্ঠ হইয়া লজ্জা প্রযুক্ত প্রত্যুত্তর করিতে না পারিয়া এক কালিন কাঁদিতে২ পিতা ও খুল্লতাতের চরণে পড়িয়া বলিতেছেন পিতা আমি নির্লজ্জ দুর্জ্জনতা করিয়াছি এখন কি মতে তাহা নিবেদন করিব। ইহাতে মহারাজা ও রাজা বসন্তরায় প্রতাপাদিত্যকে ক্রোড়ে করিয়া অঙ্গে হাত বুলাইতেছেন ও বলিতেছেন পুত্র লজ্জা নাই ভয় করিও না যাহা তুমি করিয়া আসিয়াছ সেই আমাদের সৎক্রিয়া তাহা আমরা দুর্জ্জনতা গণনা করিব না। এই মতে শান্তনা করিলে সে কিছু প্রত্যুত্তর না করিলে বাদসাহী ফরমান পঞ্জা সমেত মহারাজা বিক্রমাদিত্যের সম্মুখে দিলেন।—

রাজা বসন্তরায় তাহা পাঠ করিয়া বালকের শির চুম্বন করিয়া বলিলেন কিমর্থ তুমি লজ্জিত এ একটা লজ্জাকর ক্রিয়া কর নাই রাজলক্ষ্মী সর্ব কাল

এক জনের থাকে না দেখ মান্ধাতা সগর দিল্লিপ ভরত ভগীরথ ইহারা সকলে পৃথিবীপতি। এখন কে কোথায় রহিলেন আমরা কোন কিটস্য কিট ক্ষুদ্র বস্তু। তত্রাপি আমাদের অদ্যাপি সে মত হয় নাই। আমারদের পুত্র রাজা হইল আমরা হইলাম পিতা ও খুড়া এ আমাদের অতি ভাগ্য ইহাতে আমারদের ক্ষোভ নাই তুমি আইসহ এই কহিয়া দুই ভ্রাতা তাহার দুই কর ধারণ করিয়া পুরীর মধ্যে গতি করাইলেন।—

এই মতে কতক দিন যায় রাজকর্মে সমস্তই রাজা বসন্তরায় পূর্ব মত করেন মহারাজা অন্তঃকরণে বিচার করিয়া দেখিলেন পুত্র অতি দুর্জ্জন কনিষ্ঠ ভ্রাতা তদনুরূপ শিষ্ট এবং তাহার সন্তানেরাও আছে। আমার আর ব্যাপক কালের বিষয় নহে অতএব যদিত আমি থাকিয়া এ রাজ্যের একটা বিলি বন্ধান না করিয়া দেই তবে আমার পরে ইহাদের মধ্যে আত্ম কলহ যথেষ্ট হবেক অতএব আমি থাকিয়া ইহারদের অংশের নিষ্পত্তি করিয়া দিব।

এমতে এক দিবস রাজা প্রতাপাদিত্যকে ডাকিয়া কহিলেন পুত্র আমার শেষ দসা অতএব আমার পরে তোমার খুল্লতাত কর্ত্তা। এখন যে মত আমি তাহারও ছাল্যাপিল্যাগুলিন আছে তাহাদের প্রতিপালনও তোমার আবশ্যক অতএব আমি জিজ্ঞাসা করি তোমাকে আমাদের পরে তুমি কি তাহারদিগকে প্রতিপালন করিতে পারিবা যে মত আমি করিতেছি তোমার খুড়ারদিগে।—

তাহাতে প্রতাপাদিত্য নিবেদন করিল মহারাজ আপনে থাকিয়া ইহার একটা বন্ধান করিয়া রাখুন নতুবা পশ্চাৎ কাল বেতণ্টা হওনের আটক হবেক না অতএব এখন নিষ্পত্তি করিলে ভাল ইহাতে মহারাজা রাজা বসন্তরায়কে নিকটে ডাকাইয়া বিষয়জ্ঞ করিয়া দশানি ছয় আনি ভাগের নিরাকরণ কাগজ পত্র দোরস্ত করিয়া দস্তাখতি২ করাইয়া আপন জিম্মা রাখিলেন।—

এই মতে কতক কাল গত হইল সকলেরেই সন্তান বৃদ্ধি হইল ইহাতে তাহারা বৃহৎ গোষ্ঠী হইলেন। রাজা প্রতাপাদিত্য বিচার করিয়া পিতার স্থানে নিবেদন করিলেন পিতা আমার ইচ্ছা আমি আর এক খান স্বতন্তর পুরী নির্ম্মাণ করি নতুবা এ স্থানে কিঞ্চিত কাল পরে স্থানাভাব হবেক অতএব আমি ইহার একটা বন্ধান করিতে চাহি অনুমতি হইলে প্রবর্ত্ত হইব। মহারাজা বলিলেন এ সৎপরামর্শ। রাজা বসন্তরায়কে ডাকিয়া কহিলেন প্রতাপাদিত্য আর এক খান পুরী করিবেন তাহাতে তোমাতে স্থান নিরূপণ কর তাহাই করিলেন যশহর পুরীর দক্ষিণ পশ্চিম ভাগে এক স্থান তাহার নাম ধুমঘাট। সেই স্থানেই প্রতাপাদিত্যের পশন্দ হইল। অতঃপর সেই বাটীর নকশা অনুক্রমে গড় সমেত তৈয়ার করাইলেন গড় ও বাটী ও সহর বাজার চারি পাঁচ

বৎসরে যাইয়া তৈয়ার হইল। তাহার আনুপূর্ব্বক বিবরণ লিখা যাইতেছে।—

যশহর পুরীর বর্ণনা। চারি দিগে গড় তাহার দীর্ঘ প্রস্থ এক২ দিগে পাঁচ২ ক্রোশ আয়তন গড় প্রসস্তে একশত হাত বিংশতি হাত ভিতর গড়ের উপর মৃত্তিকার পোস্তা ত্রিংশতি হাত উচ্চ গোড়ায় ষাইট হাত মাথায় দশ হাত এ কেবল মাটিয়া পোস্তা। পোস্তার বাহির ভাগে গড় তাহার দুই পার্শ্ব এবং মধ্য স্থল সামুদাইক রেকতায় গ্রন্থিত। গড়ের মধ্যভাগে কোর হইয়া মাটিয়া পোস্তা লাগিয়া দশ হস্ত পরিসর দেয়াল গাঁথন মাটিয়া পোস্তার মস্তক পর্য্যন্ত এবং পোস্তার ভিতর পার্শ্বেও সেই মত পাঁচ হাত প্রসস্ত প্রস্তরের দেয়াল। দুই পার্শ্বের দেয়ালের মাথায় দুই খিলান তৎপরে সেই খিলানের উপরে আর পাঁচ হাত দেয়াল উচ্চই হইয়া সেই স্থানে-মুরচাবন্দি দশ২ ব্যামান্তরে এক২ তোব রাখিবার স্থল এবং আয়োজন সমেত তোব সেই স্থানে নিয়োজিত ও তোবচিন এক২ তোবের সাতে দুই২ ব্যক্তি এবং তাহাদের রহিবার স্থান তথা হইল।—

এই মত তোব গড়ের চারদিগে ও চারি দিগে চারি দ্বার তাহার উপরে নৌবৎখানা। জন্ত্রী নানান প্রকার জন্ত্র সমেত সে স্থানে আছে দণ্ডে২ প্রহরে২ সায়হ্নে ও প্রভাতে তাহারদের নিয়মানুষায়ি সময়েতে বাদ্যধ্বনি করিতেছে। তাহার উপরি ভাগে ঘড়িঘর তাহাতে তরো বতরো ঘড়ি ঘড়িয়ালেরা দণ্ডে২ তাহারদের কাংস্য ঝাঁজের উপরে মুদ্গর ক্ষেপণ করিতেছে। তদুপরি মন্দিরের আকার চূড়া তাহার নাম ঘণ্টাঘর তাহাতে বৃহৎ সত নাদীয় ঘণ্টা কলে বান্ধা হইয়া দোলায়মান সময়ক্রমে ঘণ্টা বাদক কল ফিরাইলেই আপনা হতে ঘণ্টা ঠনাঠন শব্দ করে।—

চারি দ্বারে গড়ের উপরে লৌহ নির্ম্মিত কলের পুল কল সহযুক্তে প্রস্তুত হইয়া আছে দ্বারপালেরা সে পুল ক্ষেপণ করিলে গড়ের উপর বন্ধিমত লোকেদের গতায়াতে পথ হয় সময়ক্রমে কল আকর্ষণ করিলে পুল উঠিয়া দ্বার বন্ধ করে। এই২ মত সর্ব্ব দ্বারে সকলেই আপন কার্য্যে নিযুক্ত।—

গড়ের পোস্তার নিচে প্রথম দিব্য বাগান এক পোয়া পথ প্রসস্ত চারি দিগে সমান নানা প্রকার মেওয়া গাছ ও পুষ্প কানন ও মধ্যে অপূর্ব্ব কেয়ারি ও রহিবার রম্য স্থল। পরে সৈন্যর স্থল চারি দিগেই সমান আয়াতন। অৎপরে চারি দিগে সহর বাজার গোলা ও গঞ্জ বহুমতে খরিদ ফ্রোক্ত হইতেছে দেশ দেশের মহাজন লোক গতায়াত করিয়া খরিদ ফ্রোক্ত করে। এই মত সহর বাজার চারি দিগে অর্দ্ধ ক্রোশ প্রসস্ত। পরে দ্বিতীয় গড় তাহার সমস্তই এই মত। পরে তৃতীয় ও চতুর্থ ও পঞ্চম গড় সমস্তই একি সরঞ্জাম।—

পশ্চমীয় গড়ের মধ্যে অপূর্ব্ব শোভাকর পুরী আয়াতন সর্ব্ব সমেত দেড় ক্লোশ দীর্ঘ ও প্রসন্তেও সেই মত। রাজার পুরের শোভা অতি মনোহর আখ্যান ভব হেন্দোস্থানে এ মত পুর কখন কেহ করিতে পারেন না।—

তাহার প্রথমত চতুর্দ্দিগে নগর বেষ্টিত এক পরিপাটির রাস্তা সে রাস্তা পার হইয়া গেলে দিব্য সহর হাট বাজার গোলা গঞ্জ তাহার স্থানে২ ভিন্ন২ সামিগ্রি সকল বিক্রয় হইতেছে লোকেরা দালানের মধ্যেতে বসিয়া ক্রয় বিক্রয় করে নানাবিধ সামিগ্রি তাহার স্থানে স্থানে পরিপূর্ণ চারি দিগেতেই এই মত নগর। পৃথক২ পটি তাহা অতি শোভাকর। তাহার এক২ পটিতে কেবল এক২ দ্রব্য পরিপূর্ণ কয়াল লোকেরা ডালা পসরা ধরিয়া জিনিস পত্র ওজন করিতেছে তাহার এক ভিতেতে পসারির দোকান সহস্রাবধি।—

কোন দিগে চালু ধান বহুবিধ ভূষি বস্তু বিকিকিনি হইতেছে ডালি হারার পটি এক দিগে। কোন স্থানে নানা চিত্র বিচিত্র বস্ত্র। কোন ঠাঁই কাঁসারি হাটা। কোন এক দিগে কামার হাটা সকলেই আপন২ স্থানে বসিয়া নিজ২ জিনিস বিক্রয় করিতেছে। কোন দিগে জওহরিদের দোকান তাহাতে মুক্তা প্রবাল মনি চুনি রকমে২ বহুমূল্য প্রস্তর। কোন স্থানেতে হালইকরেরা মিষ্টান্ন পর্কান্ন বেচিতেছে। গোপগণেরা কোন দিগে দধি দুগ্ধ যাচয়মান হইয়া বেচিতেছে মাক্ষণ ও লবনি খির ও সর ছানা দোকানে২ প্রস্তুত। কোন দিগে গোয়ালিনীরা বলিতেছে আমার এ আচ্ছা দধি আসিয়া কিন ইহা। তৈল ঘৃত লবণ কোন২ স্থানে। কোন দিগেতে দোকানে মৎস্য পরিপূর্ণ। কোন২ পটিতে কেবল মুদিখানা দোকান। কোন স্থানে চিনি ও মিছ্রির কারখানা। কোন স্থানেতে নানা জাতি ফল বিক্রি হইতেছে। আর এক স্থানে চিনাদি বন্দ্রীয় দ্রব্য। কোন ভাগে সুঁড়িগণের দোকান। কোন স্থানে তামাক গাঁজা ভাঙ্গ চরস বিক্রি হইতেছে। এক দিগে শাঁখারিগণ শঙ্খ তৈয়ার করিতেছে। কোন স্থানে ছুতার লোক দোকান করিয়াছে কাষ্ঠের নানা মত সামগ্রি প্রস্তুত। কোন ভাগে পাথর কাটারদের দোকান। কোন স্থানে সুবর্ণ বণিকেরা দোকানে বসিয়াছে তাহাদের কেহ২ টাকা মোহর বদলাই করে কেহ২ কড়ি বেচে কেহ২ কেবল সোনা রুপা। সোনা ও রুপার বাসন কোন স্থানে থরে২ রাখিয়াছে। কোন স্থানে পশ্চিমীয় বজাজেরা দোকান দিয়াছে বহুবিধ জিনিস তাহাদের দোকানে সাল পামরি বনাত পট্টু ভোট কম্বল জমাট ইত্যাদি বস্তু রকমে২। শাদা থান পাটনাইয়া ঢাকাই মালদহিয়া পৃথক২ আড়ঙ্গের রেসমি বস্ত্র তরোবতরো। শত২ দোকান কোন স্থানেতে দুলিচা গালিচা সতরঞ্চি মখমল। কোনো

দিগেতে কারোয়ানেরা ঘোড়া হাতি উট খর গরু মেষ অজা ইত্যাদি পালে২ লইয়া বসিয়া আছে। এই মত শোভাকর সহর।—

তারপরে চারি দিগে চারি সরোবর নানাবিধ পুষ্প তাহাতে সুগন্ধ আমদ করে। বিলক্ষণ মিঠা জল বিস্তর২ বিহঙ্গম তাহাতে জল ক্রীড়া করে। চারি সরোবরের পার্শ্বেতে অপূর্ব্ব বাগান বিধানে২ সহস্রাবধি পুষ্প তাহায় শোভা পাইতেছে। লক্ষ২ মেওয়া বৃক্ষে পরিপূর্ণ। কত২ মালিগণ তাহার তদবির কারক শোভান্বিত ফুলওয়ারি তাহাতে ভ্রমরা ভ্রমরি ঝঙ্কার দিতেছে।—

চতুর্দ্দিগেতে কোকিলেরা সুনাদ করিয়া বুলিতেছে আর২ পক্ষিরা ডালে২ বেড়াইতেছে মউর পেকম ধরিতেছে খঞ্জনেরা নৃত্য করে সহস্রাবধি আর২ পক্ষি চারি দিগে কলধ্বনি করিতেছে। এই মত শোভাকর উদ্দ্যান। প্রথমত নগর বেষ্টিত বাট। তৎপরে সহর। তারপর সরোবর। তারপর উদ্দ্যান ক্রমে২ এ চারি স্থান। এ চারির আয়তন এক ক্রোশ। তৎপরেতে চন্দ্রপ্রভা পুরীর আরম্ভ।—

প্রথমত মল্লগণেরা ও অশ্ব ও গজ ও আর২ সওয়ারির পশুগণের রঙ্গভূমি অর্দ্ধ ক্রোশ প্রসস্তে পুরীর চারি দিগ বেষ্টিত। ইহাতে দূর্ব্বা ঘাশ জন্মাইয়াছে অর্দ্ধ হাত পুর দুর্ব্বা সমশির। শত২ মালিরা তাহার তদবির করে নিরবধি ছাপ ও সমশির রাখিতেছে। অতএব এই মত সে রঙ্গভূমি দূর্ব্বা যেন সবুজ বর্ণ মখমলের ন্যায় দেখা যায়।—

ইহা ছাড়াইলে পুরীর আরম্ভ। পূর্ব্বে সিংহদ্বার পুরীর তিন ভিতে উত্তর পশ্চিম দক্ষিণ ভাগে সারাসরি লম্বা তিন দালান তাহাতে পশুগণের রহিবার স্থল উত্তর দালানে সমস্ত দুগ্ধবতী গাভীগণ থাকে দক্ষিণ ভাগে ঘোড়া ও গাধাগণ পশ্চিমের দালানে হাতি ও উট তাহারদের সাতে আর২ অনেক২ পশুগণ।—

এক পোয়া দীর্ঘ প্রস্থ নিজ পুরী। তার চারি দিগে প্রস্তরে রচিত দেয়াল। পূবর দিগে সিংহদ্বার তাহার বাহির ভাগে পেট কাটা দরজা। শোভাকর দ্বার অতি উচ্চ আমারি সহিত হস্তি বরাবর যাইতে পারে। দ্বারের উপর এক স্থান তাহার নাম নওবৎখানা তাহাতে অনেক২ প্রকার জন্ত্রে দিবা রাত্রি সময়ানুক্রমে জন্ত্রীরা বাদ্যধ্বনি করে।—

নওবৎখানার উপরে ঘড়িঘর। সে স্থানে ঘড়িয়ালেরা তাহারদের ঘড়িতে নিরক্ষণ করিয়া থাকে দণ্ড পূর্ণ হবা মাত্রেই তারা তাহারদের ঝাঁজের উপর মুদ্গর মারিয়া জ্ঞাত করায় সকলকে।—

তদুপরি ভাগে মন্দিরের চূড়ার ন্যায় ঘণ্টাঘর নির্ম্মিত হইয়াছে অতি উচ্চ

সে ঘর বিলক্ষণ দেখায় তাহার মধ্যে সত নাদীয় ঘণ্টা বন্ধ লোকেরা তাহার সময়েতে কল ফিরাইয়া দেয় প্রতি দণ্ডে সে ঘণ্টা বাজিয়া উঠে ঘণ্টার ঠন ঠনি শব্দ গড়ের মধ্যে পাঁচ ক্রোশ পর্য্যন্ত শুনা যায়।—

ঘণ্টাঘরের চূড়ার উপরে ধ্বজ। তাহাতে উড্ডীয়মান পতাকা শোভা পাইতেছে কৃষ্ণবর্ণ পতাকা উড়িতেছে সে ধ্বজের উপরে তাহা অন্য লোকেরা দ্বারে থাকিয়া দেখিতে পায় যে মত মেঘ পবনের তেজে গতি করিতেছে। এ মত আশ্চর্য্য সিংহদ্বার গঠন করিয়াছে হেন্দোস্থানের মধ্যে এ মত স্থান কুত্রাপি দেখা যায় না।—

দ্বারে দ্বারপাল সের আলি খাঁ নামে পাঠান ভয়ঙ্কর তাহার মূর্ত্তি দুর্দ্দর্শ কায় মহা পরাক্রমে। আফিম চরস ইত্যাদি খায় সদাই ক্রোধি শত২ পাঠান তাহার পরিবার অতি দম্ভেতে সে দ্বার রক্ষা করে তাহাকে দেখিলেই বিপক্ষ লোক পলায়নপর হয়। সে দ্বারের মধ্যে প্রবেশ করিলে তাহার পর অপূর্ব সুশোভিত নগর চারি দিগেই দোপটি সহর ছেমহলা বালাখানা তাহাতে পৃথক২ স্থানে বেশ মূল্য সামিগ্রির মহাজন লোকের দোকান। বহুমত প্রকার বস্তু সেখানে বিক্রি হয়।—

যদি সে পুরে প্রবেশ করিতে চাহ তবে শুন তাহার পথ এই দিগে।—

পূর্ব্ব দ্বার পুরী। তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলে প্রথমত উত্তরবাহিনী হইয়া সে পথেয় সীমা পর্য্যন্ত যাইও পরে পশ্চিম মুখে যাইয়া দক্ষিণ মুখে হইবা তাহার অর্দ্ধ পথ গেলে দ্বার পাইবা সে দ্বিতীয় দ্বার সিংহদ্বারেরি মত। পূর্ব্বমুখ হইয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিবা পূর্ব্ব মত সহর বাজার চৌদিগে ছেমহলা শোভা পায়। পরে উত্তর দিগে গতি করিয়া পথ না পাইলে পূর্ব্ব মুখে যাইও। দক্ষিণ মুখে অর্দ্ধ পথ গেলে আর এক দ্বার পাইবা সে দ্বারও সিংহদ্বারের তুলা। পশ্চিম হইয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলে দেখিবা এক দিব্য চক্। অতি শোভান্বিত চক চিনার ভাস্করেরা তাহার চুনকামকারক। চকের চারি দিগে স্ফটিকের বেদি। ইহাতে সে স্থানে তেজস্কর ঝিকমিক করে।—

মধ্যে স্থলে নানা বর্ণের প্রস্তরের রচিত এক উচ্চইতর দিব্য মঞ্চ তাহার উপর শ্রীমূর্ত্তির বার হয় বিশেষত পর্ব্ব উচ্ছবের সময়ে গোবিন্দ দেব তাহার উপরে বিরাজমান হএন। চকেতে প্রবেশ করিয়া বাম দিগে গতি করিও কতক দূর এই মতে গেলে দ্বার দৃষ্টি হবেক সে দ্বারও বৃহৎ দ্বার সিংহদ্বারের ন্যায়। নওবৎখানা ঘড়ি ও ঘণ্টা ঘর সমস্তই একি সিংহদ্বারের মত কেবল এ দ্বারের দ্বারপালেরা রাজপুত নতুবা আর কিছু বিভেদ নাই সিংহদ্বার হইতে। সে

দ্বারে প্রবেশ করিয়া পশ্চিম মুখ হইয়া কত দূর গেলে সম্মুখে এক বিলক্ষণ দরজা পাইলে পশ্চিম মুখে সে দ্বারের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উত্তর মুখ হইয়া ডাণ্ডাইও তাহাতে সম্মুখে অতি সান্নিধ্য এক দ্বার পাবা তাহার মধ্য দিয়া গেলে পশ্চিম দিগে কত দূর যাইও।—

ডানি দিগে দ্বার পাইলে উত্তর মুখো হইয়া তাহাতে পসিও। তৎপরে ঐ মতে কতক দূর যাইতে২ দেখিবা বামে দ্বার তাহে সাদাই ঐ দিগেই গমন করিও দূরে সম্মুখে এক দ্বার পাইবা উত্তর মুখে তাহার মধ্যে গেলে এক মনোরম পুরী দেখিবা সে অতীতসালা দেশ দেশের যাবদীয় অতীত রাজ-বাটীতে উত্তরিলে সেই পুরীতে তাহারদের স্থিতি হয়। ছেমহলা সে পুরী। অদ্যাপর্য্যন্ত অতীতেরদের স্থিতি সেই আলয়েতেই হয়।—

সে পুরীর দক্ষিণ পশ্চিম কোণে এক দ্বার পাইবা। মনোহর ফুল বাগান তাহার মধ্যে এক দিব্য চবুতারা তাহাকে কখন২ বৈঠক হয়। তাহার পশ্চিম দিগে দক্ষিণ মুখ দ্বার পাইবা তাহার ভিতর গেলে দেখিবা ভাণ্ডারের পুরী। তাহাতে২ স্তূপ২ ঢেরি২ খাদ্য সামিগ্রি কত২ ভাণ্ডারিরা তাহাতে নিযুক্ত দ্রব্য-জাতি আনয়ন করিতেছে এবং বিতরণ করিতেছে এই মত তাহারদের ক্রিয়া দিবা রাত্রি।—

দোমহলা বেশ ঘর। তাহার দক্ষিণ পূর্ব কোনে এক দ্বার পাইবা তাহা দিয়া গেলে সে স্থানে দেখিবা এক দিব্য সরোবর। রাজপুরের যাবদীয় পুরুষ মানুষ সেই সরোবরে সবেই স্নান করেন। তাহার অপূর্ব্ব নির্ম্মল জল। সরোবরের চারি পার্শ্ব তাহার তলা হইতে প্রস্তরে গ্রন্থিত। চারি পাড়ের উপরে স্ফটিক বিরচিত চারি বেদি। চারি দিগে শেত প্রস্তরে রচিত চারি ঘাট। ঘাটের উপরে অপূর্ব্ব বিরাজের স্থল দোমহলা। সে স্থান বড় সুগঠন।—

সরোবরের মধ্য স্থলে এক বেদি। প্রস্তরের ত্রিশ স্তম্ভ রোপণ করিয়া তাহার উপর দিব্য চবুতারা। চবুতারার চারি পার্শ্বে সহস্র২ পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে এবং ভ্রমরেরা তাহাতে ঝঙ্কার ধ্বনি করিতেছে। এই মত শোভাকর সরোবর।—

সরোবরের দক্ষিণ পশ্চিম কোনে আর এক দ্বার পাবা। তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বরাবরি যাইয়া ডাহিন দিগে দ্বার পাইলে তাহার মধ্যে পসিও সেখানে দেখিবা পৃথক স্থান তাহাতে দেয়ান মুচ্ছদ্দিগণের বৈঠক হয়। তাহার কোন স্থানে মালের কাছারি। কোন দিগে দেয়ানী ও ফৌজদারি আদালত তেজারতের কাছারি। এক দিগে কোন স্থানে পোদ্দারেরা টাকা পরখাই করিতেছে। এই মত্ অতি জলজলাট দিবা রাত্রি সেস্থানে।—

তারপর তার উত্তর পশ্চিম কোন দিয়া চলিয়া যাইও উত্তর মুখ হইয়া বহু দুর গেলে বামদিকে দ্বার পাইবা তাহা পার হইলে দেখিবা পুরী দেবালয়। তাহা হইতে দক্ষিণ মুখে বারি হইবা মাত্রেই যে দ্বার পাইবা তাহার মধ্যে খাজানাখানা জানিও। সমস্ত আমদানির টাকা সেই স্থানে থাকে। খাজানাখানার পশ্চিম দিগে দ্বার পাইলে তাহে পসিলে দেখিবা দেবীর পূজার পুর। তাহারি উত্তর পশ্চিম কোনে দ্বার সেথায় এক সল্প স্থান সেখানে বোধনের গাছ।

তাহা পাচ করিয়া পশ্চিম মুখ দ্বারে গেলে দিব্য পুরী তাহার নাম দেয়ানখানা। তাহাতে রকমে২ মিনার কারখানা। তাহা দেখিয়া তাহার পশ্চিম দক্ষিণ কোনে গেলে দ্বার পাইবা সে তোসাখানা রাজার যাবদীয় ধন রত্ন রাখিবার স্থান। সে স্থান হইতে চলিতে২ দক্ষিণ মুখে হইয়া যাইও দক্ষিণ পূর্বে দ্বার পাইবা তাহাতে পসিও। মহারাজার কুটুম্ব অন্তরঙ্গ রহিবার স্থান। সে পুরীর পূর্ব দিগে দ্বার তাহার মধ্যে বালকেরদের পাঠশালা।—

তাহা ছাড়াইলে দক্ষিণ মুখ হইয়া গতি করিও। পূর্ব্ব দক্ষিণ কোনে দ্বার পাবা সে পুরীর নাম নাচঘর। সে পুরী দেখিলে আশ্চর্য্য বোধ হবেক যে এ মত স্থান মানুষে কি মত গঠন করিল। ঝিকি মিকি করে তাহাতে দৃষ্টি করা কঠিন এ কারণ তাহার যাবদীয় স্থান রজত মণ্ডিত। তাহার মধ্য স্থল এক অপূর্ব স্থান তাহার মধ্যে নটীরা নৃত্য গীত করে। অনেক২ জন্ত্র তথায় আছে। কোন দিন নৃত্য দেখিতে মহারাজা আসনে রাণীগণের সহিত আগমন করেন।—

সে পুরের দক্ষিণ পশ্চিমে গেলে পুন দ্বার পাবা বৈঠকখানা পুরী তাহার নাম। এবং মহারাজার জল পানীয় সামিগ্রি সেই স্থানে থাকে তাহার অজ দক্ষিণে দ্বার সে মহারাজার ইষ্ট পূজার স্থল। সে পুরীর পশ্চিমে যে দ্বার সেই অন্তঃপুর যাওনের পথ। তাহার মধ্যে যাইয়া প্রথমত দেখিবা দিব্য দ্বার রক্ষক নপুংসকগণ অনেক নপুংসক সেই দ্বার রক্ষা করে। মহা বলবান তারা যমে নাহি ডরে।—

সে দ্বার পার হইয়া গেলে অন্তঃপুরে পসিয়া বামে দ্বার। দক্ষিণ মুখ হইয়া সেই দ্বারে প্রবেশ করিও পরে পশ্চিম মুখে পুনঃ দ্বার তাহা দিয়া যাইও উত্তর মুখ হইয়া। অর্দ্ধপথ গেলে সে ঘরের দ্বার পাইবা। উত্তর দক্ষিণ দিঘল চৌমহলা সে ঘর। তাহার সর্ব্ব উপরে মহারাজার রহিবার স্থল। ছেমহলা অবধি নিচে আর২ লোকের ঘরের পশ্চিমে এক লম্বা দোমহলা ঘর তাহাতে আর২ দ্রব্যজাতি থাকে। তাহার উত্তর ভাগে রসইশালা।—

রসইশালার পশ্চিম দিয়া পুষ্করিণীর পথ। বড় ঘরের নিজ দক্ষিণেই

অন্দরের বাজে লোকের সেতখানা আর২ সেতখানা দোমহলা ছেমহলা চৌমহলা মহলা মহলায়তেই আছে। এই২ মত ধুমঘাটের পুরী।—

এথা পুরী তৈয়ার হওনের পূর্ব্বে রাজা বিক্রমাদিত্যের পরলোক হইয়াছে তাহার শ্রদ্ধাদি ক্রিয়া সম্রাট পূর্ব্বক সমাপন করিয়াছেন এই মত কতক কাল গত হয়। এক দিবস রাজা প্রতাপাদিত্য রাজা বসন্তরায়ের স্থানে করপুটে কহিলেন খুল্লতাত মহারাজা আজ্ঞা হয় করিতে ধুমঘাটের পুরীর গৃহপ্রবেশ এবং এ দাসকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাতে বসন্তরায় বিবেচনা করিলেন এখন দাদার কাল হইল। এই দুরন্ত অসুর। অতএব সম্প্রতি অন্তর হইয়া থাকিলেই ভাল। এতদর্থে কহিলেন আমি এখন সেই কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইলাম। এই মতে রাজা বসন্তরায় মন্ত্রিগণের সহিত একাসনে বসিয়া রাজা প্রতাপাদিত্য রাজা হওন ও গৃহ প্রবেশন মহা মহোৎসবের সমধ্যার সামিগ্রি আয়োজনের আন্দাজি বরার্দ্দের বিবেচনা করিতেছেন। ক্রোর টাকা খরচের বরার্দ্দ হইল। নিমন্ত্রণ রাঢ গৌড় বঙ্গ তাহাতে দুই দেশের কেবল প্রধান২ লোক রাজা ও অধ্যাপকগণ। বঙ্গের সামুদাইক ব্রাহ্মণ কায়স্ত বৈদ্য আর২ যাবদীয় অপরাপর লোক সমস্ত ইতর বর্ণ যবন ইত্যাদি ছত্রিশ জাতি। ইহাতে অতি মহা সম্রাট হবেক।—

ইহারদের ভক্ষ্য ভূষ্য আয়োজন এবং রহিবার স্থান নিয়োজন করণ এ সমস্তের সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা রাজা বসন্তরায়। রহিবার স্থান নিয়োজিত হইল পুরের মধ্যে। ভক্ষ্য দ্রব্য আয়োজন কর্ত্তা বাসুদেবরায় প্রভৃতি আট জন। আর২ সহস্রাবধি লোক তাহারদের পরিবার গ্রামে২ পরগণায়২ কর্ম্মচারিরদের স্থানে তাহারদের বরার্দ্দ আনুক্রমে চালু সরু মোটা আতপ উসনা কলাই নানান প্রকার মাস কলাই মুগ অরহর খেসারি মসুরি মটর রম্ভা বোরা ইত্যাদি। তৈল ঘৃত লবনে মধু গুড় রকমে২ চিনি মিছরি এ সমস্ত জিনিসের ফর্দ্দ গচ্ছিত হইল। দধি দুগ্ধ খির নবনি ছানা ও মিষ্টান্ন পর্কান্ন চাতুর্ব্বিধ প্রকার চব্য চষ্য লেহ্য পেয় নানা প্রকার মিষ্টান্ন সমস্ত সামিগ্রির ফরমাইস দিলেন। নানাবিধ ফল নারিকেল আম্র পণশ কদলি আর২ সমস্তের ফরমাইস হইল। স্থানে২ ভাণ্ডারার স্থান নিয়মিত সহস্রাবধি ভাণ্ডার। শত শত মুটীয়া লোক ভাণ্ডারে নিয়োজিত হইল।—

রাজা হওন ও গৃহ প্রবেশনের দিন নির্ণয় হইল বৈশাখী পূর্ণিমা মহা পুণ্যাহ দিন তদানুসারে নিমন্ত্রণ পত্র লিখিয়া দেশে২ ভাটগণ পাঠাইলেন। সামিগ্রি সমাধান দিবা রাত্রি নৌকাযোগে ও বলদে ও শকটে আপন সুগম মতে পরিপূর্ণ বোঝাই হইয়া নিয়োজিত ভাণ্ডারে২ দাখিল হইতেছে।—

কর্ম্মের দিনের দশ দিবস পূর্ব্বে রবাহুত ব্রাহ্মণগণ ও ভাট ফকির আর কাঙ্গালি লোকেরা আসিতে প্রবর্ত্ত হইল। রবাহুত সমস্ত লোকের রহিবার স্থল গড়ে২ নিয়োজিত হইয়াছে তাহারদের পরিচারক লোকেরা আইসন মাত্রেই তাহারদিগকে সাতে করিয়া বাসায়২ স্থল দেয় এবং তাহার ভক্ষ্য দ্রব্যের ভাণ্ডার সেই২ স্থানের সান্নিধ্য। ভাণ্ডারিগণেরা সমাচার পাইলেই লোকের গণনা মতে সামিগ্রি দেয়। কোন লোক না পাইলাম বাক্য কহিতে পারে না।—

রাজাগণ ও অধ্যাপক ও কায়স্ত ও বৈদ্য আর২ ব্রাহ্মণ লোকেরদের আগমন পাঁচদিন থাকিতে আরম্ভ হইল। পৌঁছবা মাত্রেই পরিচারক লোকেরা আপন২ প্রভুরদের সেবাতে নিযুক্ত কদাচিত কাহ দিয়া কোন ত্রুটি হয় না। সকলেই আপন২ বাসায় ভোজন পান গীত বাদ্য নৃত্য ক্রিয়াতে সকলেই সদানন্দ। তা২ থৈ২ নৃত্য গীতে আমোদিত। ইহাতে বিমর্শ কেহ নহে সকলেই সদানন্দ।—

এই মতে শতাবধি সহস্রাবধি ত্রিবিধ প্রকার লোকের আগমন হয় দিবা রাত্রি অবিরামে আসিতেছে। এই২ মতে ক্রিয়ার পূর্ব্ব দিবস পর্য্যন্ত লোকেরদের আগমন হইল। সায়ংকাল তাগাদ আমদানির ক্ষমা পড়িল।—

ধুমঘাট পঞ্চক্রোশি মানবারণ্য হইল। হাট ঘাট বাট নগর চাতরে বালাখানা ও তহখানায় লোক পরিপূর্ণ খাও লও চতুর্দ্দিগে এই মাত্র রব না পাইলাম বাক্য কাহার বদনে নিস্সরে না। ভাণ্ডারিরা এক২ জনকে দশ২ জনের উপযুক্ত ভোক্ষ্য দ্রব্য প্রদান করিল তাহাতে সমস্ত লোক ভোজন পানে পরিতোষ। চার দিগে সাধুবাদ জয়২কার ধ্বনি করিতেছে। সমস্ত লোকের এই মতে রজনী কাটিতেছে।—

অথ পুরের মধ্যে মহারাজা বসন্তরায় ঠাকুর তর্ক্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যকে সাতে করিয়া যাইয়া রাজা প্রতাপাদিত্যের অধিবাস রাজ নীত ক্রিয়া সমাচরণ করিলেন।—

রাত্রির শেষ ভাগে জন্ত্রীরা এক কালে দ্বারে২ নৌবতখানায় নৌবত ও ঘণ্টা ঘরে শর্ত নাদীয় ঘণ্টা আর উচ্ছবীয় বাদ্যকরেরা আপন২ জন্ত্রে সুনাদ করিতে প্রবর্ত্ত। বাদ্যধ্বনিতে এককালিন সহর সমেত সমস্তই কম্পমান। ধাঁ২ তাঁ২ এই মাত্র শব্দ চারি দিগে।

প্রত্যূষায় ব্রাহ্মণেরা প্রাতস্নান করিয়া বেদধ্বনি করিতে২ সভা গমন করিতেছেন। তৎপশ্চাৎ রাজাগণেরা ও নিরহ কায়স্ত বৈদ্যগণ সেই মতাবলম্ব আর২ অপরাপর লোকেরা বরাহুত অনাহুত লেকেরা তামাসা দেখিতে সভাস্থ হইল যাইয়া।—

জন্ত্রীগণেরা সভার এক পার্শ্বে বসিয়া বিনা আদি জন্ত্রে মধুর ও মাধুর্য্য রাগে মঙ্গল আলাপ করিতেছে চকের মধ্যে বেদির চারি পার্শ্বে ত্রিবিধ প্রকার লোকের বৈঠক। উপরিভাগে অতি বৃহৎ সামিয়ানা চারি দিগে ছেমহলার ছাতেতে কড়ায়২ বন্ধ চকের মধ্যে সূর্য্যের প্রকাশ নাই। এই মত আনন্দে সকলের বৈঠক হইয়াছে নট নটীগণ নৃত্য গান করিতেছে এই মত আমোদেই সভাসত লোক সমস্ত আছেন।—

পুরীতে মঙ্গলাচার হইতেছে। দ্বারে২ তণ্ডুল দধি লেপন করি। বারিপূর্ণ কুম্ভ সমস্ত পল্লব ও অখণ্ড ফলে নিয়োজিত হইয়া শোভা পাইয়াছে। পুষ্প-মালা ও আম্রশাখা দ্বারে২ দোলায়মান। মনোরমা নৃত্যকারী দ্বারে২ নৃত্য করিতেছে।—

শুভক্ষণানুসারে যশহর পুরীর সমস্ত রাণীগণেরা রত্নালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া দিব্য অম্লান বস্ত্র কেহ বা পট্ট বস্ত্র কেহবা কামতাই কেহবা লক্ষ্মীবিলাষ কেহবা পীতাম্বর কেহবা নীলাম্বর নানান প্রকার পরিচ্ছদে সকলে পরিচ্ছদান্বিতা হইয়া বেশ বিন্যাস করিয়া বহুবিধ সুগন্ধি আতর প্রভৃতিতে আমোদিতা হইয়া চতুর্দ্দোলে আরোহণে ধুমঘাটের পুরীতে আগমন করিতেছেন।—

এক শত চতুর্দ্দোল পরিপূর্ণ। অগ্রে রাণীরা তাহাদের বালক বালিকা সহিত চতুর্দ্দোলারোহণে গমন করিতেছেন তৎপশ্চাৎ মনোরমা সেবকীরা সেই মতে। ইহাদের চারি পার্শ্বে মনোরমা নৃত্যকীগণ চতুর্দ্দোলারোহণেতে শত২ নৃত্যকী নৃত্য গীত বাদ্যধ্বনি করিতেছে। সকলের অগ্রভাগে রত্ন মণ্ডিত চতুর্দ্দোল তাহার বর্ণনা কিঞ্চিত বলা যাইতেছে।—

চারি ব্যাম দীর্ঘ প্রস্থ স্বর্ণ তেলাকারি মণ্ডিত। চারি পার্শ্বের ঝালর। উপরি ভাগ মখমলের বিছানা পাতিত। বিছানার চারি কেনারা টোপে বন্ধ ঝালরের চারি দিগের মুড়ায় শত২ কাংশ্য ঘণ্টিকা দোলায়মান ঠুনু২ শব্দ করিতেছে। দোলার মধ্যস্থলে কাষ্ঠ নির্মিত স্বর্ণ মার্জ্জিত মন্দিরের আকার চুড়া সহযুক্তে দিব্য স্থান। সেই মন্দিরের চারি স্তম্ভ স্বর্ণমণ্ডিত উপরি ভাগে মখমলের ঘটাটোপ। তাহাতে তেজস্কর চুনী ইত্যাদি নানা বর্ণের প্রস্তর খচিত মুক্তার ঝাবা চতুষ্পার্শ্বে। তাহার মধ্য দিব্য রত্ন মণ্ডিত সিংহাসন কতেক শোভাকর সামিগ্রি তাহাতে শোভা করিতেছে। তাহার মধ্যে জরির বিছানা ও ব্যালিষ শোভা পাইতেছে। সেই আসনে মহারাজা ও মহারাণী বিরাজমান ও বিরাজমানা মন্দিরের চারি দিগে কৃত্রিম পুষ্প উদ্যান আতর ইত্যাদি সুগন্ধিতে রচিত। এই মত চতুর্দ্দোলারোহণেতে রাণীগণ বিরাজমানা হইয়া নূতন পুরীতে গমন করিতেছেন।—

সকলের আগে দ্বিজগণ বেদ উচ্চারণ করি স্বস্তি বাক্য উচ্চারণ করিতেছেন। এই মতে প্রফুল্ল মনে গৃহ প্রবেশ করিলেন। গৃহ প্রবেশ হইলে রাণীদের আজ্ঞায় সেবকীরা তৈল পান ভক্ষ্য দ্রব্য মিষ্টান্ন প্রভৃতি দ্রব্য গরিব লোকেরদিগকে বিতরণ করিতেছে। এই২ মতে সকলেই আনন্দিত। পুরীর মধ্যে চারি দিগে জয়২কার ধ্বনি হইতেছে।—

বাহিরে শুভলগ্নানুসারে মহারাজার অভিশেক করিয়া চকের মধ্য স্থলে স্ফটিক রচিত শোভাকর মণ্ডে দিব্য সিংহাসন শোভা করিতেছে তাহার মধ্যে আসন করাইলেন মণ্ডের উপরে রাজা প্রতাপাদিত্যকে রত্ন আভরণে ভূষিত করিয়া স্বর্ণ টোপর মস্তকে দিয়া সিংহাসনে বসাইলে এক কালে জন্ত্রীরা সমস্ত জন্ত্রে ধ্বনি করিলে বাদ্যের শব্দ অতিশয় হইয়া সমস্তকে কম্পিত কম্পমান করিলেক।—

একজন পশ্চাৎ ভাগে থাকিয়া রাজার উপরি ভাগে রত্ন খচিৎ ছত্র ধারণ করিল। আর২ শত২ জন শেত চামর কৃষ্ণ চামর ব্যাজন করিতেছে এবং শত২ ময়ূর ছল লইয়া লোকেরা ডণ্ডবত হইয়া রহিয়াছে। মণ্ডের নিকট হইতে প্রায় চকের মুড়া পর্য্যন্ত দোকাতারি আসাবরদার ও চাপদার ও বান ও নিশান ও বরশি ও ভালা ঢালিয়াত সিপাহিরা সমস্ত ডাণ্ডাইল।—

দ্বারের উপর নকিব লোকেরা জয়ধ্বনি ফোকারিতেছে। মহারাজের জয় হউক২। এই মত রব চারি দিগে উঠিল। গড়ের উপরের তোবচিন লোকেরা এক কালিন সমস্ত তোবের দেহড় করিল। বন্দুকওয়ালা বরকন্দাজেরাও সেইমত করিল। সর্ব্বত্রে জয়২কার ধ্বনি হইলে সভাস্থ রাজাগণ ক্রমে২ সভা হইতে উত্থান করিয়া যৌতুক প্রদানে সম্ভাষিত হইতেছেন। এই২ মতে ক্রমে২ সমস্ত রাজাগণ সম্ভাষা করণের পরে আর২ প্রধান২ লোকেরা উত্থান করিয়া যৌতুক দেওনের ছলায় সম্ভাষা করিলেন। পরে কুটুম্বাস্ত রঙ্গ বন্ধু বান্ধব যাবদীয় সকলেই সেই মত।—

এবং মহারাজার প্রধান২ চাকর লোকেরা নজর প্রদান ও ডণ্ডবত ও প্রণামাদি করিয়া আপন২ নিরূপিত স্থানে ডাণ্ডাইলেন। পরে সমস্ত চাকর ও রাইয়ত লোক নজর দিয়া প্রত্যক্ষ আলাপে সম্মানিত হইল। এই২ মতে মহারাজা এ ক্রিয়া শাঙ্গ করিয়া দ্বিজ সভায় গতি করিয়া পণ্ডিত এবং আর দ্বিজগণ সমস্তকেই যথেষ্ট সন্মান করিয়া বাসায় বিদায় করিলেন তাঁহারদিগকে।—

তৎপরে আপনারদের স্বশ্রেণী সভায় যাইয়া প্রথমে রাজা বসন্তরায় খুল্লতাতের পদে নত হইয়া পড়িলে আপনি রাজা ভ্রাতুষ্পুত্র কুমার বাহাদুর

রাজাকে ক্রোড়ে করিয়া শির চুম্মনে বিস্তারিত সমাদর করিলেন এবং আর২ সকলেরি সহিত মিলনের পরে অন্তঃপুরে গমন করিলেন ।—

যে স্থানে রাজার গুরু পরম্পরা রাণী ঠাকুরাণীরা পূর্বেই মঙ্গল রচনা করিয়া রাখিয়াছিলেন তদানুরূপ সাঙ্গত্য করিয়া রাণীকে রাজার বাম পার্শ্বে একত্তর রাখিয়া বরণ ইত্যাদি নারী ব্যবহার মঙ্গলাচার করিয়া ঘরের মধ্যে দিব্য পুষ্প শয্যায় বসাইয়া মঙ্গল আরতি করিয়া যৌতুক দিলে রাজাও সকলকে পরিচা মতে সম্মান রক্ষা করিলেন ।—

বাহির ভাগে যাবৎ বরাহুত লোক পৃথক২ স্থানে রাজা বসন্তরায় আপনে যত্ন পূর্ব্বক সকলকে মিষ্টান্ন পক্কান্ন ভোজন করাইয়া পরিতোষ করিলেন। সর্ব্বত্রেই জয়২কার ধ্বনি ।—

পরাহ্নে যথেষ্ট সম্মানে রাজা ও পণ্ডিত ও আর২ দ্বিজগণ এবং প্রধান২ কায়স্থ ও বৈদ্য আর২ যে কেহ ছিল সকলকে বিদায় করিলেন ।—

পর দিবস বরাহুত লোকেরদিগকে প্রতি জনেরে এক বৎসর কাটানের উপযুক্ত অর্থ দিয়া বিদায় করিলেন। ইহাতে সুখ্যাতির ধ্বনি দেশ বিদেশ আসমুদ্র হইল মহারাজার যশ সর্বত্রেই ঘোষণা ।—

স্বশ্রেণী লোকেরদিগকে নিমন্ত্রণ দিয়া এক দিবস পঙ্ক্তি ভোজন হইল। এবং সকলেরি সম্মান পূর্বক আপন২ স্থানে বিদায় করণের পরে একমাস তাগাদি যশহর পুরের সকলের অবস্থিতি ধুমঘাট ছিল। তাহারাও সম্মানিত হইয়া আপন২ স্থানে যাত্রা করিলেন। এই মতে এ কার্য্যের সঙ্কুলন হইল ।—

রাজা প্রতাপাদিত্য মহারাজা হইলেন। তাহার রাণী মহারাণী। বঙ্গভূমি অধিকার সমস্তই তাহারি করতলে। এই মত বৈভবে কতক কাল গত হয়। রাজা প্রতাপাদিত্য মনে বিচার করেন আমি এক ছত্রী রাজা হইব এদেশের মধ্যে কিন্তু খুড়া মহাশয় থাকিতে হইতে পারে না। ইহার মরণের পরে ইহার সন্তানেরদিগকে দূর করিয়া দিব। তবেই আমার একাধিপত্য হইল। এখন কিছু কাল ধৈর্য্য অবলম্বন কর্ত্তব্য। এই মতে ঐশ্বর্য্য পর২ বৃদ্ধি হইতেছে। নিকটাবর্ত্তি আর২ পট্টীদার যে২ ছিল সমস্তকেই উৎখ্যাত করিয়া দিয়া আপনিই সর্ব্বাধ্যক্ষ হইল। কোন ক্রমে আর হ্রাস নাই পর পর বৃদ্ধি ।—

বিবেচনা করিল আমার ধনের কিছু অধিক আকিঞ্চন নাই। তাহা প্রচুর মতেই আছে। এখন আমি কেন সামন্তের বাহুল্য না করিয়া এ একাদশ ভূঁয়ারদিগকে আপন কাবুর মধ্যে না আনি। এখন আমি ইহাতে অপারক নাহি সবর্বক্ষম ।—

সে সময় এ প্রদেশে বারো ভুঁয়া ছিল। বাঙ্গলা বেহার উড়িষ্যার কতক আসাম এই২ দেশ তাহারদের বারো জনের অধিকার। তাহারদের একজন রাজা প্রতাপাদিত্য এই২ মত বিবেচনা করেন। এবং সৈন্য সংগ্রহ করিতে প্রবর্ত্ত ক্রমে২ সৈন্য জমা করিতেছেন। রাজা প্রতাপাদিত্য অতি ভাগ্যমন্ত রাজা।—

লোকে বলে যশহরীশ্বরী ঠাকুরাণী। তিনি অদ্যাপিও আছেন। মহারাজাকে সদয় হইয়া বর দিলেন তাহাতেই উহার এতেক প্রদপ্ততা। তাহার বিবরণ এই শুনিয়াছি।

এক দিবস রাজার বাহির গড়ের সেনাপতি কমল খোজা নামে একজন মহা পরাক্রান্ত এবং রাজার কাছে বড়ই প্রতিপন্ন হাত যোড় করিয়া নিবেদন করিল রাজার গোচরে। মহারাজা আমি দুই তিন দিবস হইতে দেখিতেছি রাত্রি দুই প্রহরের পরে ঐ জঙ্গলটাতে অকস্মাত অগ্নি আকার প্রজ্বলিত হয় বড়উ দীপ্তিকর প্রচণ্ড আনলের ন্যায় তাহাতে প্রথম দিবস ঠাওরাইলাম বুঝি কোন রাখাল ইত্যাদি লোক এ বনে অগ্নি দিয়া থাকিবেক তাহাতে রাত্রে প্রজ্বলিত হইয়াছে। প্রাতে ঘোড় শোয়ারিতে যাইয়া দেখিলাম বন পূর্বমতই আছে বরং অধিক তেজস্ব। দুই তিন দিবস হইতে আমি এই মত২ দেখিতেছি। মহারাজা আমাকে ভ্রান্ত জ্ঞান করিবেন এ পরাভয় প্রযুক্ত নিবেদন করি নাই।—

অদ্য সেই স্থানে এক আশ্চর্য্য ক্রিয়া হইয়াছে। রাখাল ছোক্রারা প্রত্যহ ঐ মাটে গরু ছাড়িয়া দিয়া ঐখানে খেলায়। অদ্য তাহারা পূর্ব্বমত করিয়াছিল তাহাতে সেই স্থানে একটা ঢিপি আছে বনের ফুল ইত্যাদি সেই ঢিপিতে সাজাইয়া নিরূপিত করিল এক কালী ঠাকুরাণী এবং ফুল দিয়া সেই ঢিপিতে পূজা করিল। ওই রাখালেদের কেহ নিরূপিত হইল কর্ম্মকর্ত্তা। কেহ পুরোহিত। তাহারদের কেহ ছাগল। এক গাছ হোগলা ঘাশ আনিয়া নিরূপণ করিল খড়্গ।—

পরে ছাগল নিরূপিত ছোকরা উবুড় হইয়া পড়িলে বলিদান কারক নিয়োজিত হোগলার খড়্গ উঠাইয়া এক কোপ মারিল তাহার ঘাড়ে তাহাতেই তাহার শিরশ্ছেদন হইয়া বেগে রক্ত ছুটিল ছোকরা ধড়ফড় করিতে লাগিল। অন্য২ ছোকরা পলায়নপর পরে সে শিরকাটা ছোকরার মাতা পিতা নালিস করিলে অন্য২ ছোকরাদিগকে আক্রমণ করিয়া আনা গিয়াছে। সমস্ত ছোকরারা এই মত কহে এবং সে কাটা শব সেই স্থানেই আছে এবং তাহার পিতা মাতার চৌকিদার।—

রাজা এ আশ্চর্য্য কথা শ্রবণ মাত্রেই সমস্ত সভা সমেত উত্থান করিয়া আপন২ জনারোহণে সেই স্থানে গেলে খোজা সেনাপতির বাক্য তৎমতে বিদিত হইল। দেখিলেন সেই ঢিপিতে নানা প্রকার ফুল সাজাইয়াছে এবং মুণ্ড কাটা ছোকরা ও সে হোগলার খাঁড়া রক্ত মিশ্রিত। রাজা আর২ ছোকরারদিগকে নিকটে ডাকিয়া বিবরণ তৎমতে জ্ঞাত হইলেন তাহারদিগ হইতে কিন্তু ইহার হেতু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।—

শব মৃত শরীরের লক্ষণ কিছুই হয় না শরীরের উত্তাপ জীবত শরীরের মত ফুলেও না এবং দুর্গন্ধও হয় নাই কেবল স্কন্ধ মুণ্ড আলাদা২ হইয়া রক্ত অনেক পাত হইয়াছে এ সকল ধারা ও নির্য্যাস করিতে পারিলেন না। এক সিন্দুক আনাইয়া তাহার মধ্যে ছোকরার মুণ্ড সমেত শরীর রাখিয়া সিন্দুকের চাবি আপন কাছে রাখিলেন। ছোকরার মাতা পিতাকে কহিলেন কল্য প্রাতে ইহার বিচার করিব। আজি তোরা সমস্ত যা।—

এই মতে সকলেই আপন স্থানে গতি করিলে রাজা সে খোজা সেনাপতি সমিভ্যারে করিয়া বাহিরের গড়ে স্থিতি করিলেন সে দিবস এবং রজনীতে ঘোর নিশায় দেখেন এক অগ্নি আকার পড়িল শূন্য হইতে এবং তিষ্ঠিল সেই বনে। ক্রমে২ সেই জ্যোতির বৃদ্ধি হইয়া গগণস্পর্শীয় প্রলয় আনলাকার হইল। রাজা অতি সাহসি খোজাকে সাতে করিয়া অশ্ব আরোহণে গতি করিলেন সে স্থানে। কত দূর যাইতে২ খোজা অজ্ঞানাবৃত হইয়া ঘোড়া হইতে পড়িলে ঘোড়া পলায়ন করিল। খোজা পশ্চাৎগামি ছিল একারণ রাজা জানিতে পারিলেন না সে সকল বৃত্তান্ত। রাজা অতি নিকটাবর্ত্তি হইলে তাহারও ঘোড়া ত্রাসে পড়িয়া গেল তাহাতেও তিনি না পাছাইয়া অগ্রে বেগে গতিতে জ্যোতির মধ্যে প্রবেশ করিলে দেখিলেন জ্যোতি সে বনের উর্দ্ধে শূন্যে স্থাপিত। তাহারি মধ্যে দৃষ্টি করিতে২ দেখেন সিংহাসনস্থ এক সুন্দরী আকার তাহারি শরীর হইতে এ সমস্ত জ্যোতি।—

কিঞ্চিত পরে মূর্চ্ছাপন্ন পড়িলেন মৃত্তিকাতে বাহ্য জ্ঞান রহিত কিন্তু শপ্নাকার দেখিতেছেন। আকাশবাণী হইল সেই জ্যোতির মধ্যে হইতে। প্রতাপাদিত্য চাহিয়া দেখ আমি তোর ইষ্ট দেবতা। আমি প্রসন্ন আছি তোকে একারণ আমার স্থানের নিকটে বাস দিলাম তোকে। এ ঢিপি খোদন করিয়া যাহা পাইবি ইহার মধ্যে তাহা এই স্থানে স্থাপিত করিস। সে আমারি অনুকল্প জানিবি। তোর প্রজা পুত্র রাখাল মরে নাই। তাহাকে পাইবি তাহার মাতার ক্রোড়ে ঘুমাইয়া রহিয়াছে।—

তোর ঐশ্বর্য্য হবেক বৃহৎ তোর পিতৃ পিতামহ হইতে। এ ভূমি সমস্ত

হবেক তোর করতল। আমি কন্যা ভাবে স্থিতি করিব তোর গৃহে যাবৎ তুই বিদায় না করিবি আমাকে। এবং আমার এই আজ্ঞা মানিস স্ত্রীঘ্ন কি তাহার দুঃখদাতা কদাচ হইবি না। সেই হবে তোর কালের অন্ত। এই মাত্র শুনিল।—

পরে চৈতন্য পাইয়া দেখিল ঘোরতর অন্ধকার। কমল খোজা কোথায়। কোথায় বাহন। অশ্ব কোথায়। সে দীপ্তি কিছুই দেখিতে পায় না। কেবল দেখে আপনি ধুলাতে লোটাতেছে। কিন্তু শপ্নের ন্যায় যে সমস্ত দেখিল তাহা সমস্তই তাহার মনে পড়িয়াছে।—

উত্থান করিয়া খোজা সেনাপতির অন্যেশন করিতে২ দেখেন সে পড়িয়া রহিয়াছে একটা খাধের মধ্যে। তাহাতে চেতনা করিয়া বলিল এ কি। এথায় পড়িয়াছ কেন। সে বলিল আমি ইহার কিছুই জানি না মহা তেজ দেখিতেছিলাম। এই১ মাত্র মনে আছে। আর কিছুই জানি না। রাজা বলিলেন আইসহ আমার সাতে আগে দেখি যাইয়া সিন্দুক কোথায়। এবং তল্লাস করিয়া দেখেন সিন্দুকের তালা এক স্থানে ও খোল আর এক স্থানে মৃত ছোকরা তাহার মধ্যে নাই। মহারাজা খোজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। কেমন। তুমি এ ছোকরার বাটী কোথায় জান। খোজা বলিল হাঁ মহারাজ এই যে গড়ের নিকটেই তাহার পিতা মাতার ঘর। দুই জন সেই ক্ষণে তাহাদের বাটীতে যাইয়া দেখিলেন ঘরের দ্বার খোলা কিন্তু মানুষ সমস্ত নিদ্রিত।—

খোজা সোর করিয়া ডাকিলে সেই ক্ষণে সে আসিয়া জানিল মহারাজা তাহার বাটীতে। ত্রস্ত হইয়া কাকুতিতে বলিল মহারাজা আমার কি তকসির। মহারাজ এত রাত্রে এ কাঙ্গালির কুড়িয়ার দ্বারে কেন। রাজা কহিলেন তোর কোন তকসি নহে। তোর ছায়াল কোথায়। সে কাঁদিতে২ বলিল মহারাজ সে মহারাজার সিন্দুকের মধ্যে। হায় হায়২ করিতেছে। রাজা কহিলেন ভাবনা নাই আলো জ্বাল। তাহা করিলে দেখে সে ছোঁড়া শুইয়া আছে তাহার মাতার সহিত। মহারাজা ছোকরা ও তাহার পিতাকে সাতে করিয়া আনিলেন তাহার গড়ের মধ্যে।—

প্রাতে ছোকরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। কি সমাচার। তোর এ গতিকের বৃত্তান্ত কি। ছোকরা বলিল মহারাজ আমি আর কিছুই জানি না আমরা ওই ঢোঁপতে পূজা করিতেছিলাম তাহাতে আমি অজ্ঞা নিরূপিত হইয়াছিলাম; আমি স্নান করিয়া আসিয়া শয়ন করিলাম বলিদান হওনের কারণ এই মাত্র আমি জানি পরে বাবা ডাকিলেন চেতনা হইয়া দেখিলাম মাতৃক্রোড়ে শয়ন করিয়া রহিয়াছি।—

রাজা ছোকরা ও তাহার পিতাকে বিস্তর২ ইনাম বখশিষ দিয়া সে ঢিপি খোদাইতে২ দেখিলেন এক প্রস্তরের মুণ্ড প্রকাশ হইল। তাহার গলা পর্যান্ত খোদন হইলে অকস্মাত এই শূন্যবাণী হইল। স্থকিত হও এই পর্য্যন্ত। তাহাতে আর মৃত্তিকা না কাটিয়া ওই তাগাদি মুড়া দিলেন এবং তাহারি চারি ভিত লইয়া ঘর প্রস্তুত করাইয়া দিব্য সেবার বন্ধান করিয়া দিলেন।—

লোকে বলে তাহার বিদসার সময় সেই কালী দক্ষিণ বাহিনী পশ্চিম বাহিনী হইলেন তাহার বিবরণ পশ্চাৎ লেখা যাইবেক।--

রাজা প্রতাপাদিত্যের ভাগ্য পর২ প্রসন্ন হইল এবং নষ্ট বুদ্ধিও সেই মত। শিষ্টাচারেরর ক্রুটি ছিল না। দান শক্তিতে উত্তম দাতা প্রতি দিবস এক২ শত আশরুপি কাঙ্গালি লোকেরদিগকে দিয়া জলযোগ করিত এ নিত্য নৈমত্যকের দান। আর২ ইহা ছাড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লোকেরদিগকে কতেক দিত তাহা কে সংখ্যা করে। দানে অদ্বিতীয় এই মত দাতা।

একদিন পুর মধ্যে রাজা ও রাণী বসিয়াছিলেন এই কালে এক কাঙ্গালিনী আসিয়া কিছু যাচিঞা করিল মহারাজার কাছে তাহাতে মহারাজার আজ্ঞামতে মহারাণী পূর্ণ এক থলিয়ার উপর হইতে এক মুঠা আশরুপি দিতেছিলেন দৈবক্রমে মহারাণীর হাত হইতে একটা পুনরায় সেই থলিয়ার মধ্যে পড়িল রাণী ফের সেইটা উঠাইতেছিলেন ইহাতে রাজা কহিলেন তুমি জান কোনটা পড়িয়াছে তোমার হাত হইতে। রাণী কহিলেন না আমার তাহা চেনা নাহি। পরে রাজার আজ্ঞাক্রমে সে থলিয়া সমেত আশরুপি দিলেন কাঙ্গালিনীকে তাহাতে সহস্র আশরুপি ছিল। দেখ এ কি মত দান।—

এই মতে ছিল তাহার দান। এক কালে দিল্লির বাদসাহের সম্মুখে হইল তাহার দানের প্রশংসা। একব্বর বাদসাহের পরে তাহার পুত্র জাঁহাগির সাহ বাদসাহ হএন তাহাতে তখনকার বাদসাহ লোকের ব্যবহার ছিল তক্তে বৈসনের পূর্ব্বে বেগমের সহিত একত্তর অভিশেক হইতে। কিন্তু এক জন বেগম ও দিল নিযুক্ত হইতে। তাহার বিবরণ এই।—

যত২ মহারাজারা হেন্দোস্থানে ছিলেন তাহারদের আপন দেশের এক২ সুন্দরী কন্যা নব বাদসাহকে ডোলা দিতেন তাহাতে যাহাতে যাহাকে বাদসাহের মনোরম হইত তাহারি সহিত অভিশেক হইলে তিনি হইতেন খাশ বেগম। জাঁহাগির বাদসাহের সময় সকল রাজগণেরাই ডোলা দিয়াছিলেন তাহাতে বাদসাহের পশন্দ হইল দুই ডোলা চিতোরের রাজার এবং যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের।

তাহাতে এই দুই কন্যার মধ্যে বিরোধ হইয়া এক জন বলে আমি

চিতোরেয় মহারাজার পালক পুত্রী আমার বাপ হইতে কে অধিক সম্ভ্রান্ত হেন্দোস্থানের মধ্যে আমারি সাতে বাদসাহের অভিশেক হবেক। এও কহে আমি মহারাজা প্রতাপাদিত্যের পুত্রী আমার বাপ প্রধান হেন্দোস্থানের রাজাগণের মধ্যে অতএব আমিই হইব খাশ বেগম। এই মতে দুই জনে কন্দল। বাদসাহ ইহারদের মধ্যস্থ হইলেন। নিয়ম হইল রাজা ভাট সকলের বৃত্তান্ত জানে সে যাহা কহিবেক তাহাই করা যাবেক। ভাটকে ডাকিয়া বাদসাহ আপন সম্মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন হেন্দোস্থানের মহারাজাগণের মধ্যে কেটা হয় অতি মহারাজা।—

ভাট শেলাম করিয়া বলিল জাঁহাপনা এ সকলেই আমার কাছে মহারাজা তাহার মধ্যে তিন ব্যক্তি অতি মহারাজা। সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে স্বর্গে ইন্দ্র পাতালে বাসুকি পৃথিবীতে প্রতাপাদিত্য ইহা ব্যতিরেক আর কেহ অতি মহারাজা নাই সংসারের মধ্যে। সমস্ত রাজাগণের দরবারে আমার গতায়াত আছে তাহাতে চিতোরে আমি যখন গিয়াছিলাম সে মহারাজা আমাকে দিয়াছিলেন পাঁচ হাজার টাকা ও এক ঘোড়া। এই মাত্র।—

যশহরে গেলে তিন চারি মাস পর্য্যন্ত মহারাজাকে দেখিতে পাই না এবং আমার সংবাদও মহারাজাতক পৌঁছে না। এক দিবস মহারাজা শিকারে বাহির হইলে আমি বহুত তফাত থাকিয়া আশীস ফোকারিলে মহারাজা জিজ্ঞাসা করিলেন তুই কে। আমি কহিলাম মহারাজা আমি হস্তিনাপুরের রাজ ভাট আশীস করিতে আসিয়াছে মহারাজাকে। তাহাতে আজ্ঞা হইল তুমি এখনে থাকহ আমি ফিরিয়া আইলে তোমাকে বিদায় করিব। আমি বিনয় পূর্ব্বক কহিলাম মহারাজা আমি এখানে আসিয়া ছয় মাসের পরে একবার সাখ্যাত পাইলাম আর আমার মহারাজার সাখ্যাত পওনের সঙ্গত্য হবেক না আজ্ঞা হয় আমাকে বিদায় করেন। মহারাজা আজ্ঞা করিলেন আমি ফিরিয়া আইলে তোমার ভাল হইত। আচ্ছা। পরে হুকুম করিলেন দেয়ানকে ভাট বিদায় করহ নগদ লক্ষ টাকা এক হাতি আর পাঁচ ঘোড়া দেহ উহাকে। হটাৎকারের কারণ এই মতে প্রাপ্তি আমার হইল। সেখানে যদিত দেরি করিতাম আর কতেক পাইতাম এই মত মহারাজা প্রতাপাদিত্য তাহার তুল্য কোন কেহ নাই হেন্দোস্থানে। অতএব প্রতাপাদিত্যের ডোলার কন্যা হইলেন খাশ বেগম।

মহারাজার সময়তে তিনি এক দিবস কল্পতরু হইয়া ছিলেন তাহার নিয়ম এই। যে যাহা যাচিঞা করে তাহাই দিতে হয় প্রাণ পর্য্যন্ত সীমা। মহারাজা ও মহারাণী এক সিংহাসনে বসিয়া এই মত দান করিতেছিলেন

বিশ লক্ষ টাকা দান করেন সেই দিন। মধ্যাহ্ন সময় এক জন প্রধান ব্রাহ্মণ রাজাকে পরখ করিবার জন্য আসিয়া বলিল মহারাজা আমি আর কিছু চাহি না কেবল তোমার রাণী দেহ আমাকে। ইহাতে রাজা দ্বিক্ষণ ব্যাজ করিলেন না। রাণীকে কহিলেন তুমি যাও। এবং রাণীও সে দণ্ড কর পুটে ডণ্ডাইলেন ব্রাহ্মণের সন্মুখে। ইহাতে সমস্ত লোক চমকিত হইল। মহারাজার মহারাণী এবং রাজা উদয় আদিত্যের মাতা ইহাকে দরিদ্র ব্রাহ্মণ লইয়া যায় একি অসম্ভব।—

এই মতে সকলে কহা বলা করিতেছে। ব্রাহ্মণ রাজার দান শক্তির সাহস দেখিয়া বড়ই তুষ্ট হইয়া বিস্তর২ আশীর্ব্বাদ করিলেন মহারাজাকে ব্রাহ্মণ কহিলেন মহারাজা ইনি আমার কন্যার মত আমি ফের ইহাকে দিলাম মহারাজাকে। রাজা বলেন এ কি কথা। আমি আমার রাণী দিলাম তোমাকে পুনর্ব্বার আমি দান লইব তোমা হইতে। ইহা কদাচ হইতে পারিবে না। পশ্চাৎ ব্রাহ্মণের নিতান্ত যেদ্ধেতে এই মত হইল রাণীর অঙ্গের যাবদীয় অলঙ্কার এবং রাণীকে ওজন করিয়া স্বর্ণ এই সমস্ত দিলেন ব্রাহ্মণকে। ব্রাহ্মণ সে সমস্ত সামিগ্রি সেই স্থানে বসিয়া বিতরণ করিয়া দিল কাঙ্গালি লোকের-দিগকে। এ মত দাতা রাজা প্রতাপাদিত্য। তাহার অতি বৃহৎ দানে সে হয় উত্তম দাতা। দেবতার ইচ্ছা ক্রমে ইহার সৎক্রিয়ার পরিসীমা রহিল না সহস্র গরিবকে পরিতোষ না করিয়া আপনি কিছু আহার করিতেন না। এই নিয়ম ছিল।—

রাজা বসন্তরায়ও দেবতার ইচ্ছায় পরম সুখি তাহার এগার পুত্র সন্তান ইহা ব্যতিরেক কন্যা সন্ততি এবং পৌত্র দৌহিত্র ইত্যাদি অতি বৃহৎ গোষ্ঠি এবং জমিদারির ছয় আনা হিসা ইহাতে নির্ব্বিঘ্ন পরম সুখে আছে।—

প্রতাপাদিত্য পূর্ব্ব হইতেই সেনা সংগ্রহ করিতেছিল যখন দেখিল প্রচুর মতে সামন্ত প্রস্তুত বিচার করিল এখন আর আমার দিল্লিতে কর দেওনের আবশ্যক কি এবং ভূইয়ারদিগকেও আপন করতল করিতে হবেক এবং এ প্রদেশে এক ছত্রী হইতে পারি কিন্তু খুড়া মহাশয় থাকিতে সাঙ্গ পাঙ্গ রূপে হইতে পারিতেছে না। আচ্ছা। পশ্চাৎ তাহার প্রতিকার করিব অগ্রে ভূইয়ারদিগকে শাসন করিব এবং বাদসাহী কর উঠাইয়া দিব।—

এই মননে সৈন্যের সাজনি করিয়া সেনাপতি মহাবীর কমল খোজা। বিংশতি সহস্র বাহিনীতে প্রথমত রাজমহল প্রবেশ করিলে মুহুর্ত্তেক রণে সেখানকার নবাবকে পরাজয় করিয়া দশ ক্রোড় কেবল নগদ তঙ্কা পাইলে রাজমহলে সেকানকার নবাব দন্তে তৃণ লইয়া পলাইল ঢাকার জেলায় সেই

স্থানে আপনা রক্ষা করিয়া রহিলেন। পর২ কেলা২ জয়ী হইতে২ পাটনা পর্য্যন্ত ইহার করতল হইল। দিল্লীতে কর দেওন এক কালিন বন্দ।—

এ দিগে ক্রমে২ কেদার রায় প্রভৃতি ভূইয়ারদিগকে নিপাত করিয়া তাহারদের রাজ্য লইল। আপন তরফের লোক সর্ব্বত্রে নিযুক্ত করিয়া রাজা রাজ্যের খাজানা আদায়তে প্রবর্ত্ত। তাহারদের মধ্যে কেবল রাজা রামচন্দ্র বাকলা ওয়ালা ভূইয়া তাহার রাজ্য কবজ করিল এবং সে পলায়ন করিয়া দেশান্তরি হইল। তাহার বিবরণ এই।—

রামচন্দ্র প্রতাপাদিত্যের জামাতা তাহার অধিকারের উপর চড়াই না করিয়া ঠাওরাই কোন কৌশলে দেশ কবজ করে তাহা করিল একটা প্রবন্দে নিমন্ত্রণ দিয়া তাহাকে আনাইল ধুমঘাট নিজ পুরীর মধ্যে তাহাতে খাতির জমায় থাকিল ভাবিল এখন কাবুর তলে থাকিলেন আবশ্যক হইলে ইহাকে সংহার করণের আটক হবেক না আর২ কেদার রায় প্রভৃতি সমস্তকেই নিপাত করিয়া তাহার অধিকার আপন লোক দিয়া শাসন করিলেন।

ইতিমধ্যে রামচন্দ্র ব্যতিরেক আর২ সমস্তই করতল প্রতাপাদিত্য ঠাওরাইলেন এখন রামচন্দ্রের রাজ্যে কবজ করণে আটক হইতে পারে না। মাত্র অখ্যাতি লোকে বলিবেক জামাতার অধিকার কাড়িয়া লইল ইহা না করিয়া যদি উহাকে গুপ্তে সংহার করিয়া মৃত্যুর সমাচার সর্ব্বত্রে দিয়া শোকাচার করিলে পশ্চাৎ রাজ্য কবজ করণে অখ্যাতি হবেক না। অতএব সেই কর্ত্তব্য।—

এই রচনা করিয়া হুকুম হইল অদ্যই কোন ক্রমে গুপ্তে সংহার করহ তাহাকে। বিবেচনা এই হইল। প্রাতে যখন গাত্রোত্থান করিয়া বাহিরে যাবে সেই কালে সাঙ্গত্য ক্রমে গুপ্তে তাহার শিরশ্ছেদন করে।—

এই কথা পরামর্শ হইলে অস্ত্রধারি লোক স্থানে২ নিয়োজিত হইল। এ সকল কথা পরস্পর পুরী মধ্যে প্রচার হইলে রাজকন্যা শুনিয়া উৎকণ্ঠিত দিবাংশে স্বামীর গোচর করিতে পারেন না। এইরূপ চিন্তাতে দিবা গত হইলে সাঙ্গত্য ক্রমে স্বামীকে এ সকল বৃত্তান্ত তন্মতে নিবেদন করিলেন। রাজ জামাতা এ সকল শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং যথোচিত ক্ষুণ্ন ভাবিলেন কি ক্রমে এখান হইতে নির্গত হইতে পারা যায়। রাজকন্যা কহেন উপায় কিছু দেখি না ঈশ্বর বুঝি আমার বৈধব্য দসা করিলেন।

রায় বিস্তর চিন্তিয়া কহিলেন তোমার ভ্রাতা উদয়াদিত্যের সহিত আমার যথেষ্ট প্রণয় তুমি তাহাকে এ স্থানে আনিতে পারিলে যদি তাহা হইতে ইহার কোন উপায় হয়। রাজকন্যা স্বামী আজ্ঞানুসারে ভ্রাতা নিকট গমন করিয়া

আপন স্বামীর স্থানে গুপ্তে আনয়ন করিলেন রায় সবিনয়েতে বেওরা বিদিত করিলে রাজকুমার চিন্তিত হইয়া কহিলেন ইহার আর কিছু উপায় দেখিতেছি না। কেবল একটা সুগতিক হইয়াছে।—

অদ্য এই রাত্রে খুল্ল পিতামহের বাটীতে নাচ দেখিবার অনুরোধ আছে তাহাতে আমার যাওয়া আবশ্যক ইহাতে যদিত তুমি কিছু কঠিন কর্ম্মে শক্ত হইতে পারহ তবে আমি এ সঙ্কট হইতে মুক্তা করিতে পারি। রায় হর্ষ হইয়া কহিলেন কহ কি কঠিন কার্য্য অদ্য আমি যে বিপদগ্রস্ত যে কোন কর্ম্মে আমার উপকার দর্শে তাহাতেই আমি শক্ত। রাজপুত্র কহিলেন তোমার পালকি কাঁন্ধে লইতে হবে না কিন্তু তুমি গতি কর আমার অগ্রলে পরিচ্ছদান্বিত হও আমার মশালচির পরিচ্ছদে। তবে দেবতা যাহা করুন।—

রায় প্রাণের রক্ষার্থে রাজকুমারের মতাবলম্বি হইয়া সওয়ারির সমিভ্যারে মশাল ধরিয়া প্রস্থান করিলেন এই২ মতে এ দুর্গম হইতে পরিত্রাণ হইয়া অতি দ্রুত আপন আমাত্য সমুদয় নৌকা আরোহিয়া ঐ রাত্রে খোস্তা কাটির নালা মুখল করিয়া মারিচাপ নদীতে নৌকা দিলে প্রফুল্ল হইয়া এক কালিন তোব ও বন্দুকের দেহড় ও নাকারা ইত্যাদিতে ডঙ্কা দিলে শব্দানুসারে রাজা প্রতাপাদিত্যে চৈতন্য পাইয়া প্রহরিরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন কি শব্দ শুনা যায়। তর্ত্ত কর। বুঝি রামচন্দ্র প্রস্থান করিল। এই প্রসঙ্গেতেই রাত্রি প্রভাত হইলে মহারাজা প্রাতঃকালে গুপ্ত অনুসন্ধানে জানিলেন রাজা বসন্তরায় নাচের ছলার নিমন্ত্রণে রামচন্দ্রকে বাহির করিয়া দিয়াছেন ইহাতেই কোপান্বিত অন্তঃকরণে।—

তৎপশ্চাৎ মহারাজার অনুজ্ঞাতে কমল খোজা সেনাপতি সসৈন্যেতে সর্জ্জমান হইয়া রামচন্দ্রের রাজ্য করদায় করিয়া বাহুড়িলেন। রাজা বসন্তরায়ের হননের ছিদ্র অনুসন্ধান করিতে প্রবর্ত্ত। এই রূপে কিছু কাল গতে বসন্ত-রায়ের মন্ত্রিগণেরা প্রতাপাদিত্যের দুষ্ট আচরণ অনুভব করিয়া আনুপূর্ব্বক নিবেদন করিল বসন্তরায় ঠাকুরকে ইহাতে সকলকেই চমৎকৃত হইয়া সসাবধানে রাজার রক্ষার্থে নিযুক্ত থাকিলে।—

ঠাকুর পুত্র গোবিন্দরায় মহা বল পরাক্রম এবং সর্ব্ব বিদ্যেতেই বিষারদ তিরান্দাজি ও বরকান্দাজি ও তলোয়ারবাজি ইত্যাদি সমস্তেই বিচৈক্ষণ সে আপনি আপন পিতার রক্ষার্থে সেনাগণ দ্বারে২ ও স্থানে২ নিয়োজিয়া আপনে সশস্ত্রে সর্ব্বত্রে গতি করে রাজা আপনিও গঙ্গাজল নাম তলোয়ার সর্ব্বক্ষণে সাতে রাখেন সে অস্ত্র হাতে থাকিলে বসন্তরায়কে পঞ্চাশ জনেও আক্রমণ করিতে পারে না তাহার প্রাদুর্ভবে বসন্তরায় দন্তমান।—

রাজা প্রতাপাদিত্য কোন ক্রমে হননের ছিদ্র পায় না রাজা বসন্তরায়ের পিতার সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধের দিবসে অবারিত দ্বার পূর্বাপর থাকে ইত্যপকাশে রাজা প্রতাপাদিত্য এক দিব্য তলোয়ার সঙ্গোপনে লইয়া যশহর পুরী প্রবেশ করিলে দেখে রাজা বসন্তরায় স্নান করিতেছেন ইহাতে বেগে গতি করিয়া আইসেন। এই সময়ে খানসামা বলিল রাজাকে মহারাজ রাজা প্রতাপাদিত্য বেগে আসিতেছেন। ইহাতে তিনি ত্রস্ত হইয়া বলিলেন গঙ্গাজল আন। তাহারর্থ গঙ্গাজল নাম তলোয়ার। খানসামা তাহা না বুঝিয়া এক বাটীতে করিয়া গঙ্গাজল উপস্থিত করিল ইহা দেখিয়া বুঝিলেন পরমায়ু এই পর্য্যন্ত। ইতিমধ্যে রাজা প্রতাপাদিত্য অতি বেগে নিকটস্থ হইয়া তাহার শিরচ্ছেদন করিলে মুণ্ড ভূমিতলে পতন হইল ইহাতে অতিশয় কলরব এবং হাহাকার শব্দ হইল।—

তৎপশ্চাৎ তাহার পুত্র গোবিন্দরায়ের অন্দর মধ্যে প্রবেশ করিলে সে বুঝিল বিগ্রহ উপস্থিত মতে আপন ধনুকে গুণ দিয়া তির ক্ষেপন করিলে তাহা রাজার গায় লাগিল না পাগ উলটিয়া ফেলিল দ্বিতীয় তীর কর্ণের কুণ্ডলে এই অপকাশে রাজা দ্রুত গতিতে গোবিন্দরায়ের মস্তক কাটিল এবং তাহার স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন তাহাকে কাটিয়া বসন্তরায়ের কাটা মুণ্ড লইয়া নিজ স্থানে গমন করিল।—

রাজা বসন্তরায়ের স্ত্রী সহগামিনী হওনের উদ্যোগি হইতে মুণ্ড আনয়ন করিতে পুরোহিতকে পাঠাইয়া যত্নক্রমে আনাইয়া চিতারোহিতে রাজা প্রতাপাদিত্যকে অভিসম্পাত করিলেন যে তাহার স্ত্রী পুত্র অন্ত্যজ গ্রস্ত হইবে। রাজা বসন্তরায়ের রাঘব রায় প্রভৃতি সপ্ত পুত্র বক্রি তাহারদিগকে শক্ত কয়েদ রাখিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন।—

রূপ বসু নামে এক জন রাজা বসন্তরায়ের নিতান্ত অন্তরঙ্গ তিহ অন্তঃকরণে বিবেচনা করিল যে কয়েদি বালকেরদিগের উদ্ধারের পথ কিছু দেখি না। বিনা রাজার পাগড়ি বদল বন্ধু। দক্ষিণ দেশীয় রাজা ইছাখাঁ মছন্দরি তাহার নিকট যাত্রা করিয়া সকল বৃত্তান্ত আনুপূর্বক কহিলেন মছন্দরি খেদান্বিত হইয়া বিস্তর আশ্বাসিয়া খালাসের চেষ্টা করিতে প্রবর্ত্ত হইল সেনাপতি বল মস্ত খোজাকে রণসজ্জ হইতে আজ্ঞা করিলেন।—

খোজা কহিলেন মহারাজা কমর বান্ধিতে ইহার উপায় হবে না অকস্মাত আমি যাইয়া প্রতুল করিব। ইহা কহিয়া খোজা কেবল পেষ কবজ হস্তে করিয়া গতি করিয়া রাজা প্রতাপাদিত্যের নিকট উপস্থিতে মুজুরা জানাইয়া কহিল মহারাজার সহিত বিরলে কিছু নিবেদন আছে। ইহা শুনিয়া রাজা

অঙ্গিকার করিল কিঞ্চিত কাল গৌণে খোজাকে বিরলে ডাকিয়া খোজা সে স্থানে উপস্থিত হইয়া এক কালিন কমর ধরিয়া পেষ কবজ রাজার বক্ষস্থলে দিয়া কহিল কয়েদী বালক কয় জন এই ক্ষণে আমার মহারাজার নিকট রাহি কর নতুবা তোমাকে নষ্ট করি। রাজা কাবু হইয়া ইশ্বর দর্শাইয়া বালকেরদিগকে পাঠাইতে স্বিকার করিল। তখন রাজাকে ছাড়িয়া খোজা করজোরে স্তব করিল।—

রাজা উহার সাহসে তুষ্ট হইয়া যথেষ্ট ইনাম দিয়া নৌকাযোগে বালকেরদিগকে মছন্দরি নিকট পাঠাইলেন। তথা কিছু কাল তিষ্টিয়া ঐ রূপ বসুকে সাতে করিয়া রাজা বসন্তরায়ের অবশিষ্ট সাত পুত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাঘব রায় নামে বাদ উদ্ধারের জন্য দিল্লি যাইয়া ওজিরজাদার ওস্তাদের নিকট পঠিতে আরব্ধ করিলেন। বসু সমিভ্যারি নানান প্রকারি লঘু বৃত্তিতে দিন যাপন করেন। এই রূপে অনেক দিবস যায়।—

এ দিগে রাজা প্রতাপাদিত্য রাঘবরায় প্রভৃতির বাহির হইয়া যাওনেতে কখন২ মনস্তাপিত বিচার করে। ইছাখাঁর মছন্দরি এ মত২ করিয়াছে অতএব সৈন্য সাজনি করিয়া তাহার দেশও কবজ করিতে হবেক এই মতে সেনাগণ সাজিয়া হিজলির উপরে চড়াই করিল দিবস অষ্টাদশ যুদ্ধ করিয়া তাহাকে করতল করিল।

এখন বাঙ্গালা ও বেহার সমস্তই প্রতাপাদিত্যের অধিকার ইহারদের রাজচক্রবর্ত্তি প্রতাপাদিত্য। এখানে প্রতাপাদিত্য এক ছত্রী রাজা দিল্লিতে কর দেয় না। প্রচুর ধন সংগ্রহ করিয়াছে। সেনাও ততোধিক। কোন দফায় ত্রুটি নাই। পাটনা অবধি থানা বথানায় সেনা সব মুরচাবন্ধি করিয়া আছে। তাহাতে মন্ত্রণা এই করিয়াছে যদিত দিল্লির কেহ ওমরাও কি সেনাপতি কি সেনাগণ এদিগে আইসে ভাল আসিবার সময় বারণ করিও না ক্রমে মৌতলায় আসিয়া পৌঁছিলে দুই দিগে মারি দিয়া সংহার করিব তাহারদিগকে। এই২ মত মন্ত্রণা স্থির করিয়া রাখিয়াছে রাজার একাধিপত্য কোন বিষয় ভাব্য ভাবনার বিষয় নহে। আনন্দে রাজ্য করিতেছেন।—

এক দিন রাজার এক সহিলি পলায়ন করিয়া কোথায় ছিল তাহার ঠেকানা ছিল না। পরে চৌকিতে ধরা পড়িলে। রাজা তাহার নষ্ট কৃয়ার সাজা নিমিত্ত দুই স্তন কাটিয়া ফেলিল। ছুকরী স্তন কাটা জ্বলাতে নিতান্ত কাতরা হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিতে২ বলিল রাজা আমাকে বৃহৎ জন্ত্রণা দিয়া নষ্ট করিলা কিন্তু তোমারও সর্ব্বনাশ হওনের সময় উপস্থিত জানিও তাহারও আর

বিস্তর কাল অপিক্ষা নাই। ত্বরাই সংহার হইবা। এই কহিতে২ প্রাণ ত্যাগ করিল।

সেই হইতে রাজার হ্রাস হওনের উপক্রম এবং আর লোকেরা কহে রাজা যশহরীশ্বরীর আজ্ঞা লঙ্ঘনে একটা স্ত্রীকে জন্ত্রণা দিয়া সংহার করিল অতএব উহার বৃদ্ধি আর হবেক না এখন পর২ হ্রাস। সেই২ মতও হইতে লাগিল। এই মতে রাজার শরীরে কুষ্ঠ ব্যাধি হইল।—

অথায় রাঘবরায় দিল্লিতে ওজিরজাদার ওস্তাদের কাছে পারসি পড়েন ও ওজিরজাদার ওস্তাদের কাছে নিযুক্ত সদাই তাহার খেদমত করেন ইহাতে ওস্তাদ অধিক সন্তুষ্ট ছিল তাহাকে এবং যখন তিনি ওজিরজাদাকে পড়াইতে যান নিরবধি রাঘবরায়ও তাহার সাতে যাতায়ত করিতে২ পরিচিত হইলেন ওজিরজাদার কাছে। পরে ওজিরজাদার হুকুম তিনি তাহার সহিত এক মকতবে পড়েন এবং ওজিরজাদা বড়ই অনুগ্রহ করেন তাহাকে এবং রাঘব রায় আত্ম বিবরণ সকল তাহার স্থানে নিবেদনে ওজিরজাদা বড়ই ক্ষেদান্বিত হইয়া এ সমস্ত কর পুটে তাহার পিতার স্থানে নিবেদন করিলেন ওজির সে বালকের কাতর্য্যতা দেখিয়া নিতান্ত রূপে ভরসা দিল তাহাকে এবং সমস্ত বিবরণ ছোকরাকে দরপেষ করিয়া নিবেদন করিল বাদসাহের হজুরে।—

এবং কানুনগোরাও আরজ করিল অনেক কাল অবধি বাঙ্গালার খাজানা কিছুই আইসে না সমস্ত বং ও বেহার প্রতাপাদিত্যের করতলে। দোতরফি নালিসে বাদসাহ ক্রোধান্বিত হইয়া হুকুম করিলেন একজন আমির পাঠাইয়া তাহার দমন করিতে এতদর্থে আবরাম খাঁ বাহাদুর পঞ্চ হাজারি মনশবে আপনার সমস্ত লওয়া জমাসমেত রাঘব রায়ের নালিসে রাজা প্রতাপাদিত্যকে আক্রমণ করিতে বাঙ্গালায় তাঁই হইয়া চারি মাসে পাটনা পৌঁছিল।—

মহারাজা পাটনার থানার সেনার সহিত মুহমেল হইলে তাহারা বলিল আমরা এখানে যুদ্ধ করিতে রহি নাই কেবল চৌকিদারীর জন্য যাহাতে বিপক্ষ লোক দেশের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে তোমরা বাদসাহী লস্কর। তোমরা বিপক্ষ নহ। তোমরা সচ্ছন্দে যাহ আমরা বারণ করি না তোমারদিগকে। হর্ষচিত্তে আবরাম সর্ব্ব সৈন্য লইয়া এ দেশের মধ্যে প্রবেশ করিলে পাটনার থানার সেনাপতির হুকুম আনুযায়ি এই পর্য্যন্ত চৌকি শক্তাই করিল যে একটা পশু ও দিগ হইতে এ দিগে আসিতে পারে না না এ দিগ হইতে যাইতে পারে ও দিগে।—

পরে বাদসাহী লস্কর রাজমহলের কেলা সেই মতে ছাড়াইলে রাজার সেনাও তাহারদের পশ্চাৎবর্ত্তি হইল। আসিতে২ সেনারা এক কালিন মৌত-

লার গড়ের নিকট আইলে একেবারে দুই দিগেই মারি দিল বাদসাহী সামন্তের সেনাপতি আবরামকে তোবের গোলার চোটে নিপাত করিল। বক্রি সেনারা রাজারা সৈন্যর সাথে মিলিয়া গেল।—

এই মতে ইহার দেরিতে আর এক আমির হপ্ত হাজারি মনশবে আইলে তাহাকেও সেই মত করিল। ক্রমে২ বাইশ জন আমির আইল হেন্দোস্থান হইতে সকলেরি একে দসা করাইয়া কবর দেয়াইল যশহরে।—

বাইশ ওমরার পরে রাজা মানসিং বাঙ্গালায় আইলেন এবং পাটনা অবধি থানাজাতের সেনারা পূর্ব্বকার আমিরদের সহিতের আচরণও করিল তাহার সহিত রাজমহল ছাড়াইলে সিংহ রাজা দেখেন সেখানকার থানার লোকেরা আসিতেছে তাহাদের পাছে২। ইহাতে তিনি স্বসদার হইয়া যশহরে না যাইয়া বর্দ্ধমানে অবস্থিত করিল। রাজা প্রতাপাদিত্য প্রধান লোক পাঠাইয়া যত্ন পূর্ব্বক সিংহ রাজাকে লইয়া গেল যশহরে এবং রাজার বাসা হইল মোতলার কোটে রাজা প্রতাপাদিত্য বিস্তর২ সওগাত দিয়া সিংহ রাজা নিকট প্রতিপন্ন হইলেন এবং প্রতাপাদিত্য তাহায় ডোলার এক সুন্দরী কন্যা আপন কন্যা প্রচার করিয়া বিবাহ দিলেন সিংহ রাজার পুত্রের সহিত। ইহাতে সিংহ রাজার সহিত প্রতাপাদিত্যের অধিক অন্তরঙ্গতা হইল।—

কতককাল পরে সিংহ রাজা পুনরায় হেন্দোস্থানে গতি করিলে কাশি পৌঁছিয়া তাহার পরলোক হইল। এ সমাচার দিল্লী পৌঁছিলে আপনে ওজির এছলাম খাঁ চিস্তি প্রতাপাদিত্যের বিপরিতে বাঙ্গালায় সাজনি করিয়া হেন্দোস্থানের তিন হিসা ফৌজ সাতে লএয়া থানাবথানা মারপিট করিয়া সরবসর আসিয়া সালিখার থানায় পৌঁছিলে রাজার প্রধান সেনাপতি কমল খোজা মুহমেল দিয়া সাত দিন পর্য্যন্ত অনাহারে দিবারাত্র লড়াই করিতেছিল।—

ইতিমধ্যে এক দিন কমল খোজার মরণের খবর পৌঁছিয়াছে ইহাতে রাজা ব্যস্ত ছিলেন। কি করবেন। কি হবেক। এই পরামর্শ করিতেছিলেন। এই কালে তিনিই দেখেন উহারি মধ্যম কন্যার আকৃতি কাঁদিতে২ সেই দরবার স্থলে যাইয়া কহিতেছে বাবা তবে এখন আমি যাই। ইহাতে রাজা মহা রাগান্বিত হইয়া তাহাতে দূর২ করিয়া খেদাইয়া দিলেন বুঝিলেন তাহার আপনার কন্যা এবং যুবা কন্যা কাছারিতে গতি করিল এই লজ্জায় তাহাকে দূর২ বাক্যে খেদাইয়া আপনে সর্ব্ব সৈন্য লইয়া যুদ্ধে সাজিয়া যান।—

তখন পুর মধ্যে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন আমার কন্যা বিদায় হইতে দরবারে গিয়াছিল কেন। তোমরা কি সকলে পাগল হইয়াছ। মহারাণী কহিলেন এ কি সমাচার। আমার কোন কন্যা অদ্য বিদায় হইতে যায় নাই। রাজা কহিলেন এই বটে। এই আমার সর্ব্বনাশের সময়। যশহরেশ্বরীর বাটী যাইয়া দেখেন দক্ষিণ বাহিনী ঠাকুরাণী পশ্চিম বাহিনী হইয়াছেন। তখন আর প্রণাম করিতেও গেল না।—

এক কালিন সসৈন্যে যাইয়া ওজির সহিত দেখা করিলে ওজির তাহাকে সম্মান করিয়া জিজ্ঞাসা করিল এখন কি তোমার কর্ত্তব্য। লড়াই কি কয়েদ। রাজা কহিলেন না আমরা আর লড়াই করিব না। আমার আসন্নকাল এই। অতএব আমি কয়েদ হইব। এই মতে তাহাকে পিঞ্জারায় কয়েদ করিয়া সহর ও বাজার গড় ও পুরী সমস্ত লুটিয়া যাবদীয় স্ত্রী লোকেরদের কয়েদ করিয়া পিঞ্জিরায় দাখিল করিল কেবল প্রতাপাদিত্যের রাণী নাগ ঝির আওয়াসে কেহ২ গেল না এবং তাহাকে কয়েদ করিল না। লুটের পূর্ব্বে রাঘব রায় যাইয়া সেই পুরীর দ্বারে ডাণ্ডাইয়া কহিলেন এ দিগে আমার পরিজন। অতএব সে অঞ্চলে আর কেহ গেল না।

ওজির সমস্ত লুট করিয়া এক শত ক্রোর নগদ টাকা পাইল ইহা ছাড়া এলব্যাস পোষাক সোনা রূপা আর২ এ সমস্ত লইয়া ত্বরাই পুনরায় হেন্দোস্থানে প্রস্থান করিল। পথে যাইয়া বানারস মোকামে প্রতাপাদিত্যের কাল হইলে এ সকল ধন ও রাঘব রায় ও স্ত্রী লোকেরদিগকে দিল্লি দাখিল করিল।—

জাঁহাগির সাহ ওজিরের দরখাস্তে প্রতাপ্যাদিত্যের রাজ্য ও মনশবদারির ফরমান রাঘব রায়কে দিয়া খেতাব জশহরজীত এবং আর২ খেলাতদিগের দিয়া পদার্পণ করিলেন রাঘব রায়ের কয় ভ্রাতাই একত্তর আছেন ইছাখাঁ মছন্দরির ভঙ্গ হইতে সর্ব্বসমেত সজ্জামান হইয়া আসিতে২ কএক মাস পরে পৌঁছিলেন আপন নগরে দেখেন যশহরে সর্ব্বধ শ্মশানাকার। ইহাতে বড়ই দুঃখিত চিত্ত হইয়া উদাষ হইল রাঘব রায়কে।—

মনে২ বিচার করিয়া প্রকাশ করিলেন এই রাজ্যের জন্য আমার পিতার শিরশ্ছেদন হইল এবং মহারাজা বিক্রমাদিত্যের সন্তানের প্রধানের প্রায় জাতি গেল। অতএব এ দুষ্ট জগত। ইহার রাজ্য দুষ্ট ইহার প্রেম অধম। যে করে সে অজ্ঞান। অতএব কিঞ্চিত তালুক কেবল ভরণ পোষণের জন্য রাখিয়া আর২ সমস্ত রাজ্য হিসা২ করিয়া দিলেন আমাত্য লোকেরদিগকে। যশহরজীত নাম মাত্র রাজা রহিলেন। আপনি অপুত্রক প্রায় বৈরাগ্য।

তাহার সকল ভ্রাতাকে প্রায় নিঃসন্তান। কেবল রাজা চাঁদ রায় তাহার পুত্র রাজা রাম রায় তাহার দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ রাজা নীলকণ্ঠ রায় ও কনিষ্ঠ রাজা স্যামসুন্দর রায়। রাজা নীলকণ্ঠ রায়ের দুই রাণী বড় রাণীর পুত্র রাজা মুকুন্দদেব রায় তাহার পুত্র রাজা কৃষ্ণদেব রায় তাহার পুত্র রাজা গোবিন্দদেব রায় তাহার পুষ্য পুত্র শ্রীযুত নরসিংহ দেব রায়। তাহার কিঞ্চিত তালুক আছে যশহর চাকলার সামিল খোড়গাছি পরগণা। এ রাজা নীলকণ্ঠ রায়ের বড় রাণীর সন্তানেরদের উপাখ্যান।—

তাহার ছোটরাণীর তিন পুত্র। তাহার জ্যেষ্ঠ রাজা নবনীত রায় মধ্যম রাজা ব্রজকিশোর কনিষ্ঠ রাজা ব্রজমোহন রায়। নবনীত রায়ের পুত্র রাজা রাধাবিনোদ রায় তিনি নিঃসন্তান।

ব্রজকিশোর রায়ের পুত্র রাজা রাজকৃষ্ণ রায় তাহার পুত্র শ্রীযুত রাজা পঞ্চানন রায়। তাহারও কিঞ্চিত বিসয় আছে যশহর জিলার সামিল নুর-নগরের মধ্যে। ব্রজমোহন রায়ের দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ রাজা হরিদেব রায় কনিষ্ঠ শ্রীযুত রাজা জুগলকিশোর রায়।—

হরিদেব রায়ের পুত্র শ্রীযুত রাজা আনন্দচন্দ্র রায়। তাহারও কিঞ্চিত পটি আছে ওই নুরনগরে। জুগলকিশোর রায় আপনে বর্ত্তমান নুরনগরের কিঞ্চিত পটীদার।—

রাজা রাম রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র স্যামসুন্দর রায়। তাহার দুই রাণী। বড় রাণীর পুত্র রাজা শ্রীকৃষ্ণ রায়। তাহার দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ রাজা শিবনারায়ণ রায় নিঃসন্তান। শুকদেব রায়ের পুষ্য পুত্র শ্রীযুত গুরুপ্রসাদ রায়। তাহারও কিঞ্চিত তালুক আছে ওই নুরনগরে।—

স্যামসুন্দর রায়ের কনিষ্ঠা রাণীর দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ রাজা কৃষ্ণকিঙ্কর রায় কনিষ্ঠ রাজা নন্দকিশোর রায় কৃষ্ণকিঙ্কর রায়ের দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ শ্রীযুত রাজা হরেকৃষ্ণ রায় কনিষ্ঠ শ্রীযুত রাজা প্রাণকৃষ্ণ রায়।—

রাজা নন্দকিশোর রায়ের পুত্র শ্রীযুত রাজা রাধানাথ রায়। তাহার দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ শ্রীযুত রাজা রাজনারায়ণ রায় কনিষ্ঠ শ্রীযুত রাজা রামনারায়ণ রায়।—

এই২ কয় জন শ্রীযুত বিশিষ্ট রাজা বসন্ত রায়ের সন্তান। ইহার মধ্যে রাজা স্যামসুন্দর রায়ের সন্তানেরা এখন প্রধান। তাহারাই যশহর সমাজের গোষ্ঠিপতি। আর২ সকল বঙ্গজ কায়স্তেরদিগকে তাহারাই প্রতিপালন করিতেছেন তাহারা সকলের কর্ত্তা।—

সমাপ্ত

লিপিমালা

(নির্বাচিত অংশ)

১৮০২ খ্রীঃ অঃ

রামরাম বসু

LIPPI MALA

OR

The Bracelet of Writing :

BEING

A SERIES OF LETTERS ON DIFFERENT SUBJECTS.

By Ram Ram Boshoo,

ONE OF THE PUNDITS IN THE COLLEGE
OF FORT-WILLIAM

SERAMPORE ;
PRINTED AT THE MISSION PRESS.
1802

লিপিমালা

পুস্তক ।—

রাম রাম বস্থর রচিত ।—

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল ।—

১৮০২ ।—

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা জ্ঞানদ সিদ্ধি দাতা পরম ব্রহ্মের উদ্দিশে নত হইয়া প্রণাম ও প্রার্থনা করিয়া নিবেদন করা যাইতেছে।—

এ হেন্দুস্থান মধ্যস্থল বঙ্গ দেশ কার্য্য ক্রমে এ সময় অন্যোন্য দেশীয় ও উপদ্বীপীয় ও পর্ব্বতস্থ ত্রিবিধ লোক উত্তম মধ্যম অধম অনেক লোকের সমাগম হইয়াছে এবং অনেক অনেকের অবস্থিতি ও এই স্থানে এখন এ স্থলের অধিপতি ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরা তাহারা এ দেশীয় চলন ভাষা অবগত নহিলে রাজক্রিয়া ক্ষম হইতে পারেন না ইহাতে তাহারদিগের আকিঞ্চন এখানকার চলন ভাষা ও লেখা পড়ার ধারা অভ্যাস করিয়া সর্ব্ববিধ কার্য্য ক্ষমতাপন্ন হয়েন। এতদর্থে ভূমীয় যাবদীয় লেখাপড়ার প্রকরণ দুই ধারাতে গ্রন্থিত করিয়া লিপিমালা নাম পুস্তক রচনা করা গেল। প্রথম ধারা দুই তিন অধ্যায় তাহার প্রথমতো রাজাগণ অন্য রাজারদিগেকে লেখেন তাহার প্রত্যুত্তর পূর্ব্বক দ্বিতীয় রাজাগণ আপন সচিব লোককে অনুজ্ঞা ও বিধি ব্যবস্থাক্রম দান ইতি প্রথম ধারা। দ্বিতীয় ধারা সামান্য লেখাপড়া। সমান সমানীকে গুরু লঘুকে এবং লঘু গুরুকে প্রভু কর্ম্মকরকে এবং অঙ্কমালা এই মতে পুস্তক লেখা যাইতেছে। ইহাতে অন্যোন্য বিদ্বান লোকের স্থানে আমার এই আকাঙ্ক্ষা যদি আমার রচিত এই পুস্তেকের মধ্যে কদাচিত ক্রমে কশ্চিত দোষ হইয়া থাকে তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক দৃষ্টি মাত্রে নিন্দা মদে মত্ত না হয়েন একারণ কোন লোক দোষ ভিন্ন হইতে পারে না।—

মানব সৃজন বিধি করিল যখন।
সেই কালে ষড়রিপু কৈল নিয়োজন।
অতএব ভুল ভ্রান্তি আছে সর্ব্ব জনে।
মানব লক্ষণ বসু রামরাম ভনে।

শতাদিত্য বসু বর্ষ পশু শ্রেষ্ঠ মাস।
পরম আনন্দে রাম করিল প্রকাশ।—

১ প্রথম ধারা ।—

১ প্রথম অধ্যায় ।—

১ প্রথম লিপি রাজা অন্য রাজাকে লেখেন ।

পরম দেবতা ভগবানের গুণানুবাদ করনের পর যিনি পৃথিবীকে ব্যবস্থিত করিয়াছেন মানব করণক আর২ পশু পক্ষী মীন কীট পতঙ্গ ইত্যাদি সমস্তই মানবের নিমিত্তক । তন্মধ্যে রাজাগণকে ঐশ্বর্য্যবন্ত করিয়া উদ্ভব করিয়াছেন । আর২ সমস্তের রক্ষার্থে । ইহাতে ইহারদের উচিত সর্ব্বতোভাবে সেই ভগবানের স্তাবক থাকিয়া তাহার অনুজ্ঞা পালন করেন এবং দ্বেষী বিদ্বেষী না হইয়া অন্যোন্য বর্ণ ও ভিন্ন বর্ণ সমস্তকে আপন পরিবারের ন্যায় প্রতিপালন করেন । এতদর্থে দেখ আমি কখন কদাচিত ক্রমে এ সকল দ্বিবিধ লোকেরদিগকে ভিন্নভাব না করিয়া সম ভাবে প্রতিপালন করি ইহাতেই দিনে২ আমার ঐশ্বর্য্যের বাহুল্যতা অতএব এই আমার পূর্ব্ব কথনের প্রমাণ। আমার ইচ্ছা সমস্ত প্রধান লোকের ধারা ও এই মত হয় তাহাতেই পৃথিবীর শোভা আমার কর্ণগোচর হইল ।

নিজাধিকারের বরুপুর পরগণা তোমার অধিকারের সান্নিধ্য চিরকালাবধি এই মত কখন২ সীমা সেতুর বাদ বিসম্বাদ হইয়া আসিতেছে এবার তোমার প্রস্থ লোকেরা নিজাধিকারের প্রজার ওপর দৌরাত্ম্য করে । অদ্য প্রভাতে এই মত শ্রবণে মহা উষণায় উষ্মান্বিত হইয়া বিশেষ বিবেচনা না করিয়া সৈন্যে ডঙ্কার আজ্ঞা হইবা মাত্রেই করিমখাঁ জমাদ্দার পাঁচ হাজার তবকী ও দুই হাজার সোয়ার সমেত প্রস্তুত । আজ্ঞা এই যাহাতে সে নিজাধিকারের সন্নিধ্য স্থান করতল হয় ও বাদীকে আক্রমণ করিয়া আনে কিম্বা তাহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলে । ইতিমধ্যে নম্রগুণ অন্তর্বর্ত্তি হইয়া জানাইল এ সকল অসঙ্গত ক্রিয়া অতএব আমার সে সমাচার প্রতি অনাস্থা হইয়া সংবাদককে সমোচিত করা গেল বুঝিলাম এমত হইতে পারে না । আমার এদর্প ও ঐশ্বর্য্য সর্ব্বত্র প্রকাশমান ইহাতে আপনা দিয়া সহসা এমত না হইয়া থাকিবেক যদি আমার অক্রোধের ক্রোধ হয় তবে এ প্রদেশের সাধ্য আমার সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া থাকিতে পারে । এক২ কি হইবেক সমস্ত এক কালীন সজ্জমান হইলেই বা তাহারদের সাধ্য কি আমার বিজয়ী সেনার সম্মুখ হয় তাহাতে আপনি ও অন্যান্য প্রধান রাজাগণের স্পর্দ্ধা নহে তাহা হইলেই বা কি হয় বিজয়ী সৈন্য এক দণ্ডে নিবারণ করিবার আটক কি এমত২ কার্য্য তাহারাদের অসাধ্য কি আছে। আপনকার

সহিত এখানকার প্রণয় আছে এবং অনুগত মর্দ্দন আমার স্বভাব কখন নহে আর তোমা দিয়া এমত হইতে পারে না কি সাহসে তুমি এমত২ করিবা ইহাতেই এ সমাচার অপ্রামাণ্য হইল। কিন্তু সেনার সঙ্গী পূর্ব্বে হইয়া ছিল ইহাতে কুমার বাহাদুর শীকার খেলিতে ঐ অঞ্চলে রাই হইলেন বুঝিতে পারি আপনকার সহিত সাক্ষাত করিয়া শিষ্টাচার প্রকাশ করেন বা যদি ও ইহা দিয়া কোনমতে কিছু ত্রুটি হয় তাহাতে আপনে ক্ষোভিত নাহিবেন আপনি এখানকার ভিন্নকোটী নহেন। ইনি বালক ইহারদের ক্রিয়া তোমার আমার ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে এ বালক বটে কিন্তু অতিশয় সুবোধ এবং কার্য্যক্ষম আলাপ হইলেই জানিতে পারিবেন প্রধান২ স্থানে এ যাতায়াত করিতেছে কোন স্থানে অপদস্থ হয় নাই। দেখ কিছু কাল গত হইল স্মৃতিপুর অধিকারী শ্রুতিধর রাজা আপন দুর্দশাক্রমে কুবুদ্ধি ঘটনায় এখানকার সহিত অতি তুচ্ছ বিষয়তে বিরোধ উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহার নিবারণার্থে কুমার বাহদুর এক যাই আট হাজার সেনা সঙ্গী হইয়া যাইয়া তিন দিনের যুদ্ধেতে তাহাকে পরাভব করিয়া তাহার সহর বাজার নগর চাতর লুট করিয়া শ্রুতিধর রাজাকে আক্রমণ করিয়া এখানে আনিয়াছিল আমার ইচ্ছা ছিল তাহাকে পুনরায় আপন অধিকারে পদার্পণ করিতে তাহতে তিনি আপনি কারাগারের মধ্যে অস্মহত্যা করিতেছেন তাহাতে ক্ষেদ হইল আমার এমত স্বভাব নহে যে শরণাগত নিরুপায়কে কদাচ নষ্ট করা হয় কি করা যায় তাহার দৈবী লিপি এই ছিল। অতএব কুমার বাহাদুর দৈব পরাক্রান্ত বালক আপনি এখানকার অন্তরঙ্গ আপনকার আনন্দ বাহুল্য তার কারণ এসমস্ত লেখা গেল অন্যকে এ পর্য্যন্ত লিখিবার বিষয় কি। ভগবান আমাকে একটি সচ্চরিত্র মহদ্‌গুণ দিয়াছেন ইহারি প্রভাবে এখানকার প্রজাগণ ও সেনাগণ ও আর২ লোক সকলেই সুখী এবং আমার শরণাগতের কখন বিপদ হইতে পারে না আমার ইচ্ছা আপনি ও সর্ব্বদা নিরুদ্বেগী হয়েন। ইতি।—

২ দ্বিতীয় ধারা।—

রাজা অন্য রাজাকে।—

অসীমা গুণক্রান্ত ভগবানের উদ্দেশ্যে নত হইয়া প্রকাশ করা যাইতেছে কাহার সাধ্য তাঁহার গুণ ব্যাখ্যা করে। অনন্ত গুণ অসীমা জ্ঞান ও অপ্রমিত বক্তৃ হইলে কিঞ্চিত কহিতে পারিবা ইহাতে মানুষের উচিত তাহার গুণাগুণ

প্রমিত না করিয়া অসীমা গুণোদ্দিশ্যে আত্মীয় বিবরণ নিবেদন করে এতবন্মাত্রে ইহার অধিকে দোষ ।—

ক এক দিবস গত হইল শুনা গিয়াছিল সুবর্ণপুরের রত্নাকর রায় বালক-কালবধি এই সরকারের পোষ্য কিছু কাল হইল এখান কার সহিত নষ্টতা করিয়া আপনকার অনুগত হইয়াছিল তাহাতে কি হয় নষ্ট প্রকৃতি লোকের স্বভাব কদাচ অন্য মত হইতে পারে না। কার্য্যক্রমে ওখানে ও তদনুরূপ করিয়া স্বপ্রাধান্যতে পরগণে বক্রপুর যাহা চিরকালাবধি এ অধিকারে ভুক্তি তাহা দখল করিয়া চতুষ্পার্শ্বের প্রজা লোকের পীড়া দ্যায় তাহাকে নিরস্ত করা অতি সামান্য কথা। এবং বক্রপুর আপনকার অধিকারের নিকটবর্ত্তী বিবেচনা করা গিয়াছিল তাহার কিছুই বিদিত হইল না ভাবিলাম বুঝি আপনকার ওখানে কোন বিভ্রাট হইয়াছে বা নতুবা ইহার দমনের গৌণ কালের নিমিত্ত কি। অত্যদূরে এখানকার কএক জন সৈন্য মৃগয়া ছলে যাইয়া তাহার নিবারণ করিয়াছে। এবং এখানকার হুকুম হইয়াছে বক্রপুরে একটা গড় নির্মাণ করিতে তাহা ও প্রস্তুত হইল প্রায়। সে সর্ব্ব বিবরণ অবগত হইয়া থাকিবেন। আমি বুঝি আপনকার বিস্তর২ সাহায্য এদিক দিয়া হইতে পারিবেক। যখন কার যে সহায়তার আবশ্যক হয় যাচমান হইলে ত্রুটি হইবেক না এই এই সহজ বিবেচনা অন্তঃকরণ বর্ত্তিতা করিতেছিল। ইতিমধ্যে আপনকার প্রেরিত লোকের নিবেদন ক্রমে ও লিপিদৃষ্টে আপ্যায়িত হওয়া গেল আপনকার সাহস পরাক্রমেব বিবরণ জ্ঞাত হওন নিতান্ত আহ্লাদিত জানিবা। আপনকার সম্মুখে কেহ স্থির হইতে পারে না সেনা ও সেই মত বিজয়িনী বিখ্যাতা অতএব ইহা হইতে আর অধিক কি। ইহাতে অনুমানে জানা গেল এখানকার বিরোধোপযুক্ত হইয়াছেন এটা অধিক আনন্দের বিষয় এ সকল বিষয়েতে ক্ষমতাপন্ন হইয়া থাকিবা কিন্তু অবধান করুন এ বিষয়েতে দর্প অতিশয় করিবেন না। যদ্যপিস্যাৎ এ সমস্ত রাজাগণের সভায় ব্যাখ্যা বটে কিন্তু আমার পরামর্শে হইতে পারে না। আমি বুঝি যাবদীয় প্রাণী মাত্রেই এক অংশ হইতে উদ্ভব কদাচ তাহার ভিন্ন২ নহে এ সকলি নশ্বর অদ্য যাহা আছে কল্য তাহার দেখা যায় কি না সন্দেহ যে বস্তু অতি অল্প কালের বিষয় তাহার অহঙ্কার বিফল দর্প ও অহঙ্কার ভগবানের আপনার শোভা তাহা অন্যের নিমিত্ত নহে এতদর্থে সকল সৃষ্টি অতি সামান্য বস্তুতে উৎপন্ন করিয়াছেন তথাচ লোক তাহারি প্রলোভী এমত না হয় বিবেচনা করিবেন। নাহঙ্কারাৎ পরো রিপু এ সমস্ত লেখা যাইতেছে আপনকার হিতার্থ জানিবেন অন্য মত নহে দর্পহা ভগবানের নাম তাহার প্রতি দৃষ্ট করিয়া সদা সাবধান থাকিবেন।

ঐশ্বর্য্য বীর্য্য ক্ষমতা রূপ গুণ বল পরাক্রম সমস্তই অনিত্য অহঙ্কার এমত দৃষ্ট পূর্ব্বকালের মহা২ রাজাগণ পৃথু মান্ধাতা দিল্লীপ ভগিরথ প্রভৃতির যখন যাহার অহঙ্কার হইয়াছে তাহার দমন তৎক্ষণাৎ হইয়াছে। অতএব তোমার আমার অহঙ্কার অতি অনুচিত। দেখ এখান দিয়া অহঙ্কার হইলে হইতে পারে যেমত আপনকার আনুগত্য এখানকার কারণ এমত২ অনেক২ আর আর ও এই মত করেন ঐশ্বর্য্যের বাহুল্য যথেষ্ট সামন্ত ও অপ্রমিত ঈশ্বরের অনুগ্রহতে সর্ব্বত্রই বিজয়ী বৈরী ব্যাপক কাল স্থায়ী হইতে পারে না। শ্রুতি মাত্রেই তাহার দমন হয় অনুগত লোক মহানন্দময় যাবদীয় লোকটা এখানকার প্রতি পালনে অনুগত আসমুদ্র অধিকার প্রজা লোক এখানকার সূক্ষ্ম বিচার ও সচ্চরিত্রতা ক্রমে সমস্তই সামন্তে নিবষ্ট এতদ্রূপ ঐশ্বর্য্য তাঁহাতে ও অহঙ্কারের বসতি এ অঞ্চলে হইতে পারে না। ইহাতেই ভগবান আমাকে রাজাধিরাজ করিয়া তোমারদিগের সর্ব্বত্র বিখ্যাত করিয়াছেন। এই আমার কেবল না সদ্‌গুণ ও নিরহঙ্কারির লক্ষণ জানিবা লিখিয়াছেন আপনকার বালক মৃগয়াতে এ অঞ্চলে আগমন করিয়াছেন ইহাতে আনন্দ হয়া গেল কএক বার কার্য্যক্রমে এ রাজধানীতে আপনি আসিয়াছিলেন : নতুবা আপনকার বালক এত বড় হইয়াছেন তথাপি এখানে আইসেন নাই। ভাল এই বার আইসনে সকল করের আনন্দ জানা যাইবেক। আপনকার লিপিযুক্ত তাহাকে সহর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া আনিতে লোক পাঠান গেল যদ্যপিস্যাৎ বক্রপুরের কেল্লায় ও প্রচুর মত লোক আছে, তথাপি বালকের আগমন আনন্দক্রমে আর হাজারদশেক সেনা তাহার আগবাড়ান জন্য পাঠান গেল তাহার নিমিত্ত আর ভাবনা করিবেন না। সম্প্রতি শিরসী দেশাধিপ নষ্টতা করিয়া আরঙ্গের নালার বাঁধাল ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন তাহার প্রত্যুপকারে এখানকার লোক গিয়াছে দমন হইবেক তাহাতে কি হয় আপনকার ও অঞ্চল ঐ বাঁধালে রক্ষা পায় তাহাতে মনোযোগ করিবেন। এখান দিয়া যে আনুগত্য হইতে পারে ত্রুটি হইবেক না। ইচ্ছা আপনি যাইয়া তোমার ও অঞ্চল যাহাতে রক্ষা পায় তাহা করি কিন্তু এখানে আর২ অনেক২ লোক ওখানকার সহিত বিপক্ষতা করিয়া নষ্টতা করিতে উদ্যত তাহারদের দমন নহিলে ওখানকার ওপর বিপত্তি হওনের আটক হইতে পারে না। এই হইল তাহার বাধক তথাচ ত্রুটি হইল না। কএক হাজার সেনা সমেত রাজা নবকুমার আপনকার আনুগত্য নিমিত্ত প্রেরিত হইল ইহা দিয়া ত্রুটি হবেক না। আর২ নিগূঢ় প্রসঙ্গ অনেক যাহা অলিখ্য তাহা ইনি পৌঁছিয়া আপনকার সুগোচর করিবেন। কোন বিষয় ভাবনা করিবা না ইহা দিয়া অনেক অনুগত্য হইবেক আমি ও এই লোকেরদিগের দমন করিয়া

আপনকার ও অঞ্চলে অবশ্য আসিব ইহাতে সন্দেহ করিবা না ত্বরা প্রতুল করা যাইবেক। ইতি।—

রাজা চাকরকে।—

রাজত্বের সিংহাসন ও স্তম্ভ নিরোপণ
যাহে রাজ্য হয়তো স্থাপন
প্রভু ভক্ত মহাবল দম্ভে যেন কালানল
বিগ্রহেতে অন্তক যেমন।
ধর্ম্মেতে তৎপর মতি দয়ার্থ হৃদয় অতি
দানে মানে কর্ণ দুর্য্যোধন
ধৈর্য্যবান ক্ষিতি সম ক্রোধেতে বিপক্ষে যম
মহাবীর রায় জনার্দ্দন।

অনুজ্ঞা লিপি দৃষ্টে এ অঞ্চলে কার্য্য কর্ম্ম প্রণিধানপূর্ব্বক যাহাতে প্রজালোকের বসতি বাহুল্য হইয়া পল্লাপল্লি সুশাসিত হয় এবং অন্যোন্য মণ্ডলাধ্যক্ষ এবং জনপদাধ্যক্ষ এবং গ্রামাধ্যক্ষ ইত্যাদি ইহারদের শীল প্রজাগণকে দুঃখ দিয়া ধন সঞ্চয় করে তাহা না হয়। কিন্তু অনুধাপন করিবেন প্রজার সুখ বৃদ্ধি করিবা আর বিবেচনা পূর্ব্ব অনুসন্ধানক্রমে দুষ্ট লোক সূচক দস্যু চোর বাটপাড় মিথ্যার্ণব পরহিংসক ইত্যাদি যাবদীয় লোক আক্রমণ করিয়া আনিবা কিন্তু এককালীন সহসা তাহারদিগকে নষ্ট করিবা না। দেখিবা তাহারদের মধ্যে যে নিতান্ত দুষ্টাচারী হয় তাহাকে নিগড়যুক্তে রাখিবা। এবং তাহার পরিজন লোকেরদিগের নির্ব্বাহ নিষ্পত্তির সংস্থান করিয়া দিবা দুঃখ না পায়। নিগড় বন্দিরদিগকে নীতিশাস্ত্র ইত্যাদি অভ্যাস করাইতে২ যাহার মতি নীতি প্রবিষ্ট হয় তাহারদিগকে পুনরায় স্বপদে অর্পণ করিবা। অন্যেরদিগকে নীত্যভ্যাসে ক্ষমাপন্ন হওয়া নহে বরং তাহাতেই অন্তে মরিবেক এমত লোকেরদের পরিবারগণের নির্বাহ নিষ্পত্তির মনযোগ করিবা। এমত হইলে তাহার রাজ্যে প্রজা বৃদ্ধি হয়। ভবানীনগরেশ্বর ভবানন্দ সিংহ রাজধানীতে আসিয়াছিল প্রকাশ কিছুই করে নাই ইহার জনপদের প্রজা লোক ইহাকে মানে না ইহাতে এ আপন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নিজাধিকার এ রাজধানীর ভুক্ত করিয়া দেয়। শুনা গেল তোমার ওখানে গিয়াছে যদিতু এই হয় তবে তাহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবেন এখানকার সংবাদের অপেক্ষা করিবা না। এবং তাহাকে তোমার কর্ত্তৃত্বর মধ্যে

সংস্থান করিবা যাহাতে তাহার পূর্ব্বমত নির্ব্বাহ নিষ্পত্তি হয় তোমার ওখানে সামন্ত প্রচুর আছে। নগর হাটের রাজা নীলমাধব বিধর্ব্বের ওপর দৌরাত্ম করে অতএব তাহার সাহায্যার্থে অযুত তুরগারূঢ় প্রেরণ করিবা যাহাতে তাহার বৈরি দমন হয় সে এইখানের পোষ্য। বিধর্ব্ব পূর্ব্বকালে এইখানকার মহারাজাদের কুক্ষী নিবিষ্ট ভৃত্যবত ছিল এখানেও সেই ভাব আমার দ্রষ্টব্য হইতেছে অতএব তাহার ওপর আবশ্যক বিবেচনা করিবা। এ বৎসর শেষ হইল তথাচ ওখানকার কর কি পত্র কিছুই আইসে না কারণ কি তদ্দিশ্য বসন্ত রায় ফষ্টিক সহিত পরিবার পোনের জন প্রেরিত হইল সাম্বৎসরিক কর বক্রী সংপ্রতি দশলক্ষ প্রেরণ করিবা গৌণ না হয়। এখানে সম্প্রতি বিগ্রহ উপস্থিত সিন্ধুকুলাধিপ মানব রাজা বলবন্তরায়ের ওপর বল করিয়া অধিকার লুট করিয়াছে তাহার প্রতিফল দিতে হইবেক তাহার আসন্নকাল উপস্থিত বুঝা যাইতেছে নতুবা কি আশাক্রমে এ রাজ্যের ওপর দৌর্জ্জন্যতা করে যাহা হউক এখানে একজাই লবলক্ষ সেনা প্রস্তুত হইয়াছে এবং তোমরা সকলে ও আপন২ দল সহিত সিন্ধুকুল দেশ গমন করিবা এখানকার বাহিনী প্রস্তুত জানিবা ইতি।—।

সমান সমানকে।—

ত্বদীয় শ্রীশিবচন্দ্র বসোনমস্কারা বহবো নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ। মহাশয়ের মঙ্গলাদি সদা প্রার্থনা করিতেছি তাহাতে অত্র মঙ্গল পরং।

সমাগত পত্র পাইয়া সমাচারে জ্ঞাত হইলাম। লিখিয়াছেন অমুক পরগণার প্রজা লোক এ বৎসর রাজস্ব বাক্কি থাকিতে আমারদিগের প্রভুর অধিকারে পলাইয়া আসিয়াছে তাহার হিসাব পাঠাইতেছি দৃষ্টি করিয়া দেওয়াইয়া দিতে লিখনানুসারে সে সকল প্রজার দিগকে আনাইয়া জ্ঞাত হইলাম তাহারা কহিলেক ভাদ্রমাস পর্য্যন্ত মাস মাসের নিয়মিত রাজস্ব দিয়াছে আশ্বিন মাসে বন্যা হইয়া সমস্ত শস্য ও ঘরদ্বার ডুবিয়া গিয়াছে এবং বৃক্ষাদি মরিয়াছে আমারদিগকে বন্দোবস্ত করিয়া কমি দিলে রাজস্ব কিছু২ করিয়া দিতে পারিতাম তাহাতে আপনি উত্তর করিলেন অধিকারী ব্যক্তি কমি না দিলে আমি কমি দিতে পারি না পরে প্রজারা কহিলেক যে সকল বৃক্ষাদি মরিয়াছে সে সকল আমারদিগের জমার মধ্যে তাহা ছাড়িয়া দিলে বিক্রয় করিয়া রাজস্ব নিঃশেষে দিতে পারি তাহাও প্রজার দিগকে না দিয়া সরকারে বিক্রী করিয়া লইয়াছেন এবং বর্ণ্যার পর প্রজারা

সর্ষপ ও কলাই যে ভূমিতে করিয়াছিল তাহা রাখিয়া পলাইয়া আসিয়াছে তাহাও বিক্রী করিয়া লইয়াছেন এ সকল দ্রব্যে প্রজারা যে মত বক্রির কথা কহে তাহা হিসাবে ওয়াসিল দিলে রাজস্ব শেষ হইয়া আর অধিক হয়। আপনকার কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম সে সকল কথা কিছুই গ্রাহ্য করে না কহে ইহার কিছুই আমি জ্ঞাত নহি। প্রজারা কহে যে সকল লোক কিনিয়াছে যে কর্ম্মচারী থাকিয়া বিক্রী করিয়াছে এবং গ্রামস্থ প্রধান২ লোক থাকিয়া মূল্য নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছে সে সমস্ত বর্ত্তমান আছে জানাইয়া একত্র করিলাম বিচার করিলে সমস্তই সত্য জানিতে পারিবেন। এবং ভাদ্রমাস পর্য্যন্ত আপনকার হিসাবে যে ওয়াসিল দিয়াছেন প্রজারা যে মত কহে তাহাতে কিছু অনৈক্য হয়। অতএব সকল লোক ও প্রজা সাক্ষাত শুনিলে ইহার বিচার হয় তবে কি সত্য কি মিথ্যা বুঝিতে পারি ইহার যে হয় লিখিবেন তবে এ বিষয় নিষ্পত্তি হইতে পারিবেক। আর এখানকার প্রজা লোকেরা রাজস্বের নিঃশেষ করিয়া না দিয়া অমুক পরগণায় পলাইয়া গিয়াছে তাহারদের বাকির হিসাব সমেত লোক আপনকার নিকটে পাঠাইব সে সকল প্রজা লোককে আনাইয়া মোকাবিলা অবগত হইয়া যে বাকি আপনকার বিচার সম্মত হয় দেওয়াইয়া দিবেন। আর আপনকার প্রজা লোক এখানকার জমা রাখে তাহার রাজস্ব বক্রি আছে দেওয়াইয়া দিবেন। যাতায়াতে যাতায়াতে মঙ্গলাদি সমাচার লিখিবেন নিবেদন কিমধিকমিতি।—

মনিব চাকরকে।—

বিজ্ঞাপনঞ্চ বিশেষ তোমার কুশল বাঞ্ছনীয় তাহাতে অত্র সন্তোষ পরং।—

জ্ঞাত হইলাম পরগণে খানপুরের অনেক২ তোমার পত্রে গ্রাম এ বৎসর প্রজা পলাতক হইয়াছে এ সকল মহল পত্তন নহিলে রাজস্বের হানি বিস্তারিত অতএব ধান্য ও টাকা হইলে বুঝিতে পারি পত্তন হইতে পারে কোন গ্রামে কত ধান্য কত টাকা চাহি তাহার একটা ফর্দ্দ অনুমানে বিবেচনা মতে পাঠান যাইবেক। এ বৎসর চেষ্টা সাধ্য অধিক পত্তন না করিতে পারিলে পশ্চাত পত্তন হওন ভার হইবেক। যে২ গ্রাম ইজারদার ও গাঁতি জমা তাহার তাগাবি সরকার হইতে দেওনের আবশ্যক নাহি তাহার দিগকে নিরাশ উত্তর দিবা যদি একান্ত সে সকল লোকেরদিগের তাগাবি দেওনের সাঙ্গত্য না থাকে তবে তাহারা এখানে আসিয়া নিবেদন করিলে বিবেচনা মতে যেমত হয় করা যাইবেক।

তুমি ওখানকার পত্তনের চেষ্টা প্রাণপণে করিবা এখানকার বিশ্বাস তোমার প্রতি বিস্তর সরকারের লাভ করিতে পারিলে আর বাহুল্য হইবেক। আর সুবিদ-পুরের সীমা লইয়া সাহসের অধিকারীদের বিরোধ হইয়াছিল তাহার নিমিত্ত সাহসের অধিকারী বর্দ্ধমানে নালিস করিয়াছিল সেখানে তাহারদিগের নালিস ডিসমিস হইয়াছিল পুনরায় কোর্ট আফিসে নালিস করিয়াছিল সেখানেও তাহারা হারিয়াছে ডিসমিস পাওয়া গিয়াছে তুমি ওখানে প্রধান২ প্রজা লোক ও কর্ম্মচারী সমেত যাইয়া ভূমির চতুঃসীমা দেখিয়া লইবা ইহাতে প্রজা লোকেরও অধিক আহ্লাদ হইবেক সে স্থানে পুরাতন প্রজা যত আছে তাহার-দিগকে নিরুদ্বেগী হইতে কহিবা এমত বিবাদ আর হইবে না। আর দশ পাঁচ ঘর প্রজা ঐ স্থানে বসাইতে পারহ তাহার চেষ্টা নিতান্ত যত্নমান হইয়া করিবা তাহাতে ধান্য ও টাকা যাহা আবশ্যক হয় দিতে তাহা দিবা। তুমি মধ্যে২ গ্রামে২ যাইয়া প্রজালোকেরদিগকে আশ্বাস জন্মাইয়া রাখিবা এমত হইলে প্রজালোক সচ্ছন্দ হইয়া বসতি করিতে পারে। শুনিতে পাই দস্যু ভয়তে প্রজালোক বিরত তাহার তুমি কিছু লিখহ না যদি এমত হয় তবে দুষ্ট যে সকল লোক তাহারদিগের অনুসন্ধান করিয়া সমাচার লিখিবা এখানে কর্ত্তা পর্য্যন্ত জ্ঞাত করিয়া তাহারদিগকে দমনার্থে লোক পাঠান যাইবেক দুষ্ট লোককে নষ্ট না করিলে আপনাকে নষ্ট হইতে হয় রাজকর্ম্মের এমত ধারা ইত্যবধানে বিহিত করিবা কিমধিকমিতি।—

চাকর মনিবকে।—

আজ্ঞাকারি শ্রীশিবচন্দ্র বসো৪ নমস্কারা নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ। বাবুজি মহাশয়ের স্থির রাজলক্ষ্মী সর্ব্বদা শ্রীশ্রী৺স্থানে প্রার্থনা করিতেছি তাহাতে এ পরিজনের নির্বৃতি পরং চিরদিবসান্তরে আজ্ঞাপত্রী পাইয়া শিরোধার্য্য করিয়া সমস্ত সমাচার বিদিত হইয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম এ বৎসর ছয়মাস এ পরগণাতে আসিয়াছি ইহার মধ্যে বাটী যাওনের কারণ দুইবার নিবেদন লিখিয়াছিলাম তাহার সুস্পষ্ট উত্তর কিছুই আজ্ঞা হয় নাই আমার বাড়ী যাওনের নিমিত্ত বাটী হইতে দুই তিন দফা সমাচার আইল তাহাতে কি করে চাকর মনিব সম্পর্ক হইলে মনিবের অনুমতি ব্যতিরেক কার্য্য স্থান হইতে যাইতে পারা যায় না অতএব পুনঃপুন নিবেদন লিখিতেছি অবধান পূর্ব্বক বিহিত আজ্ঞা হইবেক এখানকার কর্ম্মের বিষয় বিশেষ কি লিখিব ধৌত হইয়াছিল

এ জন্য প্রজা লোকের স্থানে রাজস্ব অৰ্দ্ধেক পাওয়া যায় এমত বুঝি না প্রজার উপর নিতান্ত শক্তি করিলে এক কালিন গ্রাম নিষ্প্রদীপ হয় কর্ত্তা মহাশয় আমি সরকারের চাকর আজ্ঞা বিনা কি করিতে পারি এ পরগণায় কএক গ্রামের ইজারদারের নামে বক্রি রাজস্ব কারণ নালিস না করিলে কোনক্রমে বক্রি রাজস্ব পাওয়া যাবেক না এ বিষয়ে পূর্ব্বে নিবেদন লেখা গিয়াছিল তাহার স্পষ্ট উত্তর কিছুই আইসে নাই একারণ পুনর্নিবেদন লিখিতেছি কএক ইজারদারের নষ্টতাতে অনেক টাকা বক্রি আটক করিয়াছে একারণ সরকারের রাজস্বের নিমিত্ত দুই তিন বার পদাতিক আসিয়াছিল অতএব সদর উকিলের নামে এমত লিখন যায় যে এখান হইতে যে২ ইজারদারের নামে আদালতে নালিস কারণ নিবেদন লিপি পাঠান যায় সেই লিখন বিদিত করিয়া পদাতিক পাঠান যে তাহারদিগকে ধরিয়া দেওয়া যায় নালিসের রশূম প্রভৃতি এইক্ষণে সরকার হইতে দিতে হবেক তাহার অঙ্গিকার লিখিলে তবে তাহা করিয়া পাঠান যায়. সকল বিষয় লিখিলাম ইহার উত্তর শীঘ্র আজ্ঞা হইবেক কিমধিকং নিবেদন মিতি ।—

হিতোপদেশ

১৮০২ খ্রীঃ অঃ

(নির্বাচিত অংশ)

গোলোকনাথ শর্মা

গোলোকনাথ শর্মার পুরো নাম গোলোকনাথ মুখোপাধ্যায়। দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত মহীপাল দীঘির নিকটে একগ্রামে তাঁর জন্ম হয়। কেউ কেউ মনে করেন, টমাস যখন মহীপালদীঘির নীলকুঠির অধ্যক্ষ ছিলেন তখন তিনি গোলোকনাথের কাছে সংস্কৃত ও বাংলা শিক্ষা করেন। ১৭৯৫ সনে লেখা টমাসের ডায়েরি থেকে জানা যায় যে, এই পণ্ডিত কতকগুলি 'হিন্দু ফেবল্‌স্' অনুবাদ করছিলেন। ১৮০১ সালে উইলিয়ম কেরী একপত্রে উল্লেখ করেন যে তাঁদের 'পণ্ডিত' যে 'Sanscrit fables'-এর বঙ্গানুবাদ করেছেন তা তাঁরা প্রকাশ করছেন। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন এই 'Pundit' হচ্ছেন। গোলোকনাথ শর্মা এবং উক্ত 'হিন্দু ফেবল্‌স্' ও 'Sanscrit fables' হচ্ছে সংস্কৃত হিতোপদেশ—গোলোকনাথ যার অনুবাদ করেছিলেন এবং যেটি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গ্রন্থরূপে ১৮০২ খ্রীঃ অব্দে শ্রীরামপুরে মিশন থেকে মুদ্রিত হয়। এঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় কিশোরবয়সে কিছুকাল কেরীর পণ্ডিত ছিলেন।

গোলোকনাথ ১৭৯৪ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত মিশনারীদের সঙ্গে ছিলেন। কেরীর সঙ্গে তিনিও মালদহ ত্যাগ করে শ্রীরামপুরে উপস্থিত হন। টমাসের নির্দেশে তিনি বাংলায় বিষ্ণুশর্মার হিতোপদেশ অনুবাদ করেন এবং সেটি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তক রূপে মুদ্রিত হয়। ১৮০৩ খ্রীঃ অব্দে দিনাজপুর জেলায় নিজগ্রামে তাঁর মৃত্যু হয়।

HEETOPADESHU

OR

Beneficial Instructions
Translated from the Original Sangskrit,
By GOLUK NATH, Pundit.

SERAMPORE,
PRINTED AT THE MISSION PRESS.
1802

হিতোপদেশ ।—

সংগ্রহ ভাষাতে ।—

গোলোক নাথ শর্ম্মণা ক্রিয়তে ।—

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল ।-
১৮০১—

হিতোপদেশ।—

সংগ্রহ ভাষাতে।—

সর্ব্বত্রে বিচিত্র কথা এবং নীতিবিদ্যা দায়িক সে কি মত তাহার বিশেষ কহি। পণ্ডিত যে ব্যক্তি যে বিদ্যার্থ কি মত চিন্তা করে তাহা শুন। অজরা অমরাবৎ আর ধর্ম্মাচরণ কেমন যে মত যমেতে কেশাকর্ষণ করিয়া থাকে তাদৃশ। অপর বিদ্যা বস্তু সকল দ্রব্যের মধ্যে অত্যুত্তম কহিয়াছেন তাহার কারণ এই অহরণীয় অমূল্য অপূর্ব্ব অংশির অধিকার নাহি ও চোরের অধিকার নাহি এবং দানেতে ও ক্ষয় নাহি অতএব বিদ্যা রত্ন মহাধন সংজ্ঞা তাহার শক্তি কি কি বিদ্যা বিনয় দাতা বিনয় পাত্র দাতা পাত্র ধন দাতা ধন ধর্ম্ম ও সুখ দাতা এ সকল বিষয় কহিলে পুস্তক বাহুল্য হয় অতএব সংক্ষেপে কিছু২ কহিব। সম্প্রতি মিত্রলাভ সুহৃদভেদ বিগ্রহ সন্ধি। এই চারি ভাগ।—

কোন নদীর তীরেতে পাটনী পুত্র নামধেয় এক নগর আছে সে স্থানে সর্ব্বস্বামী গুণোপেত সুদর্শন নামে রাজা ছিল। সেই রাজা এক কালে কোন কাহার মুখে দুই শ্লোক শুনিলেন তাহার অর্থ এই শাস্ত্র সকলের লোচন অতএব যে শাস্ত্র না জানে সেই অন্ধ। আর যৌবন ধন সম্পত্তি প্রভুত্ব অবিবেক ইহার যদি এক থাকে তবেই অনর্থ সমুদায় থাকিলে না জানি কি হয়। ইহা শুনিয়া সেই রাজা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে আমার পুত্রেরা অতি মূর্খ অতএব ইহারদের কি হবে এমন পুত্র থাকা না থাকা তুল্য। যে পুত্র অবিদ্যান ও অধার্ম্মিক সে পুত্রের কি কার্য্য যেমন কানার চক্ষুপীড়া মাত্র। যদি পুত্র হইয়া মরিত কিম্বা না হইত সে কেবল একবার দুঃখ মূর্খ পুত্র প্রতি পদে। বিদ্যাযুক্ত এবং সাধু যদি এক পুত্র হয় তিনি পুরুষের মধ্যে সিংহ। যেমন চন্দ্র। যাদৃশ রজনীতে চন্দ্র উদয় না হইলে কোটি২ নক্ষত্র অন্ধকার নাশ করিতে পারে না তাদৃশ এক শত মূর্খ পুত্র জানিবা এক সুপুত্রের তুল্য নহে। অপর যে ব্যক্তি অনেক দান ও পুণ্য করে তাহার পুত্র ধনবান ও ধীবান ও ধার্ম্মিক হয়। ধন কর্ত্তা পিতা শত্রু মাতা অপ্রিয়বাদিনী ভার্য্যা রূপবতী পুত্র অপণ্ডিত। উচ্চ বা নীচ হউক গুণবান সকল স্থানে পূজনীয়। যেমন বংশের গুণ যুক্ত ধনুক নির্গুণ কি কার্য্যের। যে পুত্র না পাঠ করে সে পুত্র পণ্ডিতের মধ্যে কীদৃশ যেমন পঙ্কের মধ্যে গরু পড়িলে হয়। গর্ভস্থ মনুষ্যের এই পাঠ যোগ হইয়া থাকে আয়ু কর্ম্ম বিত্ত বিদ্যা নিধন। কিন্তু যদি কেহ ভাবে যে যা হবার তা হবে সে অতি অলশের কথা তাহার প্রমাণ

যে মত রথের গতি কেবল চক্রেতে হয় না এবং পুরুষকারের চেষ্টা ব্যতিরেক হয় না। অপর কুম্ভকার আপন ইচ্ছামত তাহার কার্য্য করিতে পারে তাদৃশ আত্ম কৃত কর্ম্ম মনুষ্যে করিতে পারে। অপরঞ্চ কাকের তাল ফেলার ন্যায় অগ্রে নিধি দেখিয়া পায় তাহা ঈশ্বর দত্ত বটে কিন্তু পুরুষার্থ অপেক্ষা করে যদি কোন কাহার অগ্রে পাকা তাল কাকে ফেলায় সে দেখিয়া যদি না পায় তবে কখন পাবে না অতএব যে পিতামাতা তাহার পুত্রকে না পড়ায় সে শত্রু এবং সে পুত্র সভার মধ্যে কেমন দীপ্তি হয় যেমন হংসের মধ্যে বক। মূকের শোভা যাবৎ কিছু না বলে তাবৎ মাত্র। মোটা দ্রব্য চিক্কণ হয় ও চিক্কণ মোটা হয় যেমন চন্দ্র কৃষ্ণ পক্ষে ও শুক্ল পক্ষে। সে রাজা এই সকল চিন্তা করিয়া পণ্ডিতের সভা করিলেন। ভো ভো পণ্ডিতেরা অবধান কর। আমার পুত্রেরা নিত্য উল্টা পথগামী অতএব তাহারদের নীতি শাস্ত্রে পুনর্ব্বার জন্ম দেহ। যথা কাঞ্চন সংসর্গতে কাচ যে তিনি বহু মূল্য প্রস্তরের দীপ্তি ধারণ করেন তথা সন্নিধানেতে মূর্খ যে তিনি প্রবীণতা পান। তাহার স্থূল এই যদি হীনের সহিত থাকে তবে হীন মতি হয় সমানের সংসর্গে সমতা হয় বিশিষ্টের সহিত থাকিলে বিশিষ্টতা পায়। অতঃপরে বিষ্ণুশর্ম্মা নামেতে ব্রাহ্মণ মহা পণ্ডিত সকল নীতি শাস্ত্রজ্ঞ বৃহস্পতির ন্যায় কহিলেন হে মহারাজা এই সকল রাজপুত্রেরদিগকে আমি নীতি শাস্ত্রেতে জ্ঞান করিয়া দিব বিনা ব্যাপারে কাহার কিছু হয় না অতএব আমি মহারাজার পুত্রেরদিগকে ছয় মাসের মধ্যে যে রূপে নীতি শাস্ত্রেতে জ্ঞান জন্মাইয়া দিব মহারাজা তাহারদিগের কারণ কোন চিন্তা করিবেন না। রাজা বিনয়পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিতেছেন। যদি কীট পুষ্পের সহিত থাকে তবে মহতের শিরে আরোহণ করে। আর সাধু ব্যক্তি যদ্যপি পাথর স্থাপন করে তবে সে পাথর দেবত্ব পায় যেমত পর্ব্বতের উপরের দ্রব্য নিকটে দীপ্তি হয় তেমন সতের নিকটে হীন বর্ণের দীপ্তি হয়। অতএব বিষ্ণুশর্ম্মাকে বহু মর্য্যাদা করিয়া রাজা আপন পুত্রেরদিগকে লইয়া সমর্পণ করিলেন। অথ রাজ পুত্রেরদের অগ্রে প্রস্তাব ক্রমেতে সেই পণ্ডিত কহিলেন যে কাব্য শাস্ত্র বিনোদেতে পণ্ডিতেরা কাল যাপন করেন মূর্খের কাল দুঃখ ও নিদ্রা ও কলহেতে যায়। অতএব তোমারদিগের জ্ঞান জন্য কাক কূর্ম্মাদির বিচিত্র কথা কহি। রাজপুত্রেরা কহিলেন বলিতে আজ্ঞা হউক।—

বিষ্ণুশর্ম্মা কহিতেছেন ভো ভো কুমারা। সম্প্রতি মিত্র লাভ প্রস্তাব করি। এই যাহার প্রথম কথা। আসাধন বিত্তহীন বুদ্ধিমন্ত উত্তম সুহৃদ আশু কর্ম্মসাধক কাক কূর্ম্ম মৃগ আখু। রাজপুত্রেরা কহিতেছেন এ কি। তখন বিষ্ণুশর্ম্মা কহিতে লাগিলেন।

গোদাবরী নামতে নদীতীরে এক প্রকাণ্ড শাল্মলী বৃক্ষ আছে। সেই গাছের উপর নানান দিগ হইতে পক্ষীরা আসিয়া রজনীতে বাস করে। তারপর কদাচিত এক দিন রাত্রি অবশেষেতে চন্দ্র অস্ত হইতেছেন এমত কালেতে এক ব্যাধ যমের সদৃশ জাল দাঁড় হস্তে করিয়া আসিতেছে। তৎকালে সেই বৃক্ষবাসী এক বৃদ্ধ কাক লঘুপতনক নামতে তিনি এই ব্যাধকে দেখিয়া মনের মধ্যে বিবেচনা করিতেছেন যে অদ্য প্রাতে অনিষ্ট দর্শন হইল না জানি আজি কি হবে। এই ভাবিয়া তিনি উড়িয়া প্রস্থান করিলেন যে হেতুক শোক স্থান সহস্র ভয় স্থান শত দেখিয়া মূঢ় ব্যাক্তি দিনে২ নিবেশ করে তাহা পণ্ডিতের নহে। অন্য প্রকার। যে লোক বিষয়ী তাহার দের এ সকল অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি মহত ভয় উপস্থিত হয় তবে মনে বিবেচনা করিবেক যে মরণ ব্যাধি শোক আজি কি পড়িবেক আমারদের উপর। কিন্তু কাক উড়িয়া গেলে পর সে ব্যাধ আসিয়া দেখিলেক যে গাছের উপর আর অনেক২ পক্ষী আছে। অতএব বৃক্ষের তলে জাল বিস্তার করিয়া তণ্ডুল কণা ছড়াইয়া দূরে বসিল। তৎকালে চিত্রগ্রীব নামেতে কপোত রাজা ভাবিলেন যে এই নির্জন স্থানে কোথা হইতে তণ্ডুল কণা আইল তাহা নিরূপণ করিয়া কহিতেছেন এভাল দেখি না বুঝি এই তণ্ডুল কণার লোভেতে আমারদিগের সেই মত হইবেক যেমন কঙ্কনের লোভেতে কোন পথিক মহা পঙ্কে পড়িলে বৃদ্ধ ব্যাঘ্রেতে পাইয়া নষ্ট করিলেক। এই কথা আর সকল রাজার সমিভ্যারী কপোতেরা শুনিয়া কহিতেছেন মহারাজ এ কি কথা আমারদিগকে বিস্তারিত করিয়া কহ।

রাজা কহিতেছেন যে তোমরা অবধান কর। আমি এক কালেতে দক্ষিণ অরণ্যে চরিতে২ দেখিয়াছি এক বৃদ্ধ ব্যাঘ্র কুশ হস্তে স্নান করিয়া সরোবরের তীরেতে সুবর্ণ কঙ্কন লইয়া চলিতেছেন। ভো২ পথিক সুবর্ণ কঙ্কন গ্রহণ করহ। ইতিমধ্যে কোন পথিক এই কথা শুনিলে লোভযুক্ত হইয়া মনের মধ্যে বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে আমার ভাগ্য প্রসন্ন অতএব লভ্য হইতেছে কিন্তু আপনার প্রাণের সন্দেহ নিমিত্তক প্রবর্ত্তক হইতে পারিতেছেন না। যে হেতুক অনিষ্ট হইতে যে ইষ্ট লাভ হয় সে প্রাপ্তি ভাল নহে সে কেমন যেমন অমৃতের সহিত যদি বিষ থাকে তবে সে অমৃত অবশ্য মৃত্যুদায়িক হয় তাদৃশ অনিষ্ট হইতে ইষ্ট লাভ। তবু সর্ব্বত্রে অর্থার্জ্জন প্রবৃত্তি নিমিত্তক সন্দেহ। যদি সংশয় আরোহণ না করে তবে ভাল দেখে কিন্তু যদি সংশয় আরোহণ করিয়া বাঁচে তবে যা হয় তাহা দেখিতে পায়। তাহা নিরূপণ করিয়া প্রকাশ মনে সেই পথিক কহিতেছেন হে ব্যাঘ্র কোথায় তোমার কঙ্কন আমাকে দেখাও। ব্যাঘ্র হস্ত বিস্তার করিয়া বলিতেছেন হে পথিক এই দেখ আমার

হাতে আছে। পথিক কহিতেছেন তোমাকে আমার বিশ্বাস হবে কেমনে শুন দেখি তুমি ব্যাঘ্র আমি মনুষ্য তোমায় আমায় খাদ্য খাদক সম্বন্ধ আমি কি রূপ তোমাকে বিশ্বাস করিব অতএব যদি তোমার দেওন ইচ্ছা থাকে তবে এখানে ফেলিয়া দেও নতুবা আমি তোমার নিকটে যাইতে পারি না কি জানি যদি তুমি আমাকে খাও তবে আমি মরিলাম। এই কথা শ্রবণ করিয়া ব্যাঘ্র কহিতেছেন শুন পূর্ব্বকালে আমার যৌবনাবস্থাতে আমি অতি দুষ্ট ছিলাম তাহাতে অনেক২ গো মনুষ্যাদি বধ করিয়াছি সেই পাপে আমার অনেকগুলিন পুত্র মরিয়াছে এবং জায়া ও অতএব সে হইতে আমি ও সকল কর্ম্মে নিবর্ত্ত হইয়াছি আর গো মনুষ্যাদির হিংসা করি না এইক্ষণে সকল লোকে আমাকে ধার্ম্মিক বলিয়া জানে এবং আমি ও ধর্ম্মপথে চলি সম্প্রতিক স্নানশীল ও দানশীল হইয়াছি অপর নখদন্ত গলিত হইয়াছে তুমি কি কারণ আমাকে বিশ্বাস করিবা না। দেখ আট প্রকার আছে ধর্ম্ম ইজ্যা অধ্যায়ন দান তপস্যা সাধ্য ধৃতি ক্ষমা অলোভ এই আট প্রকার ধর্ম আমাতে সকলি আছে তাহার পূর্ব্ব চারিবর্গ দম্ভার্থকে বুঝায় উত্তর চারিবর্গ মহাত্মকে বুঝায় অতএব আমার স্বহস্তগত সুবর্ণকঙ্কন কোন কাহাকে দিতে ইচ্ছা করিয়াছি যদি তোমার ইচ্ছা তবে লওসিয়া নতুবা আমি কখন ফেলিয়া দিব না তাহাতে আমার কি ফল হবে যাহা দান করিব তাহা হাতে২ দিব। তারপর পথিক কহিতেছেন যে তুমি যত বলিলা তাহা সকলি সত্য তথাপি বাঘে মানুষ খায় এই কথা সকলে বলে অতএব কিরূপে বিশ্বাস করি। পুনর্ব্বার ব্যাঘ্র কহিতেছেন ওহে পথিক আমি ধর্ম্ম শাস্ত্র পাঠ করি শুন। সাধুরদের এই কর্ম্ম যেমন আপন প্রাণ অভিষ্ট করে তেমন অন্য প্রাণীর অতএব তোমারেও আমার দয়া আছে এবং পরদারেতে মাতৃবৎ ও পরের দ্রব্যে বিষ্ঠাবৎ দেখে। অপর যে আপনার মত সকল প্রাণীকে দেখে সেই পণ্ডিত। প্রত্যাখ্যানেতে দানেতে সুখে দুঃখে প্রিয়ে অপ্রিয়ে ইহাতে আপন মত দেখিবেক এই প্রমাণ অতএব আমার হস্তগত কঙ্কন তোমাকে দিতে ইচ্ছা করিয়াছি যত্নক্রমে। তাহা বলি শুন ব্যাধিগ্রস্তকে ঔষধ দিলে যে ফল। তাদৃশ দরিদ্রকে দান দেওনে ফল যদি ধনীকে দান দেয় তবে তাহার ফল হয় যেমত অরোগীকে ঔষধ দেওন। অন্য প্রকার আমি যে দান দিব তাহা যদি অনুপকার নিমিত্ত দিব তবে কি স্বার্থ এ মত দান সাত্ত্বিক যে দান দেশ বিশেষে কাল বিশেষে পাত্র বিশেষে করে। মরুস্থলীতে বৃষ্টি হইলে যে মত হর্ষ হয় আর ক্ষুধার্থের ভোজন যথা তথা দরিদ্রকে দান অতএব সরোবরে স্নান করিয়া কঙ্কন গ্রহণ কর। এই সকল কথা পথিক শুনিয়া ঐ সরোবরে স্নান করিতে নামিলে মহাপঙ্কে নিমগ্ন হইলেন আর পলাইতে

শক্তি নাহি কি করিবেন। তখন ব্যাঘ্র কহিতেছেন হা পথিক তুমি পঙ্কে পড়িয়াছ আমি তোমাকে উঠাইয়া দিব। ইহাই বলিয়া অল্পে২ ব্যাঘ্র নিকটে গেলে ধরিয়া চিন্তা করিতেছেন যে ব্যক্তি দুরাত্মা তাহার ধর্ম্মশাস্ত্রেইবা কি আর বেদাধ্যায়নেতেবা কি যাহার যা স্বভাব তাহা কখন যায় না। যেমন গরুর দুগ্ধ মধুর রস তেমন তিক্তের। এই কথা কহিয়া ভাবিতেছেন যে যখন আমি এ কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইয়াছি তখন ভাল করি নাহি। আর কি হবে সাধ্য নাহি সকলেরি গুণ স্বভাবে জানা যায় যেমন সর্পের গুণ মস্তকে থাকে। এই ভাবিতেছেন তৎকালে ব্যাঘ্র আক্রমণ করিয়া খাইয়া ফেলাইল। এই হেতুক আমি বলি কঙ্কনের লোভের বিষয় অতএব সর্ব্বদা অবিচারিত কর্ম্ম অকর্ত্তব্য তাহা বলি তোমরা শুন। সুপক্ক অন্ন আর সুপণ্ডিত পুত্র স্ত্রী সুশাসিতা রাজা সুসেবিত সুচিন্তা উক্ত আর বিচার করিয়া যাহা করে সেই কার্য্যে শীঘ্র আপদ হয় না।—

এই কথা শুনিয়া কোন এক কপোত সদর্পে কপোত রাজাকে কহিতেছেন আঃ কি কথা কহিতেছ শুন মহারাজ। যদি কোন আপদ পড়ে আর সকল বিচারেতে প্রাচীনের কথা গ্রহণ করিবেক কেবল ভোজন ব্যতিরেক আর কিছু বলি শুনহ যে হেতুক আমাদের অন্ন ও পান পৃথিবীর উপর অতএব যদি আমরা ইহাতে ভয় করি কি মতে বাঁচিব ও কোথায় আমাদের ভক্ষ্য পানীয় পাইব বল দেকি বিশেষতঃ। আমরা হইয়াছি পর ভাগ্যোপজীবী যদি ভোজনে এমত শঙ্কা কর তবে কেমনে চলিবে ভূমির উপর ব্যতিরেক শূন্যে খাইতে পাইবা না ইহা বুঝিয়া যে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য হয় কর। এই কথা তাহার মুখেতে সকলেই শ্রবণ করিলে যে স্থানে তণ্ডুল কণা পড়িয়াছে সেইখানে কপোতেরা অল্পে২ উড়িয়া গিয়া বসিলেন। এখন কবি কহিতেছেন লোভের শক্তি কি২ তাহা বলিব লোভেতে ক্রোধ ও কাম ও মোহ ও মায়া ও পাপ এই সকলের কারণ লোভ। তারপর চাউল খাইতে২ ঐ সূত্র বনিত জালেতে সকল কপোত বাঁধা পড়িলেন। তখন যাহার কথা ক্রমে সেখানে নামিয়াছিল তাহাকে সকলে মিলে অপমান করিতে লাগিলেন যে কোথাকার একবেটা লক্ষ্মীছাড়ার পরামর্শে নামিয়া এখন সকলে আজি প্রাণ হারাইলাম আর কিছু নহে। অতএব যে কর্ম্ম করিয়াছি তাহাতে সমোচিত ফল সদ্য পাইলাম আর এখন কি হবে বল দেকিরে ঠেঁটাবেটা তখন ফাকিফুকি দিয়া নামাইলি এখন যে মুখে কথা নাহি তোর অহঙ্কার কোথা গেল হারে বেটা বোকা রাজাকে যে ধমক করিয়াছিলি এখন খাওনা ইহাই বলিয়া তাহাকে সকলে ধমক করিতেছেন। তাহার অপমান রাজা চিত্রগ্রীব শুনিয়া কহিতেছেন যে

উহাকে বৃথা অপমান করিতেছ তাহার কিছু দোষ নাহি তোমাদের কপালে যাহা লিপি ছিল তাহা হইয়াছে এখন উহাকে অপমান করিলে তোমরা ত্রাণ হইতে পারিবা না তবে কি নিমিত্ত তাহাকে কহিতেছ তাহার মরিতে ইচ্ছা ছিল না যদি সে জানিত তবে কদাচ সে আসিত না। অতএব আমি এ কথা বলি যদি এখন আপদ পড়িয়াছে তবে তাহার হিতের যে হেতু ভাল হয় তাহা চিন্তা কর। সকলে বন্ধন দেখিয়া স্তব্ধী হইও না শস্য দেখিয়া ক্ষুধা যুক্ত হইয়া তৃপ্তিজন্য খাইতে নামিয়াছ তাহাতে হর্ষ ক্ষয় হইল অতএব ব্যাধ না আসিতে২ যে বিবেচনা সিদ্ধি হয় তাহা কর সকলের শান্তি নিমিত্ত। কেহ ব্যাকুল হইও না অপর যে জন বিপদকালে বিপদ হইতে উদ্ধার করে সেই পরম মৈত্র নতু বিপদাতীতে। আপাদকালে যে বিস্ময় করে সে কাপুরুষের লক্ষণ। অতএব এখন সকলে ধৈর্য্য অবলম্ব করিয়া প্রতীকার ভাব। আরো বলি শুন মহাজন ব্যক্তিরদের এই সকল করিতে প্রকৃতি সিদ্ধি আছে কি২ তাহার বিশেষ কহি। বিপদি ধৈর্য্য বৃদ্ধ কৰ্ম্মেতে ক্ষেমা সভাতে বাক পটুতা যুদ্ধে বিক্রম যশেতে সুন্দর যত্নে দুঃখ। আর এই ছয় পুরুষের অত্যন্ত দোষ নিদ্রা তন্দ্রা ভয় ক্রোধ আলস্য দীর্ঘসূত্রতা। সম্প্রতি তোমরা এমত কর সকলে এক চিত্তে জাল লইয়া উড়িয়া প্রস্থান কর। কেন যে হেতুক যদি কোন ক্ষুদ্র প্রাণী বহু পুরুষ এক যোগ হয় তবে তাহারা ও প্রধান হইতে পারে সে কেমন তাহা জানে। যে মত অল্প বস্তু যদ্যাপি অনেক একত্র করে তাহাতে কার্য্য সিদ্ধি হয়। তাহার স্থল কোথায় তাহা শ্রবণ কর। যেমন তৃণ একত্র করিয়া যদি দড়ি পাকায় তবে তাহা দিয়া বৃহৎ জন্তু যে হস্তী তাহাকে বন্ধন করে। তাদৃশ অনেক পুরুষ এক যোগেতে কার্য্য সিদ্ধি হয় অতএব রাজার কথা ক্রমে সকল কপোত এই চিন্তা করিয়া জাল লইয়া উড়িলেন। ইতিমধ্যে সেই ব্যাধ দেখিল যে উহারা জাল লইয়া উড়িয়া চলিল তখন সে একথা বলিতে২ তাহারদের পশ্চাৎ২ দৌড়িতে লাগিল যে আমরা পক্ষীগণের আমার জাল আহরণ করিলে ভাল কত দূরে তোমরা যাইবা যখন ভূমিতে পড়িবা তখনি আমার বসীভূৎ হইবা জাল লইয়া উড়িলে কি হইবে পলাইতে পারিবেনা কোন মতে। ইহাই বলিয়া উৰ্দ্ধে দৃষ্টি করিতে২ ঐ যে ব্যাধ তিনি অত্যন্ত পিপাসা ও ক্লেশযুক্ত হইয়া এক গাছের তলায় বসিলেন। তারপর কপোতেরা দেখিল যে লুব্ধক নিবর্ত্ত হইয়া বসিয়াছে তখন তাহারা বলিতে লাগিল এখন কি কর্ত্তব্য কোথায় যাব আমারদের বন্ধন মোচন কি রূপে হইবে তাহা কহ। তখন চিত্রগ্রীব কহিতেছেন পিতামাতা ভ্রাতা ইহারা স্বাভাবিক হিতকারী কিন্তু কার্য্য কারণ কালে যে জন হিত বৃদ্ধি দেয় আর সে যদি অপর হয় তবে তাহার সমান

হিতকারী কেহ নহে। অতএব হিরণ্যক নামেতে এক মূষিক আমার বন্ধু আছেন। সে সহজ ধার্ম্মিক গণ্ডকী নদীর তীরে চিত্র বনেতে বাস করেন চল আমরা তাহার নিকট যাই তিনি এক্ষুনি আমারদের বন্ধন ছেদন করিয়া দিবেন। এই আলোচনা করিয়া সকলে মিলে হিরণ্যকের গর্ত্তের নিকটে যাইয়া বসিলেন। হিরণ্যক করিয়াছেন কি ভবিষ্যত আপদ ভয়েতে শত মুখ গর্ত্ত করিয়া বাস করেন। কিন্তু তিনি ঐ সকল পক্ষীর শব্দ শুনিয়া ভাবিলেন না জানি আজি কি দশা ঘটিল ইহা বলিয়া চুপ করিয়া থাকিলেন। অনাগত ভয় দেখে নীতি শাস্ত্রেতে বিশারদ যে মূষিকরাজ তিনি শতমুখী গর্ত করিয়াছেন। তারপর চিত্রগ্রীব কহিতেছেন ওহে বন্ধু হিরণ্যক কেন তুমি আমারদের সহিত সম্ভাষ কর না। আমরা তোমার নিকট আইলাম কিন্তু তুমি লুকিয়া থাকিলে এ কি ব্যবহার তোমার। তখন হিরণ্যক চিত্রগ্রীবের কথা বুঝিয়া কিছু অপ্রস্তুত মনে সসম্ভ্রমেতে বাহিরিয়া বলিলেন। আঃ কে হে আইস২ বন্ধু চিত্রগ্রীব এ কি আনন্দ আজি আমার সুপ্রভাতা রজনী আমার আর ভাগ্যের সীমা নাহি অদ্য বাটী পবিত্র হইল যে মিত্রের সহিত সাম্ভাষ করিলে ও যে মিত্রের সহিত স্থিতি করিলে ও যে মিত্রের সহিত আলাপ করিলে যত হর্ষ হয় তত আর কিছুতে নহে এমন যে মিত্র তিনি আমার বাটীতে উপস্থিত হইয়াছেন ইহার বাড়া আমার ভাগ্য কি এ রূপে আলাপ আলিঙ্গনাদি করিতে২ দেখিলেন যে তাহারা সকলেই জালেতে বন্ধন আছেন তাহাতে বিস্ময়বোধ হইলে ক্ষণেক কাল থাকিয়া বলিতেছেন। সখে চিত্রগ্রীব এ কি তোমারদের বন্ধন কি নিমিত্ত তাহার বিশেষ করিয়া কহ। তখন চিত্রগ্রীব আত্মবিবরণ কহিতে লাগিলেন ওহে বন্ধু কি জিজ্ঞাসা করহ আমাকে আমারদের অদৃষ্টে যাহা লিপি আছে তাহা হইল। যেমন কর্ম্ম তেমন ফল পাইয়াছি যাহা হইতে যে কালে যেখানে যাহা যাবত যে কর্ম্মে মঙ্গল অমঙ্গল তাহা হইতে সেই প্রকারে সেই কালে সেইখানে তেমনি তাবত সেই কর্ম্মে অবশ্য২ হইতে চাহে। রোগ শোক পরিতাপ বন্ধন দুঃখ এই সকল বিষয়। আপন অপরাধে বৃক্ষের সরূপ যে দেহ তাহার ফল ফলে। এই সব বিষয় হিরণ্যক শুনিয়া চিত্রগ্রীবের বন্ধন শীঘ্র ছেদন করিতে গেলেন। কিন্তু চিত্রগ্রীব বলিতেছেন এই যে দেখিতেছ আমার আশ্রিতগণ তাহারদের বন্ধন রাখিয়া আগে আমার বন্ধন মুক্ত করিতে উচিত নহে এমত যদি আমি করি তবে আমার বড় অখ্যাতি হবেক। কেন আমি তাহারদের রাজা তাহারা আমার প্রজাগণ অতএব যদি তাহারদের বন্ধন আগে ছেদন হয় তবেই যিনি আমার বন্ধন মোচন করিতে উচিত নতুবা উপযুক্ত নহে। হিরণ্যক কহিতেছেন শুনহে আমি অল্প শক্তি

আমার দন্ত অতি কোমল অতএব এত লোকের পাশ কেমন করিয়া মোচন করিব এ সব বন্ধন কাটিতে আমার দন্ত ভাঙ্গিয়া যাবে আগে তোমার বন্ধন কাটি তারপর যত কাটিতে পারি তাহা কাটিয়া দিব। পুনর্ব্বার চিত্রগ্রীব কহিতেছেন কিন্তু এমন কর তুমি ইহারদের যত বন্ধন কাটিতে পার তাহা কাট তারপর যেমন হইবার তাহা হবে। আর কিছু উপদেশ কহি শুন আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া যে আশ্রিতকে রক্ষা করে সেই নীত শাস্ত্রজ্ঞদের সম্মত যে হেতুক আপদের কারণ ধন সঞ্চয় করে ও কুলের কারণ দারা। কিন্তু আত্মাকে সতত রক্ষা করিতে উচিত তারপর ধন ও দারা। অপর ধর্ম্ম অর্থ কাম মোহ এই চারি প্রাণীর হেতু সংস্থান। তাহা নষ্ট করিয়া যদি প্রাণ বাঁচে তবে সে প্রাণ বাঁচনে কি সুখ আছে। অতএব চিত্রগ্রীব পুনরায় কহিতেছেন ও হে সখে সেই নীত কিন্তু আমার আশ্রিতের দুঃখ সর্ব্বদা দেখিতে পারি না। অপর যে জন পণ্ডিত সে পরের উপকার নিমিত্ত ধনে সামর্থ্যে কি প্রাণ দিয়া করিতে পারে তাহা করে অতএব তুমি যে আমার প্রভুত্ব ফল কহ তাহা কদাচ হইতে পারিবে না। আমি বিনা আশ্রয়ে তাহারদের ত্যাগ করিতে পারি না যদি আমার প্রাণ ব্যয় করিলে তাহারদের রক্ষা হয় তাহা অবশ্য করিব আমার এই যে কলেবর মূত্র বিষ্ঠা অস্থিতে নির্ম্মিত অতএব বন্ধু হে যশ পালন করার বাড়া কি আছে লোকত ধর্ম্মত দুই ভাল। যদি নিত্য অনিত্য শরীর ব্যায়েতে যশ লভ্য হয় তাহা না হইবে কেন। শরীর আর গুণেতে অত্যন্ত দূর আছে কেন শরীর যে এক্ষণ বিধ্বংস যশ হইয়াছে কল্পান্ত স্থায়ী একারণ শরীরে আর গুণে অত্যন্ত দূর বলি। ইহাই শুনিয়া হিরণ্যক হৃষ্ট মনে পুলোকিত হইয়া কহিতেছেন সাধু মিত্র এই তোমার আশ্রিতেরদের বাচ্ছল্য ক্রমে তুমি ত্রিলোকের প্রভুত্ব জন্মাইলে তোমার সমান ধার্ম্মিক ত্রিভুবনে নাহি আমি কি বলিয়া স্তব করিব তোমাকে যে প্রকার তোমার প্রকৃতি ইহাতে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম। এই মতে নানা স্তব কথা কহিলে তাহারদের সকলের নিকট যাইয়া বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন। তার পর হিরণ্যক সাদরেতে সকল পূজাবিধান করিয়া কহিতেছেন সখে চিত্রগ্রীব শুন একটা কথা বলি তুমি পাছে এই জাল বন্ধনে আপনাকে হেয়জ্ঞান করিবা ও দোষশঙ্কা করিবা তাহা করিও না আপনার জ্ঞান করা কর্ত্তব্য। দেখ যে হেতুক শত যোজন হইলে পক্ষীসকল কালপ্রাপ্ত হইয়া জালেতে পড়িতেছে যেমন চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহপীড়া আজ গজ সর্পরে বন্ধন সমুদ্র মন্থনের স্থলে দেখিতে পাইয়াই অতএব বিধাতার নির্ব্বন্ধই বলবান সকল হইতে অধিক। আর ও বলে পক্ষীরা সর্ব্বদা আকাশে চলে তাহারা ও আপদ

পাইতেছে সে কেমন যেমন গভীর সমূদ্রের মৎস্য বরশীতে বন্ধন হইতেছে অতএব দুর্নীত বিধির কি চরিত্র আর স্থানের গুণাগুণ কি যখন দুঃখ হইবার সময় হয় তখন অন্ধ যে সেও হস্ত বিস্তার করিয়া দূর হইতে দুঃখ গ্রহণ করে অতএব তুমি মনে কিছু দুঃখ ভাবিও না। এই প্রবোধ দিয়া অতীথি করিলেন এবং আলিঙ্গন দিলেন চিত্রগ্রীবও সেইমতে যথেষ্ট লোকাচার ব্যাবহার করিয়া দেশে গমন করিলেন। অতএব যে কেহ মৈত্রতা করিবেক সতের সহিত করিবেক। দেখ মূষিক মিত্র সকল কপোতের বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন ও তাহারদিগকে বিদায় করিয়া স্বীয় গর্ত্তে প্রবেশ করিলেন।

কথোপকথন

১৮০২ খ্রীঃ অঃ

উইলিয়ম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪)

রেভারেণ্ড উইলিয়ম কেরী ১৭৬১ খ্রীঃ অব্দে ১৭ই আগস্ট নরদামটন-শায়ারের পলাস-পিউরি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁত বুনে জীবিকার্জন করাই ছিল তাঁর পিতার একমাত্র ব্যবসা। পরে তাঁর পিতা উক্ত ব্যবসা ত্যাগ করে গির্জায় কর্ম গ্রহণ করেন। ফলে বাল্যকাল থেকে কেরী ধর্মীয় আব-হাওয়ার মধ্যে লালিত-পালিত হয়েছিলেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, পশু-পাখী-গাছপালা প্রভৃতি সম্পর্কে বাল্যকাল থেকেই তিনি কৌতূহলী ছিলেন। পরে বাংলাদেশে এসে তিনি এ দেশের বনজ-সম্পদ সম্বন্ধে একাধিক গ্রন্থ লিখে-ছিলেন। বাল্যকালেই তিনি উত্তমরূপে লাটিন ভাষা শিক্ষা করেন। জীবিকার জন্য অল্প বয়সেই তাঁকে কখনও কৃষিকার্য, কখনও-বা জুতা তৈরির কাজ নিতে হয়েছিল। তখন থেকেই তিনি অবসর পেলে ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ পড়াশুনা করতেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে কেরী ১৭৮২ খ্রীঃ অব্দে স্থানীয় ব্যাপটিস্ট মিশন সংঘে যোগদান করেন এবং পরে পূর্বদেশের অখ্রীস্টান জাতিকে খ্রীস্টান ধর্মে দীক্ষিত করবার ব্রত নিয়ে সপরিবারে বাংলাদেশের অভিমুখে যাত্রা করেন (১৭৯৩, ১৩ই জুন)। সঙ্গী ছিলেন জন টমাস নামে জাহাজের এক ধর্মপ্রাণ ডাক্তার। টমাস ইতিপূর্বে দু'বার বাংলাদেশে এসে প্রচারকার্য করে গেছেন। কেরী এদেশে আসবার সময়ে জাহাজে তাঁর কাছে বাংলাদেশের ভাষা ও আচার-ব্যবহার সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

১৭৯৩ খ্রীঃ অব্দের ১১ই নভেম্বর কলিকাতায় পৌঁছে কেরী টমাসের বাংলা শিক্ষক রামরাম বসুর সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাঁকে সেই দিন থেকেই মাসিক কুড়ি টাকা বেতনে মুন্সী নিযুক্ত করেন। জীবিকার জন্য তিনি কিছুকাল মালদহের এক নীলকুঠির তত্ত্বাবধায়ক হয়েছিলেন তাঁর পারিবারিক অবস্থা বিপর্যস্ত হলেও তিনি ধর্মপ্রাণ পাদ্রীর আদর্শ অনুসরণ করে ধর্মপ্রচারে নিযুক্ত রইলেন। ১৭৯৫ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে বাংলা ভাষা তাঁর মোটামুটি আয়ত্ত হল। ইতিমধ্যে ১৭৯৬ খ্রীঃ অব্দে রামরামের অধঃপতনের ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়লে কেরী বাধ্য হয়ে তাঁকে বিদায় দিলেন। অতঃপর তিনি বাইবেল অনুবাদে প্রবৃত্ত হলেন এবং মুদ্রণের জন্য একটা ছোটখাটো

মুদ্রাযন্ত্র সংগ্রহ করে ফেললেন। ১৮০০ খ্রীঃ অব্দের ১২ই জানুয়ারি থেকে কেরী ও অন্যান্য খ্রীস্টান প্রচারকগণ (ওয়ার্ড, মার্শ্‌ম্যান ব্র্যান্স্‌ডন, গ্র্যাণ্ট প্রভৃতি) শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। এই মিশন মুদ্রাযন্ত্র থেকে বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় বহু গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। মিশন প্রতিষ্ঠিত হবার পর রামরাম বসু তাঁদের সঙ্গে জুটলেন। বাইবেল অনুবাদ ও অন্যান্য গ্রন্থ রচনায় তাঁর সাহায্য কেরী সাহেবের বিশেষ উপকার করেছিল।

কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হবার বছর খানেক পরে উক্ত কলেজের বাংলা ভাষায় অধ্যাপকপদে যোগদান করার জন্য কেরী আহূত হন (১৮০১, ১লা মে)। ক্রমে তিনি মারাঠী (১৮০৪) ও সংস্কৃত ভাষারও (১৮০৭) অধ্যাপক হন। ১৮৩১ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত কেরী উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় মৌলিক গ্রন্থ রচনা ও মুদ্রণে দেশীয় পণ্ডিতদের বিশেষ সাহায্য করেছিলেন। অসাধারণ পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও ভারতীয় ভাষার অনুরাগী ধর্মপ্রাণ ডঃ উইলিয়ম কেরী ১৮৩৪ খ্রীঃ অব্দের ৯ই জুন তিয়াত্তর বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হন।

শুধু বাইবেলের অনুবাদক হিসাবে নয়, বাংলা ভাষায় নানা গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা করে কেরী পরবর্তী-যুগের বাঙালীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন। তাঁর বহু গ্রন্থের মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য :

'ধর্মপুস্তক' অর্থাৎ বাইবেলের অনুবাদ (১৮০২-১৮০৯ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে চারখণ্ডে প্রকাশিত); ইংরেজীতে লেখা বাংলা ভাষাব ব্যাকরণ অর্থাৎ *A Grammar of the Bengalee Language* (১৮০১) ; কথোপকথন অর্থাৎ *Dialogues* (১৮০১) ; ইতিহাসমালা (১৮১২) ; বাংলা-ইংরেজী অভিধান (*A Dictionary of the Bengalee Language, 1815*)। তাঁরই প্রবর্তনায় শ্রীরামপুর মিশনপ্রেস থেকে কয়েক খণ্ডে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত প্রথম মুদ্রিত হয় (১৮০২)। বাংলা ভাষা, বিশেষতঃ বাংলা গদ্যের ইতিহাসে উইলিয়ম কেরী চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

Dialogues

intended

to facilitate the acquiring

of

The Bengalee Language

Serampore,

Printed at the Mission Press
1801

কথোপকথন।

চাকর ভাড়াকরণ।

সাহেব শেলাম।

শেলাম।

তুমি কেটা। তোমার বাটী কোথায়।

সাহেব আমার নাম রমজান। আমার বাটী কলিকাতায়।

কহ কি নিমিত্ত আসিয়াছ।

সাহেব আমি বেকার আছি চাকরির চেষ্টায় আসিয়াছি।

তুমি কি কার্য্যের চাকরি করহ।

সাহেব আমি সাহেবলোকের খানসামাগিরির কায করিয়া থাকি। পূর্ব্ব খেদমতগার ছিলাম এখন খানসামাগিরি করি।

খানসামা কি কার্য্য করে।

সাহেব খানসামা সাহেবলোকের খানার আয়োজন করে এবং লওয়াজিমা সমস্ত সামগ্রী খানসামার জিম্মা থাকে আর২ ছোট চাকরলোক খানসামার নিচে।

তৎকথা।

খানসামা সাহেবলোকের দরকারি কয় জন চাকর এবং তাহারদের পদবি কি কি।

সাহেব আবশ্যাক চাকর এই কয় জন খানসামা খেদমতগার মসালচি বাবুরচি আবদর ভেস্তি মেহতর ধোবা হুকাবরদার বেহারা পেয়াদা চৌকিদার দরবান।

খানসামা এ সকল চাকরেই কি কি কায করে।

সাহেব আপন২ হুদ্দার কায আপনি আঞ্জাম করে।

খানসামা এ সকলের কাযের পৃথক২ কার কার কোন হুদ্দা বেওরা করিয়া কহ।

যে আজ্ঞা সাহেব।

সাহেবের হুকুম।

পর দিবস সাহেব প্রাতে উঠিয়া হুকুম করিলেন।

খেদমতগার চিলম্‌চি ও পাত্র করিয়া জল আন। মুখ ধুইব।

সাহেব জল প্রস্তুত মুখ ধুন।

নাপিতকে ডাকহ ক্ষৌর হইব।

সাহেব নাপিত আসিয়াছে হাজামত হউন।

নাপিত কোথায় আমি চুল বন্ধাইব।

সাহেব এই যে আমি হাজির আছি।

বেহারা ধোপ বস্ত্র আনহ আমি কাপড় বদলাইব।

সারথিকে হুকুম দেহ। গাড়ি তৈয়ার করুক। আমি বেড়াইতে যাইব।

সারথি গাড়ি শীঘ্র তৈয়ার কর।

কোন গাড়ি তৈয়ার করিব চারি ঘোড়ার কি দুই ঘোড়ার।

চারি ঘোড়ার গাড়িতে ঘোড়া যোড়।

তৎকথা।

খানসামা হাজিরির মেজ দেহ আমি তাগাদা ফিরিব। বড় মেজ সাজাইও আর২ অনেক সাহেবলোক হাজিরিতে আসিবেন।

সাহেব তবে বড় দালানে মেজ লাগাই।

হাঁ—আগে সপের উপর মখমলের বিছানা পাড়িয়া তারপর মেজ লাগাইও।

রূপার বাসনকুসন বাহির করিও।

যে হুকুম সাহেব সমস্ত প্রস্তুত করিলাম প্রায়।

তৎকথা।

সারথি দক্ষিণ মুখে ঘোড়া হাঁক—সাহেবের বাগান তাগাইদ যাইব।

সাহেব সে বাগানে যাওনের রাস্তা নাই রাস্তা বন্ধ হইয়াছে।

কি কারণ বন্ধ হইয়াছে। কবে অবধি বন্ধ হইল তুই কি তাহা দেখিয়াছিস।

সাহেব দিন পাঁচেক হইল বাগানের সম্মুখের পথ নরদমা ভাঙ্গিয়াছে তাহা মেরামৎ হইতেছে অতএব গাড়ির পথ বন্ধ।

আচ্ছা। দেখিব তাহার নিকট পর্য্যন্ত যাও।

সারথি ঘোড়া বহুত কাহিল কেন।

সাহেব কাহিল নহে। গরমি কালের কারণ কিছু চোস্ত হইয়াছে।

না আমি বুঝি তোমরা এ সকল কায তদ্দারি কর না।

মাফিক বরাওর্দ্দ খোরাক পায় না অতএব দুর্ব্বল হইয়াছে।

আমি আজি ঘরে যাইয়া খুব তাদারক করিব খাতিরজমায় থাকহ।

সাহেব গোলামের তক্‌সির কি। এ কাযে আর২ চাকরেরা মস্তার। সইশ ও ঘাশি আছে।

ভাল। তাহারা আছে বটে কিন্তু তুই সকলের সরদার ইহাতে তাহারা তোকে মানে না কি।

সাহেব সে প্রমাণ কিন্তু গোলাম আপন শক্তিমত ত্রুটি করে না।

ভাল ঘরে যাইয়া তাহার তজবিজ করিব।

গাড়ি এইখানে রাখ আমি এথা হইতে হাঁটিয়া যাইব গাড়ি যাওনের পথ বন্ধ।

গাড়ি ফিরাইয়া রাখ আমি শীঘ্র ফিরিয়া আসিব।

গাড়ি ফের স্বস্থানে লইয়া যা।

তৎকথা।

বেহারা বুট খোল।

যে আজ্ঞা সাহেব খুলছি।

বেহারা গরম পানি আন।

সাহেব জল তপ্ত করিতে চড়াইয়াছে তৈয়ার হইলে আসিয়া শীঘ্র আনিব।

কি। গরম পানি এখন পর্য্যন্ত তৈয়ার হয় না আমি না গাড়িতে যাওন কালে হুকুম দিয়া গেলাম।

সাহেব তৈয়ার হইল প্রায়।

কি বলিস। তোরা বুঝি আমার হুকুম মানিস না। ভোর বেলায় হুকুম দিলাম যে কাযে তাহা এখন তাগাদি তৈয়ার হয় না।

সাহেব তকসির হইয়াছে আর রাগ করিবেন না।

এ কেমন তকসির বাহিরের সাহেবলোক এ ঘরে হাজিরিতে আসিত তাহারা আইল না ইহাতে রক্ষা যদি আসিত তবে কি হইত। আমার বড় লজ্জা হইত।

সাহেব গোলামেরদের তকসির হইয়াছে মাফ হুকুম হয়।

হরকরা বেহারার কান মুল মনে করুক এমত আর কখন যেন করে না।

সাহেব মালিক যাহা করেন করিতে পারেন।

বেহারা তোমার আজিকার তকসির মাফ করিলাম যদিত আর কখন এমত কর তবে সেই দণ্ডে ছাড়াইয়া দিব।

যে হুকুম সাহেব গোলামের আর এমত তকসির হবেক না।

তৎকথা।

খানসামা আজিকার মাখন বড় মন্দ।

সাহেব গোয়ালা বেটা তবে বুঝি বাসি মাখন আনিয়া থাকিবেক।

এই বটে। গোয়ালা নষ্টতা করিতে আরম্ভ করিল তাহাকে দূর করিয়া আর এক জন আন।

বহুত আচ্ছা সাহেব কালি আর এক জন নূতন গোয়ালা আনা যাবেক।

রুটিওয়ালা বেস রুটি দেয় তাহাকে দুই টাকা এনাম দেহ।

রুটিওয়ালা তুই কল্য প্রাতে আসিস তোর মাসকাবারের টাকা ও এনাম দুই তঙ্কা পাবি।

তৎকথা।

মসালচি হাত ধুইবার জল আন।

বাবুরচিকে কহ অদ্য খানা শীঘ্র প্রস্তুত করে।

সাহেব আজি খানা জল্‌দি তৈয়ার হওনের আটক হবেক না।

বেহারা চৌকি মেজ মার্জ্জন কর।

সর্ব্বত্রে বাতি দেহ।

মেজের উপরে দুই বাতি।

বিছানা তৈয়ার করহ।

বেহারা কেবল পাখা করুক।

আমি এখন শুই যাইয়া।

মসারিটা চিরিয়াছে।

কল্য সরকারকে হুকুম দেহ আর একটার কারণ।

যে আজ্ঞা সাহেব শয়ন করুন যাইয়া।

তৎকথা।

খানসামা আমি এ দেশের কথা কিছুই বুঝিতে পারি না ইহার কি হবেক।

সাহেব সত্য না পড়িলে এ দেশীয় ভাষা কিপ্রকারে বুঝিবেন।

কি মতে পড়িব এবং পড়াবে বা কেটা।

সাহেব এক জন মাকুল লোক মুনসি চাকর রাখিতে হবেক।

মুনসি চাকর কোথায় পাওয়া যাবেক।

সাহেব মুনসি এইখানে মিলে আপনি হুকুম করিলে আমি এক জন যোগ্য লোক আনিয়া দিতে পারি।

আচ্ছা এক জন বিজ্ঞ লোক আমার মুনসিগিরির কারণ আনহ। এমন লোক আনিবা যে দুই তিন ভাষা জানে।

যে আজ্ঞা সাহেব উপযুক্ত মুনসি আনিব।

সাহেব ও মুনসি

মুনসি আসিয়া সাহেবের হজুর নজর দিয়া দেখা করিলে সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন তাহাকে।

তুমি কে হও ও এ টাকা কেন।

সাহেব আমি মুনসি আমি এ দেশীয় ভাষা শিক্ষা করাই এ টাকা নজর এ দেশের দস্তুর এই।

তুমি মুনসি তুমি কি লোক।

সাহেব আমি এ দেশীয় কায়স্থ।

তুমি কোন২ ভাষা জানহ।

সাহেব আমি তিন চারি প্রকার ভিন্ন২ ভাষা জানি।

তবে ত তুমি অনেক জানহ কিন্তু কি২ জানহ বিশেষিয়া কহ।

সাহেব আমি পারসি ও আরবি ও হেন্দোস্থানি ও বাঙ্গালা এবং ইংরেজিও কতক২ এই সকল পৃথক২ ভাষা জানি।

তুমি আমার চাকর থাকিয়া শিক্ষা করাইবা আমাকে।

সাহেব অনুগ্রহ করিলে আমি এ সমস্ত শিক্ষা করাইতে পারি।

তুমি কি কেবল এই২ জোবান জানহ কিম্বা এ দেশীয় রাজকার্য্য ইত্যাদিও জানহ।

না সাহেব এমত নহে আমি কেবল মুনসি নহি। আমি দেশ বিদেশের রাজকার্য্য ও সয়দাগরিদিগর সমস্ত জানি।

তৎকথা।

বটে তবে তুমি আমাকে প্রথম বাঙ্গালি কথা ও কায কামের লেখা পড়া শিক্ষা করাও।

তুমি আজি অবধি আমার মুনসিগিরিতে প্রবর্ত্ত হইলা তোমার মাহিনা কি হবে।

সাহেব আমারদের মাহিনার বরাওর্দ্দ একটা ঠেকানা নাই ত্রিশ টাকা চলন তবে মনিবে মেহেরবানি করিয়া জেয়াদাও দিতেছেন।

ভাল তোমার মাহিনা যাহা আমি প্রকৃত বুঝিব তাহা দিব তোমাকে।

মুনসি আমি প্রথমত পারসি শিক্ষিব কি কি শিক্ষিব কি শিক্ষিলে এ দেশের কায করিতে পারিব।

সাহেব এ বাঙ্গালা দেশ এখানে বাঙ্গালা লেখা পড়া ও ভাষা চলন আর২

ভাষা পশ্চাৎ শিক্ষণের আটক হবেক না প্রথমে বাঙ্গালা ভাষা ও এই২ লেখা পড়া আবশ্যক।

তৎকথা।

শুন কত দিন শিক্ষিলে আমি কায করণের উপযুক্ত হইতে পারিব।

সাহেব আপনারা উৎপন্নমতি ও বুদ্ধিমন্ত অতএব দুই বৎসর অভ্যাস করিলে কার্য্যক্ষম হইতে পারিবেন।

মুনসি লেখা পড়া শিক্ষণের কোন সময় উপযুক্ত।

সাহেব প্রাতঃকালে হাজরির পরে দুই প্রহর পর্য্যন্ত ও সেই মত রাত্রেও চাহা পীয়নের পর দশ ঘড়ি তক।

আচ্ছা তুমি সময়ানুযায়ি যাতায়াত করিয়া শিক্ষাও আমাকে আমি কল্য হাজরির পরে পড়িতে প্রবর্ত্ত হইব।

যে আজ্ঞা সাহেব।

তৎকথা।

মুনসি তুমি কখন আসিয়াছ।

সাহেব দুই দণ্ড হইল আমি এখানে আসিয়াছি।

আমি দেখি নাই তোমাকে এত বেলা কোনদিগে ছিলা।

সাহেবের হাজরি খাওনের পূর্ব্বে আসিয়া দপ্তরখানায় বসিয়া ছিলাম।

দপ্তরখানায় কি কার্য্যে ছিলা।

না এমত কোন কর্ম্ম ছিল না কেবল বসিয়া গর্প সর্প মাত্র।

পরামর্শ।

কি করিতে হবে।

আমরা কি করিব।

তোমার কি পরামর্শ।

আমরা ইহা করিব।

বড় ভাল করিয়াছ।

আমি কহি শুন।

কিছু কাল থাক।

সে কায করিলে ভাল নহে।

ভাল। আর এক কায কর।

তাহা হইলে হয়।

আমার কথা মান না কেন।

তুমি ভাল যুক্তি দিলা বটে কিন্তু আমার সে মত করিতে অকর্ত্তব্য।

কি উপায় হইতে পারিবে।

এইত বড় বিসম দুর্গতি।

এমন দুঃখ কোন কালে হইল না।

কিছু ভাবনা নহে সকল সিদ্ধি হবে।

ঈশ্বর যাহা করেন।

আমরা ঘাইট করিলে ঈশ্বরের নাম করিতে অকর্ত্তব্য।

সত্য।

ভোজনের কথা।

বড় ভুক লাগে।

বড় ক্ষিধা হইয়াছে।

আমি ভুকে মরিতেছি।

খাইবার কিছু প্রস্তুত আছে কি না।

কি খাইতে চাহ।

আমি ভাত কি মৎস্য কি শাক খাইতে পারি।

খাদ্য মেজের উপর আছে।

ভোজনে বস। হে ভাই তুমি বস এখানে।

কি খাইবা তোমাকে কি দিব।

পীবার জল দেহরে।

এ কি মেজের উপর নুন নহে।

মদিরা খাইবা আমার সঙ্গে।

পেয়ালা ভরা দেহ।

—সাহেব আজি এখানে নহে কি জন্য।

মাংস খাইবা। দেখ। গরু ও ভেড়া ও ছাগল ও শূকরের মাংস। এ হংস ভাল লাগে কি না। এই উত্তম ব্যঞ্জন। সূপকারকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর ইহা কেমন করিয়া পাক করিল।

কোথা পাইয়াছ এ দিব্য ফল।

আম্র ও আনারস ও পেয়ারা ও মেওয়া ও দ্রাক্ষা।

আমি ও কাটিব এ খর্ম্মুজ। কিছু লও।

বাঙ্গালায় এমত উত্তম ফল কখন দেখিলাম না।

আমার তৃপ্তি হইয়াছে।

আমার পরিতোষ হইয়াছে।

যাত্রা।

কোথা হইতে আইলা।

কোথায় যাইতেছ।

আমি আইলাম রাজমহল হইতে।

এক মাস ব্যাজে কলিকাতায় উত্তরিব।

রাজমহল ছাড়িয়াছ কত দিন।

কল্য ছাড়িলাম রাজমহল কিন্তু সম্মুখ বাতাসের কারণ নৌকা চলে না।

এ পদ্মা নদীতে বড় ঢেউ তাহাতে আগাইতে পারি না।

এত বায়ু না হইলে মোহনগঞ্জে পৌঁছিতাম।

পাল্কীতে গেলে বড় ভাল হইত।

এ দেশ বড় মন্দ যদি গাড়ির পথ হইত তবে বড় সুখে যাইতাম।

এত দূর গাড়িতে কখন যাইতে পার না এত নদী নালা পার হইবার আছে ও রাত্রে থাকিবার জায়গা নহে।

নদীর মোহনায় কত জল।

অনেক জল আছে। এখন উজনের জল বহুত আসিতেছে।

তোমার কত দাঁড়ি।

আমি অধিক দাঁড়ি লইলাম দিবা রাত্রি যাওনের কারণ।

আমার ঘরে আসিয়া তিষ্ঠ দুই তিন দিন।

তোমার সহিত যাইতে চাহি কিন্তু এখন যাইতে উচিত নহে।

বড় গৌণ হইবে না আইস।

প্রস্থান কর আমি আসিতেছি।

ভাল। আমরা সঙ্গে২ যাই।

পরিচয়।

তুমি কত দিন আইলা বিলাত হইতে।

আমি বাঙ্গালায় পৌঁছিলাম আর বৎসর শ্রাবণ মাসে।

তুমি ইঙ্গলণ্ড কি স্কটলণ্ড হইতে আইলা।

আমার জন্মদেশ ঐর্লণ্ড কিন্তু ইঙ্গলণ্ড ছাড়িয়া আইলাম এখানে।

কোন পাঠশালায় বিদ্যা অভ্যাস করিয়াছ।

প্রথমে ছিলাম দাব্লিনের এক পাঠশালায় তারপর ইটনে গেলাম।

কি২ ভাষা শিক্ষিলা।

আমি লাটিন অভ্যাস করিলাম তিন বৎসর ও গ্রীক দুই বৎসর।

তোমরা কয় মাসে আসিয়াছিলা এ দেশে।

আমরা ছিলাম আট মাস সকল সুধ্বা তাহার পাঁচ মাস সমুদ্রের উপর ও তিন মাস থাকিলাম কেপে।

তোমরা আগমনে কিছু ব্যামোহ পাইলা কি না।

এক কালে বড় ঝড় হইল। জাহাজ প্রায় মারা গিয়াছিল।

কোন ভূমি প্রথম দেখিতে পাইলা।

আমরা রাত্রে প্রবেশ করিলাম নদীতে বিহানে উঠিয়া নঙ্গর ফেলিলাম কাল্পির সম্মুখে।

নদীতে হইলে কি ভাবিলা।

এত দিন জলের উপর থাকিয়া ভূমি দেখিতে মনের বড় আনন্দ।

লোককে দেখিলে মনে কি হইল।

তাহা কেমন করিয়া বলিব তাহা আমার মনে নাহি। কলিকাতায় পৌঁছিতে আমার বড় ইচ্ছা ছিল সে কারণ এক পানসি ভাড়া লইয়া শীঘ্র করিয়া আইলাম এখানে।

ভূমির কথা।

ওহে ফলানা আইস তুমি কি ব্যবসা কর।

মুই কৃষি কাষ করি আর কি।

তোমার কত ভূমি ও কত মালগুজারি লাগে।

মহাশয় আমার মালগুজারি পঞ্চাশ টাকা বৎসর ও আন্দাজ করি ভূমি বিঘা চল্লিশেক হইতে পারে।

আপনার ভূমির কথা ঠিক কহিতে পারিস না।

তা কেমন করিয়া কহিমু গ্রামের মণ্ডল বলিতে পারেন।

ভাল। সকল উঠিলে কি২ ফসল পাও।

বৈশাখ মাসে যদি বৃষ্টি হয় তবে ভাদুই ধান্য ও নীল ও পাট বুনি।

তারপর আষাঢ় ও শ্রাবণে হেমন্ত ধান্য রূপি ও তারপর কার্ত্তিক মাসে গোম যব কলাই ফেলি।

এখানে আক্ষের ক্ষেত্র নহে।

এখানে কেহ চিনির কারখানা করে না কিন্তু কেহ২ দুই এক বিঘা করিয়া থাকে গুড়ের কারণ। কুসিয়ারের ক্ষেতের বড় খরচ।

তোমার কত হল বলদ।

আমার এক বড় সুন্দর বলদ মরিয়াছে নতুবা মোর ছয় হল।

ছয় হলেতে তোমার সকল ভূইর চাস উঠে।

এক২ হলেতে দুই বলদ ও যদি বাতাল থাকে তবে তাহাতে ছয় বিঘার সুন্দর চাস হয় ও মেহনত করিলে কিছু বেসি।

বুঝি নীল ক্ষেতের বড় প্রাপ্তি।

নীল ক্ষেত করিতে বড় কঠিন। এত চসন নিড়ান বহন খরচের সীমা কি ও বহনে যদি কিছু দাগ লাগে তবে লয় না।

প্রাপ্তি না হইলে ক্ষেত কর কেন।

আর বৎসর দশ টাকা দাদন লইনু এখন কি করিমু দাদন শোধ হইলে আর করিমু না।

মহাজন আসামি।

ওগো সুন্দর মণ্ডল কোথায় গেল।

সে ঘড়িখানেক হইল কাছারিতে গিয়াছে।

তোমার নাম কি। তুমি রামরুদ্র কি না বল।

হাঁ মহাশয় আমি রামরুদ্র তোমার কুড়ি টাকা লইয়াছি ধানের উপর।

ধানের কি হবে আর জল না হইলে রুপিতে পারিবা না। সে টাকা ফের দেও।

মহাশয় কি করিব নিম্পি ভূঁই রুপিয়াছি আর কিঞ্চিৎ বৃষ্টি হইলে বেবাক রুপিয়া দিব।

শুন তুই বড় আলস আর লোকের সব ক্ষেত হইল তোর ক্ষেত হয় না কেন।

মহাশয় আপনি জানেন মোর বেটির বিবাহ হইল তাহাতে দশ দিন গেল তার পর এক সাহেব আইল ও বেগার ধরিয়া লইল তিন দিন সে বড় মারিল তারপর কিছু দিল না মুই লাচার কি করিমু।

শুন তুই আমার টাকা ফের দেও সুদ সুদ্ধা তাহা না দিলে পেয়াদা দিব তোকে।

শুন মহাশয় যোড় হাতে নিবেদন করি কিস্তিবন্দি করিয়া মাসে২ এক টাকা শোধ করিমু। তাহার করার লিখিয়া দি।

তোর বলদ গাই গোটা তিন চারেক বেচিয়া টাকা শোধ কর আর কি।

মহাশয় তুই মা বাপ তোমার চরণ ছাড়িমু না মহাশয় আপনি বিচার করুন হাল গরু বিক্রি করিলে চাস চলিবে কেমন করিয়া।

তোর কথা শুনিব না আজি অর্দ্ধ টাকা দেও।

আমি পারিব না। মোর পিতার পরলোক হইল পর্সু হবে তাহার শ্রাদ্ধ ও ঠাকুরকে পনেরো টাকা না দিলে সে কায করিবে না ও আর দশ জনকে খাওয়াতে হয় গরু গোটা সাতেক বেচিতে হবে। মোর দুঃখের সীমা কি।

গরু বিকেলে আমার টাকা শোধ হবে কেমনে তোর ঘরে আর সংস্থা নহে।

মহাশয় কপাল মন্দ কি করিতে পারি।

বাগান করিবার হুকুম।

আমি এক বাগান করিতে চাহি।

সাহেব কত বড় বাগান করিবেন ও কি২ গাছ রুপিবেন।

সে বাগান হবে বিঘা দশেক ভূমি আধা শাক সবুজি ও আধা ফুল ফলারি।

তাহা অতি বড় বাগান মালি জন দশ বারো না হইলে তাহার কায চলিবে না।

ভাল আমি লোক দিব কিন্তু আর কি২ চাহ।

কোদালি কুড়ালি দা খুন্তি পাসান কাস্ত্যা দড়ি ডালি এ সকল চাহি।

এথায় দেখ এই মাথা২ কেয়ারি কর ও বুন চুকা হালিম গজরা কোপি সলগ্রাম সলুপা পালঙ্গ পিড়িঙ্গ মূলা ও আর২ যত প্রকার মিলিবে।

আচ্ছা তা করিমু উহার বীচি ঢের পাইব কিন্তু লাউ সসা ছীম টীম কিছু ফেলাইবে না।

ফেলাব। কিন্তু উহার বড় লতা চড়ে এত জায়গা কোথা পাইব।

কিছু ভাবনা নাই জায়গা ঢের আছে এখানে চাঙ্গি করি।

এত জঙ্গল বাগানের ভিতরে কেন কি জন্য এ কেয়ারি নিড়ান কর না।

সাহেব বড় কায আছে ও সব ফলের গাছ রুপিতে২ অবসর কিছু পাই না সে কারণ সকলে বন হইয়া গেল।

কি২ গাছ রুপিয়াছ ।

আম্র কাঁঠাল কামরাঙ্গা সফ্‌তালু তুত নেমু বাতাবি করণ্ডা ফলসা বাদাম আতা নেয়া ও পেয়ারা ও কত গণ্ডা ফুলের গাছ ।

তুই সকল সাবধান কর এ সকল নিড়া এমন বন দেখিতে পারি না ।

ভদ্র লোক২ প্রাচীন২ ।

হের যে কও কোথাহইতে ।

অদ্য কলিকাতাহইতে ।

বাটীহইতে কবে ।

বাটীহইতে অদ্য দিবস পনেরো হইল ।

এত দিন কোথায় ।

এত দিন পথে২ প্রায় আট দশ দিন হুগলি ছিলাম ।

বটে । এই নিমিত্ত এত গৌণ হইল ।

তাহা নহিলে এত দেরি হবে কেন ।

ভাল । তাহা পারা যাবে বাটীর মঙ্গল কহ ।

বাটীর মঙ্গল সকলেই প্রাণে২ কল্যাণ কুশলে আছেন ।

ভাল সেই সকলের উপরি ।

বটে না । সে সমস্ত মঙ্গল তাহাতে ভাবনা নাই ।

তৎকথা ।

দেশের আর২ সকলে ভাল আছেন ।

দেশের সকলেই ভাল আছেন কেবল বড় ভট্টাচার্য্য কাহিল ।

তাহার কাহিলী অনেক দিন অবধি আছে ।

অনেক দিন অবধি কেমন চিরকাল হইল বল ।

বটে তাহার চির রোগের লক্ষণ হইয়াছে ।

এখন চিকিৎসা কেহ করে না ।

তিন চারিজন কবিরাজ চিকিৎসা করিতেছে ।

তাহারা কেমন কবিরাজ এই সামান্য রোগ ভাল করিতে পারিল না ।

কবিরাজে কি করিবে তাহারদের সাধ্য অানুষায়ি শাস্ত্র মত ঔষধ দিতেছে ।

তবে ভাল হয় না কেন সে অদৃষ্টাধীন নিয়তঃ কেন বাধ্যাতে ।

সত্য বুঝি এই পীড়া তাহার সাংঘাতিক হইল। চারা কি। দেবতার ইচ্ছা। মানুষের হাত কিছু নাই মানুষ কি করিতে পারে। তাহার শক্তি কি। মানুষ একটা ঢেলার মত দেবতা যে দিগে যখন ফেলেন তখন সেই দিগে থাকে বটে। মানুষের কুদরৎ কিছুই নহে সমস্তই দৈব।

তৎকথা।

ভট্টাচার্য্য আমারদের দেশে একটা প্রধান লোক বিদ্যাংশে এবং বিবেচনাতে অতি ভাল লোক তিনি গেলেই আমারদের দেশের ওপাঠ গেল।

বটে তাহার পরে কেহ আর সেমত নাই।

সেমত কি আমারদের দেশ বিবেচনা রহিত হইল যে বল ছিল সে তিনিই ছিলেন আর সমস্তই হস্তি মূর্খ কেবল চাসা হাট্টি।

দেবতা করেন এখন যে তাহার উপর নিতান্ত সাংঘাতিক না হয়।

তাহা বুঝা যায় না দেবতা ভাল করেন এমত ধারা কিছু দেখায় না। ইহাতে ভর্সা হয় না।

সে সত্য কিন্তু দেবতা করিলে করিতে পারেন।

তাতো বটে। এ কোন আশ্চর্য্য। দেবতা করিলে এক ইঙ্গিতে ধূলাকে পর্ব্বত করিতে পারেন ও পর্ব্বতকে ধূলা।

তৎকথা।

তাহা যাউক। তুমি আইসন কালে কেমন দেখিয়া আসিয়াছ মেনে আর কতকদিন লটখটানি আছে কি না।

বুঝি না। আর বিস্তর দিনের বিষয় না। কবিরাজেরা বলেন ভাবনা নাই কিন্তু আমার বুঝি সে সকল সান্ত্বনা বচন।

আর২ লোকে কি বলে।

অন্য২ লোকে কি বলিবে রক্ষা পাওনের কোন হেতু নহে।

বটে তবে এই পর্য্যন্তই তাহার সীমা।

তাহার ভ্রাতৃষ্পুত্রেরা কেমন আছেন।

তাহারা মহারাজ চক্রবর্ত্তী তাহারদের সহিত কার কথা তাহার প্রতিযোগিতার লোক আমার দেশে নাই।

এবারে কোম্পানীর কায পাইয়া মহা ধনাঢ্য হইয়াছে তাহারদের সমান ধনীলোক আমার দেশে চাকরি করিয়া কেহ হইতে পারেন নাই।

কেবল ধনীও নহে বিষয়ও অনেক করিয়াছে আজি নাগাদ কম বেশ লাকো টাকার জমিদারি করিয়াছে ।

সমস্তই ভাগ্যের বশীভূত দেখদিনি তাহারা কি ছিলেন এখনবা কি হইয়াছেন । এ আঙ্গুল ফুলিয়া কলা গাছ হইয়াছে ।

তৎকথা ।

তাহাদের পূর্ব্ব বিবরণ আমরা সমস্তই জানি মাতা পিতার দুঃখের পরিসীমা ছিল না ।

যতক্ষণে বড় ভট্টাচার্য্য কিছু দিতেন তবেই সে দিন নির্ব্বাহ হইত নতুবা হরিমটুক ।

এখন ঈশ্বর তাহারদিগকে অতিশয় উন্নত করিয়াছেন ঈশ্বরাধীন কর্ম্ম বড়কে ছোট করিতে পারেন ছোটকে বড় করিতে পারেন ।

আমি চিরকাল দেশ ছাড়া তাহারদের আহার ব্যবহার কি প্রকার ।

তাহারদিগের আহার পরিচ্ছদ ভাল বটে ।

নিতান্ত আত্মীয় অন্তরঙ্গ লোকের উপকার করা আছে কিন্তু দানাদি সর্ব্বতোভাবে নহে ।

ক্রিয়া কর্ম্ম এইক্ষণে যেরূপ করিতেছে তাহা নিন্দিত নহে ।

কহ জমিদারি যে করিয়াছেন তাহা শাসিত কি প্রকার ।

জমিদারি কখন ছিল না এইক্ষণে হইয়াছে কিন্তু শাসন সুন্দররূপ করিতে পারে নাহি এ বিষয় বিজ্ঞ নহে ইহাতে প্রজা লোকেরা সুখ্যাতি করে না ।

কহ যেরূপ বড় মানুষ হইয়াছেন তাহার মত চলন কি না লওয়াজিমা কি মত ।

লওয়াজিমা যে মত করিয়াছেন তাহার মত ওঠক বৈঠক নহে ।

তৎকথা ।

নিত্য ক্রিয়া কিরূপ করেন ।

এক প্রহর দশ দণ্ডের মধ্যে স্নান করিয়া পূজা বিশিষ্ট রূপে করিয়া জলপান ভোজন করেন কুটুম্ব সাখ্যাত যে থাকেন একত্তর ভোজন হয় না ।

অতিথি সেবা হইয়া থাকে কি না । তাহাতে আমদ কেমন ।

অতিথি সেবা করিয়া থাকেন বিশিষ্টরূপে হয় না । আমদ সুন্দর নাহি ।

ঈশ্বর সেবা কি ধারা করিয়াছেন ।

ঈশ্বর সেবা করেন বটে কিন্তু বিশিষ্ট মতে নহে। শিবলিঙ্গ ও বিগ্রহ শালগ্রাম সকলি সংস্থান করিয়াছেন।

তৎকথা।

বসতবাটী কেমত করিয়াছেন।

বাটী চতুর্দ্দিগে চকমিলান করিয়া তিন চারি মহাল করিয়াছেন।

শুনিলাম গঙ্গা স্নানে গ্রামস্থ প্রায় সকলি আসিয়াছিলেন তাহাতে কিরূপ সকলকে তত্ত্ববৃত্তান্ত করিয়াছেন।

ঈশ্বরী গঙ্গা স্নানে গ্রামের প্রায় সকলি আসিয়াছিলেন তাহাতে তত্ত্বাবধারণ বিস্তারিত করিয়াছেন এবং দানাদির বাহুল্য বটে।

সারদীয়া পূজার রচনা করিয়া থাকেন।

ঈশ্বর পূজা ও দেশের অন্য২ লোক যে প্রকার করে তাহা অপেক্ষা বড়।

কম বেশ চারি পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় ব্রাহ্মণ ভোজনাদি তিন দিন মিষ্টান্ন খাওয়াইয়া থাকেন অন্য২ লোককে বটে।

তৎকথা।

তাহার পুত্র কয় কন্যা কয়।

পুত্র দুই কন্যা তিন।

পুত্র জ্যেষ্ঠ কি কন্যা জ্যেষ্ঠা।

প্রথম এক পুত্র পরে এক কন্যা তাহার পর পুত্র তৎপরে দুই কন্যা।

দুই পুত্রের উপনয়ন হইয়াছে কি না।

জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপনয়ন হইয়াছে এইক্ষণে ব্যাকরণ পঠিতেছেন ছাল্যাটি সুবুদ্ধি বটে সৌন্দর্য্য সুশ্রী। কনিষ্ঠটি নাম লিখিতেছে।

কন্যার বিবাহ দিয়াছেন কি না।

বড় কন্যার বিবাহ অষ্টম বর্ষে নৈকষ্য কুলীন আনিয়া বিবাহ দিয়াছেন। পাত্রটি সুশ্রী সুভব্য বটে।

বিবাহের সময় ব্যয় কেমত করিয়াছিলেন ঘটক কুলীনের আগমন কেমত হইয়াছিল তাহারদের বিদায় কিরূপ করিয়াছেন।

কুলীন প্রায় দুই তিন শত ঘটকও পাঁচ ছয় শত আসিয়াছিল তাহারদের বিদায় যেমত করিয়াছিলেন তাহাতে সুখ্যাতি হইয়াছে।

আপনার এখানে কিছুকাল স্থিতি আছে।

না আমি বিদায় হইলাম অদ্যই এখানহইতে প্রস্থান করিব।

শুপারসি।

আমি মহাশয়ের নিকট আসিয়াছি আমার এক বিষয় নালিষ আছে মহাশয় করিলেই হয়।

বল কি নালিষ তোমার।

আমার এই নালিষ মহাশয়ের জামাতার তালুকে আমার এক বাটী আর দুই কুড়া জমি আছে সে জমিনের মালগুজারি আদ্যোপান্ত তিন টাকা দিয়া আসিতেছি এখন অন্যায় করিয়া পাঁচ টাকা মালগুজারি চাহেন কাগজ পত্র মানেন না কহেন তোমার পাঁচ টাকা মালগুজারি দিতে হবে কপর্দ্দক রেয়াত হইবে না। মহাশয় তাহাকে এক লিখন আমার তরে লিখেন যেন অন্যায় না করেন।

আচ্ছা। তোমার তরে আমি লিখন লিখি তাহা যদি না মানেন তবে আমার যথেষ্ট অমর্য্যাদা।

মহাশয় লিখিলে অবশ্য মানিবেন ইহা আমার খুব খাতিরজমা আছে আমাকে অনেকে কহিয়া দিয়াছে ফলানা মহাশয়ের নিকট যাও তবে এ বিষয় অবশ্য কিনারা হইবে। আমি মহাশয়ের শরণাগত আমার ইহার উদ্ধার মহাশয় করিয়া দেন তবে উদ্ধার হয় নতুবা আর কারু সাধ্য নহে। ইহাতে মহাশয়ের পূণ্য প্রতিষ্ঠা আছে।

ভাল তোমার উপকার যাতে হয় তাহা আমার কর্ত্তব্য আমি লিখন লিখি না মানে লাচার।

মজুরের কথা বার্ত্তা।

ফলনা কায়েতের বাড়ী মুই কায করিতে গিয়াছিনু তার বাড়ী অনেক কায আছে। তুই যাবি।

না ভাই। মুই সে বাড়ীতে কায করিতে যাব না তারা বড় ঠেঁটা। মুই আর বছর তার বাড়ী কায করিয়াছিলাম মোর দু দিনের কাঁড় হারামজাদগি করিয়া দিলে না মুই সে বেটাঙ্গ বাড়ী আর যাব না।

কেন ভাই। মুইত দেখিলাম সে মানুষ বড় খারা মোকে আগু এক টাকা দিয়াছে আর কহিয়াছে তুই আর লোক নিয়া আসিস মুই আগাম টাকা দিব তাকে।

আচ্ছা ভাই। যদি তুই মোকে সে বাড়ী নিয়া যাবি তবে মুই তোর ঠাঁই মোর খাটুনি নিব।

ভাল ভাই। তুই চল তোর যত খাটুনি হবে তা মুই তোকে দিব।

আচ্ছা ভাই। ইহা কর যদি তবে মুই যাব।

আর দু এক জন তুই ভাই আস্তে পারিস তা সঙ্গে করি আসিবি।

ভাল ভাই। আর দুই জন বাজারে আছে মুই তারদের কাছে যাই যদি নাগাল পাই তবে তাদেরে সঙ্গে করিয়া আনিগা।

তবে শীঘ্র করিয়া তাদের আনগা মুই তোর নেগ্য ঘরে বস্যা থাকিলাম ভাই। তুই আন তবে মুই যাই।

আচ্ছা। মুই সকাল আসিব।

ভাল ভাই খবরদার যেন দের হয় না।

খাতক মহাজনি।

সাজি আমি বড় দায়তে পড়িয়াছি। তুমি যদি দশ টাকা কর্জ্জ দিয়া রক্ষা কর তবে সে রক্ষা পাই। তা নলে গরু বাছুর মাগ ছেলে সকল রাজায় বেচে নেয়।

তোমার কয় হাল আছে আর জোত কয় বিঘা তোমার মালগুজারি কত লাগে। তাহা না বুঝিয়া টাকা কি মতে দিব।

মহাশয় আমার পঁচিশ বিঘা জমি তাহার খাজনা মোক্তা পনেরো টাকা লাগে। তাহার মধ্যে পাঁচ টাকা দিয়াছি এখন বাকি দশ টাকা আছে। অতএব আপনি আমাকে ধানের উপর টাকা দিউন আমি মাঘ মাসে সুদ আধ আনা হিসাব ও যে ভাও ধান বিকায় তাহাহইতে দুই কাঠা ফি টাকায় ধরতা দিব। আপনার টাকার ধান আগে খামারে মাপিয়া দিয়া যাহা পাই তাহা লইয়া যাব।

ভাল টাকা দিচ্ছি কিন্তু নিলু পালকে জামিন দেহ।

যে আজ্ঞা মহাশয় তাহার ঠেক কি তিনিও আমার গাঁর মণ্ডল তাহাকে ডাকিয়া খত লিখি দি।

সাধু খাতকি।

হাহে রহমৎ খাঁ সাঁজি আড়ার গোবিন্দ ঘোষ অগ্রহায়ণ মাসে টাকার করার করিয়া গিয়াছে এখন পৌষ মাস তথাপি টাকা দিল না। যাও দিকি সে বেটাকে ধরে আন।

মহাশয় এই গোবিন্দ ঘোষ আসিয়াছে।

হারে তুই যে বলিয়াছিলি অগ্রহায়ণ মাসে টাকা দিব সে সকলি অলীক তুই বড় ঠেঁটা লোক। আন দেকি টাকা দে।

মহাশয় যাহা বলিতেছেন তাহা সকলি সত্য বটে কিন্তু কাযে২ ঠেঁটা হইলাম। আমার কথা কবার পথ নাহি কি বলিব। যাহাতে এত দিন আছেন আর কুড়ি দিন কাল সবুর করুন আমি ধান কাটিয়া পাঁচই মাঘে টাকা দাখিল করিয়া দিব। এই কয় দিন মাফ করিতে হবে এখন মারুনি ভাল কি কাটুনি ভাল।

তা হবে না। যে রূপে পারিস টাকা দিয়া তবে যা বেটা বারে২ এক ভ্রুকুটি করে এক বার বলিল ভাদুই ধান বেচে দিব আবার এখন এক পেকনা করিয়াছে। বুঝি টাকা দিবার গা নাই। যাওহে একজন মাতবর লোক মালজামিন লইয়া ছাড়ে দেহ।

ঘটকালি।

ঘটক মহাশয় আমার বড় পুত্রাডির বিবাহ দিব আপনি একটি সুমানুষের কন্যা স্থির করিয়া আনুন বিস্তর দিবস গৌণ না হয় বৈশাখে কিম্বা আষাঢ়ে হইতে চাহে। আমি বিবাহ দিয়া কার্য্য স্থলে যাব এখন না হইলে যে খরচ পত্র আনিয়াছি তাহা ফুরিয়া যাবে।

ঘটক কহিলেন। ভাল মহাশয় তাহার ঠেক কি। আপনকার পুত্রের সম্বন্ধ নিমিত্ত আমাকেও অনেকেই কহিয়াছে। আমি আপনকার অপেক্ষায় আছি। দুই তিন জায়গা কন্যা উপস্থিত আছে যেখানে বলেন সেই খানে স্থির করিয়া আসি। কুলীন গ্রামে হরহরি বসুর একটি কন্যা আছে সিটি উপযুক্তা। যেমন নাক মুখ চক্ষু তেমনি বর্ণ যেন দুদে আল্‌তায় গোলা আর কর্ম্মাও তেমনি। যদি বলেন তবে তাহার কাছে যাই।

তিনি বলিলেন। ভাল। তাহারি কন্যার সহিত কর্ত্তব্য বটে তুমি যাও। দিবস ধার্য্য করিয়া আইস। আর কত পণ লাগিবে তাহা জানিয়া আইলে পত্রাদি করে সামগ্রীর আয়োজন করা যায়।

ঘটক যাইয়া হরহরি বসুকে বলিতেছেন। বসুজা মহাশয়হে তোমার কন্যার সম্বন্ধ অমুক গ্রামে গৌরহরি ঘোষের পুত্রের সহিত কর্ত্তব্য তাহারা জাতাংশেও যেমন আর অন্নযোগ স্বচ্ছন্দ আছে সে ব্যক্তি নিজে বরেহাঁ চাকুরা। পুত্রাডি অতি সুজন লিখিতে পড়িতে মুর্ত্তিমন্ত দৃশ্য ভবা সভ্য অল্প বয়েস এমন পাত্র আর পাবা না ইহা বুঝিয়া জবাব দেহ। কিন্তু তাহারা দেরি সবে না এই মাসের মধ্যে কর্ম্ম করিতে হবে।

আমার এ কার্য্য অবশ্য করা বটে কিন্তু এ মাসের মধ্যে কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না যদি অগ্রহায়ণাদিতে করেন তবে আমি পারি নতুবা হয় না।

শুনহে বসুজা এমন বর আর মিলিবে না। তুমি যদি কর এমন হয় তবে আমি কিছু পণ দিয়া দিতে পারি তাহা বল আমি তাহারদিগকে আনিয়া পত্র করে যাই।

ভাল। যাও আন যাইয়া এই মাসের দশাঞি এক দিন আছে তোমরা পরসু তাকাতাকি আইস।

বরকর্ত্তারা আসিয়া বলিলেন পত্রাদি লেখা পড়া হইলে কন্যাকর্ত্তা বাকদান করিলেন।

তোমরা সকলে শুনহ এহার পুত্রের সহিত আমার কন্যার সম্বন্ধ নির্ণয় হইল যদি প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ থাকে দশাঞি রোজ ডেড় প্রহর রাত্রের পর বিবাহ হবেক।

বরকর্ত্তাও বলিলেন। তোমরা শুন এহার কন্যার সহিত আমার পুত্রের সম্বন্ধ হইল যদি বিধাতার নির্ব্বন্ধ থাকে তবে হবে উনিও সামগ্রী আয়োজন করুনগা আমিও করিগা।

হাটের বিষয়।

আসোহে হাটে যাবা তো চল।

ওহে ভাই আর চলে না উপার্জ্জন কিছুই নাহি প্রতি হাটে কড়ি চাহি কোথাহইতে হবে। এই সম্প্রতি আজি তৈল নাই লবণ নাই চাউল নাই কি করিব ভাবিচি। পুঁজি আছে কেবল এক টাকা। চল তো যাই না হয় না হয় দোকানে দেনিটেনি করে আনিব।

তোমার কি নিতে হবে হাটে। আমার ভাই চাউল টাউল মেনে আছে কেবল শাক মাচ তরিতরকারি আর বৌর জন্যে একখান সাড়ী কিনিতে হবে। এই সে দিন একখান কিনিয়া দিয়াছি ইহার মধ্যে তা চিরে ফেলিলে। আর যা হউক তা হউক কাপড়েই মোরে আঁধার দেখালে।

আরে ভাই আমারো কিনিতে হবে চারি পাঁচ জোড় ও খান দুই তিন সাড়ী কিন্তু টাকার সঙ্গতি না হলে হবে না।

স্ত্রীলোকের হাট করা।

আয়টে সকাল করে চল সূতা না বিকেলে তো নুন তেল বেসাতি পাতি হবে না।

ওটে বুন সে দিন কলাঘাটার হাটে গিয়াছিলাম তাহাতে দেখিয়াছি সূতার কপালে আগুন লাগিয়াছে। পোড়া কপালে তাঁতি বলে কি আট পণ করে সূতাখান। সে সকল সূতা আমি এক কাহন বেচেচি টে।

সে দিন দেখে আর হাটপানে য়ুয়াতে ইচ্ছা করে না। চল দিকি যাই না গেলে তো হবে না ঘরে বেসাতি পাতি কিছু নাই ছেলেরা ভাত খাবে কি দিয়া আর আধ সেরটাইক কাপাইস আনিতে হবে।

ওগো দিদি সূতা আছে। বাহির কর দিকি দেখি।

নারে তোরে আর সূতা দিব না আর দিন তুই যে সূতা হাঁটকিয়াছিলি তাহাতে আমার সূতা নষ্ট হইয়াছে।

ওটে পাগল বুন। দেতো দেখি গোচের হয়তো নিব।

কতো নিবি বল।

দেড় কাহন হবে দেখ দিকি কেমন খেই।

ওটে আর কি সে কাল আছে কোম্পানির দাদন নাই যে কাপড় কুড়ি টাকা ছিল তাহা পনেরো টাকা ষোল টাকা দাম হইয়াছে সূতা এখন কে ছোয় দশ পণ পাবি হয়তো দে।

মর আভাগ্যা। বলিতে একটু লাজ লাগে না দশ নুড়া তোর মুখে দি। আমি বেচিব না।

হাডে গোসা হইস কেন। আমরা কি করিব যেমন হাট ঘাট তেমন বলিলাম। যা। আর দশ গণ্ডা নিস। দে। না হয় এগার পণ হইল দিবিতো দে না দিস নিয়া যা।

স্ত্রীলোকের কথোপকথন।

আসোগো ঠাকুরঝি নাতে যাই।

ওগো দিদি কালি তোরা কি রেন্ধেছিলি।

আমরা মাচ আর কলাইর ডাইল আর বাগুন ছেঁচকি করেছিলাম।

তোরদের কি হইয়াছিল।

আমারদের জামাই কালি আসিয়াছে রামমুনিকে নিতে। তাইতে শাকের ঘণ্ট সুক্তনি আর বড়া বাগুন ভাজা মুগের ডাইল ইলসা মাচের ভাজা ঝোল ডিমের বড়া আর পাকা কলার অম্ল হইয়াছিল।

কে রান্ধেছিল বড় বৌ না মেঝে বৌ।

বড় বৌই রান্ধিয়াছিল। তিনি কুটনা বাটনা করে দিয়াছেন।

তোদের বৌ কেমন। রান্ধিতে বাড়িতে পারে।

হাঁ বুন সেই বৈ আর কে রান্ধে মেয়েরা কেহ এখানে নাই আপনি কাঁচা বাচা নিয়া নড়িতে পারি না। সকল কাজি বড় বৌ করে ছোট বৌডা বড় ছিজল দাগুড়া অঙ্গ নাড়ে না আর সদায় তার ঝকড়া কি করিব বুন সহিতে হয় যদি কিছু বলি তবে লোকে বলিবে দেখ এ মাগী বৌদের দেখিতে পারে না। কিন্তু বুন কালা হাঁড়ি পানে চেয়ে বড় বৌটি অতি ভাল এ সংসারের কায কাম করে আর ছেলে পিলে খাওয়াইয়া আচিয়া দেয় আর আমারদের সেবা সুস্থ করে তাহার জন্যে আমার কোন ব্যামহ নাহি।

তিয়রিয়া কথা।

হাড়ে ভেগো মাচকে যাবি কি না আতিতো কোয়া২ করছে। মুই ফুকারছি তুই ঘুমাইছিস।

বা। এক কাপকড়ে অইয়াছে। হঁ্যা ম্যাগ পড়িছে এখন কি জালে যাবাড় সময়। যা চৈদে তুই মুইতো এখন যাব না। কালি ঢেড় আতি থাকিতে গিয়াছিনু। যাড় বলে খাবার মাছ পেনু না তাতো আজি ম্যাগ পড়িছে।

হাড়ে ভাই ম্যা:গর ভয়ে মোদের কাম চলে না ত্যাবেতো মাগ ছাওয়ালকে ভাত কাপড় দিনু। তোর বড় দেখি সুকবাসের শরীর হইয়াছে।

ইজারার পরামর্শ।

আমি তোমাকে এক পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি তুমি আমাকে সৎ পরামর্শ যে হয় তাহা দিও।

কিসের পরামর্শ তাহার বেওরা আমাকে কহ আমি যে মত বুঝি তাহার সৎ শলা যে হয় তাহা দিব।

আমি বাসনা করি যে ফলানা পরগণা কিছু পেষগী দিয়া ইজারা করি তুমি তাহা কি বল।

আমি কহি তোমাকে যে পেষগী দিয়া ইজারা করিবা সে মহল কেমন। তাহার রাইয়ত ভাল কি মন্দ। আর মহল আবাদি কি গর আবাদি। আর মহলে কি সংস্থা আছে। তাহা বেওরা করিয়া কহ তবে আমি তাহার পরামর্শ দি।

ভাল কহিয়াছ। তবে মহলের কথা আমি বেওরা কহি তাহা শুন। এই মহল একবার আমি ইজারা করিয়াছিলাম তাহাতে আমার লোকশান লাগে নাই যৎকিঞ্চিৎ মুনফা হইয়াছিল। রাইয়ত লোক বড় ভাল মহলে খাদ্য সুখ

যথেষ্ট আর মহলের হস্তবুধ হইতে হাজার টাকা কমি দেয় তুমি ইহাতে যেমত কহ তাহার মত করিব।

আচ্ছা। যদি তোমার এ মহল জানা আছে তবে লওন কর্ত্তব্য বটে কিন্তু যে পেষগীর টাকা দিবা তাহা সদর জানিব করিয়া লইবা।

ভাল ইহার মত করিয়া লইলে আর কোন পেঁচ নাই।

হাঁ এমত করিয়া লইলে আর পেঁচ কি। লওগা। সৎ পরামর্শ বটে।

ভিক্ষুকের কথা।

ফলানা স্থানে শিবস্থাপনা হইবে। কেমন যাবেন।

যাব কি না যাব তাই ভাবিতেছি। গিয়া পাছে অমনি ফিরিয়া আসি।

শুনিতে পাই বহুত সমারহ কর্ম্ম না হবারত বিষয় নয়।

হবে যে তাহা কি রূপে বুঝিতে পারি। এ মত আর২ কত স্থানে হয় নাই।

সে সত্য। কিন্তু এখানে বুঝি কিছু পাইতে পার। অনেক২ স্থানের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিমন্ত্রণ করিয়াছে এমন সমারোহের ব্যাপারে সামাজিক ব্রাহ্মণকে কি কিছু দিবে না।

কোন স্থানের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিমন্ত্রণ করিয়াছে তাহা বল দেকি। শুনি।

নবদ্বীপ পাটলি ত্রিবেণী কুমারহট্ট ভাটপাড়া আর২ অনেক স্থানে নিমন্ত্রণ পত্র দিয়াছেন আর শুনিতে পাই সামাজিক ব্রাহ্মণেরদিগকে বিদায় করিবেক।

তবে যাওন কর্ত্তব্য হইল। চলতো যাই। শেষ ঈশ্বর যেমন করেন তায়ি হবে।

বুঝি ঈশ্বর ভালুই করিতে পারেন।

কায চেষ্টার কথা।

তুমি কলিকাতায় যাবা।

যাব। আমার কিছু দিন দেরি আছে।

এখানে কিছু কায আছে সে কায হইলে পর দুই তিন রোজ পরে যাইব।

আচ্ছা আমিও যাব আমার কিছু দিন গৌণ আছে।

দুই জনে একত্তর হইয়া যাব যখন যাও তখন আমাকে অবশ্য২ কহিবা।

ভাল। তোমাকে আমার যাওন পূর্ব্বে কহিব একত্তরে দুই জনে যাইব। নায়ে যাবা না খুস্কি যাবা।

আমার নায়ে যাবার সঙ্গতি নাই। কি রূপে যাবা।

আচ্ছা ভাল হেঁটে যাব।

তোমার কলিকাতায় কি কায আছে।

আমার কলিকাতায় এই কায ওম্মেদওয়ারি।

ভাল। তুমি কোথায় ওম্মেদওয়ারি করিবা।

আমি বড় বাজারে গৌরহরি পালের নিকট অনেক দিন ওম্মেদওয়ার আছি। সে লোকের কাম এবার তেলেঙ্গার জাহাজের আড়তদার হইয়াছে। সেখানে গেলে বুঝি এক আধ কায হইতে পারে।

তুমি যে তার কাছে কি প্রকারে মিলিলা।

আমি তাহার মাতুলের শুপারিষ চিটি লইয়া গিয়াছিলাম তিনিও সে চিটি বহুত মাতবর লিখিয়াছিলেন চিটি পাইয়া পালজী কহিলেন দেখ এখন আমি বেকার বসিয়া আছি আমার কায হইলে তুমি আইস অবশ্য তোমার উপকার আমা হইতে যে হয় তাহা আমি করিব মাতুল মহাশয় তোমার নিমিত্ত আমাকে যে রূপ লিখিয়াছেন এ মত আমাকে আর কখন লিখেন নাই আমার কায শুনিবা মাত্র আসিবা আমি কায করিয়া দিব। এই কথোপকথন তাহার সহিত আমার ছিল। এখন তাহার কায হইয়াছে। বুঝি এক আধ দফা করিয়া দিতে পারেন।

ভাল বুঝিলাম তবে তোমার কায হইতে পারে।

হাঁ বুঝি হইতে পারে তবে বরাত।

তুমি কোথা ওম্মেদওয়ার।

আমার ওম্মেদওয়ারির ঠিকানা নাহি কত ঠাঁই গমনাগমন করিতেছি কিছুই হয় না।

বটে আজিকার কায হয়া বড় ভার হাঁটিতে২ পার সুতা যায়। কাজ হয় না।

কন্দল।

আর শুনেছিসডে নির্ম্মলের মা। এই যে বেণে মাগীর অহঙ্কারে আর চকে মুখে পথ দেখে না। হ্যাদ্যাখ। কালি যে আমার ছেলে পথে ডাড়িয়া ছিল তা ঐ বুড়া মাগী তিন চারি ছেলের মা করিলে কি ভরন্ত কলসিডা অমনি ছেলের মাথার উপর তলানি দিয়া গেল। সেই হইতে ষাইটের বাছা জ্বরে ঝাউরে পড়েছে। এমন গরবাশুকি বল্লে আবার গালাগালি ঝকড়া করে। এ ভাতার খাগি সর্ব্বনাশির পুতটা মরুক তিন দিনে উহার তিনডা বেটার মাথা খাউক ঘাটে বসে মঙ্গল গাউক।

হাঁলো ঝি জামাই খাগি কি বলছিস। তোরা শুনছিস গো এ আঁটকুড়ি রাঁড়ির কথা। তুই আমার কি অহঙ্কার দেখিলি তিন কুলখাগি আমি কি দেখে তোর ছেলের মাথার উপর দিয়া কলসি নিয়া গিয়াছিলাম যে তুই ভাতার পুত কেটে গালাগালি দিচ্ছিস। তোর ভালডার মাথা খাই হালো ভালডা খাগি তোর বুকে কি বাঁশ দিয়াছিলাম হাডে।

থাকলো ছার কপালি গিদেরি থাক। তোর গিদেরে ছাই পল প্রায়। যদি আমার ছেলের কিছু ভাল মন্দ হয় তবে কি তোর ইটা ভিটা কিছু থাকিবে যা মনে আছে তা করিব। তখন তোমার কোন বাপে রাখে তাই দেখিব। হে ঠাকুর তুমি যদি থাক তবে উহার তিন বেটা যেন সাপের কামড়ে আজি রাত্রে মরে। ও যে কালি প্রাতঃকালে বাছা২ করে কান্দে তবেই ও অহঙ্কারির অহঙ্কারে ছাই পড়ে। হা বউরাঁড়ি তোর সর্ব্বনাশ হউক! তোর বংশে বাতি দিতে যেন কেউ থাকে না।

ওলো। তোর শাপে আমার বাঁ পার ধূলা ঝাড়া যাবে। তোর ঝি পুত কেটে দি আমার ঝি পুতের পায়। যালো যা বারোদুয়ারি ভাড়ানি হাট বাজার কুড়ানি খানকি যা। তোর গালাগালিতে আমার কি হবেলো কুন্দলি।

আই২। এমন কর্ম্ম কি ও দেখে করেছে তা নহে। ওও পোয়াতি বটে। যা বুন। তুইও যা। ও যাউক। আর ঝকড়া কন্দলে কায নাই। পাড়া পড়সি রাতি পোয়াইলেই দেখা হবে এত বাড়া বাড়ি কেন।

স্ত্রীলোকের হাট করণ।

হাটে যাবা গো।

যাবগো। তোর কি আনিতে হবেডে।

মোর বুন একটু সূতা হইয়াছে তাই বিচিব বেচে যা হয় তা আনিব।

তোর বুন এই কায বই নয়। মোর অনেক কায।

মর। তোর হাটেই এতই কি কায।

ও জান না মোর অনেক কায। গাঁর সিকি লোক বুন মোকে সূতা বিচিতে দিয়াছে সে সকল সূতা মোকে বিচিতে হবে। আর নুন নেই তেল নেই তা নিতে হবে মাচ তরকারি আন্তে হবে।

তোরেই গাঁর লোক কয় জনেই সূতা দিয়াছে আমিও এমন দশ বারো জনার সূতা এনেচি তায়ডে মুই বিচিব মোকেও অনেক২ লোকে কতকি আন্তে কয়চে যা আন্তে পারি তাই আনিব না আন্তে পারি কড়ি ফিরে দিব।

তবেইতো বুন এক জনার তা আনিব এক জনার দিব সে আসা করিয়া থাকিবে না আনিলে কি বলিবে।

মর। তা এখন তুই না আস্তে পারিলে কি করিবা বল দিকি।

হা বুন তাইতো ভাবি। আনিবইবা কেমন করে না আনিলে বলিবে আনলে না।

চল বুন কথায়২ বেলা হইতে লাগিবে। যাব কখন। বেলা হলে আবার সূতা বিকাবে না। একেতো মন্দা।

চল যাই আর কায কি। এখন কিছু বেলা হয় নাই।

হে বেলা হয় নাই। তুই দেখ দিকি কি আকাশে সূর্য্য তাকিয়া কত বেলা হয়েচে।

যে হবার তা হয়েচে। শীঘ্র যাই। হাট লাগিল বুঝি।

যাজক ও যজমান।

তোমার পিতৃ বিয়োগ হইয়াছে শ্রাদ্ধের কি প্রকরণ করিতে পারিবা।

ঠাকুর আমার নাম আছে কিন্তু যোত্র কিছু নাই তাহাতে এখন আমার দুঃসময় বড়।

বটে। গুরু দশা লোকের দুঃসময়েতেই হয় ইহার পর আর বিদশা নাই।

শুন মহাশয় ইহার কি২ করি আমার যোত্র অগোচর নহে।

সত্য। তোমার বিষয় বিভোগ সমস্তই আমার জ্ঞাতসার আছে। তাহাতে কি করে তোমার আকাশ পাতাল নাম আছে প্রতুল না করিতে পারিলে অখ্যাতি।

মহাশয় সে বটে। আমার সংস্থান পর দৃষ্টি করিয়া একটা ফর্দ্দ করুন।

ফর্দ্দ করণের আটক হবে না কম বেস হাজার টাকা নহিলে কাযের প্রতুল হবে না।

তাতো বটে। দেশ নিমন্ত্রণ করিলে হাজার টাকার কমে হইতে পারে না।

তবে তুমি কি দেশ নিমন্ত্রণ করিতে চাহ না।

আমার চাওয়া না চাওয়াতে কিছু করে না টাকার কায কেবল কথায় হয় না।

সে সত্য। তবে কি করিবা একটা উপায় ঠাওরাইতে হয়।

শুন আমি নিবেদন করিতেছি হাজার টাকার কমে দেশের কল্প হইতে পারে না তবে আমি ঠাওরাই সামাজিক বলিয়া কার্য্য সঙ্কুলন করা যায়। তাহাও এখন পারি এমত বুঝি না।

না। যাহা নহিলে নয় তাহা করিতেই হবে। শাস্ত্রে বলে হতযজ্ঞম-দক্ষিণা। যাহা হউক। তাহার এক প্রকার করিতেই হবেক।

তিন শ্রেণী নিমন্ত্রণ তাহার জলপান ও বিদায় এবং অনাহূত লোকের-দিগকেও কিছু২ করিতে হবেক।

সর্ব্ব সমেত তিন শত টাকা হইলে হইতে পারিবেক।

দিন সংক্ষেপ হইল চালু চিড়া ও আর২ দ্রব্যের বিলিবন্ধ করিয়াছ।

সমস্ত অবধান করুন প্রথক২ নিবেদন করি।

বল দেখি প্রথমত চালু চিড়ার কি করিয়াছ।

চালু চিড়ার ধান্য দিয়াছি পঞ্চাশ মোন চালু ও কুড়ি মোন চিড়ার ঠেকানা হইয়াছে। কেমন মহাশয় ইহাতে কি হবেক না।

যথেষ্ট। ইহাতে কার্য্য সমাধা হইয়া আর উদ্বর্ত্ত ও হইতে পারিবেক।

তাহা না হউক কাযের অপ্রতুল হবেক না।

ঠাকুরেরদিগর জলপানের কি ধারা করিবা পাক করণের সাঙ্গত্য হবে কি না।

চেষ্টা আছে তাহাই করি দশ মোন ময়দা ধরিয়াছি চিনি চারি মোন সন্দেশ পাঁচিশ মোন। দধি ত্রিশ মোন দুগ্ধ পাঁচ মোন।

ইহা হইলেই হবেক তবে আর চিড়া মুড়কি দিয়া কেন অখ্যাতি করিবা।

না। ঠাওরাইয়াছি চিড়া মুড়কি কেবল অনাহূতেরদিগকে দিব।

সে ভাল ঠাওরাইয়াছ। তিন শ্রেণীকে চিড়া মুড়কি দেওয়া নহে।

তাহাই হবেক। কিন্তু কিছু২ সরু চিড়া ও খাসা মুড়কি করিয়াছি যদি কোন মহাশয় চাহেন তবে দেওয়া যাবেক।

সে ভাল করিয়াছ তাহাতে ক্ষেতি নাই সে অধিক হইয়াছে অধিকান্ত ন দোষায়।

দানোৎসর্গের স্থান কোথায় হইয়াছে।

ওই দক্ষিণদিগে সভার স্থান হইয়াছে।

কল্য ক্ষৌরির দিন তাহার আয়োজন অদ্য প্রস্তুত করিতে হবেক।

আজ্ঞা মহাশয়। অদ্য আর কাযের বাকি রাখিব না।

দান সমস্ত বাঁধিয়া প্রস্তুত হবেক।

তা হইতেছে। দুইটি যোড়শ হবেক একটি বৃষ তাহার সামগ্রী তৈয়ার হইয়াছে।

বৃষ ও বৎসতরি আনিয়াছ।

হাঁ মহাশয় তাহা আসিয়াছে কিন্তু বাছুর চারিটা অতিবাদ মহার্ঘ হইয়াছে।

কেন। আগে ওখানে সংবাদ দিতে পার নাই দিলে আমি তাহার ঠৈকানা অল্পে ওইখানে করিতে পারিতাম।

আগে তাহা হয় নাই এখন আর কি হইতে পারে নিবড়নিয়া ঘরে আর যুক্তি নাই।

তা বটে। যাহা হইয়াছে সেই ভাল হইয়াছে এখন বিবেচনায় আর কায দেখে না।

কল্য ক্ষৌর হবেক সমস্ত জ্ঞাতি কুটুম্ব নিমন্ত্রণ করিতে পারিবা।

হাঁ তাহা হইয়াছে তাহারদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে লোক গিয়াছে।

এক কালে কল্যকার দফা ও মাল্য চন্দন ও নিয়ম ভঙ্গ তিন দফার নিমন্ত্রণ সঙ্কুলন করিয়া আসিবে তো।

সেই হইয়াছে মহাশয় এক কালীন কর্ম্ম সঙ্কুলন করিয়া আসিবেক।

তবে সে ভাল হইয়াছে এক কালে হইলে আর দোকর যাওয়া পড়ে না।

আমি ভাবিতেছি কল্যকার বিষয় বস্ত্র সকল ধোপদস্ত হইয়া আসিয়াছে আর২ সমস্তই প্রস্তুত হইয়াছে কেবল মৎস্য ভাল মিলে নাই।

তাহা কালি পাওয়া যাবেক এ সহর ঠাঁই টাকা হইলে জিনিস পাওনের আটক হবেক না।

সময়ক্রমে এমন সহরেও কিছু পাওয়া যায় না।

সে বাস্তব্য কিন্তু তোমার অন্তঃকরণ ভাল তোমার কাযের কোন বিষয় অপ্রতুল হবে না।

সে তোমারদের আশীর্ব্বাদ মহাশয়েরা যাহাকে অনুকুল তাহার অপ্রতুল হবে কেন।

তুমি বড় ভাল লোক অবাধে তোমার কার্য্য সিদ্ধি ও মানস পরিপূর্ণ হবেক।

আজিকার ক্ষৌরের দফা প্রতুল পূর্ব্বক দেবতা সমাধা করিয়াছেন পূর্ব্বে আমার বড় ভয় ছিল ভাবিয়াছিলাম কি হয় না জানি।

কও তুমি চিন্তা করিতেছিলা কেন তোমাকে না আমি কালি বলিলাম আমি যাহা বলিয়াছি তাহা অবশ্য হবেক তুমি কোন বিষয় ক্ষোভ পাইবা না তুমি জান না অমোঘ বিপ্র আশীষ।

বটে মহাশয় আমার সেই ভরসা আমি শ্রীচরণ ধরিয়া রহিয়াছি তবে দেবতা যাহা করুন।

তুমি কিছুই ভাবিও না দেবতা তোমার প্রতুল করিবেন তোমার দেবতা ভাবিবার আবশ্যক কি আমিই তোমার দেবতা আর তোমার দেবতা কেটা।

তা বটে মহাশয় আমরা শূদ্র আমারদের দেবতা দ্বিজগণ তাহাতে মহাশয় পুরোহিত মহাশয়ই আমার কর্ত্তা।

কালি যে২ সামগ্রী যে স্থানে চাহি তাহা অদ্যই স্থানে২ পাঠাও এবং উপযুক্ত লোক নিয়োজন করহ সমস্ত প্রস্তুত থাকে।

যে আজ্ঞা মহাশয় সে সমস্ত অদ্যই প্রস্তুত করিয়া রাখাইব।

আচ্ছা। তুমি সকলি জ্ঞাত আছহ তোমাকে বলিতে হবেক না তথাচ একবার কহিলাম।

ভাল মহাশয় সে ভাল করিয়াছেন আমি কি জানি।

তুমি স্নান করিয়াছ বেলা অনেক হইল দান উৎসর্গ করিতে২ বিস্তর বেলা হবেক।

হাঁ মহাশয় আমি স্নান করিয়াছি।

এখন এ দফা হইল ব্রাহ্মণ ভোজনও প্রতুল মতে হইয়াছে আর২ সমস্তের খাওয়া খুব হইয়াছে এখন সকলকে বিদায় করহ।

অনাহুত লোককে চারি২ আনা প্রতি জনকে দিলাম নিয়ম ভঙ্গের দফাও প্রতুল হইল।

আচ্ছা তবেই সকল সমাধা হইল। আমার বিদায় যখন কর করিতে পারিবা।

স্ত্রী লোক২ কথা বার্ত্তা

তোমরা কয় যা।

আমি সকলের বড় আমার আর তিন যা আছে।

কেমন যায়২ ভাল আছে কি কালের মত।

আহা ঠাকুরাণী আমার যে জ্বালা আমি সকলের বড় আমাকে তাহারা অমুক বুদ্ধিও করে না।

আলো সকলেই কি একে।

না। তাহার মধ্যে ছোট ছুঁড়ী ভাল মানুষের মাইয়া সেইাড আমাকে উপরোধবাদ করে।

তবে তাহারি সাতে তোমার প্রীত আছে।

প্রীত আছে বটে। কিন্তু সকলে অসৎ তাহাতে সেও সেই মত হয় বা।

সে এখন ছোট আছে তুই একটুকু আস্থা মমতা করিস তবে সে তোরি কানোড়া হবেক।

আমার কানোড়া হবে সে এমন কানোড়া হবার যোগ্য না বাঁশ থাকিয়া কঞ্চি শক্ত।

তবে যে বলিলি সে কিছু ভাল।

ভাল সে কেমন ভাল আমাকে বড় একটা তুচ্ছমুচ্ছ করে না।

তবু ভাল কেমন তোর ছাল্যাডার পিল্যাডার সেবা সুশ্রূষা করে।

হাঁ তা বটে। আমার ছাল্য পিল্য প্রায় তাহারি কাছে থাকে সে ইহার-দিগকে খাওয়ায় ধোয়ায়।

আর২ মাগীরা দিন রাতি কচ২ ঝক২ করিতেছেই তাহার কামাই নাই রাবণের চিল্লুর মত জ্বলিতেছেই। সদাই মাথা মুড়া খাওয়া আছেই।

তবে কাহার সাতে কাহার প্রীত নাই।

প্রায় না প্রীত কি ভাল মুখে আলাপও নাই কেবল মাথা মুড়া খাওয়া কাটা ঘাটা মাত্র।

ওলো তোর ভাতার কারে কেমন ভাল বাসে তাহা বল শুনি।

আহা তাহার কথা কহ কেন এখন আর আমারদের কি আদর আছে নূতনেরদিগে মন ব্যতিরেক পুরানেরদিগে কে চাহে।

তাহা হউক। তুই সকলের বড় তোর ছাল্য পিল্য হইয়াছে।

কালি যে ভাই দুপুর বেলা কচকচি লাগালে মাঝ্য বিটি তাহা কি বলিব।

কি জন্য কচকচি হইল।

দূর কর ভাই। তাহা কহিলে আর কি হবে লোকে শুনিলে মন্দ বলিবে আমার বাড়ী ভরা শত্রু এই জন্য ভয় করি।

বড় বৌ আমার মাথার দিব্বি করিয়া সত্য করিয়া বল।

কালি দুপুর বেলা ছোট বৌ রান্ধিয়াছিল ইহার মধ্যে আমার ছাল্য আগে ভাত খাইয়াছিল ইহার মধ্যে মাঝ্য মাগী আসিয়া দ্বন্দ্ব আরম্ভ করিলেক।

তোর গো বাড়ীর মায়্যগুলা কেহ কার ভাল দেখিতে পারে না।

কি করিব এমত ঠাঞি নাই যে সেখানে গিয়া দশ পাঁচ দিন থাকি গায় বাতাস লাগে।

কেন তোর ভাইদের বাড়ী দিন কত যা না কেন।

তাহাদের বাড়ী যাব কি তাহা হইলে তবে ভাই খাগীরদের কাছে রক্ষা আছে। আমার ভাইদের নাম শুনিতে পারে না কেহ।

কর্ত্তা যিনি তিনি দ্বন্দ্ব ডাকাডাকির জন্য বাড়ী প্রায় থাকেন না যখন আইসেন তখন গালাগালি তিরস্কার করেন।

তোরদের সংসারের এমত বাক্যতা ছিল এখন এমত অবাক্যতা হইয়াছে।

মায়্যা দুটার বিবাহ দিকে পারিলে আমি সাতটা সর্ষা দিয়া স্নান করি কুলাই ছণ্ডির ডাড়া গুয়া পান দেই সুবচনী পূজা করি মনস্কামনা সিদ্ধি করিলে।

মায়্যর বিবাহের কোথায় ঠাওরাইছ দেশের মধ্যে না বিদেশে দিবা।

ঈশ্বরের মনে কি আছে বুঝি না আমার ইচ্ছা দেশের মধ্যে হইলে ভাল হয়।

তোমার যারা সকলে কি বলে মাইয়ার মামা মামী তাহারা কি বলে পাঁচটার যে মত সেই কর্ত্তব্য।

সে যে হউক। আমি বাড়ী যাই বেলা গেল এখনি গালাগালি দিবেক।

মাইয়া কন্দল

তুমি কোথা গিয়াছিলা পাড়া বেড়ানী সাঁজের কায কাম কিছু মনে নাই বটে।

কি কাযের দায় তুই ঠেকিয়াছিস যে এত কথা তোর লো।

আমি কাযে ঠেকি নাই তুই সকল কাযে ঠেকিয়াছিস।

তুই আমার কি কাযে ঠেকিয়া এত কথা কইস লো।

চক্ষুখাকী তোর চক্ষের মাথা খাইয়া দেখিতে পাইস না এ সকল কায কে করিয়াছে।

তোর যে বড় ঠেকারা হইয়াছে এক দিন কায করিয়া এত কইস। আমি তোর সকল জানি।

পুতখাকী তুই আমার কি জানিস। তোর মত পাড়া২ মরদের কাছে আমি যাই না।

গস্তানী। তুই যেমন উহাকে ভাই২ বলিস রাত্রে তাহারে লইয়া থাকিস। সেমত আমরা নই।

আরে পেট ফেলানি খানকি। আমি কারে লইয়া থাকি। তুই কারে দেখিয়াছিস রে।

তোর যে বড় গলারে ভাইখাকী। আজি তোর অহঙ্কার ভাঙ্গিতে হবেক। তাহা নহিলে তুই নিরস্ত হবি না।

আজি তুই আমারে নিরস্ত না করিয়া যদি ভাত খাইস তবে তোর পুতের মাথা খাইস।

শুনিতে পাও তোমরা গো রাক্ষসী খানকির কথা এমত রাক্ষসীর মুখে আগুন দেওয়া উচিত।

তুই মুখ সামলাইয়া র লো। আজি তোর ভাল রাতি পোহায় নাই বলিতেছি তোরে।

আমার ভাল রাতি পোহায় নাই কি তোর দেখিস এখন নাথিয়া তোর মুখ থেথুয়া 'করিব তখন জানিবি।

তুই যদি মোরে না মারিস তবে তোর পুতের মাথা খাস লো খানকি।

গস্তানী বজ্জাত তুই যেমন পুতের কিরা দিস তোর মুখে ঝাটা মারিয়া মুখ ভাঙ্গিয়া দিব লো খানকি ঠেঁটী।

তুই যদি ঝেটা মারিস তবে তোরে কেহ কোস্ত মারিতে পারিবে না।

ভালখাকী তুই যে প্রকার কায করিয়াছিস তাহা কেডা না জানে বড় গলা টলা করিয়া সকল মাত করিবি বুঝি।

তুই যাহা মনে ঠাওরাইয়াছিস তাহা কখন হইতে পারিবে না লো। অমুক ভাতারী। তোর কথা সকলেই শুনিয়াছে।

তুই যত সতী সাধ্বী পতিব্রতা তাহা না জানে লোকে এমত নহে।

কেমত তুই বাড়াইয়াছিস আসিতে দে আজি কর্ত্তাকে বাড়ী তোরে লইয়া ঘর করুন আমারদের বিদায় দেউন।

তুই আমার নামে ফরিয়াদ করিয়া যত করিতে পারিস তাহাতে কামাই দিস না। তোর বড় দিব্বি লাগেলো।

ভাল তুই থাক। তোর শ্রাদ্ধের চালু চড়াইরা আমার আর কিছু কায।

যা তুই আমার যত করিতে পারিস করিস। তোর ভয়তে আমার এ বাড়ী ছাড়িতে হইল।

কি আমরা রাড় চুয়াড় মত রাত্রি দিন ঝকড়া করহ কিছু ভয় ডর নাই।

দেখ দিখি। আমি উহাকে ভাল মন্দ কিছু বলি নাই খানখা আমার পুত কাটে নাথি মারে এত বড় পোড়া কপালির কপাল।

তোমরা সকলি ভাল কেহ মন্দ নহ এখন এই তাগাদি ক্ষেমা দেও সকলে ঘরে যাও কথা শুন তোমারদের যে ধারা ইহাতে কোন ভাল মানুষে তোমারদের বাটী আসিবেক না ভাত ও জল খাবেক না। সকলি রোহেলা। মানুষের সন্তান নহো।

আমাকে কি করিতে বলহ আমি এ বাড়ী ছাড়িয়া না গেলে আমার নিষ্কৃতি নাই।

এখন তোমরা যার২ ছায়াল পায়াল লইয়া ঘরে যাও তখন সকল কথা বুঝা যাবেক। এই তাগাদি রাখহ ক্ষেমা দেও।

আমি বাড়ী যাই গো বোরা। সন্ধ্যা হইল বাড়ীর কায কাম কিছু হয় নাই ছায়াল পায়াল কত গালাগালি দিবেক এখন যাইতে২ কতক্ষণ হবেক। অন্ধকার রাত্রি।

যজমান যাজকের কথা।

পুরোহিত ঠাকুর ঘরে আছেন।

কে ও রামসুন্দর রায় আইস২। বিছানা দেরে তামাকু দে কহ বাবাজি কি মনে কর‍্যা আসেছ।

না তো আপনি কি বিস্মৃতি হইয়াছেন।

হাঁ হাঁ হাঁ বটে২। তোমার পিতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত আমি পাঁজি দেখিয়াছি শুক্লপক্ষে ত্রিয়োদশীতে হবে।

যে আজ্ঞা। আমি সামগ্রী আয়োজন করিগা।

হাঁ যাও বাবাজি। এবার কিছু ভাল মতে করিতে হবে এবার যে শ্রাদ্ধের জোড় নিবা তাহা ভাল হইতে চাহে তা নলে আমি নিব না।

মহাশয় যে আজ্ঞা করিতেছেন তাহা করিতে পারিলে মন্দ করে এমত বাসনা কার করিলেই আপনার কার্য্য।

যাওহে তুমি না করিলে আর করিবে কে। তুমি তার উপযুক্ত পুত্র। বেঁচ্যা থাকিলে তোমাকে খোরাক পোষাক দিতেতো হইত। তাহার অর্দ্ধেক খরচ করগা তবেই যে ভাল হবে।

বটে মহাশয় যে বলিতেছেন সে সত্য কিন্তু আমি এবার বড় ঠেকেচি। আমার বড় দায় যথেষ্ট খরচ রোজগার নাই ভাই সকল যেমন উপযুক্ত তাহাতো দেখিতেছেন খাইতে শুতে কেবল পারেন আর কোন গুণ নাই।

সে বটে। যাহ তোমার কায তুমি করিবা যা তোমার সাধ্য তাহা করগা।

শ্রাদ্ধের কি২ সামগ্রী লাগিবে তাহার একটু ফর্দ করিয়া দিতে আজ্ঞা হয়।

আচ্ছা ফর্দ্দ করিয়া দিউন। আর ব্রাহ্মণ কতগুলি খাওয়াবা তাহা বল কর্ম্ম ত পরসু হবে। ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে বলা যায়।

আজ্ঞা। ব্রাহ্মণ ভোজন করণেই মূল পঞ্চাশ জন বলিবেন পঞ্চাশ জনার মতন আমি খাদ্য সামগ্রী করিয়াছি।

জমিদার রাইয়ত

তোমারদের এ পরগণায় আবাদ পত্তন কেমন হইয়াছে।

মহাশয় আমারদের এ পরগণায় আবাদের বড়ই খলল হইয়াছে।

কেন। আর২ গ্রামে দেখিলাম খুব পত্তন হইয়াছে।

বটে মহাশয়। স্থুয়ারিয়া বিল ও চর সমস্ত জল ভরা জমিন খুব পত্তন হইয়াছে। এ পরগণায় তার বিষয় নাই কেবল ডাঙ্গা ভূই যে বিল তা কালে জোয়াইল না এবং বৃষ্টি হইল না। কি করা যায়।

তবে বৃষ্টির কমিতে আবাদের খলল পড়িয়াছে।

তাহাই বটে মহাশয়। যদি কালে জল পাইতাম তবে কি আমরা সেও আবাদ করিতে ছাড়ি আমারদের নসিব বুরা। কি করিব।

কালে কিছুই জল এ দেশে কি হয় নাই।

থোড়া না হইয়াছিল এমত নহে যা হইয়াছিল সে সমস্ত নিকামা।

তবে তোরা এখন মালগুজারির কি ঠাওরাইয়াছিস।

কি ঠাওরাইব। রাজ কর দিতেই হবে ঠাওরাইয়াছি খাটা খাটনি খাটিয়া কোন মত প্রকারে দিব।

এত খাটা খাটনি পাবি যে তাহাতে এত মালগুজারির ঠেকানা হবেক।

দেখি চারি পাঁচটা ভাই আছি কেহবা লোনা খাটিব কেহবা আর কায করিব।

তোরদের বাটীর বাঁশ সকল বেচিয়াছিস কেন বুঝি তোরা পলাবি।

না না। তা না সে দিন দুই টাকার বাঁশ বেচিয়া খড় কিনিয়াছি।

ভাল তুই করার লিখিয়া দে। কয় রোজ ব্যাজে টাকা দিবি।

মহাশয় পালাইয়া কোথায় যাইব এই আমার সাত পুরুষের হাড় গাড়া বাড়ী।

মহাশয়েরদের চরণে পড়িয়া রহিয়াছি। যাহা কর।

তৎকথা।

এ শনের মালগুজারি তোর কত বাঁকি।

মহাশয় ও কথা আর কহিও না খাজনা আধা আধিও দিতে পারি নাই।

তবে কি হবে।

তাহা ভাবিয়া কিছুই পাই না। দিব কোন ডৌল করিয়া আদায় করিয়া।

রাজার রাজস্ব দিতেই হবে তাহা আটক হইতে পারিবে না। তাহার কি ঠাওরাইয়াছিস।

মহাশয় এ শন গোছাইয়া লইতে হবেক বড় নাস্তা নাবুদে পড়িয়াছি।

সে সকল কৈফিয়ত এখন রাখহ এ কিস্তির খাজানার কি করিয়াছ।

খাজানা যোত্র করিতে পারি নাই।

খাজানার জন্যে পেয়াদা মহশূল দিতে হইবেক নতুবা তুই টাকা দিবি না।

মহাশয় খাজানার টাকার যোত্র করিতে পারি না আর কোথা হইতে পেয়াদার রোজ দিব।

দশাঙ্ক তারিখে খাজানা চলিবেক টাকার ঠেকানা কর গিয়া।

তৎকথা।

মহাশয় পাঁচ সাত রোজ সবুর করিলে ভাই ইহার মধ্যে বাটী আসিবে।

তোমার ভাই কোথা গিয়াছে।

ভাই লাল বাজারির চালান লইয়া বনে গিয়াছে সে বাড়ী আইলে টাকা দিতে পারি।

সে কত দিনে আসিবে তবে তুই খাজানার টাকা দিবি।

তোরে পেয়াদা মহশুল দিয়া বসাইয়া রাখিয়া টাকা লইয়া ছাড়িয়া দিব।

মহাশয় আমাকে কাটিয়া ফেলাইলেও টাকা হবে না ভাই বাড়ী না আইলে।

জমাদার এ বেটাকে পেয়াদা মহশুল দেহ।

যে হুকুম মহাশয়। চলবে।

তৎকথা।

জমাদার সাহেব রহ গোটা কতক কথা কহি কর্ত্তা মহাশয়কে।

ও হারামজাদাকে এখান হইতে লইয়া যাও।

মহাশয় খাজানার টাকার জন্যে এত তম্বি করিতেছেন যে জমি বুনিয়াছিলাম তাহাতে কিছু ফসল পাইলাম না।

ভাদ্র মাসে যে ফসল পাইয়াছিলি তাহা কি করিলি।

ভাদ্র মাসে কোথায় ফসল পাইয়াছিলাম এখন সে জমিতে কিছু হয় নাই।

আর২ গ্রামের জমিতে ফসল হইল তোর জমিতে হইল না।

মহাশয় সে কেমত খারাব জমি তাহার কথা রমজানকে পুছ কর।

তৎকথা।

কেমনরে রমজান এ বেটা কি বলে। তুই দেখিয়াছিস।

মহাশয় সে জমিনে বিস্তর তরদ্দুদ করিয়াছিল তাহা জল হইল না কি করিবে।

ভাল তুই করার লিখিয়া দে কয় রোজ ব্যাজে টাকা দিবি।

যে আজ্ঞা মহাশয় করার লিখিয়া লউন দশ রোজ পরে টাকা না দেই পেয়াদার রোজের কড়ি দিব।

দশ রোজ দেরি হইতে পারিবে না পাঁচ রোজের করার লিখিয়া দে।

মহাশয় পাঁচ রোজের মধ্যে সুসার করিতে পারি আমার এমত বেহেবুদ কি। দোহাই মহাশয়ের দশ দিনের আজ্ঞা হউক।

আরে এ বেটা বড়ই কৈফিতওয়ালা ইহাকে সুন্দর রূপ সাজা না দিলে খাজানার টাকা দিবে না।

যাহা করুন কর্ত্তা মহাশয়। এ শন বড় লাচারিতে পড়িয়াছি।

তৎকথা।

তুই টাকা কোথাহ পাইস না। সন কি কোষ্টা করিয়া লইলে এ ক্ষণে দিতে পারিস টাকা রবে না আমার তোড়া ছয়ঞি হবেক।

মহাশয় গো কেটা আমাকে সন কোষ্টার উপরে দাদনি করিয়া টাকা দিবেক।

আমি বুঝি তোর চারি পাঁচ বিঘা সন ও কোষ্টা প্রস্তুত হইল প্রায় মহাজনের স্থানে এতবার আছে টাকা চাহিলে পাইতে পারিস।

সন কোষ্টা এখন পর্য্যন্ত তৈয়ার হয় নাই ইহাতে কোন মহাজন আমাকে খাতিরজমা করিয়া টাকা দিবেক এখন কি আমার সে কাল আছে।

কেন। তোর শ্বশুরেরদের খুব যোত্র আছে তাহারদের কাছে টাকা লইলে পাইতে পারিস।

আহা মহাশয় এ কি বড় মানুষের কুটুম্ব এক জনের যোত্র হইলে দশ জনের তত্ত্ব বার্ত্তা করে।

কেন তোরদের করে না।

আমারদের চাসা লোকের সে প্রকার নহে আমরা উপকার কাহারে বলে তাহা জানি না মহাশয় মোরা এক লোক মোরদের কথা কি জিজ্ঞাসা করেন।

তৎকথা।

তবে যদি তুই সেখানে না যাইস তোর ভাই যে মহাজনের লাল বাজারের চালান লইয়া বনে গিয়াছে তাহার স্থান হইতে লইয়া দে।

তাহারদের স্থানে এক ভরার চালান আষাঢ়ে লইয়া খরচ করিয়াছি তাহার নিকাষ করিতে পারি নাই।

তুই আজি বাড়ী বোচিয়া টাকার ঠেকানা করিয়া দুই এক দিনের মধ্যে আনিয়া দিস।

মহাশয় আমি যাইয়া চেষ্টা করি যোত্র করিতে পারি আনিয়া দাখিল করিব।

খাজানা দুই চারি [দিনের] মধ্যে চালান করিতে হবেক ইহার মধ্যে আনিয়া দে।

চেষ্টা করিতে যাইতেছি জিনিস বেচিয়া পাই কিম্বা কর্জ্জ পাই হাতে হইলেই আনিয়া দাখিল করিয়া দিব।

তৎকথা।

তুই যদি চালানের দিন টাকা দাখিল করিয়া না দিস তবে তোর আরিন্দা খরচা দিতে হবেক।

মহাশয় কর্ত্তা আমি খাজানার টাকাই গোছাইতে পারি না আরিন্দা খরচ দিব।

তবে তোর টাকার জন্যে কি বেবাক টাকা আটক হইয়া থাকিবেক।

আমার টাকার জন্য মহাশয়ের কি তোড়া আটক হইয়া থাকিবেক।

তুই টাকা না দিলে কি প্রকার করিয়া সেই তোড়া হইবেক।

আমার এক ঠাঁই আশ্বাস আছে যদি পাই তবে আজি আনিয়া দিব নতুবা মহাশয় ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সারিবেন।

তাহা হইতে পারিবেক না তুই এখান হইতে দস্ত কর্জ্জ করিয়া দিয়া যা।

মহাশয় মহাজন ঘটাইয়া দিউন আমি দশ রোজ পরে টাট সমেৎ টাকা আনিয়া দিব।

আমি কোথায় মহাজন ঘটাইতে যাব তুই যেখানে পাইস সেই খান হইতে আনিয়া দে।

মহাশয় আমার যদি এমন এতবার থাকিত তবে এক্ষণে আনিয়া দিতাম।

বেটা। তুই বড় বাটপাড় লোক তোরে খুব রূপে শক্তাই না করিলে টাকা দিবি না।

আপনি মালিক যাহা করেন তাহারি মধ্যে আছি আমি জমি করিয়া চোর হই নাই।

তৎকথা।

এখানে আর কে আছেরে। এ বেটাকে বসাইয়া টাকা লও।

আমি মহাশয়ের প্রজা ধমকাইয়া খেদাইলে এমন অধিকারে বসৎ করা যায় না।

তুই প্রতি কিস্তি টাকা দিতে কজবহছি করিস এমত রাইয়ত না থাকা ভাল।

যে আজ্ঞা মহাশয় এ ফসল ব্যাজে তাহাই হবেক। তোমার মুখের দোষে কেহ টেঁকিতে পারিবে না।

যা বেটা তুই। আমার জমি থাকিলে অনেক প্রজা পাইব।

তৎকথা।

আমাকে যে জমি ও যে বাটী দিয়া রাখিয়াছ তাহাতে দেখিব কত লোক করহ।

তুই যে মহলে আছিস সে মহলে আর কখন লোক ছিল না।

সে মহলে লোক ছিল তাহা আমি জানি সে কখন জমিতে সিরাল দিতে পারে নাই।

তুই বড় জানিস। ও মহলে যে রাইয়ত ছিল সে যে মালগুজারি করিত তাহার অর্দ্ধেক বই তুই দিস না।

মহাশয় তোমার ও কত বিঘা জমির মহল ছিল।

কত বিঘা জমির মহলও তুই তাহা জানিস না। না জানিয়া মালগুজারি করিতেছিস।

আমি লোকের মুখে শুনিয়াছি সাবেক যে মহল ছিল তাহা এখন নাই।

সাবেক যে মহল ছিল তাহা এখন নাই তুই কার কাছে শুনিয়াছিস।

মহাশয় আমি শুনিয়াছি সাবেক যে মহল ছিল তাহা হইতে ব্রহ্মত্তব দিয়াছেন এবং গাঙ্গে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

ও মহল হইতে কবে ব্রহ্মত্তর দেউয়া গিয়াছে।

মহাশয় তোমার সরকারে চিঠা আছে তাহা দেখিলে সমস্ত জানিতে পারিবেন।

তোর পাট্টা আন দেখি কত জমি তাহাতে লেখা যায়।

যে আজ্ঞা মহাশয়। তজবিজ করিলে মারা যাই না।

তৎকথা।

এক পেয়াদা সাতে করিয়া গিয়া পাট্টা আন।

পেয়াদা কি কারণ লইয়া যাইব আমি পলাইব না।

তোরে খাতিরজমা কি। এক জনকে মানত দিয়া যা।

মহাশয় আমি কারে মানত দিব আমার গ্রামের কারু দেখি না।

তোরদের গ্রামের ঢের লোক এখানে আছে এক জনকে বলিয়া দে।

মহাশয় সে পেঁচ আর লাগাইও না আমি বাটী হইতে খাড়া২ এখনি আসিব।

তোর কথায় আস্থা নাই তুই বড় হারামজাদা লোক।

আমি মহাশয়ের সরকারে কি হারামজাদগি করিয়াছি তাহার ঠেকানা নাই।

আমি তোর ও সকল কৈফিয়ত শুনি না।

মহাশয় আমি দেখিয়া আসি আমার গ্রামের কোন২ লোক এখানে আছে।

যা। দেখিয়া আয়।

তৎকথা।

মহাশয় আমি এখানে বিস্তর তলাস করিলাম কারু দেখা পাইলাম না।

তবে তুই পেয়াদা সাতে করিয়া লইয়া যা।

আমি পেয়াদা সাতে করিয়া লইয়া গেলে কোথা হইতে তাহাকে খাইতে দিব।

ভাল। তুই বাটী যা। কালি এক প্রহরের মধ্যে আসিয়া হাজির হইস।

যে আজ্ঞা মহাশয়। অবধান হই। আজি বিদায় হইলাম।

তৎকথা।

অবধান কর্ত্তা মহাশয়। পাট্টা লইয়া আসিয়াছি নজর করিতে আজ্ঞা হয়।

কাছারি যাইয়া বস মুহরিরা আইলে দেখিবে এখন।

মহাশয় আমি বিস্তর দেরি করিতে পারিব না কালি পাতা সারিয়া রাখিয়াছি আজি ক্ষেতে যাইয়া পাতা রুইতে হবেক।

তুই মুহরির বাটী যাইয়া ডাকিয়া আন।

মুহরির বাটী কোন ঠাঁই আমি দেখি নাই মহাশয় লোক দিয়া ডাকিয়া আনিতে আজ্ঞা হয়।

তুই জমাদারকে আমার নাম করিয়া বলিয়া আয় এক জন লোক মুহরির বাটীতে পাঠাইয়া তাহাকে ডাকিয়া আনে।

যে আজ্ঞা মহাশয়। বলিয়া আসি।

যা শীঘ্র করিয়া বলিয়া আয়।

তৎকথা।

এই যে মহাশয় জমাদার সাহেব আসিয়াছেন।

কেমনহে জমাদার। মুহরিরা এখনতক কেহ আইসে নাই।

মুহরিরা আসিয়াছে। কেন তাহারদের মহাশয়।

তুমি এই রায়তকে লইয়া যাও মুহরিরদিগের কাছে দেখিতে বল ইহার পাট্টায় কত বিঘা জমি জমা লেখা যায়। ইহার পাট্টা দেখিয়া হিসাব করিয়া লইয়া আস।

যে আজ্ঞা মহাশয়। ইহাকে কাছারি লইয়া যাই।

মুহরিরদিগকে যাইয়া কহিলেক। এ রাইয়তের পাট্টা দেখিয়া হিসাব করহ। কর্ত্তা কহিয়াছেন।

ও রাইয়তের হিসাব করাই আছে আজি আর কি হিসাব করিব।

মহাশয় আমার হিসাব কি প্রকার করিয়াছেন শুনি নাই। আমাকে বুঝাইয়া দেও।

তুই প্রতি মাসে হিসাব করিস তবু তোর মনে থাকে না। ঠেঁটা এক বেটা।

আমার মহলে কত জমি তোমরা লিখহ তার রীতি দিন আমি কিছু বুঝিতে পারি না।

তোর মহলে সাবেক যে জমি লেখা যায় তাহা এখন কিছু কমি হইয়াছে।

সাবেক যে জমি মহলে লিখহ তাহা হইতে দুই বন্দ ব্রহ্মত্তর দিয়াছেন আর সে জমি আছে।

তোর মহল হইতে কবে ব্রহ্মত্তর দেওয়া গিয়াছে ব্রহ্মত্তরের সাতে তোর কি।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে যে জমি ব্রহ্মত্তর দিয়াছেন সে কাহার মহল হইতে।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে যে জমি ব্রহ্মত্তর দেওয়া গিয়াছে সে গ্রামের সরদারের মহল হইতে তোর সাতে তাহার কি।

তৎকথা।

মহাশয় তুমি চিঠা বাহির করিয়া দেখ তাহাতে সকল লিখা আছে।

এই দেখ চিঠা তোর মহলে ব্রহ্মত্তর লিখা যায় না।

আমি সে কথা শুনি না। গ্রামের কর্ম্মচারি আছে তাহাকে ডাকাইয়া কহিয়া দেহ যে আমার মহল জরিপ করিয়া বুঝাইয়া দেয়।

তুই আগে খাজানার টাকা দাখিল কর তখন তোর ও সকল কৈফিয়ত শুনিব।

আমার মহল জরিপ করিয়া বুঝাইয়া না দিলে আমি খাজনা দিব না।

তোর মহল জরিপ করিলে যে২ রাইয়তের বাকি আছে সকলেই কৈফিয়ত করিবেক।

আমার মহল কি খাইয়া এত টাকা মালগুজারি করিব।

তুই আদ্যোপান্ত ও মহলে মালগুজারি করিয়া আসিতেছিস এবার এমত হইল কেন।

আমার এবার কোন রা নাই অন্য স্থান হইতে গতর খাটাইয়া তোমার মালগুজারি করিতাম এবার তাহাও পারিলাম না।

এখন কৈফিয়ত রাখ মালগুজারির টাকা দে গিয়া।

এই লও মহাশয়। গরু বাছুর বেচিয়া তোমার টাকা আনিয়াছি।

কথোপকথন

ফলানা পুত্রের বিবাহ দিয়াছে যথেষ্ট খরচ করিয়াছে।

কোন গ্রামে বিবাহ দিয়াছে। কাহার কন্যার সহিত।

রাধামোহনপুরে কমললোচন ঘোষের পুত্র রামচরণ ঘোষ তাহার কন্যার সহিত বিবাহ হইয়াছে।

আচ্ছা। তাহারাও জাত্যংশে ভাল বটে। উত্তম স্থানেই দিয়াছে ইহার ঘটকালি কে করিয়াছিল।

এ বিবাহের ঘটকালি রামচন্দ্রপুরের শ্যামসুন্দর বসুজা মহাশয় করিয়াছেন।

তাহা বটে। তিনি নলে আর কার সাধ্য এমন সম্বন্ধ করিতে পারে। ইহাতে ঘটকালি কি পাইয়াছে। তাহা জান।

জানি। তিনি ঘটকালি শব্দ এক শত টাকা পাইয়াছেন আর তান মর্য্যাদা পচিশ টাকা দিয়া কত সাধ্য সাধনা করিয়া বিদায় করিয়াছে।

হাঁ। তা করিবে। তবু তার উপযুক্ত বিদায় হয় নাই। তিনি যে কর্ম্ম করিয়াছেন তাহার উপযুক্ত বিদায় দুই শত টাকা আর এক জোড়া শাল মর্য্যাদা আর যে হয়।

অঃ মহাশয় এই যে খরচ করিয়াছে তাহাকে কি বলিব উহারে তো দিয়াছে আর উহার সঙ্গের দশ বারো জনকে বিদায় এক২ জনকে দশ বারো টাকা করিয়া দিয়াছে। আর উহাকে কতই সহে।

সে বটে উহার সঙ্গের আর লোক ছিল। ভাল। আর বিবাহের পণাপণ বা কি খরচ পত্র বা কি করিয়াহে। তাহা কিছু বলিতে পার।

তাহার খরচ কত হইয়াছে তাহার নিকর কিছু কহিতে পারি না আন্দাজ দশ বারো হাজার হইয়া থাকিবেক।

এত খরচ কিসে হইল। আমিত তাহা কিছু বুঝিতে পারি না। কহ দিকি কোন কর্ম্মে কত খরচ হইল।

বিবাহের পণ লাগে পাঁচ শত টাকা আর পত্রাদি করিতে যায় তাহার খরচ দুই শত টাকা হয়।

ভাল। পত্র করিতে এত খরচ হইল কেমনে। সে মিথ্যা কথা। এমন শুনি না।

আপনি না শুনিলেন শুনিতে কহে কে। আমিও যে মিথ্যা কহিলাম। গ্রামে আর লোক আছে জিজ্ঞাসা করুনগা দিকি তানদিগকে তাহারা কি বলেন।

এত জিজ্ঞাসায় আমার কি প্রয়োজন। ভাল। তুমি জান তাই কহ দিকি বরচলনি কিরূপ করিয়াছিল। আর তাহার রোসনাই কি মত হইয়াছিল।

তাহার বরচলনি যেরূপ করিয়াছে তাহা শুন। নবাব সাহেবের নিকট হইতে শেলামি দিয়া তিনি যে পালকীতে সোয়ার হন সে পালকী আর তাহার যত লওজিমাত লোক তাহার অর্দ্ধেক আনিয়াছিলেন আর রোসনাই কথা কি বলিবে। গ্লাসের ঝাড় হাজার করিয়াছিলেন। আতষ বাজি কত করিয়াছিল তাহা কি বলিব। আন্দাজ দুই তিন হাজার বাজি হইতে পারিবে।

তবেত বিবাহ দিয়াছেন ভাল। তোমার গ্রামের লোক শুনে থাকিবা অন্য ঘটক কিরূপ বিদায় করিয়াছেন। তাহা বল।

আর যে২ ঘটক আসিয়াছিল তাহারা কেহ চারি টাকা এক জোড় কাপড় পাইয়াছে কেহ পাঁচ টাকা এক জোড় কাপড় পাইয়াছে।

আর তবে তার তর্কসির কি। বিবাহ ভালই দিয়াছেন। আমি আর দুই এক লোকেরে জিজ্ঞাসা করিলাম তাহারা কহিল বিবাহ দিয়াছেন এক প্রকার বড় ভাল নয় বড় মন্দ নয়। মধ্যম বটে।

যাহারা মন্দ কহিয়াছে তাহারা এমত দুই এক করে তবেত বুঝিতে পার নতুবা কহিতে কি মুখেতে কিছু ঠেকে না সকলি কহিতে পারে।

মরুক সে যে হউক। এখন তোমাকে আমি এক কথা জিজ্ঞাসা করি সকলেইত সুখ্যাতি করিয়া গিয়াছে। আমরা ঘটক গেলে কিছু পাব কি না।

হাঁ পাইতে পার। যত ঘটক আসিয়াছিল সকলেইত পাইয়াছে কেহত অমনি যায় নাই তোমার না পাবার বিষয় কি। যাউন। পাবেন।

সমাপ্ত।—

ইতিহাসমালা

(নির্বাচিত অংশ)

১৮১২ খ্রীঃ অঃ

উইলিয়ম কেরী

ইতিহাসমালা—

OR

A COLLECTION

OF

STORIES

IN

THE BENGALEE LANGUAGE

COLLECTED FROM VARIOUS SOURCES

By W. CAREY, D. D.

Teacher of the Sungskrit, Bengalee and Mahratta Languages, in the College of Fort William

SERAMPORE

Printed at the Mission Press

1812

রাক্ষসীর ধাঁধাঁ, পণ্ডিতের সমাধান

বিন্ধ্য দেশে বীরপুর নগরে বীরসিংহ নামে রাজা ছিলেন। তাঁহার সভাতে শ্রুতিধর নামা সর্বশাস্ত্রবেত্তা এক পণ্ডিত থাকেন ॥ এক দিবস তিনি রাজাকে কহিলেন যে, "হে মহারাজ, আমি অনেক কাল পর্যন্ত তোমার নিকটে আছি ; কিন্তু আপনি আমার বিদ্যা বিবেচনা করিয়া কিছু ধনাদি দিলেন না, এ-কারণ আমার দীনত্ব দূর হয় না। যদি আপনি আজ্ঞা দেন, তবে আমি একবার অন্য দেশে যাই ॥" রাজা আজ্ঞা দিলেন যে, "এক মাসের অধিক থাকিও না ॥" পরে সেই পণ্ডিত আপন বাটী হইতে সুরঙ্গ দেশে সুশর্মা-নাম ব্রাহ্মণের বাটীতে গিয়া অতিথি হইলেন। সেই দেশে সুবাহু নামে রাজা থাকেন। তাঁহার সভাতে এক রাক্ষসী আসিয়া সমস্যা দেয় ॥ রাজা সমস্যা পূরিতে না পারিয়া এক-এক মনুষ্য প্রত্যহ রাক্ষসীকে দেন। ইহাতে রাজ্য অনেক নষ্ট হইল ॥ রাজা কাতর হইয়া আপন রাজ্যে ঘোষণা দিলেন যে, "যদি কেহ এই রাক্ষসীকে নিবারণ করিতে পারে, তবে আমি তাহাকে পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা দিব ॥" এই কথা শুনিয়া সুশর্মা ব্রাহ্মণ আপন গৃহে আসিয়া কহিলেন ॥ শ্রুতিধর-নাম পণ্ডিত তাহা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণকে কহিলেন যে, "আমি রাক্ষসী নিবারণ করিব ॥" সুশর্মা এই কথাতে অতি তুষ্ট হইয়া রাজাকে কহিলে রাজা অনুমতি দিলেন ॥ পরে সন্ধ্যাকালে সেই পণ্ডিত রাজবাটীতে এক গৃহে থাকিলেন ॥ প্রথম রাত্রি এক-প্রহরের সময়ে রাক্ষসী সমস্যা দিলে পর পণ্ডিত তৎক্ষণাৎ সমস্যা পূরিয়া দিলেন। এইরূপ আর-তিন প্রহরে তিনবার সমস্যা দিল, তাহাও পূর্ণ পাইয়া রাক্ষসী সে-রাজ্য ত্যাগ করিলেক ॥ পর দিবস প্রাতঃকালে রাজা দূত পাঠাইয়া দেখিলেন যে পণ্ডিত বসিয়া আছেন। পশ্চাৎ পণ্ডিতকে আনাইয়া পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা দিয়া বিদায় করিলেন ॥ পণ্ডিত আপন দেশে আইলেন ॥ অতএব বিদ্যা থাকিলে তাহার উপযুক্ত সম্মান অবশ্য হয় ॥

মনুষ্য-মাংসের স্বাদ

কোনো সাধু লোক ব্যবসায়ের নিমিত্তে সাধুপুর নামে এক নগরে যাইতে-ছিলেন। পথের মধ্যে অতিশয় তৃষ্ণার্ত হইয়া কাতর হইলেন। নিকটে

লোকালয় নাই, কেবল এক নিবিড় বন ছিল। তাহার মধ্যে জলের অন্বেষণে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে তথাতে এক মনুষ্য একাকী রহিয়াছে॥ ঐ সাধু তাহাকে দেখিয়া হৃষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "তুমি কে? তোমার বসতি কোথায়?।" সে কহিলেক, "আমার নাম খলেশ্বর, আমার নিবাস সাধুপুর গ্রামে॥" এই কথা শুনিয়া সাধু বিবেচনা করিলেনঃ "এ ব্যক্তি সাধুপুর-নিবাসী; ইহা হইতে সাধুপুরের সকল বৃত্তান্ত জানিতে পারিব॥" পরে সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "তুমি কি নিমিত্তে এতাদৃশ ভয়ানক কাননে রহিয়াছ?।" খলেশ্বর উত্তর করিলেক যে, "সর্প, ব্যাঘ্র, ভালুকাদি হিংস্র জন্তু আমাকে ভক্ষণ করিবেক—এই আশয়েতে এই বনে প্রত্যহ বসিয়া থাকি॥" তিনি কহিলেন যে, "শরীরের দ্বারা ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সাধিত হয়; এমত উত্তম দেহ অনর্থক জন্তু-কর্তৃক নষ্ট করিবার জন্যে এত ক্লেশ কেন পাইতেছ?।" সে কহিলেক, "ইহার কারণ এই যে, হিংস্র জন্তু-সকল আমার মাংস ভোজন করিলে মনুষ্য-মাংসের স্বাদু জানিয়া নগরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অন্য অন্য মনুষ্য-সকলকে খাইবেক॥" সাধু এই কথা শ্রবণ করিয়া বিচার করিলেন যে, "এমত খলের দেশে গমন করিলে অচিরে বিপত্তিগ্রস্ত হইব॥" পরে তথায় না গিয়া সেখান হইতে দেশান্তরে ব্যবসায়ার্থে প্রস্থান করিলেন॥ ইতি খলের ইতিহাস॥

ব্রাহ্মণী গর্দভী, ভিক্ষুক নির্ধন!

কোন নগরে প্রতাপেশ্বর নামে এক ব্রাহ্মণ দারিদ্র্যদশাতে বড় কাতর হইয়া মনে চিন্তা করিলেন যে, "সমুদ্র রত্নাকর; ইহার উপাসনা করিলে অবশ্য ধন পাইব।" ইহা স্থির করিয়া অনেক দিন সমুদ্রের আরাধনা করাতে সমুদ্র প্রসন্ন হইয়া ব্রাহ্মণেরে এক দিব্য চক্ষু দিয়া কহিলেন যে, "তুমি এই দিব্য চক্ষু নাসিকোপরি রাখিয়া যাহাকে মনুষ্যাকার দেখিবা, তাহার স্থানে ধন যাচ্ঞা করিবা॥" পরে ব্রাহ্মণ সেইরূপ করিয়া প্রথমতো গৃহে গিয়া দেখিলেন যে, এক গর্দভী শয়ন করিয়া রহিয়াছে॥ ঐ শয়িত গর্দভীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "আমার ব্রাহ্মণী কোথায়?" সে কহিল যে, "আমি তোমার ব্রাহ্মণী॥" ব্রাহ্মণ কহিলেন যে, "এমত কখনও নহে, যদি তুমি আমার ব্রাহ্মণী হও, তবে কখনও স্পর্শ করিব না।" এই কথোপকথনের পর গ্রামোপান্তে গিয়া বৃক্ষ-মূলোপবিষ্ট এক উদাসীনকে মনুষ্যরূপী দেখিয়া তাহার স্থানে কিঞ্চিৎ ধন যাচ্ঞা করিলে উদাসীন কহিলেন যে, "আমি ভিক্ষুক; ধন কোথায় পাইব?

আমার নিকটে এক ঔষধ আছে, তাহা-ই লও। ইহার গুণ এই : ইহা সেবন করিয়া অনেক পরিশ্রম করিলে শ্রান্ত হয় না এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণা-রহিত হয়॥” ব্রাহ্মণ ঐ ঔষধ সেবন করিয়া মনে করিলেন যে, “আমার অদৃষ্টে ধন নাই, বৃথা এত শ্রম করিলাম। এইক্ষণে ঈশ্বরারাধনা করি।” পরে, সেইরূপ করাতে, অল্পকালেই ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে সংসার-পাশ হইতে মুক্ত হইলেন॥ ইহার তাৎপর্য এই—লোক অত্যন্ত ধন চেষ্টা না করিয়া যদি ঈশ্বরের আরাধনা করে, তবে তাবৎ দুঃখ হইতেই মুক্ত হইতে পারে ইতি॥

অন্তঃপুরে জ্যোতির্বিদের কাণ্ডজ্ঞান

ধনহীন জ্যোতির্বিৎ কোন ব্যক্তি দুখী হইয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে, নিত্য ব্রহ্মরূপ-পরমৈশ্বর্য আর মণি-মুক্তা-প্রবাল-স্বর্ণ-রূপ্যাদি—এতাদৃশ মহারত্নদ্বয়ের অন্যতরাবলম্বন ব্যতিরেকে পৃথিবীস্থ লোকেরদের উপায়ান্তর নাই। কিন্তু কাল-স্বভাবেতে প্রবৃত্তির ন্যূনতা—আর দীর্ঘকাল-পর্যন্ত-বহুতর ক্লেশসাধ্য আদ্যরত্নে মনঃসংযোগ হওয়া দুর্ঘট। অতএব দ্বিতীয় বিষয়াভিলাষী হইয়া এক মহামহেন্দ্র রাজার নগরে অবতীর্ণ হইলেন, আর তথাকার মনুষ্যেরদের সহিত আলাপ করত এবং মহারাজার গুণানুবাদ শ্রবণ করত ঐ নগরে থাকিলেন॥ একদিন আপন গৃহে নরপতির ভদ্রাভদ্র গণনা করিয়া বুঝিলেন যে, “রাজার অত্যন্ত বিপদ উপস্থিত হইবেক, যদ্যপি ইহা হইতে রক্ষা করিতে পারি, তবে দরিদ্রতা দূর হইবার বিষয় বটে।” ইহা স্থির করিয়া ঐ ভূপতির নিকটে আত্মগুণ প্রকাশেতে তাদৃশ প্রতিপত্তি জন্মাইলেন যে, দিবারাত্রির মধ্যে জ্যোতির্বিদের কুত্রাপি গতিবিধি বারণ নাই॥ তদনন্তর একদিন অন্তঃপুরে মহারাজ রাণীর সহিত সুখালাপ করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে জ্যোতির্বিদ ঐ বিপৎকাল উপস্থিত জানিয়া রাণীকে ক্রোড়ে করিয়া বহিরাগমন করিবামাত্র, ভূপতিও তৎক্ষণাৎ খড়্গ লইয়া গণককে নষ্ট করিতে বাহির হইলেন। সেই কালে অট্টালিকা ভাঙ্গিয়া পড়িল॥ তখন গণক কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল যে, “হে মহারাজ, পশ্চাৎ অবলোকন করুন॥” রাজা ভগ্নালয়-দর্শনেতে অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া ঐ ব্যক্তির প্রশংসা বিস্তর করিলেন আর তাহার দৈন্যদশা এমনি দূর করিলেন যে, তাহার সন্তানসন্ততি-ক্রমে কখনও দৈন্যের সহিত সাক্ষাৎ হইবে না॥ ইতি গুণপ্রশংসা॥

হস্তীকে জীবনদান

কাশ্মীর দেশে বিষ্ণুপদ নামে এক ব্রাহ্মণ—তাহার চারি পুত্র। ঐ

চারিজন সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত আর চারি ভাইর বড়ই প্রীতি। এক দিবস ঐ চারিজন নির্জন স্থানে থাকিয়া বিচার করিলেন যে, "আমরা অনেক শাস্ত্র পড়িয়া বিদ্যা করিলাম, কিন্তু মৃত জীব যাহাতে প্রাণ পায়, এমত বিদ্যা শিক্ষা করিব।" ইহা মনে করিয়া চারিজন দেশান্তরে চলিলেন। অনেক দেশাটন করিতে করিতে এক অরণ্যের মধ্যে এক তপস্বিকে দেখিলেন যে সে-তপস্বী মৃত জন্তুর অস্থি আনিয়া একত্র করিয়া মন্ত্র পড়িয়া সে-জন্তুকে প্রাণদান দিয়া ছাড়িয়া দিলেন। এমত দেখিয়া সে-চারিজন তপস্বির নিকটে থাকিয়া অনেক দিবস তপস্বির সেবা করিলেন॥ তাহাদের সেবাতে তপস্বী সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন যে, "তোমরা এখানে কি-কারণ আছ ?।" সে-চারিজন বলিল যে, "আমরা কিছু বিদ্যাশিক্ষার কারণ এখানে আছি॥" তপস্বী বলিলেন, "কি-বিদ্যা শিক্ষা করিবা ?।" তাহারা বলিল, "আমারদিগকে মৃত জন্তু বাঁচাইবার বিদ্যা দান করুন॥" তপস্বী অঙ্গীকার করিয়া সে-চারিজনকে চারি মন্ত্র দিলেন॥ প্রথম জ্যেষ্ঠকে অস্থি-সঞ্চার-মন্ত্র দিলেন, দ্বিতীয়কে মাংস-শোণিত-সঞ্চার-মন্ত্র দিলেন, তৃতীয়কে কেশাদি-সঞ্চার-মন্ত্র দিলেন, চতুর্থকে জীবদানের মন্ত্র দিলেন॥ চারিজন চারি মন্ত্র পাইয়া অরণ্যে গমন-করত পথের মধ্যে এক মৃত হস্তির অস্থি দেখিয়া কহিলেন যে, "আমরা ঐ হস্তিকে বাঁচাই।" ইহা বলিয়া প্রথম অস্থি যুড়িয়া মন্ত্র পড়িতে অস্থি সঞ্চার হইল ; দ্বিতীয় মাংস-শোণিতের মন্ত্র পড়িয়া মাংস-শোণিত সঞ্চার করিলেন ; তৃতীয় চর্মকেশাদি সঞ্চার করিলেন, চতুর্থ জীবদান করামাত্রে হস্তী জীবিত পাইয়া সে-চারিজনকে শুণ্ডে ধরিয়া শিলাতে আছ্ড়াইল। এই চারিজন প্রাণ ত্যাগ করিল ইতি॥

পত্নী ও উপপতি

এক রথকার অপূর্ব এক রথ নির্মাণ করিয়া আপন স্ত্রীকে কহিল যে, "তুমি সাবধানপূর্বক গৃহে থাকহ, আমি এই রথ বিক্রয় করিয়া অন্য দেশ হইতে আসিব। আমার বিলম্ব প্রায় মাসাধিক হইবেক।" ইহা কহিয়া স্ত্রীর নিকটে বিদায় লইয়া শুভ লগ্নে রথ লইয়া দেশান্তর গমন করিয়া এক নগরে উপস্থিত হইল॥ রথকার বাটী হইতে গমন করিলে পর ঐ স্ত্রী আপন স্বেচ্ছা-ক্রমে ঐ নগরের একজন ধনবানের পুত্রের সহিত ভ্রষ্টা হইল। সে উপপতির সহিত অহর্নিশি ক্রীড়া-কৌতুকে কাল যাপন করে ; প্রত্যহ উপপতির বাটীতে থাকে॥ তাহার পতি প্রায় মাসাবধির পর রথ বিক্রয় করিয়া অনেক মুদ্রা লইয়া আপন

আলয়ে আইল। তাহার স্ত্রী বহুমতে স্বামিকে সেবা দ্বারা সন্তুষ্ট করিল; সে-দিবস উপপতির নিকট সে যাইতে পারিল না॥ পর দিবস সে উপপতির নিকটে গেল, তাহাকে দেখিয়া উপপতি অত্যন্ত কোপান্বিত হইয়া স্ত্রীকে অনেক নিগ্রহ করিয়া কহিল, "তুই কল্য কি-জন্য আমার নিকটে আইলি না?।" সে কহিল, "কল্য আমার স্বামী বাটীতে আসিয়াছেন, এজন্যে আমি আপনকার নিকটে আসিতে পারি নাহি; অদ্য অপরাধ ক্ষমা করুন॥" উপপতি কহিল, "তুমি যদি আপন স্বামিকে নষ্ট করিয়া আইস, তবে তোমাকে ক্ষমা করিব॥" দুষ্টা স্ত্রী আপন পতি বধ করিতে স্বীকার করিয়া সে-স্থান হইতে আপন বাটী আসিয়া দেখে—পতি নিদ্রা যাইতেছে। তাহার নিকটে অল্পে অল্পে আসিয়া তাহার গলদেশে ছুরিকা প্রদান করিয়া তাহায় প্রাণবধের সমাচার উপপতির নিকটে দিল। সে তাহা শ্রবণ করিয়া ঐ স্ত্রীর প্রতি তুষ্ট হইয়া আপন নিকটে তাহাকে রাখিল॥

কুবেরের বিচার

পদ্মাবতী-নাম নগরীতে মুকুটমণি নামা এক রাজা থাকেন। তিনি কৃষি, বাণিজ্য, প্রজাপীড়ন, হিংসাদি বিবিধোপায় দ্বারা অপরিমিত ধন সঞ্চয় করিয়া ও ধনাশা হইতে নিবৃত্ত না হইয়া এক দিবস সভামণ্ডলীস্থ পণ্ডিতামাত্য প্রভৃতিকে কহিলেন যে, "ধনতুল্য কোন বস্তু নহে। ধন হইতে আপদ-নিস্তার ও সম্মান ও কৌলীন্য ও উত্তমদ্রব্য-ভোগ প্রভৃতি হয়। অতএব ধনাধিষ্ঠাতৃ কুবের দেবতার সহিত মিত্রতা হইলে প্রচুর ধন মিলিতে পারে। যদি কেহ কুবের দেবতার সহিত মিত্রতা করাইতে পারে, তবে তাহাকে লক্ষ সুবর্ণ দি॥" রাজার এই বাক্য শুনিয়া তাঁহার সভাস্থ কবিশেখর নামে পণ্ডিত কহিলেন যে, "হে মহারাজ, ধন হইতে বিদ্যা উত্তম বস্তু। বিদ্যা হইতে বিপত্তারণ ও মর্যাদা ও কৌলীন্য ও ধর্মার্থকামমোক্ষ-রূপ চতুর্বর্গ-প্রাপ্তি হয়। আর বিদ্যার রাজভয় ও চৌরভয় ও অগ্নিভয় ও বণ্টন ও বিদেশ-লওনে প্রয়াস নাই; কিন্তু ধনের এ-সকল আছে। আর বিদ্যার বিতরণেতে ক্ষয় নাই, বরং অতিশয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়; ধন ব্যয় করিলে নষ্ট হয়॥" ইত্যাদি বিদ্যা-প্রশংসা-বাক্য শুনিয়া রাজা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পণ্ডিতের কেশাকর্ষণ করিয়া তীক্ষ্ণ শাণিত খড়্গ হস্তে লইয়া শিরচ্ছেদন করিতে উদ্যত হইলে, পণ্ডিত ভীত হইয়া কহিলেন, "হে মহারাজ, আমি এই পণ্ডিতসমাজ-শোভিত সভামণ্ডলীতে কুবের দেবতাকে আহ্বান করি; তুমি এক মুহূর্তে ক্ষমা কর।" ইহা কহিয়া নানাবিধ গদ্যপদ্য-রচনাতে কুবেরের স্তব করিতে করিতে ঐ স্থানে-অন্তরীক্ষে থাকিয়া কুবের কহিলেন, "হে পণ্ডিত,

তুমি কি-কারণ স্তব করিতেছ ?।" পণ্ডিত কহিলেন, "এই রাজা তোমার সহিত মিত্রতা করিতে চাহেন ॥" তখন কুবের কহিলেন, "সভাস্থ লোকেরা, শুন, ধন-লোভেতে যে মিত্রতা করা, সে কি ? পরধনেতে যে ঐশ্বর্য করা সে কি ? অপাত্রেতে যে বিতরণ করা, সে কি ? পরের নিমিত্ত যে অতিশয় দুঃখ, সে কি ? বিদ্যাহীন হইয়া অধর্মেতে যে ধনসঞ্চয় করা, সে কি ?।" রাজা কুবেরের এই সকল বাক্য শুনিয়া পণ্ডিতের পাদাবনত হইয়া কহিলেন যে, "হে পণ্ডিত, তোমর বিদ্যার প্রভাবে কুবের দেব সাক্ষাৎ হইয়া কথোপকথন করিলেন ; অতএব বুঝিলাম, বিদ্যা-ই উত্তম বস্তু, ধন অত্যন্ত তুচ্ছ। ধনেতে আমার কিছু প্রয়োজন নাই।" ইত্যাদি বাক্যেতে পণ্ডিত প্রসন্ন হইলেন ॥ অনন্তর রাজা ঐ পণ্ডিতের স্থানে ব্রহ্মবিদ্যোপাসনাতে কাল যাপন করিতে লাগিলেন ইতি ॥

সিংহপত্নীর দত্তক পুত্র

কোন এক মহারণ্যে এক সিংহ সস্ত্রীক হইয়া বসতি করেন, কিন্তু সন্তান-হীনতা-পূর্বক সর্বদা উদ্বিগ্ন। দৈবাৎ সগর্ভা এক কুকুরী ঐ বনে উপবিষ্টা হইয়া সিংহপত্নীর সহিত সাহিত্য করিয়া বাস করিলেক ॥ কিয়দ্দিবসানন্তর কুকুরী অনেক কষ্টে প্রসব হইয়া আপনি প্রাণ ত্যাগ করিলেক। সিংহভার্যা কুকুর-পুত্রকে মাতৃহীন দেখিয়া দয়াপ্রযুক্ত এবং আপনারও সন্তান নাই এ-জন্যেও স্বামির আজ্ঞা লইয়া দত্তক পুত্র করিলেক ॥ কুকুর উহাদিগের উচ্ছিষ্ট মাংস ভোজন-করত হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ ও সিংহসহবাস-করত কৃতবিদ্য ও শূর হইল এবং আপনাকে সিংহপুত্র জ্ঞানেতে দাম্ভিক হইল ॥ কিছু দিন গেলে সিংহের ঔরসজাত এক সন্তান হইল ॥ দ্বিতীয় দিবস সিংহদম্পতী দুই পুত্রকে সঙ্গে লইয়া আহারার্থ বন প্রবেশ করিলেক। সিংহবৎস বন মধ্যে এক করিশাবক দেখিয়া তাহার কুম্ভ বিদারণ করিয়া রক্তপানে তৃপ্ত হইয়া বসিলেক। কুকুরবৎস আপন পিতামাতার ভুক্তাবশিষ্ট আহার করিয়া তত্রাগত হইল ॥ তদনন্তর কুকুর সিংহ-পুত্রকে কনিষ্ঠ ভ্রাতৃজ্ঞানেতে দাম্ভিকতা-রূপে জিজ্ঞাসিল, "হে ভ্রাতঃ, আহার কি করিলা ?" সে কহিল, "আপনি কি আহার করিলেন ?" কুকুর কহিল, "পিতা-মাতার ভোজনাবশিষ্ট মাংস খাইয়া তৃপ্ত আছি ॥" তৎপর সিংহবালক কহিল, "হে জেষ্ঠ ভ্রাতঃ, আমরা উচ্ছিষ্টভোক্তা নহি, কিন্তু স্ববাহুবলোপার্জিত করিকুম্ভরক্ত পান করি…" এইমত নানা প্রকার বাক্য দ্বারা উপহাস করিলেক। কুকুর তাহাতে রুষ্ট হইয়া পিতামাতার নিকটে যাইয়া রোদন করত কহিল, "শুন, আমি আপনারদিগের প্রধান পুত্র ; আমাকে উত্তম বিদ্যা শিক্ষা না

করাইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে হস্তিবধাদি বিদ্যা শিক্ষা করাইয়াছেন ॥" সিংহী উত্তর করিলেক. "শুন, বৎস, কনিষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় দিবসের, অতএব বিদ্যাভ্যাসের সময় উহার হয় নাই, তবে করিবধ করিয়া পান করা উহার কুলধর্ম। এজন্যে তুমি ক্রুদ্ধ হইও না, কেননা তোমাকে শতবার শিক্ষা করাইলেও ইহাতে সাহস হইবেক না। তুমি যদ্যপি শূর ও কৃতবিদ্য হইয়াছ, তথাচ তুমি যে-বংশজাত, তাহার ক্ষমতা এ নহে। অতএব এজন্যে ম্লান হইও না।" এই উত্তর শুনিয়া কুকুর দন্তচ্যুত হইয়া নতবদনে রহিল ॥

অতএব কহি, সকলে শ্রবণ কর ঃ যদি কোন অধম-বংশজাত ব্যক্তিও উত্তম সংসর্গে থাকিয়া কৃতবিদ্য হয় তথাচ তাহার বংশাধিক ক্ষমতা ও উত্তমতা প্রায় হয় না ॥

শশকের বুদ্ধিবলে শৃগালের প্রাণনাশ

এক শশককে ব্যাঘ্র ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলে সে-শশক ভয়েতে শৃগালের গর্তে প্রবিষ্ট হইল। সে-গর্তে শৃগাল ছিল। শশককে তাড়াইবার সময় শশক কহিল ঃ "হে মাতুল, আমাকে তোমার নিকটে রাজা পাঠাইয়াছেন। এই বনে সিংহ মহারাজ অতি বড় বৃদ্ধ হইয়াছেন, তিনি তীর্থাটন করিতে যাইবেন, এ-নিমিত্তে আমাকে কহিলেন, 'শৃগালকে আমার নিকটে আন, তাহাকে রাজ্যাধিকার দিয়া আমি তীর্থাটন করিতে যাইব ॥' অতএব আমি তোমার নিকটে আসিয়াছি, তুমি চল।" ইহা শুনিয়া শৃগাল বড় হৃষ্ট হইয়া কহিল, "হে ভাগিনেয়, শুভ যাত্রা কর ॥" তখন শশক কহিল, "তুমি গুরুলোক, মান্য তুমি, অগ্রে চল।" ইহা শুনিয়া শৃগাল অগ্রগামী হইলে শশক মনে বিচার করিল, গর্তের ধারে ব্যাঘ্র বসিয়া আছে, তাহাকে দেখিলে শৃগাল নির্গত হইবে না। পুনর্বার উপায় করিয়া কহিল, "হে মাতুল, তুমি আমার দিগে মুখ কর।" মাতুল-ভাগিনেয় দুইজন কথোপকথন করিতে করিতে "যাই" এই বাক্য শুনিয়া শৃগাল-গর্তের দ্বার পশ্চাৎ করিয়া শশকের দিগে মুখ করিয়া পাছু লইয়া চলিতে লাগিল। গর্তের দ্বারের নিকট হইতে ব্যাঘ্র শৃগালকে ধরিয়া ভক্ষণ করিল। শশক বুদ্ধিবলে আপন প্রাণ রক্ষা করিল ॥

মৃগরূপী রাক্ষস-বধ

শাম্বর দেশে নিপুণ, মহাবল, পরাক্রান্ত, আজানুবাহু, গজস্কন্ধ, কম্বুগ্রবী, কবাটবক্ষঃ, সূর্যবৎ-তেজস্বী, সিংহপ্রতাপ মীরধ্বজ নামে এক রাজা চন্দ্রদ্বীপ পর্বতে বসতি করিতেন। তাঁহার নিত্য ক্রিয়া এই ঃ প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান

করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্মান্তর নানাবিধ যজ্ঞীয় মৃগবধ করিয়া অতিথি-পূজন করিতেন ॥ এক দিবস হম্বী নামে এক মায়াবী রাক্ষস সেই-বনে আসিয়া মৃগরূপ ধারণ করিয়া অভিনব তৃণ ভক্ষণ করিতেছে। পরে সেই রাজা মৃগয়া-বিহার করিতে তদ্বনে গমন করিয়া সেই মৃগ দর্শন করিয়া তাহার বধোপায় চিন্তা করিলেন: "কি রূপে ইহাকে বধ করি ? এ অতি তেজস্বী ও বায়ুবেগ-গামী— বাণেতে অবধ্য। অতএব সিংহরূপ ধারণ করিয়া ইহার বধ কর্তব্য ॥" পরে রাজা সিংহরূপ ধারণ করিয়া মৃগের নিকটে গমন করিলেন। সেই রাক্ষস সিংহ দেখিয়া নিজ রূপ ধারণ করিলেক। রাজাও স্বকীয় রূপ ধারণ করিয়া সেই রাক্ষসের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া রাক্ষসকে নষ্ট করিলেন ॥

বন্ধুর বিক্রয়, নমাজ-পড়া ব্রাহ্মণ

এক গ্রামে দুই জুয়াচোর থাকে। তাহারা একদিন পরস্পর বিচার করিয়া এই স্থির করিল যে, "বসিযা থাকিলে কিছু হইতে পারে না ; চল, কোন স্থানে যাইয়া ধনানয়ন করি।" ইহা কহিয়া দুইজন এক দেশে যাইয়া বড় তৃষার্ত হইয়া কহিল যে, "চল, এই গ্রামে বড় এক ধনী আছে ; তাহার নিকটে কিছু খাদ্য সামগ্রী চাহিয়া আনি।" তাহাতে একজন কহিল, "আমি আর চলিতে পারি না, তুমি যাও।" ইহা শুনিয়া সে বলিল, "ভাল আমি যখন ডাকিয়া তোমাকে এই কথা কহিব যে, 'তুমি সম্মতিপূর্বক কহিলে ইনি টাকা দেন,' তখন তুমি কহিও যে, 'আমার কর্তা উনি ; উনি যাহা করেন, আমি তাহাতেই আছি'।" ইহাতে ঐ ব্যক্তি স্বীকৃত হইলে পর সে চলিল ও ধনির বাটিতে যাইয়া কহিল, "হে মহাশয়, আমার একজন ক্রীত চাকর ব্রাহ্মণ আছে; তাহাকে আমি বিক্রয় করিব। সে সকল-কর্মোপযুক্ত। যদি মহাশয় লন, তবে অল্প মূল্যে পান। ইহার মূল্য অশীতি টাকা হইবে। এখন বিবেচনা করুন।" ইহা শুনিয়া ধনী কহিল, "সে-লোক কোথা আর সে ইহাতে সম্মত আছে কি না ?" ইহা শুনিয়া কহিল, "সে-লোক ঐ গাছের তলে বসিয়া আছে।" ধনী কহিল, "অগ্রে তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যাউক।" ইহা শুনিয়া ঐ ব্যক্তি কহিল, "আমি এখানে থাকিয়া ডাকিয়া কহি ; তোমরা বরং তাহার সম্মতি বুঝিয়া আমাকে টাকা দেও, আমিও তোমাকে বিক্রয়-খত লিখিয়া দি।" ইহা শুনিয়া তাহাকে ডাকিয়া কহিল। যেরূপ পূর্বে কহিয়াছিল সেইরূপ সঙ্কেত জ্ঞান করিয়া সে-ব্যক্তি স্বীকৃত হইয়া কহিল যে, "দেও, আমি সম্মত আছি।" এইরূপে তাহাকে বিক্রয় করিয়া টাকা লইয়া তাহার নিকটে যাইয়া কহিল যে, "তোমাকে আমি বিক্রয় করিয়াছি ; এই লোক তোমাকে কিনিল।"

সে ইহা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিল। পরে তাহাকে ঐ ধনী গৃহে লইয়া কহিল যে, "তুমি আমার বাটীর মধ্যে সাবধান হইয়া থাকিবা আর ঠাকুর-পূজার পুষ্পাদি চয়ন করিবা এবং বাহির-বাটীর লোকদিগের রন্ধনাদি করিবা—এই কর্মে তুমি নিযুক্ত হইলা।" পরে সে ঐ কর্ম প্রত্যহ করে। এইরূপ কিছু দিন গেল। পরে সে মনে মনে বিবেচনা করিল যে, "পরবশ হইয়া আর কত দিন থাকিব ? এ কিছু নয়···" বলিয়া ঐ ধনীর পুষ্পোদ্যানে তিন সন্ধ্যা যাইয়া চতুর্দিক নিরীক্ষণ করে আর নমাজ করে। এইরূপে প্রত্যহ নমাজ করে। ইতোমধ্যে দৈবাৎ এক ব্যক্তি তাহা দেখিতে পাইয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া ধনিকে কহিল, "হে মহাশয়, তুমি যে-চাকর রাখিয়াছ, সে কি লোক ?" ধনী কহিল, "সে ব্রাহ্মণ।" এ কহিল, "কখনও ও সে ব্রাহ্মণ নয়। কোথা কে শুনিয়াছে যে ব্রাহ্মণ নমাজ করে ?" ধনী কহিল, "সে কি ?" এ কহিল, "আইস, দেখ ঃ সে তোমার পুষ্পোদ্যানে নমাজ করিতেছে।" ধনী গিয়া সেরূপ দেখিয়া বড় ভীত হইয়া তাহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, "বাপু তোমার ভয় নাই। তুমি পুষ্পোদ্যানে কি করিতেছিলা ?" ইহা শুনিয়া সে কহিল যে, "আমার জাতির কর্তব্য যে কর্ম, আমি তাহাই করিতেছি।" ইহা শুনিয়া ধনী কহিল, "তুমি এ-কথা কাহাকেও কহিও না। আমি তোমাকে হাজার টাকা দি ; তুমি টাকা লইয়া এখান হইতে যাও।" তাহাতে সে স্বীকার করিয়া টাকা লইয়া সেখান হইতে আপন বাটীতে যাইতে যাইতে ভাবিল যে, "আমাকে যে বেচিয়া আসিয়াছে, তাহার স্ত্রীকে আগে বিধবা করি—তবে ঘরে যাইব।" ইহা বলিয়া তাহার বাটী যাইয়া কহিল, "বাটী কেহ আছ কি না ?" ইহা শুনিয়া সেই ব্যক্তির স্ত্রী তাহার গলার স্বর শুনিয়া বুঝিল যে, "আমার স্বামী বিদেশে গিয়াছিলেন, তিনি আইলেন, কেননা তাঁহার সঙ্গী আইল।" ইহা ভাবিয়া বাহিরে আসিয়া তাহার সহিত দেখা করিয়া কহিল, "কৈ, তিনি কোথা ?" ইহা শুনিয়া সে আপন কপালে ঘা মারিয়া কহিল যে, "তোমার কপাল পুড়িয়াছে ঃ আজি দশ দিন তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।" সে স্ত্রী ইহা শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া কান্দিতে লাগিল। পরে সে সান্ত্বনা করিয়া তাহার অঙ্গের অলঙ্কার ত্যাগ করাইল এবং পরদিন তাহার যথাসর্বস্ব বিক্রয় করাইয়া শ্রাদ্ধ করাইল। পরে ঐ ব্যক্তি বাটী আসিয়া-সকল শুনিয়া তাহার সহিত মিলন করিল এবং উভয়ে পরস্পর যথেষ্ট প্রশংসা করিল ইতি।

"গাধা কি কখনও ঘোড়া হয় ?"

আকবর শাহ নামে দিল্লীর বাদশাহ ছিলেন। তাঁহার গুণ লোকাতীত। তাঁহার এক মন্ত্রী—ব্রাহ্মণ জাতি, বীরবর নামে—অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন। একদিন বাদশাহ বীরবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে বীরবর, মসলমানের মত বড় কি হিন্দুর মত বড় ?" ইহা শুনিয়া বীরবর কহিলেন, "হে খোদাবন্দ, আমি ইহার উত্তর কিছু করিতে পারি না। আপনি ইহার তজবীজ করিয়া বুঝুন ঃ সকল জাতি হইতে নীচ কোন জাতিকে মসলমানের মতে আনিতে আজ্ঞা হউক।" বাদশাহ ইহা শুনিয়া সকল হাড়ীরদিগকে আপন দেশে মসলমান করিতে আজ্ঞা দিলেন। তাহাতে হাড়ীরা মসলমান হইবার ভয়েতে কেহ কেহ সে-দেশ ত্যাগ করিয়া দেশান্তরে পলাইল ; কেহ কেহ বাদশাহের নিকটে নালস করিল, "হে খোদাবন্দ, নিরাপরাধে আমারদের এ-দণ্ড কেন কর ?" ইহা শুনিয়া বাদশাহ কহিলেন, "হে বীরবর, ইহাতে বুঝি হিন্দু হইতে মসলমান নীচ, কেননা হাড়ীরাও মসলমান হইতে চাহে না ; অতএব আমি হিন্দু হইতে বাসনা করি, তুমি আমাকে হিন্দু কর।" বীরবর কহিলেন, "হে খোদাবন্দ, সপ্তাহের মধ্যে আমি তোমাকে হিন্দু করিব।" পর একদিন বাদশাহের সম্মুখবর্তি কোন এক পুষ্করিণীতে বীরবর এক গর্দভের গাত্র ঘর্ষণ করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া দূর হইতে বাদশাহ দেখিয়া চাকরকে কহিলেন "দেখ, বীরবর কি-পাগল হইয়াছে! গর্দভের গাত্র-মার্জন কেন করিতেছে ? উহাকে ডাক।" পরে ডাকিলে বীরবর আইল। বাদশাহ বীরবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে বীরবর, গর্দভের গাত্র-মার্জন কেন কর ?" বীরবর কহিল, "হে খোদাবন্দ, গাধাকে ঘোড়া করিব।' ইহা শুনিয়া বাদশাহ কহিলেন, "তুমি নির্বোধ! গাধা কি কখনও ঘোড়া হয় ?" বীরবর কহিলেন, "হে খোদাবন্দ, তবে মসলমান কি-রূপে হিন্দু হইতে পারে ?" ইহা শুনিয়া বাদশাহ বীরবরের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া যথেষ্ট পারিতোষিক দিলেন ইতি।

"তুমি একবার ব্যাঘ্র হও···"

এক গ্রামে জটিল রামকৃষ্ণ নামে এক ক্ষত্রিয় —স্ত্রীপুরুষে—বাস করে। সে যুবাকালে কামরূপ-তীর্থে গিয়া কথকগুলি মন্ত্র শিক্ষা করিয়া স্বদেশে আইল। একদিন, স্ত্রীপুরুষে প্রস্তাব-ক্রমে, কহিল, "হে প্রিয়ে, আমি মন্ত্র-প্রভাবে সকল জন্তু হইতে পারি।" তাহার স্ত্রী কহিল, "হে নাথ, আমি কখনও ব্যাঘ্র দেখি নাই অতএব তুমি একবার ব্যাঘ্র হও।" সে কহিল, "ব্যাঘ্র হওয়া বড় বিষম।

দেখিও সাবধান! মন্ত্রপূত করিয়া এই জল রাখি; আমি ব্যাঘ্র হইলে আমার মস্তকে এই জল দিও, পুনর্বার মানুষ হইব। এ-জল আমার মস্তকে না দিলে মনুষ্য হইতে পারিব না।" তাহার স্ত্রী তাহা স্বীকার করিলে সে এক পাত্রে মন্ত্র পড়িয়া জল রাখিয়া আপনি মন্ত্র-প্রভাবে এক ভয়ানক ব্যাঘ্র হইল। তাহা দেখিয়া তাহার স্ত্রী ভয়েতে অজ্ঞানাবৃতা হইয়া সে-জল মৃত্তিকাতে ফেলিয়া পলায়ন করিল। তখন ব্যাঘ্র কাতর হইয়া দুই তিন দিন তথায় রহিল; পরে ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া গো-মনুষ্যাদি ভক্ষণ করিতে লাগিল ইতি। অতএব পরকে অতি প্রত্যয় করিবে না ইতি।

মূষিকের গর্তে টাকা

এক পথিমধ্যে এক ইন্দুর গর্ত করিয়া বাস করে। সে কোন প্রকারে একটি টাকা পাইয়া সর্বদা গোপন করিয়া রাখে। সে টাকার বলে সে সকলের উপর পরাক্রম করিয়া যায়। একদিন সে-দেশীয় রাজা হস্তির উপর আরোহণ করিয়া ঐ পথ দিয়া যান—তাহা দেখিয়া ইন্দুর রাজহস্তিকে কামড়াইতে দীর্ঘ রব করিয়া দৌড়িল। তাহা দেখিয়া রাজা আশ্চর্য জ্ঞান করিয়া বিবেচনা করিলেন যে, "এতাদৃশ ব্যক্তির এত বল বিনা অর্থে হয় না, অতএব ইহার নিকট বুঝি ধন থাকিবে।" ইহা চিন্তা করিয়া আপন দাসেরদিগকে আজ্ঞা করিলেন যে, "দেখ, এ-ইন্দুরের গর্তে কি আছে?" ইহা শুনিয়া দাসেরা সে-গর্ত খনন করিয়া একটি টাকা পাইয়া রাজাকে দিল। ইন্দুর গর্তে প্রবেশ করিয়া টাকা দেখিতে না পাইয়া সেই শোকে কাতর হইয়া মৃতপ্রায় হইল—আর কাহাকেও কামড়াইতে যায় না অতএব ক্ষুদ্র লোকের ধন হইলে এইরূপ অহঙ্কার হয় ইতি।

কৃষকপত্নীর গণনায় মাছের হিসেব

এক কৃষক লাঙ্গল চসিতে গিয়া কোন খালে গোটা চর্বিশেক মৎস্য ধরিয়া গৃহে আসিয়া আপন গৃহিণীকে পাক করিতে দিয়া আপনি পুনর্বার লাঙ্গল চসিতে গেল॥ তাহার গৃহিণী সে-মৎস্য কয়টি পাক করিয়া মনে বিবেচনা করিল যে, "মৎস পাক করিলাম; কিন্তু কি-প্রকার হইয়াছে, চাখিয়া দেখি।" ইহা ভাবিয়া কিঞ্চিৎ ঝোল লইয়া খাইয়া দেখিল যে, ঝোল সরস হইয়াছে। পরে পুনর্বার মনে ভাবিল, "মৎস্য কি-রূপ হইয়াছে, তাহাও চাখিয়া দেখি।" ইহা ভাবিয়া একটি মৎস্য খাইল। পুনর্বার চিন্তা করিল যে, "ওটি কি-রূপ

হইয়াছে, তাহাও চাখিতে হয়।" ইহা ভাবিয়া সেটিও খাইল। এইরূপে খাইতে খাইতে একটিমাত্র অবশিষ্ট রাখিল॥ পরে কৃষক ক্ষেত্র হইতে বাটী আইলে তাহার গৃহিণী সেই মৎস্য আর অন্ন তাহাকে দিলে কৃষক কহিল, "এ কি ? চব্বিশটা মৎস্য আনিয়াছি, আর কি হল ?।" তখন তাহার স্ত্রী মৎস্যের হিসাব দিলঃ "মাছ আনিলা ছয় গণ্ডা ; চিলে নিলে দু গণ্ডা বাকী রহিল ষোল। তাহা ধুতে আটটা জলে পলাইল, তবে থাকিল আট। দুইটায় কিনিলাম দুই আটি কাট, তবে থাকিল ছয়। প্রতিবাসিকে চারিটা দিতে হয়, তবে থাকিল দুই। আর একটা চাখিয়া দেখিলাম মুই। তবে থাকিল এক ; ঐ পাত-পানে চাহিয়া দেখ। এখন হইস যদি মানুষের পো, কাঁটাখান খাইয়া মাছখান থো। আমি যেঁই মেয়ে তেঁই হিসাব দিলাম কয়ে।" এইরূপ মৎস্যের হিসাব কৃষকের প্রত্যয় জন্মাইল ইতি ॥*

* 'ইতিহাসমালা'র মোট দেড়শত আখ্যানের মধ্য থেকে এখানে নমুনাস্বরূপ প্রথম দশটি এবং শেষের পাঁচটি মোট পনেরটি উদ্ধৃত হল।—সম্পাদক

বত্রিশ সিংহাসন

১৮০২ খ্রীঃ অঃ

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ১৭৬২-১৮১৯

আনুমানিক ১৭৬২ খ্রীঃ অব্দে মেদিনীপুরে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের চট্টোপাধ্যায় উপাধিক রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণবংশে জন্ম হয়। সেকালে মেদিনীপুর উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে কেউ কেউ তাঁকে ওড়িয়া বলে ভুল করেছেন। তিনি উত্তরকালে নাটোরের সভাপণ্ডিতের কাছে শিক্ষালাভ করেন। কৈশোরে নাটোরে এবং পরবর্তীকালে তিনি কলিকাতায় বাস করেন। কলিকাতার টোলে ছাত্র পড়িয়ে তিনি সর্বজনশ্রদ্ধেয় পণ্ডিত বলে সুখ্যাতি লাভ করেছিলেন। অতঃপর কেরী সাহেবের অধ্যক্ষতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগ গঠিত হলে মৃত্যুঞ্জয় মাসিক দু'শ টাকা বেতনে বাংলার পণ্ডিত নিযুক্ত হন (১৮০১)। মার্শম্যান তাঁর কাছে সংস্কৃত শিক্ষা করেছিলেন, কেরীও সংস্কৃত রচনায় তাঁর সহায়তা লাভ করেছিলেন। ১৮০৫ খ্রীঃ অব্দে কেরীর অনুরোধে কলেজ-কর্তৃপক্ষ তাঁকে সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক পদও দিয়েছিলেন। ক্রমে তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সনাতন ও রক্ষণশীল পন্থায় তাঁর অধিকতর আস্থা ছিল বলে তিনি রামমোহনের অনেক সংস্কার ও আন্দোলন সমর্থন করতে পারেননি। উভয়ের মধ্যে কিছু বাদ-প্রতিবাদ ও বিতর্কের সৃষ্টি হলেও কেউ কাউকে অশ্রদ্ধা করতেন না।

তখন আদালতে হিন্দুর সম্পত্তিবিভাজন ও উত্তরাধিকারী নিয়ে সমস্যা উপস্থিত হলে হিন্দু স্মৃতিমতেই তার মীমাংসা হত। সেইজন্য একজন শাস্ত্রজ্ঞ হিন্দুপণ্ডিত শ্বেতাঙ্গ বিচারককে সাহায্য করতেন। তাঁকে জজ-পণ্ডিত বলা হত। সুপ্রীম কোর্টের জজ-পণ্ডিতের পদ খালি হলে প্রধান বিচারপতি স্যার ফ্রান্সিস্ ম্যাক্‌নটন মৃত্যুঞ্জয়কেই ঐ পদে নিযুক্ত করতে চাইলেন। কারণ তখন কলকাতায় মৃত্যুঞ্জয়ের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি শ্বেতাঙ্গ বিদ্বৎসমাজেও ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি দীর্ঘ পনের বৎসর অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা ও সংস্কৃতের অধ্যাপনা করার পর ১৮১৬ খ্রীঃ অব্দ থেকে সুপ্রীম কোর্টের জজ-পণ্ডিতের পদ অলঙ্কৃত করেন। পুরাতন পন্থায় শিক্ষিত হলেও মৃত্যুঞ্জয় আধুনিক শিক্ষাদীক্ষার বিরোধী ছিলেন না। ১৮১৭ খ্রীঃ অব্দে হিন্দু কলেজে প্রতিষ্ঠার জন্য নিয়মাবলী-নির্ধারক কমিটি গঠিত হলে তিনি তার

অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৮১৭ খ্রীঃ অব্দে স্থাপিত 'ক্যালকাটা স্কুলবুক সোসাইটি'র পরিচালক-সমিতির তিনি অন্যতম সদস্য হয়েছিলেন। ১৮১৮ খ্রীঃ অব্দে চার মাসের ছুটি নিয়ে মৃত্যুঞ্জয় তীর্থ দর্শনে যাত্রা করেন এবং বারাণসী, প্রয়াগ, গয়া প্রভৃতি তীর্থপরিক্রমার পর বাড়ী ফিরবার সময়ে ১৮১৯ খ্রীঃ অব্দের মাঝামাঝি মুর্শিদাবাদের নিকট ভাগীরথীতীরে লোকান্তরিত হন।

মৃত্যুঞ্জয় সংস্কৃত ও বাংলায় অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। বিদ্যাসাগরের পূর্বে তাঁকেই প্রথম গদ্যশিল্পী আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। কেরী সাহেবের অনুরোধে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 'অভিনব যুবক সাহেব-জাতের' জন্য মৃত্যুঞ্জয় ১৮০২ থেকে ১৮০৮ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে এই গ্রন্থগুলি রচনা করেন ঃ

১. বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২) ; ২. হিতোপদেশ (১৮০৮), ৩. রাজাবলি (১৮০৮)। 'বেদান্তচন্দ্রিকা'য় (১৮১৭) গ্রন্থকাররূপে তাঁর নাম ছিল না, কারণ এটি রামমোহনের বেদান্ত-অনুবাদের বিরুদ্ধে প্রচারিত হয়। নানা সূত্র থেকে জানা গেছে, মৃত্যুঞ্জয়ই এই বিতর্কমূলক পুস্তিকার রচনাকার। তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রচারিত গ্রন্থ 'প্রবোধচন্দ্রিকা' অনুমান ১৮১৩ খ্রীঃ অব্দে রচিত হলেও তাঁর মৃত্যুর জন্য এটি বহুদিন মুদ্রিত হয়নি। ১৮৩৩ খ্রীঃ অব্দে এটি শ্রীরামপুর মুদ্রাযন্ত্র থেকে মার্শম্যানের সংক্ষিপ্ত ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয়। এটির জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ, এটি দীর্ঘকাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত কলেজসমূহের পাঠ্যগ্রন্থ ছিল। এ ছাড়াও* তিনি নানা শাস্ত্রগ্রন্থ অনুবাদ করেছিলেন। তার মধ্যে 'দায়রত্নাবলী' (১৮০৫) ও 'সাংখ্যভাষাসংগ্রহ' (১৮১৮) উল্লেখ করা যেতে পারে। 'দায়রত্নবলী'র কোন মুদ্রিত কপি পাওয়া যায়নি। 'সাংখ্যভাষাসংগ্রহ' তাঁর পুত্র রামজয় তর্কালঙ্কারের নামে প্রকাশিত হলেও এই অনুবাদে তাঁরও যথেষ্ট প্রভাব ছিল। সংস্কৃত হিতোপদেশ সম্পাদনা এবং সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনায় কেরীকে তিনি প্রভূত সাহায্য করেছিলেন। বাংলা গদ্যের প্রথম দিকের ইতিহাসে রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের সঙ্গে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের নামও উল্লিখিত হওয়া উচিত।

* সম্প্রতি (১৩৭৭) মৃত্যুঞ্জয়ের নামে 'বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ' শীর্ষক যে পুস্তকটি প্রকাশিত হয়েছে, সেটি প্রকৃতপক্ষে তাঁরই রচনা কিনা সেবিষয়ে আমাদের বিশেষ সন্দেহ আছে।—সম্পাদক

বত্রিশ সিংহাসন।—

সংগ্রহ ভাষাতে।—

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মণা ক্রিয়তে।—

শ্রীরামপুরে তৃতীয় বার ছাপা হইল।—
শন ১৮১৮।—

দৈব লৌকিকোভয় সামর্থ্য সম্পন্ন শ্রীবিক্রমাদিত্য নামে এক রাজাধিরাজ হইয়াছিলেন। দেবপ্রসাদলব্ধ দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকাযুক্ত রত্নময় এক সিংহাসন তাঁহার বসিবার ছিল। ঐ শ্রীবিক্রমাদিত্য রাজার স্বর্গারোহণ পরে সেই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত পাত্র কেহ না থাকাতে সিংহাসন মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত হইয়াছিল। কিছু কাল পরে শ্রীভোজরাজার অধিকারের সময়ে ঐ সিংহাসন প্রকাশ হইল। তাহার উপাখ্যানের বিস্তার এই।—

বত্রিশ সিংহাসন।—

দক্ষিণ দেশে ধারা নামে এক পুরী ছিল সেই নগরের নিকটে সম্বদকর নামে এক শস্য ক্ষেত্র থাকে তাহার কৃষকের নাম যজ্ঞদত্ত সেই কৃষক শস্য ক্ষেত্রের চতুর্দিগে পরিখা করিয়া তাল তমাল পিয়াল হিন্তাল বকুল আম্র আম্রাতক চম্পক অশোক কিংশুক বক গুবাক নারিকেল নাগকেশর মাধবী মালতী যুথী জাতী সেবতী কদলী দাড়িমী তগর কুন্দ মল্লিকা দেবদারু প্রভৃতি নানা জাতীয় বৃক্ষ রোপণ করিয়া এক উদ্যান করিয়া আপনি সেই উদ্যানের মধ্যে থাকে। সেই উপবনের নিকট নিবিড় ভয়ানক বন ছিল সে বনহইতে হস্তী ব্যাঘ্র মহিষ গাণ্ডার বানর বনশূকর শশক ভালুক হরিণাদি অনেক পশু জন্তু আসিয়া শস্য প্রত্যহ নষ্ট করে এ জন্য যজ্ঞদত্ত অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া শস্য রক্ষার কারণ ক্ষেত্রের মধ্যে এক মঞ্চ করিয়া আপনি তথাতে থাকিল। মঞ্চের উপরে যতক্ষণ বসিয়া থাকে ততক্ষণ রাজাধিরাজের যেমত প্রতাপ ও শাসন ও মন্ত্রণা সেই মত প্রতাপ ও শাসন ও মন্ত্রণা কৃষক করে যখন মঞ্চহইতে নামে তখন জড়ের প্রায় থাকে। ইহা দেখিয়া কৃষকের পরিজন লোকেরা বড়ই বিস্মিত হইয়া পরস্পর কহে এ কি আশ্চর্য্য। এই বৃত্তান্ত লোক পরম্পরাতে দ্বারপুরীর রাজা ভোজ শুনিলেন। অনন্তর রাজা কৌতুকাবিষ্ট হইয়া মন্ত্রী সামন্ত সৈন্য সেনাপতির সহিত মঞ্চের নিকটে গিয়া কৃষকের ব্যবহার প্রত্যক্ষ দেখিয়া আপনার অত্যন্ত বিশ্বাসপাত্র এক মন্ত্রীকে মঞ্চের উপরে বসাইলেন। সেই মন্ত্রী যাবৎ মঞ্চের উপরে থাকে তাবৎ রাজাধিরাজের প্রায় প্রতাপ ও শাসন ও মন্ত্রণা করে। ইহা দেখিয়া রাজা চমৎকৃত হইয়া বিচার করিলেন যে এ শক্তি মঞ্চের নয় এবং কৃষকেরো নয় এবং মন্ত্রীর নয় কিন্তু এ স্থানের মধ্যে চমৎকার কোনহ বস্তু আছেন তাহারি শক্তিতে কৃষক রাজাধিরাজপ্রায় হয়। ইহা নিশ্চয় করিয়া দ্রব্যের উদ্ধার কারণ সেই স্থান খনন করিতে মহারাজ আজ্ঞা দিলেন। আজ্ঞা পাইয়া ভৃত্যবর্গেরা খনন করিল। তৎপর সেই স্থানহইতে প্রবাল মুক্তা মাণিক্য হীরক সূর্য্যকান্ত চন্দ্রকান্ত নীলকান্ত পদ্মরাগ মণিগণেতে জড়িত বত্রিশ পুত্তলিকাতে শোভিত তেজোময় এক দিব্য রত্নসিংহাসন উঠিলেন। সেই সিংহাসনের তেজে রাজা ও রাজার পরিজন লোকেরা সিংহাসন প্রতি অবলোকন করিতে পারিলেন না। তৎপর রাজা হৃষ্টচিত্ত হইয়া আপনার

রাজধানীতে সিংহাসন আনয়নের ইচ্ছা করিয়া ভৃত্যবর্গেরদিগকে আজ্ঞা করিলেন। আজ্ঞা পাইয়া ভৃত্যবর্গেরা সিংহাসন চালন কারণ অনেক যত্ন করিল সে স্থানহইতে সিংহাসন নড়িল না। তৎপর আকাশবাণী হইল যে হে রাজন্ নানাবিধ বস্ত্র অলঙ্কারাদি উপকরণ দিয়া এ সিংহাসনের পূজা বলি দান হোম কর তবে সিংহাসন উঠিবে তাহা শুনিয়া রাজার সেই রূপ করাতে সিংহাসন অনায়াসে উঠিলেন।—

তৎপর ধারা নামে নিজ রাজধানীতে সিংহাসন আনিয়া স্বর্ণ রূপ্য প্রবাল স্ফটিকময় স্তম্ভেতে শোভিত রাজসভা স্থানের মধ্যে স্থাপিত করিলেন। পরে রাজা সেই সিংহাসনে বসিতে ইচ্ছা করিয়া পণ্ডিত লোকেরদিগকে আনাইয়া শুভ ক্ষণ নিরূপণ করিয়া ভৃত্যবর্গেরদিগকে অভিষেক সামগ্রী আয়োজন করিতে আজ্ঞা করিলেন। ভৃত্যবর্গেরা আজ্ঞা পাইয়া দধি দূর্ব্বা চন্দন পুষ্প অগুরু কুঙ্কুম গোরোচনা ছত্র তরাস চামর ময়ূরপুচ্ছ অস্ত্র শস্ত্র পতি পুত্রবতী স্ত্রীগণের হস্তেতে দর্পণাদি অধিবাস সামগ্রী সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর চিহ্নেতে চিত্রিত এক ব্যাঘ্রচর্ম্ম এই সকল শাস্ত্রোক্ত রাজাভিষেকসামগ্রী আয়োজন করিয়া রাজার নিকটে নিবেদন করিল। তৎপর শ্রীভোজরাজ গুরু পুরোহিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবর্গ মন্ত্রী সামন্ত সৈন্য সেনাপতিতে বেষ্টিত হইয়া সিংহাসনে বসিয়া অভিষিক্ত হইবার নিমিত্তে সিংহাসনের নিকটে উপস্থিত হইলেন ইত্যবসরে সিংহাসনের প্রথম পুত্তলিকা রাজাকে কহিতে লাগিলেন।—

হে রাজন্ শুন যে রাজা গুণবান্ অত্যন্ত ধনবান্ অতিশয় দাতা অত্যন্ত দয়ালু অতি বড় শূর সাত্ত্বিক স্বভাব সদা উৎসাহশীল প্রবলপ্রতাপ হন সেই রাজা এই সিংহাসনে বসিবার যোগ্য অন্য সামান্য রাজা উপযুক্ত নয়। ইহা শুনিয়া রাজা কহিলেন হে পুত্তলিকে আমি যাচঞা মাত্রে উপযুক্ত পাত্র বুঝিয়া সার্দ্ধ লক্ষ সুবর্ণ দি অতএব আমাহইতে অধিক দাতা পৃথিবীতে অন্য কে আছে। ইহা শুনিয়া পুত্তলিকা উপহাস করিয়া কহিলেন। হে রাজন্ শুন যে লোক মহৎ হয় সে আপনার গুণ আপনি বর্ণনা করে না তুমি আপন গুণ আপনি ব্যাখ্যা করিলা ইহাতেই বুঝিলাম তুমি অতি ক্ষুদ্র। বড় লোক সেই যাহার গুণ অন্যে বর্ণন করে আপনার গুণ আপনি বর্ণন করণেতে কিছু ফল নাহি পরন্তু লোকেরা নির্লজ্জ বলে যেমত যুবতী স্ত্রী আপন স্তন আপনি মর্দ্দন করিলে কিছু সুখ নাহি কিন্তু লোকেরা নির্লজ্জ বলে। পুত্তলিকার এই বাক্য শুনিয়া রাজা অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া কহিলেন হে পুত্তলিকে এ সিংহাসন কাহার ও কিরূপে হইয়াছে বৃত্তান্ত কহ। পুত্তলিকা কহিলেন মহারাজ সিংহাসনের বৃত্তান্ত শুন।—

অবন্তী নাম নগরেতে ভর্তৃহরি নামে এক রাজা ছিলেন তাঁহার অভিষেক কালে শ্রীবিক্রমাদিত্য নামে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কোন অপমান পাইয়া স্বদেশ ত্যাগ করিয়া বিদেশে গেলেন। শ্রীভর্তৃহরি অভিষিক্ত হইয়া পুত্রতুল্য প্রজা পালন দুষ্টের দমন এই রূপে পৃথিবী পালন করেন। অনঙ্গসেনা নামে রাজার পট্টরাণী আপন রূপ গুণেতে রাজাকে অত্যন্ত বশীভূত করিলেন। সেই নগরে এক ব্রাহ্মণ ভুবনেশ্বরী দেবীর আরাধনা করেন আরাধনাতে সন্তুষ্টা হইয়া দেবী প্রত্যক্ষ হইলেন ও কহিলেন। হে ব্রাহ্মণ বর প্রার্থনা কর। ব্রাহ্মণ অনেক স্তব বিনয় করিয়া কহিল হে দেবি আমার প্রতি যদি প্রসন্না হইয়াছেন তবে আমাকে অজরামর করুন। ইহা শুনিয়া দেবী সন্তুষ্টা হইয়া ব্রাহ্মণকে এক ফল দিলেন ও কহিলেন এ ফল ভক্ষণ করিলে অজর অমর হইবা। দেবী এই রূপ বর দিয়া অন্তর্ধ্যান হইলেন ব্রাহ্মণ আপন গৃহে আইলেন। পর দিবসে স্নান পূজাদি নিত্যক্রিয়া করিয়া ফল ভক্ষণ করিতে বসিয়া মনে বিচার করিলেন আমি অতি দরিদ্র ভিক্ষুক আমার দীর্ঘকাল জীবনে প্রয়োজন কি রাজা ভর্তৃহরি পরম ধার্ম্মিক তাঁহার দীর্ঘকাল জীবনে অনেকের ভাল হইবে। এই বিচার করিয়া রাজসভাতে আসিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সে ফল দিলেন এবং সে ফলের বৃত্তান্ত কহিলেন। রাজা ফল পাইয়া আহ্লাদিত হইলেন ব্রাহ্মণের অনেক পুরস্কার করিলেন ব্রাহ্মণ আপন ঘরে গেলেন। রাজা অন্তঃপুরে গিয়া রাণীকে অত্যন্ত ভালবাসেন এই প্রযুক্ত রাণীকে সেই ফল দিলেন এবং ফলের বৃত্তান্ত কহিলেন। রাণী প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে থাকেন এই জন্যে সেই ফল প্রধান মন্ত্রীকে বৃত্তান্ত কহিয়া দিলেন। প্রধান মন্ত্রী এক বেশ্যাতে অনুরক্ত ছিলেন সেই বেশ্যাকে বৃত্তান্ত কহিয়া সেই ফল দিলেন। বেশ্যা সেই ফল পাইয়া বিচার করিল এই ফল যদি রাজা ভর্তৃহরিকে দি তবে অনেক ধন পাইব। এই পরামর্শ করিয়া সেই ফল রাজাকে দিল। রাজা সেই ফল পাইয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। এই ফল আমি রাণীকে দিয়াছিলাম এই গণিকার সহিত রাজ্ঞীর আত্যন্তিকী প্রীতি কিরূপে হইল যে বেশ্যা এই ফল পাইল। অনুসন্ধান করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানিলেন। অনন্তর সংসারবিষয়ে বিরক্ত হইয়া স্ত্রীপুত্রাদিবিষয়ে দোষ বিবেচনা করিলেন আমি যে স্ত্রীকে প্রাণ হইতেও অধিক প্রিয়া করিয়া জানি সে আমাতে বিরক্তা হইয়া মন্ত্রীতে অনুরক্তা হয়। সে মন্ত্রীও রাণীতে বিরক্ত হইয়া বেশ্যাতে অনুরক্ত হয় সে বেশ্যারো মন্ত্রীতে অনুরাগ নাহি কেবল ধনেতে অনুরাগ। অতএব স্ত্রী পুত্রাদি বিষয়েতে প্রীতি করা ভ্রমমাত্র। এই সকল বিবেচনা করিয়া রাজা স্বরাজ্য ত্যাগ করিয়া বনে গেলেন তথাতে দেবীদত্ত ফল ভক্ষণ করিয়া যোগারূঢ় হইয়া থাকিলেন।

রাজা ভর্ত্তৃহরির সন্তান ছিল না রাজা অরাজক হইল ও চোর দস্যুর ভয় দিনে২ অতিশয় হইল।—

অগ্নি নামে বেতাল সে দেশে আশ্রয় করিলেন ইহাতে মন্ত্রিগণেরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া রাজ্যরক্ষার কারণ রাজলক্ষণযুক্ত এক ক্ষত্রিয়বালককে আনিয়া সেই দেশের রাজা যে দিবস করিলেন সেই দিবস রাত্রিযোগে অগ্নিবেতাল আসিয়া সে রাজাকে নষ্ট করিয়া গেলেন। এই রূপ মন্ত্রিগণেরা যখন যাহাকে আনিয়া রাজা করেন তখন তাহাকে অগ্নিবেতাল নষ্ট করেন ইহাতে দেশে রাজা স্থির হইতে পারিলেন না দুষ্ট লোকের দুষ্টতাতে দেশ দিন২ নষ্ট হইতে লাগিল। মন্ত্রীগণেরা রাজ্যরক্ষার্থে অত্যন্ত ভাবিত হইলেন কোনহ উপায় স্থির করিতে পারিলেন না।

এক দিবস মন্ত্রিগণেরা চিন্তিত হইয়া বসিয়া আছেন ইত্যবসরে শ্রীবিক্রমাদিত্য অন্য বেশধারণ করিয়া সভার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ও মন্ত্রীরদিগকে কহিলেন এ রাজ্য অরাজক কেন। মন্ত্রীরা কহিলেন রাজা বনপ্রবেশ করিয়াছেন আমরা রাজ্যরক্ষার কারণ যখন যাহাকে রাজা করি রাত্রি হইলে তাহাকে অগ্নিবেতাল নষ্ট করেন। ইহা শুনিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্য কহিলেন অদ্য আমাকে রাজা কর। মন্ত্রীরা শ্রীবিক্রমাদিত্যকে রাজার উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া কহিলেন অদ্য প্রভৃতি আপনি অবন্তী দেশের রাজা হইলেন আপনকার আজ্ঞানুসারে আমরা আপন২ কর্ম্ম করিব। এই রূপে শ্রীবিক্রমাদিত্য অবন্তী দেশের রাজা হইয়া সমস্ত দিবস রাজ্যোপযুক্ত সুখভোগ করিয়া রাত্রিকালে অগ্নিবেতালের কারণ নানা প্রকার মদ্য মাংস মৎস্য মোদক পিষ্টক পরমান্ন অন্ন ব্যঞ্জন দধি দুগ্ধ ঘৃত নবনীত চন্দন পুষ্পমালা নানা প্রকার সুগন্ধি দ্রব্য প্রভৃতি সামগ্রী গৃহের মধ্যে রাখিয়া সেই গৃহেতে আপনি উত্তম শয্যাতে জাগিয়া থাকিলেন। তারপর অগ্নিবেতাল খড়্গ হস্তে করিয়া সেই গৃহের মধ্যে আসিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যকে মারিতে উদ্যত হইলেন। রাজা কহিলেন অগ্নিবেতাল শুন আপনি যখন আমাকে নষ্ট করিতে আসিয়াছেন অবশ্য নষ্ট করিবেন কিন্তু আপনকার নিমিত্ত যে সকল খাদ্য সামগ্রী করিয়াছি সে সকল সামগ্রী ভক্ষণ করিয়া পশ্চাৎ আমাকে নষ্ট করিবা। অগ্নিবেতাল ইহা শুনিয়া সে সকল সামগ্রী ভক্ষণ করিয়া রাজাকে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম এই অবন্তী দেশ তোমাকে দিলাম পরম সুখে ভোগ করহ কিন্তু আমাকে এই রূপ প্রত্যহ ভোজন করাইবা। রাজাকে ইহা কহিয়া অগ্নিবেতাল সে স্থানহইতে স্বস্থানে গেলেন। রাজা প্রাতঃকালে নিত্যক্রিয়া করিয়া সভাতে বসিলেন। মন্ত্রীপ্রভৃতিরা রাজাকে দেখিয়া আপন২ মনে নিশ্চয় করিলেন ইনি

অগ্নিবেতালহইতে যখন রক্ষা পাইয়াছেন অতএব কোনহ মহাপুরুষ হইবেন। ইহা মনে বিচার করিয়া রাজাতে ভক্তিযুক্ত হইয়া এবং অত্যন্ত সাবধান হইয়া আপন২ কার্য্য করিতে লাগিলেন। রাজা ভয় ও প্রীতিতে মন্ত্রীপ্রভৃতিকে আপন আজ্ঞার অধীন করিয়া দণ্ডনীতিশাস্ত্রের মতে রাজ্যকর্ম্ম করেন। প্রতিদিন রাত্রি হইলে অগ্নিবেতালকে পূর্ব্বের মত ভোজন করান। এই রূপ উপায়েতে অগ্নিবেতালকেও বশ করিলেন। অনন্তর এক দিবস রাত্রিকালে অগ্নিবেতাল ভোজন করিয়া আনন্দিত হইয়া বসিয়া আছেন সেই সময়ে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন হে বেতাল তুমি কি করিতে পার কি বা জান। বেতাল কহিলেন আমি যাহা মনে করি তাহাই করিতে পারি এবং সকলি জানি। রাজা কহিলেন বল দেখি আমার পরমায়ু কত। বেতাল কহিলেন তোমার এক শত বৎসর আয়ু। রাজা কহিলেন আমার বয়ঃক্রমেতে দুই শূন্য পড়িয়াছে সে ভাল নয় অতএব শতের উপর এক বৎসর অধিক করিয়া কিম্বা শতহইতে এক বৎসর ন্যূন করিয়া দেও। বেতাল কহিলেন হে রাজা তুমি অতি বড় সাত্ত্বিক দাতা দয়ালু ধার্ম্মিক জিতেন্দ্রিয় দেবব্রাহ্মণপূজক তোমার আয়ুর্দায় সম্পূর্ণ ভোগ হইবে ন্যূনাতিরেক করিতে কেহ পারিবে না। ইহা শুনিয়া রাজা তুষ্ট হইলেন বেতাল আপন স্থানে গেলেন। পর রাত্রিতে বেতালের ভোজনের সামগ্রী না করিয়া যুদ্ধসজ্জাতে থাকিলেন। বেতাল আসিয়া ভোজনসামগ্রী কিছু না দেখিয়া রাজার যুদ্ধসজ্জা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন ওরে শঠ রাজা অদ্য আমার খাদ্য দ্রব্য কেন কিছু করিস নাহি। রাজা কহিলেন যদ্যপি তুমি আমার বয়ঃক্রম ন্যূনাধিক করিতে পারিবা না তবে নিরর্থক তোমাকে নিত্য কেন ভোজন করাই। বেতাল কহিলেন হাঁ এখন তোর এমন কথা। আয় আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর আজি তোকেই খাইব। এই বাক্য শুনিয়া রাজা ক্রোধেতে যুদ্ধ করিতে উঠিলেন। অনন্তর বেতালের সহিত রাজার অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অনেক প্রকার যুদ্ধ হইল। বেতাল যুদ্ধেতে রাজার বল পরাক্রম দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন হে রাজা তুমি বড় বলবান্ তোমার যুদ্ধ পরাক্রমে সন্তুষ্ট হইলাম বর প্রার্থনা কর। রাজা কহিলেন তুমি যদ্যপি প্রসন্ন হইয়াছ তবে আমাকে এই বর দেও যখন তোমাকে স্মরণ করিব তখন আমার নিকট আসিবা। বেতাল রাজাকে এই বর দিয়া আপন স্থানে গেলেন। পর দিন প্রভাতে মন্ত্রীরা রাজার প্রমুখাৎ সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়া এবং রাজার পরিচয় পাইয়া বড় ঘটা করিয়া রাজার অভিষেক করিলেন। এই রূপে রাজা অভিষিক্ত হইয়া পরম সুখে নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করেন। ইতোমধ্যে এক দিবস এক যোগী আসিয়া রাজাকে কহিলেন হে মহারাজ তুমি যদি আমার প্রার্থনা ভঙ্গ না কর

তবে আমি কিছু তোমাকে যাচ্ঞা করি। রাজা কহিলেন হে যোগী আমার যত সম্পত্তি আছে সে সকল সম্পত্তিতে কিম্বা আমার এই শরীরেতে যদি তোমার মনোরথ পূর্ণ হয় তথাপি আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যোগী কহিলেন আমি এক মন্ত্রসাধন করিয়াছি তুমি তাহাতে উত্তরসাধক হও। রাজা স্বীকার করিলেন। তারপর যোগী রাজাকে সঙ্গে লইয়া শ্মশানে গেলেন শ্মশানে গিয়া যোগী কহিলেন হে রাজা এখানহইতে দুই ক্রোশে শিংশপা বৃক্ষে এক শব বাঁধা আছে তাহা শীঘ্র আন। এই মতে রাজাকে শব আনিতে পাঠাইয়া আপনি শ্মশানে পূর্ব্বদিগে ঘর্ঘরা নদীর তীরে শ্রীকালিকার মন্দিরে মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। রাজা শিংশপাবৃক্ষের নিকট গিয়া বৃক্ষের উপর উঠিয়া খড়্গেতে শবের বন্ধন কাটিলেন শব বৃক্ষের তলে পড়িল। রাজা বৃক্ষহইতে নামিবামাত্র শব বৃক্ষের উপর গিয়া পূর্ব্ব মত থাকিল। রাজা কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া পুনর্ব্বার বৃক্ষে উঠিয়া শব লইয়া নামেন এই সময়ে অগ্নিবেতাল রাজার বিপৎকাল জানিয়া তথাতে রাজার প্রত্যক্ষ হইয়া পঞ্চবিংশতি কথা কহিয়া রাজার শ্রম দূর করিয়া কহিলেন। এই পঞ্চবিংশতি কথা বিস্তার বেতাল পঞ্চবিংশতিতে আছে। বেতাল কহিলেন হে মহারাজ এ যোগী অত্যন্ত মায়াবী তোমাকে উত্তম পুরুষ জানিয়া আনিয়াছে সুবর্ণপুরুষ সিদ্ধির কারণ তোমাকে বলি দিবেক এই মনে করিয়াছে অতএব তুমি অত্যন্ত সাবধান থাকিবা এ যোগী যখন যাহা করিতে বলিবে তাহা বিবেচনা করিয়া দুর্জ্জনের উপকার করাতে উত্তরকাল ভাল হয় না। রাজা ইহা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন এবং মনে বিচার করিলেন এ যোগী স্ত্রী পুত্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া উদাসীন হইয়াছে আমি দেশের রাজা অনেকের প্রতিপালক আমাকে বলি দিয়া স্বর্ণপুরুষ সিদ্ধি করিতে ইচ্ছা করিয়াছে স্বর্ণপুরুষ সিদ্ধ হইলে কেবল ধন হয় পরমার্থের লেশও নাহি এ দুষ্ট যোগী কেবল আপনারি সুখের কারণ অনেকের আত্যন্তিক মন্দ যাহাতে হয় এমত পাপ কর্ম্মে উদ্যত হইয়াছে। মূর্খেরা লোভেতে এক জন্মের যৎকিঞ্চিৎ সুখের জন্য এমত পাপ করে সে পাপের ফলে সহস্র জন্মপর্য্যন্ত নানা প্রকার দুঃখ পায়। দুষ্ট লোক যদি পুণ্যের সমুদ্রে থাকে তথাপি আপন দুষ্টতা ত্যাগ করে না যেমত ক্ষীরসমুদ্রে সর্ব্বদা দুগ্ধপান করিয়া থাকে যে সর্প সে সর্প বিষোদ্গার ব্যতিরেকে অমৃতবমন কদাচ করে না। আর সর্পের বিষের দমন মন্ত্র মহৌষধিতে যেমত হয় তেমত নীতিশাস্ত্রানুসারে বিচার করিয়া কর্ম্ম করিলে দুষ্ট লোকের দুষ্টতা অকিঞ্চিৎকর হয়। কিন্তু এ অতি বড় দুষ্ট যোগী ইহার বধ রাজধর্ম্ম। এই রূপ পরামর্শ করিয়া খড়্গহস্ত শীঘ্র আসিয়া যোগীর মস্তক ছেদন করিলেন। মস্তক ছেদন করিবামাত্রে স্বর্ণপুরুষ প্রত্যক্ষ হইয়া রাজার

প্রভাব প্রশংসা করিলেন এবং তদবধি রাজার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকিলেন। রাজা প্রভাতে পরমানন্দে স্বর্ণপুরুষ লইয়া আপন রাজধানীতে আইলেন স্বর্ণপুরুষের প্রসাদে কুবেরের তুল্য ধনবান্ হইয়া নানা প্রকার সুখ বিলাস করেন। ইত্যবসরে সিদ্ধসেন নামে এক ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ দেশ হইতে রাজসভাতে আসিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন হে রাজন্ সম্পত্তি স্ত্রী হন তোমার এ সম্পত্তি যদি তোমাহইতে হইয়া থাকেন তবে তোমার কন্যা হইলেন যদি তোমার পিতাহইতে হইয়া থাকেন তবে তোমার ভগিনী হইলেন যদ্যপি অন্য কাহারো তুমি পাইয়াছ তবে পরস্ত্রী হইলেন অতএব বিবেচনা করিয়া বুঝ সর্ব্বদা সম্পত্তি ভোগের উপযুক্ত হন না এই নিমিত্ত সজ্জনেরা সম্পত্তি পাইয়া বিতরণ করিয়া থাকেন। তুমিও সজ্জন তোমাকে দান করিবার উচিত হয়। ব্রাহ্মণের প্রমুখাৎ ইহা শুনিয়া রাজা বিবেচনা করিলেন বড় অট্টালিকাতে বসিলে দিব্য হস্তী ও উত্তম অশ্বের উপরে চড়িলে কিম্বা অপূর্ব্ব সুন্দরী সম্ভোগ করিলে লোক বড় হয় না কিন্তু আপন ধনেতে পরের ধনের ন্যায় মমতা ত্যাগ করিয়া যে ধন দান করে সেই বড় লোক এবং প্রশংসার পাত্র। ইহা মনে স্থির করিয়া এমত দান সর্ব্বদা করিতে লাগিলেন যে পৃথিবীমণ্ডলে দরিদ্র কেহ থাকিল না দেবলোকপর্য্যন্ত রাজার সুখ্যাতি হইল। দেবলোকে দেবতারদের রাজা ইন্দ্র তাঁহার সভাতে দেবতারা শ্রীবিক্রমাদিত্যের সদা প্রতিষ্ঠা করেন। এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তি শুনিয়া ইন্দ্র অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন ও কহিলেন মনুষ্যলোকে শ্রীবিক্রমাদিত্য রাজা শিরোমণি আমার তুল্য অতএব ইন্দ্র দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকাযুক্ত রত্নময় আমার সিংহাসন আমি প্রসন্ন হইয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যকে দিলাম। হে বায়ুদেবতা তুমি দিয়া আইস। ইন্দ্রের আজ্ঞামাত্রে পবন দেবতা আপন বেগে রাজসভামধ্যে সিংহাসন আনিয়া দিলেন। শ্রীবিক্রমাদিত্য সিংহাসন পাইয়া বড় ঘটাতে অভিষিক্ত হইয়া সিংহাসনে বসিলেন। যখন সিংহাসনে বসেন তখন ইন্দ্রের ন্যায় শৌর্য্য বীর্য্য ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য সাহস উদ্যোগ বুদ্ধি পাণ্ডিত্য শ্রীবিক্রমাদিত্যের হয়। তদনন্তর সিদ্ধসেন ব্রাহ্মণের উপদেশে বিতরণ করাতে আমার এ দিব্য সিংহাসনলাভ হইল রাজা মনে এই নিশ্চয় করিয়া সিদ্ধসেন ব্রাহ্মণের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া সভাসৎ পণ্ডিতেরদের প্রধান করিলেন। রাজসভাতে প্রত্যহ শত২ বেদজ্ঞ বেদান্তী মীমাংসক তার্কিক সাংখ্যবেত্তা পাতঞ্জলবেত্তা বৈশেষিক শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত জ্যোতিষ স্মৃতি সাহিত্য নাটক নাটিকা অলঙ্কার নীতিশাস্ত্র দণ্ডশাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি নানা শাস্ত্রবেত্তা শ্রীকালিদাস বররুচি ভবভূতি ক্ষপণক অমরসিংহ শঙ্কু বেতালভট্ট ঘটকর্পর বরাহমিহির ধন্বন্তরি প্রভৃতি বসেন। পণ্ডিতবর্গের সহিত রাজা নানা

শাস্ত্রপ্রসঙ্গে ও বিবিধ প্রকার কবিতার আমোদে পরম সুখে রাজ্যভোগ করেন। প্রথমা পুত্তলিকা কহেন হে ভোজরাজ এ সকল কথাতে তুমি সন্দিগ্ধ হইও না পৃথিবী বহুরত্না পুরুষের তপ জপ দান জ্ঞান প্রভৃতি ধর্ম্ম বলেতে দুর্লভ কিছু নাহি। শ্রীবিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তি প্রতাপের নানা প্রকার কথা আছে তাহা কহা যায় না। এইরূপে রাজার কিঞ্চিৎ ন্যূন এক শত বৎসর পরমায়ু হইল। বেতালের কথা স্মরণ করিয়া আপন মৃত্যুর সময় হইল ইহা বুঝিলেন বিবেচনা করিলেন যে ক্ষত্রিয় জাতির সম্মুখ যুদ্ধে মরণ হইলে অনায়াসে স্বর্গপ্রাপ্তি হয় ইহা নিশ্চয় করিয়া প্রতিষ্ঠানপুরের শালবাহন নামে রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়া মন্ত্রিগণেরদিগকে সেনা সজ্জা করিতে আজ্ঞা দিলেন। আজ্ঞা পাইয়া মন্ত্রিগণেরা সহস্র২ রথী অযুত২ গজারূঢ় লক্ষ২ অশ্বারূঢ় নিযুত২ উষ্ট্রারূঢ় কোটি২ অশ্বতরারূঢ় অর্ব্বুদ২ ধানুষ্ক বৃন্দ২ অগ্নিযন্ত্র খর্ব্ব২ খড়্গচর্ম্মধারী শত২ কশ তূণ বাণ ধনু ঢাল তরোয়ার খড়্গ বরশা কাটার টাঙ্গি বন্দুক কামান নানা প্রকার অস্ত্র শস্ত্র পূরিয়া চালান করিলেন ডেরা দণ্ডা তাম্বু কানাত রাউটি পাল বাণ নিশান এ সকল চালান করিয়া ঢক্কা জয়ঢক্কা ডঙ্কা ঢোল ডম্ফ তাসা মুরফা ভেরী তূরী নফেরী রণশৃঙ্গ জয়শৃঙ্গ মৃদঙ্গ করতালাদি বাদ্য চালান করিলেন। মন্ত্রিগণেরা রাজার আজ্ঞানুসারে ব্যাপার করিয়া রাজার নিকটে নিবেদন করিলেন। রাজা শ্রীবিক্রমাদিত্য অশ্বযুক্ত নানা রত্নে খচিত উত্তম রথে আরোহণ করিয়া চতুরঙ্গ সেনাতে বেষ্টিত হইয়া শালবাহন রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে গেলেন। পরে যুদ্ধস্থানে গিয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া সম্মুখ যুদ্ধেতে শালবাহন রাজার অস্ত্র প্রহারেতে রাজা বিক্রমাদিত্য প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গলোকে গেলেন অবন্তী দেশ অরাজক হইল রাজলক্ষ্মী অনাথা হইলেন। রাজার মরণ শুনিয়া পাটরাণী মন্ত্রিবর্গেরদিগকে আশ্বাস করিলেন ও কহিলেন তোমরা উদ্বিগ্ন হইও না আমার গর্ভ আছে ইহাতে অবশ্য পুত্র হইবে ঐ রাজা হইয়া তোমারদের প্রতিপালন করিবেক। অনন্তর কিছু কাল পরে রাণী পুত্র প্রসব হইলে পুত্রকে মন্ত্রীরদিগকে সমর্পণ করিলেন আপনি অগ্নিপ্রবেশ করিয়া স্বর্গলোকে রাজা বিক্রমাদিত্যের সহিত উত্তম সুখভোগ করিতে লাগিলেন। রাজা বিক্রমাদিত্যের পুত্র বিক্রমসেন রাজ্যেতে অভিষিক্ত হইয়া পিতার তুল্য প্রজার পালন করেন কিন্তু ইন্দ্রদত্ত সিংহাসনে বসেন না।—

প্রথম পুত্তলিকার কথা।—

শুন হে রাজা ভোজ সেই অবধি পরম সিংহাসনে কেহ বসেন নাই ইতোমধ্যে আকাশবাণী হইল এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত পৃথিবী মণ্ডলে

কেহ নহে অতএব পবিত্র স্থানে গর্ত্ত করিয়া পুতিয়া রাখ। ইহা শুনিয়া মন্ত্রিগণেরা সিংহাসন পুতিয়া রাখিলেন। পুত্তলিকা কহেন শুন মহারাজ সেই সিংহাসন এই তুমি পাইয়াছ।

পুনশ্চ পুত্তলিকা কহেন বিক্রমাদিত্যের মহত্ত্ব শুন এক দিবস রাজা অবন্তীপুরীতে সভামধ্যে দিব্য সিংহাসনে বসিয়াছেন ইতোমধ্যে এক দরিদ্র পুরুষ আসিয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইল কথা কিছু কহিল না তাহাকে দেখিয়া রাজা মনের মধ্যে বিচার করিলেন যে লোক যাচ্ঞা করিতে উপস্থিত হয় তাহার মরণ কালে যেমন শরীরে কম্প হয় এবং মুখহইতে কথা নির্গত হয় না ইহারো সেই মত দেখিতেছি অতএব বুঝিলাম ইনি যাচ্ঞা করিতে আসিয়াছেন কহিতে পারেন না। এই পরামর্শ করিয়া রাজা হাজার হূন দেয়াইলেন হাজার হূন পাইয়াও তথাহইতে গেল না কথাও কিছু কহিল না। তখন রাজা কহিলেন হে যাচক কথা কেন কহ না। ভিক্ষুক কহিল লজ্জাপ্রযুক্ত কহিতে পারি না। ইহা শুনিয়া রাজা পুনর্ব্বার দশ হাজার হূন দেওয়াইলেন। পুনশ্চ রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন হে যাচক আশ্চর্য্য কথা কিছু যদি জান তবে কহ। ভিক্ষুক কহিলেন মহারাজ তোমার শত্রুর কীর্ত্তি ঘরহইতে কদাচিৎ কোথায় বাহিরায় না তাহাকে পণ্ডিতেরা অসতী কহে। তোমার কীর্ত্তি স্বর্গ মর্ত্য পাতালে সর্ব্বদা ভ্রমণ করে ইহাকে কবিরা সতী বলেন এই আশ্চর্য্য। রাজা এই কথা শুনিয়া তাহাকে লক্ষ হূন দেওয়াইলেন। তৎপরে যাচক কহিলেন হে রাজন্ নিবেদন করি যে রাজা গুণবান্ লোক নিকটে রাখে তাহার মন্দ কখন হয় না এবং অনেক বিপত্তিহইতে উত্তীর্ণ হয়। ইহার বৃত্তান্ত শুন।

বিশালা নামে এক পুরী ছিল তাহার রাজার নাম নন্দ যুবরাজের নাম বিজয়পাল মন্ত্রীর নাম বহুশ্রুত গুরুর নাম শারদানন্দ রাণীর নাম ভানুমতী। রাজা রাণী ভানুমতীর রূপ গুণে অত্যন্ত বশতাপন্ন হইয়া রাজ্যের ভদ্রাভদ্র চিন্তা করেন না যদি কদাচিৎ রাজকার্য্য করেন তবে ভানুমতীর সহিত সভামধ্যে সিংহাসনে বসিয়া রাজকর্ম করেন। এক দিবস মন্ত্রী কহিলেন মহারাজ আমি এক নিবেদন করি। রাজসভাতে রাণীর আগমন উচিত নহে। রাজা কহিলেন মন্ত্রী ভাল কহিলা কিন্তু রাণী ব্যতিরেকে আমি এক ক্ষণ থাকিতে পারি না। মন্ত্রী কহিলেন পটে ভানুমতীর রূপ চিত্র করিয়া আপন নিকট রাখ। রাজা চিত্রকরকে ভানুমতীর রূপ দেখাইয়া পটে চিত্র করিতে আজ্ঞা দিলেন। চিত্রকর সেই রূপ চিত্র করিয়া রাজার সাক্ষাৎ দিল। রাজা শারদানন্দ গুরুকে চিত্র দেখাইলেন ও কহিলেন চিত্র কেমন হইয়াছে। শারদানন্দ কহিলেন রাণীর রূপ এই বটে কিন্তু ভানুমতীর বাম উরুতে একটি তিল আছে ইহাতে

তিল নাহি এইমাত্র বিশেষ। ইহা শুনিয়া রাজা মনে করিলেন শারদানন্দ ভানুমতীর উরুদেশের তিল কিরূপে জানিলেন কিছু কারণ থাকিবে। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া মন্ত্রীকে কহিলেন শারদানন্দকে নষ্ট কর। মন্ত্রী শারদানন্দকে আপন গৃহে লইয়া চিন্তা করিলেন রাজা শারদানন্দের দোষ নিশ্চিত না করিয়া বধ করিতে আজ্ঞা করিলেন নির্ণয় না করিয়া উত্তম পুরুষের বধ করা উপযুক্ত নহে নষ্ট করিলে রাজার পাপ হবে। মনের মধ্যে এই সকল বিচার করিয়া আপন ঘরে মৃত্তিকার ভিতর ঘর করিয়া শারদানন্দকে রাখিলেন। কিছু দিন পরে রাজপুত্র বিজয়পাল মৃগয়া করিতে বনে প্রবেশ করিয়া এক শূকর দেখিলেন শূকরকে মারিবার কারণ পাছে২ গিয়া গহন বনমধ্যে উপস্থিত হইলেন সৈন্য সামন্ত সকল কোন দিগে গেল। রাজপুত্র তৃষ্ণাতুর হইয়া জল খুঁজিলেন অনন্তর এর পুষ্করিণী পাইয়া তাহাতে জল খাইয়া বসিয়া থাকিলেন। এই কালে এক ব্যাঘ্র সেখানে আইল ব্যাঘ্রকে দেখিয়া বিজয়পাল গাছের উপরে চড়িলেন সেই গাছে এক বানর ছিল। সেই বানর রাজপুত্রকে কহিল হে রাজপুত্র কিছু ভয় নাহি উপরে আইস। বানরের কথা শুনিয়া রাজপুত্র উচ্চেতে গেলেন। সন্ধ্যাকাল হইলে রাত্রিতে রাজকুমারের আলস্য দেখিয়া বানর কহিলেন হে রাজপুত্র বৃক্ষের নামতে ব্যাঘ্র আছে তুমি আমার ক্রোড়ে নিদ্রা যাও। রাজপুত্র সেইরূপ নিদ্রা গেলেন। ব্যাঘ্র বানরকে কহিল ওহে বানর মনুষ্য জাতিতে বিশ্বাস করিও না রাজপুত্রকে ফেলিয়া দেহ তোমার ও আমার আহার হউক। বানর কহিল শুন রে ব্যাঘ্র রাজপুত্র আমাকে বিশ্বাস করিয়াছেন তাহাকে আমি নষ্ট করিব না। বানরের কথা শুনিয়া ব্যাঘ্র চুপ করিয়া থাকিল কিঞ্চিৎ কালের পর রাজপুত্র শয়ন ত্যাগ করিয়া বসিলেন। বানর রাজপুত্রের উরুদেশে মস্তক দিয়া নিদ্রা গেলেন। ব্যাঘ্র পুনর্ব্বার রাজপুত্রকে কহিল হে রাজকুমার বানর জাতিকে বিশ্বাস কি তুমি বানরকে ফেলিয়া দেহ যে আমার আহার হউক তোমার ভয় আমাহইতে কিছু নাই। রাজপুত্র ব্যাঘ্রের কথা শুনিয়া বানরকে ফেলিয়া দিলেন। বানর পড়িয়া বৃক্ষের মধ্যে ডাল ধরিয়া রহিল নামতে পড়িল না। তাহা দেখিয়া রাজকুমার অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। বানর কহিল রাজপুত্র ভয় করিও না। তারপর প্রাতঃকাল হইল ব্যাঘ্র সে স্থানহইতে গেল। রাজপুত্র বিসেমিরা২ কহিয়া বাতুল হইয়া বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। রাজপুত্রের ঘোটক নগরমধ্যে আপন স্থানে গেল রাজা যুবরাজের অশ্ব দেখিলেন যুবরাজকে না দেখিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া সৈন্য সামন্তের সহিত আপন পুত্রের অন্বেষণ করিতে বনে গেলেন বনে গিয়া দেখিলেন যে যুবরাজ বনের মধ্যে বিসেমিরা২ বলিয়া ভ্রমণ করিতেছেন। রাজা যুবরাজকে ঘরে আনিলেন

অনেক মন্ত্র মহৌষধি করিলেন কোন প্রকারে ভাল হইল না। রাজা কহিলেন যদি শারদানন্দ গুরু থাকিতেন তবে আমার পুত্রের কি চিন্তা শারদানন্দকে আপনি নষ্ট করিয়াছি। এই কালে মন্ত্রী কহিল মহারাজ নিবেদন করি যে গিয়াছে তার শোক করিলে কি হইবে সম্প্রতি সহরে ঢেঁড়ি সর্ব্বত্র ঘোষণা দেয়াও যুবরাজকে যে ভাল করিবে তাহাকে রাজ্যের অর্দ্ধেক দিব। ইহা শুনিয়া রাজা নগরে ঘোষণা দেওয়াইলেন। মন্ত্রী আপন গৃহে গিয়া শারদানন্দকে এ সকল কহিলেন। শারদানন্দ মন্ত্রীকে কহিলেন তুমি রাজাকে কহ আমার সাত বৎসরের এক কন্যা আছে সে আপনকার পুত্রকে দেখিলে তাহাকে ভাল করিবে। মন্ত্রী এই সকল কথা রাজার নিকটে কহিলেন। রাজা শুনিবামাত্র পুত্রকে লইয়া মন্ত্রীর গৃহে আইলেন যেখানে শারদানন্দ থাকেন তাহার নিকট যবনিকা দেওয়াইলেন যবনিকার বাহিরে রাজা পুত্রের সহিত বসিলেন। শারদানন্দ যবনিকার ভিতরে থাকিয়া কহিতে লাগিলেন বিশ্বাস করিয়া যে যাহার ক্রোড়ে শয়ন করিয়া থাকে তাহাকে যে বঞ্চনা করে তাহার কি পুরুষার্থ। এই অর্থের এক শ্লোক পড়িলেন তাহা শুনিয়া রাজপুত্র বি অক্ষর ত্যাগ করিয়া সেমিরা২ কহিতে লাগিলেন। পুনশ্চ শারদানন্দ কহিলেন সেতুবন্ধ গিয়া কিম্বা গঙ্গা সাগরে গিয়া ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতক নষ্ট হয় মিত্রহত্যার পাপ কোনহ প্রকারে নষ্ট হয় না। ইহা শুনিয়া রাজকুমার সে অক্ষর ত্যাগ করিয়া মিরা২ বলিতে লাগিলেন। শারদানন্দ পুনর্ব্বার বলিলেন মিত্রহিংসক কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতক এই সকল লোকেরা নরক ভোগ করে যাবৎকাল চন্দ্র সূর্য্য থাকেন। এই কথা শুনিয়া যুবরাজ মি ছাড়িয়া রা বর্ণ বলিতে লাগিলেন। পুনশ্চ শারদানন্দ কহিলেন রাজা তুমি যুবরাজের যদি মঙ্গল ইচ্ছা কর তবে নানাবিধ দ্রব্য ব্রাহ্মণেরদিগকে দেও গৃহস্থ লোকের দানেতে পাপ খণ্ডে। এ সকল শুনিয়া রাজপুত্র সুস্থ হইলেন। তারপর রাজপুত্র ব্যাঘ্র বানরের বৃত্তান্ত সমস্ত রাজার সাক্ষাতে কহিলেন বৃত্তান্ত শুনিয়া সকলের আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল। রাজা সবিস্ময় হইয়া কন্যাকে কহিলেন হে কন্যে তুমি ঘরহইতে কখন যাও না বনের মধ্যে বানর ব্যাঘ্র মানুষ ইহারদের বৃত্তান্ত ঘরে থাকিয়া কি রূপে জানিলা। ইহা শুনিয়া শারদানন্দ কহিলেন গুরু দেবতার অনুগ্রহেতে আমার জিহ্বার অগ্রে সরস্বতী আছেন এই প্রযুক্ত আমি সকল জানি যেমত ভানুমতীর উরুদেশের তিল জানিয়াছিলাম। এই কথা শুনিয়া রাজা বুঝিলেন যে ইনি গুরু শারদানন্দ। তৎপরে রাজা যবনিকা উঠাইয়া পুত্রের সহিত গুরুকে প্রণাম করিলেন রাজা আনন্দিত হইয়া মন্ত্রীকে অনেক প্রশংসা করিলেন ও কহিলেন মন্ত্রি তুমি ধন্য তোমাহইতে গুরুর এবং পুত্রের প্রাণ রক্ষা হইল। এই সমস্ত কথা যাচক

বিক্রমাদিত্যকে কহিলেন হে রাজন্ অতএব কহি যে সজ্জন নিকটে থাকিলে অনেক ভাল হয়। এই কথা রাজা বিক্রমাদিত্য ব্রাহ্মণের স্থানে শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণকে কোটি হুন দিলেন যাচক হুন পাইয়া আপন ঘরে গেলেন। রাজা কোষাধীশকে কহিলেন তুমি দরিদ্র আইলে হাজার হুন দিবা যে যাঞ্চা করিবে তাহাকে দশ হাজার হুন দিবা যে শাস্ত্রের আলাপ করিবে তাহাকে লক্ষ দিবা আমি আজ্ঞা করিলে কোটি দিবা। প্রথম পুত্তলিকা কহিলেন শুন হে রাজা ভোজ রাজা বিক্রমাদিত্যের মহত্ত্ব ও দান ও প্রতাপ তোমার এ সকল থাকে তবে এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত হও।

ইতি প্রথম কথা। —

দ্বিতীয় পুত্তলিকার কথা।—

শ্রীভোজরাজ অন্য এক দিবস নিরূপণ করিয়া অভিষেক কারণ সপরিবারে সিংহাসনের নিকটে উপস্থিত হইলেন। ইত্যবসরে সিংহাসনের দ্বিতীয় পুত্তলিকা কহিলেন শুন হে রাজা ভোজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের তুল্য যার মহত্ত্ব থাকে সে এই সিংহাসনে বসিতে পারে। রাজা কহিলেন বিক্রমাদিত্যের মহত্ত্ব কি রূপ। পুত্তলিকা কহিলেন রাজা শুন শুন। অবন্তী নগরে শ্রীবিক্রমাদিত্য রাজ্য করেন এক দিবস আশ্চর্য্য দেখিবার জন্য রাজা ভৃত্যবর্গেরদিগকে নানা দেশে প্রেরণ করিলেন। ভৃত্যবর্গেরা নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া রাজার নিকটে আসিয়া কহিল হে মহারাজ নিবেদন করি চিত্রকূট পর্ব্বতে দেবতার এক মন্দির তার নিকট এক পুষ্পোদ্যান আছে এবং মন্দিরের সম্মুখে এক নদী আছে সেই নদীতে নিষ্কলঙ্ক পুণ্যবান্ লোক যদি স্নান করে তবে তাহার শরীরে সেই জল দুগ্ধের ন্যায় দৃষ্ট হয় যদি কেহ পাপী সকলঙ্ক লোক স্নান করে তবে তাহার শরীরে সেই জল কজ্জলের সমান দৃষ্ট হয়। সেই স্থানে এক যোগী জপ ধ্যান হোম নিরন্তর করিতেছেন কিন্তু দেবতা প্রসন্না হন নাহি। এই সকল কথা রাজা বিক্রমাদিত্য শ্রবণ করিয়া সেই স্থানে গিয়া সেই নদীতে স্নান করিয়া আপনাকে নিষ্কলঙ্ক করিয়া জানিলেন তৎপরে দেবতাকে নমস্কার করিয়া যোগীর নিকটে গমন করিলেন। রাজা সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে যোগি তুমি তপস্যা কতকাল করিতেছ। তপস্বী কহিলেন শুন বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিন কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ পৌষ মাঘ ফাল্গুন চৈত্র এই বার মাসে এক বৎসর হয় এমন এক শত বৎসর তপস্যা করিতেছি তথাপি দেবতা প্রসন্ন হন নাই। এই কথা শুনিয়া রাজা চিন্তা করিলেন যে শরীর ধারণ

করিলে মরণ অবশ্য হয় কিন্তু যদি পরের উপকারের নিমিত্ত প্রাণ ত্যাগ হয় তবে সে মৃত্যু উত্তম বটে। রাজা এই বিচার করিয়া অন্তঃকরণে দেবতাকে ভাবনা করিয়া খড়্গ লইয়া আপনার মস্তক ছেদন করেন এই কালে দেবী সাক্ষাৎ হইয়া রাজার হস্ত ধরিলেন ও কহিলেন তুমি মস্তক ছেদন করিও না তোমার প্রতি সন্তুষ্টা হইলাম বর প্রার্থনা কর। রাজা কহিলেন হে ভগবতি এই যোগী অনেক কাল তপস্যা করিতেছেন এঁহাকে প্রসন্না না হইয়া অতি শীঘ্র আমাকে প্রসন্না হইলেন ইহার কারণ কি। দেবী কহিলেন শ্রীবিক্রমাদিত্য শুন মন্ত্র তীর্থ দেবতা চিকিৎসক গুরু এই সকলে যাহার যে রূপ ভাবনা তাহার সেই রূপ সিদ্ধি হয় এই সন্ন্যাসীর আমাতে দৃঢ় ভাবনা নাই। ইহা শুনিয়া রাজা চিন্তা করিলেন কাষ্ঠ কিম্বা প্রস্তর ইহাতে দেবতা নাই কিন্তু দেবতা ভাবেতে থাকেন অতএব ভাব সিদ্ধির কারণ। অনন্তর রাজা পরের উপকারের জন্যে দেবীকে কহিলেন হে দেবি যদি আমাকে তুষ্টা হইলেন তবে এই যোগী অনেক কাল তপস্যা করিয়া যথেষ্ট ব্যামোহ পাইয়াছেন অতএব এই বর যোগীকে দেন দেবী সেই বর সন্ন্যাসীকে দিলেন। শ্রীবিক্রমাদিত্য দেবীদত্ত বর তপস্বীকে দিয়া নিজ স্থানে আইলেন। দ্বিতীয় পুত্তলিকা কহিলেন শুন রাজা ভোজ মহারাজ বিক্রমাদিত্যের মহত্ব দাতৃত্ব শূরত্ব মহাপুরুষত্ব তোমাকে কহিলাম যদ্যপি এই সকল তোমাতে থাকে তবে এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত হও। ইতি দ্বিতীয় কথা।—

তৃতীয় পুত্তলিকার কথা।—

শ্রীভোজরাজ অভিষেকের জন্যে অপর এক সময় নিরূপণ করিয়া সিংহাসনের সমীপে যাইবামাত্র তৃতীয় পুত্তলিকা কহিতেছেন। হে ভোজরাজ আমার কথা শুন এই সিংহাসনে সেই বসিতে পারে যাহার মহত্ব রাজা বিক্রমাদিত্যের সমান হয়। রাজা ভোজ বলিলেন বিক্রমাদিত্যের মহত্ব কি প্রকার। তৃতীয়া পুত্তলিকা কহিল শুন২ রাজা ভোজ। উদ্যম সাহস ধৈর্য্য বল বুদ্ধি পরাক্রম এই ছয় যাহার থাকে তাহাকে দেবতাও শঙ্কা করেন। রাজা বিক্রমাদিত্যের এই ছয় আছে এবম্ভূত রাজা এক দিবস বিচার করিলেন যে ধন আর মেঘ ইহারা যখন হয় তখন কোথাহইতে আইসে এবং যখন যায় তখন কোথায় যায় ইহা বুঝিতে পারা যায় না সম্প্রতি আমার অনেক সম্পত্তি আছে পরে কি রূপ হবে ইহার নিশ্চয় নাই। রাজা এই সকল ভাবনা করিয়া ব্রাহ্মণ দরিদ্র স্ত্রী বালক অনাথা অক্ষম প্রভৃতিরদিগকে প্রত্যহ যথোচিত দান করিতে আরম্ভ

করিলেন এবং প্রজারদের স্থানে কর অত্যল্প গ্রহণ করিতে লাগিলেন নানাবিধ যজ্ঞ জপ হোম বলি পূজা বিষয়ে সদ্বৃত্ত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করিয়া সকল দেবতার সন্তোষ কারণ অপর এক ব্রাহ্মণকে জলদেবতার উপাসনার নিমিত্তে সমুদ্রের নিকট পাঠাইলেন ব্রাহ্মণ গিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া সমুদ্রকে স্তব করিলেন। পরে সমুদ্র সাক্ষাৎ হইয়া কহিলেন হে ব্রাহ্মণ আমি বিক্রমাদিত্যের ভাবেতে প্রসন্ন হইলাম তিনি দূরে থাকিলেও আমার অত্যন্ত প্রিয় তুমি এই চারি রত্ন রাজা বিক্রমাদিত্যকে দিবা এই রত্নের গুণ কহিবা এক রত্নের প্রভাবে খাদ্য সামগ্রী যখন যাহা মনে করিবেন তৎক্ষণে তাহাই উপস্থিত হইবে দ্বিতীয় রত্ন হইতে যথেষ্ট ধন হয় তৃতীয় রত্নের স্থানে রথ হস্তী ঘোটক পদাতি সৈন্য সামন্ত এ সমস্ত মিলে চতুর্থ রত্নের গুণে যাবৎ অলঙ্কার হয়। ব্রাহ্মণ চারি রত্ন লইয়া রাজার নিকটে আসিয়া চারি রত্ন রাজাকে দিলেন এবং মণির প্রভাবও কহিলেন। রাজা দক্ষিণার কারণ ঐ চারি মণির মধ্যে এক মণি ব্রাহ্মণকে নিতে বলিলেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন আমার স্ত্রী পুত্রবধূ আছেন তাহারদিগকে জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা যে মণি লইতে বলিবেন সেই মণি লইব। ব্রাহ্মণ রাজাকে এই কথা কহিয়া আপন গৃহে গিয়া স্ত্রী ও পুত্র ও পুত্রবধূ ইহারদিগকে সকল বৃত্তান্ত বলিলেন। বৃত্তান্ত শুনিয়া পুত্র কহিলেন যাহাতে হস্তী ঘোটক হয় সেই রত্ন আন। স্ত্রী কহিলেন যে মণিতে খাদ্য সামগ্রী হয় তাহাই লও। পুত্রবধূ কহিলেন যে রত্নেতে অলঙ্কার হয় সেই ভাল। ব্রাহ্মণ বলিলেন যাহাতে ধন প্রসবে সে মণি উত্তম। এই রূপে চারি জনেতে পরস্পর কলহ করিয়া রাজার সাক্ষাতে ব্রাহ্মণ গিয়া এ সকল বৃত্তান্ত কহিলে রাজা শুনিয়া চারি জনার সন্তোষের জন্যে ঐ চারি রত্ন ব্রাহ্মণকে দিলেন। ব্রাহ্মণ তুষ্ট হইয়া গৃহে আইলেন। তৃতীয় পুত্তলিকা কহিলেন রাজা ভোজ শুন রাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যের মহত্ত্ব তোমাকে কহিলাম এই রূপ মহত্ত্ব যদি তোমার থাকে তবে এই সিংহাসনে বসিতে পার। তৃতীয় কথা সমাপ্তা।—

চতুর্থী পুত্তলিকার কথা।—

পুনশ্চ অভিষেক কারণ অন্য লগ্ন নিরূপণ করিয়া ভদ্রাসনের নিকট রাজা ভোজ গেলেন। এ সময়ে সিংহাসনের চতুর্থী পুত্তলিকা কহিলেন রাজা ভোজ আমার কথা শুন। এই সিংহাসন রাজা বিক্রমাদিত্যের তাঁহার তুল্য মহত্ত্ব যার থাকে সে এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত। রাজা কহিলেন বিক্রমাদিত্যের মহত্ত্ব কি প্রকার। পুত্তলিকা কহিলেন শুন২ রাজা ভোজ অবন্তীপুরীতে

শ্রীবিকমাদিত, সাম্রাজ্য করেন সেই নগরে শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত জ্যোতিষ ছন্দঃ শাস্ত্র এই ছয় অঙ্গের সহিত ঋক্ যজুঃ সাম অথর্ব্ব চারি বেদ পূর্ব্বমীমাংসা উত্তরমীমাংসা রূপ মীমাংসা শাস্ত্র ন্যায় বৈশেষিক সাংখ্য পাতঞ্জল রূপ ন্যায় বিস্তর স্মৃতিশাস্ত্র পুরাণশাস্ত্র এই চতুর্দ্দশ বিদ্যা আয়ুর্ব্বেদ ধনুর্ব্বেদ গান্ধর্ব্বশাস্ত্র শিল্পশাস্ত্রাদি রূপ অর্থ শাস্ত্র এই চারি বিদ্যা দৃষ্টার্থ প্রধান পূর্ব্বোক্ত চতুর্দশ বিদ্যা অদৃষ্টার্থ প্রধান এই সমুদায়ে অষ্টাদশ বিদ্যা। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত চতুর্দশ বিদ্যাতে পণ্ডিত এক ব্রাহ্মণ থাকেন তিনি অপুত্রক এক দিবস ঐ পণ্ডিতের স্ত্রী কহিলেন হে স্বামি আমার গর্ভে যাহাতে পুত্র হয় এমত দেবতার আরাধনা কর। ব্রাহ্মণ বলিলেন ব্রাহ্মণী ভাল কহিলা গুরুশুশ্রূষা ব্যতিরেকে বিদ্যা হয় না পুণ্য ব্যতিরেকে পুত্র হয় না। ব্রাহ্মণ এই কথা কহিয়া পত্নীর অনুরোধে কুলদেবতার আরাধনা করিলেন সেই পুণ্যের ফলে ব্রাহ্মণীর গর্ভে ব্রাহ্মণের এক পুত্র হইলেন তাহার নাম দেবদত্ত হইল। অনন্তর দেবদত্তের পিতা দেবদত্তকে তাবৎ শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইলেন দেবদত্তকে বিবাহ দিয়া সংসারের ভারে নিযুক্ত করিয়া আপনি তীর্থ ভ্রমণ করিতে গেলেন দেবদত্ত গৃহকর্ম্ম করত গৃহে থাকেন। এক দিবস দেবদত্ত হোমের নিমিত্ত কাষ্ঠ আনিতে বনে গেলেন রাজা বিক্রমাদিত্য অশ্বের উপর আরোহণ করিয়া মৃগয়া করিতে সেই বনে গিয়াছিলেন বনের মধ্যে মৃগ অন্বেষণ করিতে২ সৈন্য সামন্ত সকল নানা স্থানে গেল। রাজা বিক্রমাদিত্য তৃষার্ত্ত হইয়া বনের মধ্যে ভ্রমণ করিতে২ ঐ দেবদত্ত নাম ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। রাজা ব্রাহ্মণকে দেখিয়া বিনয়পূর্ব্বক কহিলেন হে ব্রাহ্মণ আমি তৃষার্ত্ত হইয়াছি আমাকে জল পান করাও। ব্রাহ্মণ এই কথা শুনিয়া সুস্বাদু সুপক উত্তম ফল সুশীতল জল লইয়া রাজার নিকট দিলেন রাজা সে ফল খাইয়া এবং জল পান করিয়া পরমাপ্যায়িত হইলেন তারপর ব্রাহ্মণ পথ দেখাইয়া দিলেন রাজা আপন স্থানে গেলেন। অন্য এক দিবস রাজা মন্ত্রিগণেরদের সহিত কথা প্রসঙ্গে দেবদত্ত ব্রাহ্মণ যে উপকার করিয়াছিলেন সেই উপকার সভাস্থ লোকেরদিগকে কহিয়া ব্রাহ্মণের অনেক প্রশংসা করিলেন। ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ মনের মধ্যে বিচার করিলেন উত্তম লোকের উপকার করিলে সে উপকারে উত্তম লোক যাবজ্জীবন বদ্ধ হইয়া থাকে উপকার বিস্মৃত কখন হয় না দেখি রাজার উপকারজ্ঞতা কি পর্য্যন্ত এই পরামর্শ করিয়া কোনহ উপায়েতে রাজার পুত্রকে চুরি করিয়া আপন বাটীর মধ্যে লইয়া রাখিলেন। তদনন্তর রাজা আপন পুত্রকে না দেখিয়া পুত্রের অন্বেষণ কারণ নানা স্থানে দূতগণ প্রেরণ করিলেন দূতগণ কুত্রাপি রাজপুত্রের তত্ত্ব পাইল না। রাজা সপরিবারে পুত্রের নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। ইতোমধ্যে এক

দিবস দেবদত্ত ব্রাহ্মণ রাজপুত্রের এক অলঙ্কার বিক্রয়ের নিমিত্ত ভৃত্যের হস্তে দিয়া বাজারে পাঠাইলেন ভৃত্য বণিকের দোকানে অলঙ্কার দেখাইতেছে। ইত্যবসরে রাজার লোকেরা সে অলঙ্কার সমেত ব্রাহ্মণের ভৃত্যকে বান্ধিয়া রাজার সাক্ষাতে লইয়া গেল। রাজা তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন এ অলঙ্কার আমার পুত্রের তুই কোথায় পাইলি আমার পুত্র বা কোথায়। সে লোক কহিল মহারাজ এ অলঙ্কার দেবদত্ত ব্রাহ্মণ আমাকে বিক্রয় করিতে দিয়াছিলেন আমি বিক্রয় করিতে গিয়াছিলাম আমি আর কিছু জানি না। রাজা এই কথা শুনিয়া দূত পাঠাইয়া দেবদত্তকে আপন সাক্ষাতে আনাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন এ অলঙ্কার তুমি এই লোকের হাতে বিক্রয় করিতে দিয়াছিলা। ব্রাহ্মণ বলিলেন বটে আমি দিয়াছি। রাজা কহিলেন তুমি এই অলঙ্কার কোথাও পাইলা ব্রাহ্মণ। বলিলেন তোমার পুত্রের স্থানে পাইয়াছি। রাজা বলিলেন আমার পুত্র কোথায়। ব্রাহ্মণ কহিলেন তোমার পুত্র মরিয়াছেন। রাজা বলিলেন কি রূপে মরিয়াছেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন আমি মারিয়াছি। তদনন্তর রাজা কহিলেন তুমি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত জ্ঞানী ধার্ম্মিক নিরপরাধী রাজবালককে কেন নষ্ট করিলা। ব্রাহ্মণ বলিলেন আমার ধনলোভে এ পাপবুদ্ধি হইল এই প্রযুক্ত নষ্ট করিয়াছি অনন্তর রাজা মন্ত্রিগণের দিগে অবলোকন করিলেন। মন্ত্রিগণেরা কহিল যে মহারাজ যে লোক রাজকীয় লোকেরদিগকে নষ্ট করে তাহাকে রাজা তৎক্ষণে নষ্ট করিবে ইনি রাজপুত্রকে নষ্ট করিয়াছেন ইহাকে নষ্ট করা উপযুক্ত হয় কিন্তু ইনি ব্রাহ্মণ অতএব ইহার বৃত্তিচ্ছেদন করিয়া সপরিবারে ইহাকে আপন দেশহইতে দূর করিয়া দেও। রাজা ব্রাহ্মণের পূর্ব্বোপকার স্মরণ করিয়া মন্ত্রিলোকেরদের বাক্যে আদর না করিয়া ব্রাহ্মণকে ছাড়িয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন। ব্রাহ্মণ রাজার বৈশিষ্ট্য দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া আপন ঘরে আসিয়া রাজপুত্রকে স্নান ভোজন করাইয়া বস্ত্র অলঙ্কার ভূষিত করিয়া রাজসভাতে রাজপুত্রকে লইয়া গেলেন। রাজা পুত্রকে দেখিয়া আনন্দিত হইয়া পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া ব্রাহ্মণকে কহিলেন হে ব্রাহ্মণ তুমি কি আশয়ে এ ব্যাহার করিলা আমি বুঝিতে পারিলাম না। ব্রাহ্মণ কহিলেন আমার পূর্ব্বকৃত উপকারেতে তুমি কি রূপ বদ্ধ আছ ইহা বুঝিবার কারণ আমি এ রূপ ব্যাপার করিয়াছিলাম। তদনন্তর রাজা ব্রাহ্মণকে অনেক ধন দিয়া পরিতোষ করিলেন। ব্রাহ্মণ আপন গৃহে গেলেন। এই কথা চতুর্থ পুত্তলিকা ভোজরাজকে কহিয়া কহিলেন হে ভোজরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যে যে রূপ উপকারজ্ঞতা তুমি আমার প্রমুখাৎ শুনিলা এই রূপ উপকারজ্ঞতা যদি তোমার থাকে তবে এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত হও। ভোজরাজ এই

রূপ উপকারজ্ঞতা আপনাতে নাই ইহা বুঝিয়া সে দিবসে ক্ষান্ত হইলেন।—
ইতি চতুর্থী কথা সমাপ্ত।—

পঞ্চমী পুত্তলিকার কথা।—

শ্রীভোজরাজ পুনর্ব্বার অন্য সময় নিরূপণ করিয়া অভিষেক কারণ মন্ত্রিগণের সহিত সিংহাসনের সমীপে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ইতোমধ্যে পঞ্চমী পুত্তলিকা কহিলেন। শুন হে রাজা ভোজ রাজা বিক্রমাদিত্যের এই সিংহাসনে সেই বসিতে পারে যার ঔদার্য্য রাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য থাকে। রাজা কহিলেন হে পুত্তলিকে রাজা বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য কি রূপ। পঞ্চমী পুত্তলিকা কহিলেন ভোজরাজ শুন। অবন্তী নগরে মন্ত্রিগণের মধ্যে রাজা বিক্রমাদিত্য ভদ্রাসনে বসিয়া রাজকার্য্য করিতেছেন ইতোমধ্যে ক্রীড়াবনের রক্ষক রাজদ্বারে আসিয়া দ্বারীকে কহিলেন আমি রাজার সাক্ষাৎ যাইব তুমি মহারাজের নিকটে সমাচার দেহ। ইহা শুনিয়া দ্বারী রাজার সমীপে গিয়া নিবেদন করিয়া বনরক্ষককে রাজসন্নিধানে লইয়া গেল উদ্যানপালক কপালে দুই হস্ত দিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া কহিল হে মহারাজ নিবেদন করি আপনকার ক্রীড়োদ্যানে আম্র নারিকেল গুবাক জম্বীর নাগরঙ্গ চম্পক অশোক কিংশুক মল্লিকা তাল তমাল শাল পিয়াল কদলী কঙ্কোল লবঙ্গ এলাবল্লী কেতকী কুন্দ দমনক আদি সকল বৃক্ষ লতা নূতন পল্লব পুষ্প ফলে শোভিত হইয়াছে এই বসন্তকাল বনক্রীড়ার সময়। রাজা ইহা শুনিয়া রাণীগণের সহিত দাসী ও নর্ত্তকীতে পরিবৃত হইয়া আরামে গেলেন। ক্রীড়াবনে গিয়া শ্লেষোক্তি বক্রোক্তিতে নিপুণা হাস্য লাস্য ভাব হাব বিলাস বিভ্রম ইঙ্গিতাদিতে চতুরা সুরতিতে পণ্ডিতা পদ্মিনী চিত্রিণী স্ত্রীগণেরদের সহিত রাজা কোন স্থানে পুষ্প চয়ন করিতেছেন কোথাও জলক্রীড়া করিতেছেন কোন স্থানে গান করিতেছেন কোথাও দুলিতেছেন কোন স্থানে কদলীগৃহে প্রবেশ করিতেছেন কোথাও নারীগণের যার যে অভিলাষ তাহা সিদ্ধ করিতেছেন। ইহা দেখিয়া এই রূপে বসন্তকালে শ্রীবিক্রমাদিত্য নানা প্রকার সাংসারিক সুখানুভব করিতেছেন। ইত্যবসরে সেই বনের এক প্রদেশে এক তপস্বী বহুকালপর্য্যন্ত বিবিধ প্রকার কঠোর তপস্যা করণে ক্ষীণশরীর রাজার বন বিহার দর্শনে বিকারপ্রাপ্ত চিত্ত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। আমি উত্তম বস্ত্র ধারণে দিব্য অলঙ্কার পরণে দিব্য গন্ধদ্রব্য লেপনে অপূর্ব্ব মিষ্টান্ন ভক্ষণে উত্তম পালঙ্গ শয়নে সুগন্ধি দ্রব্য ঘ্রাণে জাতীফল লবঙ্গ এলাচী কর্পূরাদি মিশ্রিত

তাম্বূল চর্ব্বণে গীত বাদ্য শ্রবণে নর্ত্তক নর্ত্তকী নর্ত্তন দর্শনে উত্তম সুন্দরী স্ত্রী সহিত হাস্য কৌতুক করণে যুবতী স্ত্রী সম্ভোগে যে প্রত্যক্ষ সুখ সাক্ষাৎকার হয় তাহা না করিয়া তপস্যা করিলে স্বর্গ সুখ হবে এই ভাবি সন্দিগ্ধ অপ্রত্যক্ষ সুখের কারণ এতাবৎ কাল তপস্যা করিয়া কেবল আত্মবঞ্চনা করিলাম। যে সকল লোক আত্মপুরুষার্থে এই সকল সুখ ভোগ না করিয়া ভবিষ্যৎ সুখ ভোগের নিমিত্তে মুণ্ডিত হন সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম লেপন করেন কৌপীন পরিধান করেন তাহারা আপনার বিড়ম্বনা আপনারা করেন এই মাত্র লোকে প্রকাশ করেন ভবিষ্যৎ সুখ হওনের প্রমাণ কি। এই রূপ নাস্তিক মতাবলম্বনে যোগ-ভ্রষ্ট হইয়া যোগী সাংসারিক সুখ সিদ্ধির নিমিত্তে রাজার নিকটে আইলেন। রাজা যোগীকে দেখিয়া বহু মানপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন হে যোগি কিমর্থে আপনকার আমার নিকট আগমন। যোগী কহিলেন হে মহারাজ আমি অনেক কাল অবধি এই বনে তপস্যা করিতেছি অদ্য আমার আরাধিত দেবতা আমাকে সুপ্রসন্না হইয়া আজ্ঞা করিলেন যে তুমি শ্রীরাজা বিক্রমাদিত্যের নিকটে যাও তিনি তোমার সকল অভিলাষ পূর্ণ করিবেন এতদর্থে আমার আপনকার নিকটে আগমন। রাজা যোগীর এই কথা শ্রবণ করিয়া বুঝিলেন যে এ যোগী অনিশ্চিত শাস্ত্রার্থ যোগভ্রষ্ট সাংসারিক সুখার্থে আতুর হইয়াছেন। অতএব আর্ত্তের বাঞ্ছা পূরণ কর্ত্তব্য হয়। এই মনের মধ্যে বিচার করিয়া বড় এক নগরের মধ্যে উত্তম বাটী নির্ম্মাণ করিয়া যোগীকে দিলেন। এক শত নানালঙ্কারেতে ভূষিতা যুবতী স্ত্রী এক শত গ্রাম অনেক ধন দাস দাসী গো মহিষী হস্তী ঘোটক প্রভৃতি যোগীকে দিয়া আপনি যোগপাদুকাতে আরোহণ করিয়া আকাশ পথে বায়ুবেগে রাজধানীতে আইলেন। যোগী বাঞ্ছিত হইতে অধিক সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকিলেন। এই কথা পঞ্চমী পুত্তলিকা ভোজরাজকে কহিলেন হে ভোজরাজ তোমাতে যদি এতাদৃশ দানশক্তি থাকে তবে এই সিংহাসনে বসিবার যোগ্য হও। ভোজরাজ সে দিবস ফিরিয়া গেলেন।—

ইতি পঞ্চমী কথা।—

ষষ্ঠী পুত্তলিকার কথা।—

শ্রীভোজরাজ পুনশ্চ অন্য সময় নির্ণয় করিয়া অভিষেকের জন্যে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময় ষষ্ঠী পুত্তলিকা হাসিয়া কহিলেন শুন মহারাজ ভোজরাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য যে পরোপকারক হয় সে এই সিংহাসনে

বসিবার যোগ্য। ইহা শুনিয়া রাজা কহিলেন রাজা বিক্রমাদিত্যের উপকারকতা কি। পুত্তলিকা কহিলেন বিক্রম চরিত্রে মনোযোগ কর। অবন্তীপুরীতে রাজা বিক্রমাদিত্য সর্ব্ব দেশের আধিপত্য করেন রাজার অধিকারস্থ লোকেরা সর্ব্বদা স্ব স্ব বর্ণের আচার কদাচিৎ লঙ্ঘন করেন না নিরন্তর শাস্ত্র বিচার করেন অধর্ম্মে দৃষ্টি কদাচ করেন না পরোপকার করিতে সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকেন প্রাণান্তেও মিথ্যা বাক্য বলেন না আত্মশরীরকে অনিত্য করিয়া জানেন পরমাত্মার চিন্তা নিরন্তর করেন। ঐ পুরীতে ধনদত্ত নামা এক বণিক্ থাকেন সেই ধনদত্তের এত ধন যে তিনি আপনার ধনের পরিমাণ আপনি জানেন না যে২ সামগ্রী কোন নগরে নাহি তাহা ধনদত্তের গৃহে আছে। এক দিবস ধনদত্ত বিচার করিলেন পরলোকে উপকার হয় এমত পুণ্য করিলাম না আমার গতি কি হবে। এই বিবেচনা করিয়া নানা প্রকার অনেক দান ধর্ম্ম করিয়া তীর্থ দর্শন কারণ দেশান্তরে গেলেন। নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া সমুদ্রের মধ্যে এক দ্বীপে উপস্থিত হইলেন সেই স্থানে দেবতার এক মন্দির আছে মন্দিরের নিকট এক সরোবর থাকে সে সরোবরের চারি দিগে চারি ঘাট চন্দ্রকান্ত মণিতে খচিত আছে ঐ স্থানে এক পরম সুন্দরী স্ত্রী ও দিব্য সুন্দর এক পুরুষ থাকেন কিন্তু দুই জনের দুই মস্তক ছিন্ন২ হইয়া পৃথক্ আছে মস্তকের সমীপে এক প্রস্তরে কথকগুলি অক্ষর লেখা আছে যে উত্তম পুরুষ কেহ যদ্যপি আপনার মস্তক ছেদন করিয়া বলি দিবে তবে এই স্ত্রী পুরুষের জীবন্যাস হবে। এই সকল দেখিয়া ধনদত্তের আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল তৎপর ধনদত্ত তীর্থ দর্শন করিয়া আপন গৃহে আইলেন। এক দিবস ধনদত্ত কথা প্রসঙ্গে রাজার সমীপে এ সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। রাজা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন ধনদত্ত সেই স্থানে আমার সহিত চল কৌতুক দেখিব। এই পরামর্শ করিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য ধনদত্তকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থানে গেলেন গিয়া ধনদত্ত পূর্ব্ব যে সকল কহিয়াছিলেন সে সমস্ত রাজা আপনি সাক্ষাতে দেখিয়া বিচার করিলেন পরের যৎকিঞ্চিৎ উপকারের নিমিত্ত উত্তম লোকে প্রাণ পণ করে আমি প্রাণ দিলে ইহারা স্ত্রী পুরুষ দুইজনে জীবৎশরীর হইবে অতএব এ উত্তম কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য শরীরধারণে অবশ্য মৃত্যু আছে পরোপকার করিয়া মরিলে পরলোকেও উত্তম গতি হয়। ইহা জানিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য সরোবরে স্নান করিয়া দেবীর সাক্ষাতে আপন মস্তকচ্ছেদন করিতে উদ্যত ইতোমধ্যে দেবী প্রসন্না হইয়া রাজার হস্ত ধরিয়া কহিলেন হে রাজন্ তুমি উত্তম পুরুষ তোমাকে সন্তুষ্টা হইলাম বর প্রার্থনা কর। রাজা কহিলেন হে দেবি যদি প্রসন্না হইলা তবে এই দুই স্ত্রী পুরুষের প্রাণ দান করিয়া এই

দেশের রাজত্ব দেও। দেবী ইহা শুনিয়া কহিলেন হে বিক্রমাদিত্য তুমি উত্তম পুরুষ পরোপকারের নিমিত্তে আপনার প্রাণ ত্যাগ করিতে উদ্যত। ইহা কহিয়া দেবী ঐ স্ত্রী পুরুষের জীবন্যাস করিয়া এবং সে দেশের অধিকার দিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। নিদ্রিত লোক যেমন নিদ্রাভঙ্গ হইলে উঠে এই রূপ স্ত্রী পুরুষ দুইজন গাত্রোত্থান করিলেন দেবীর অনুগ্রহে স্ত্রী পুরুষ দুই জন সেই দেশে রাজা রাণী হইলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য আপন রাজধানীতে আইলেন। ষষ্ঠী পুত্তলিকা কহিল হে মহারাজ শুন মহারাজ বিক্রমাদিত্য এই রূপ পরোপকারক যদ্যপি এতাদৃশ পরোপকারতা তোমাতে থাকে তবে এ সিংহাসনে বসিবার যোগ্য হও। এইরূপ পরোপকারতা আপনাতে নাহি ইহা জানিয়া ভোজরাজ সে দিবস নিরস্ত হইলেন।—

ইতি ষষ্ঠী কথা সমাপ্তা।—

সপ্তমী পুত্তলিকার কথা।—

পুনর্ব্বার অপর এক দিবস অভিষেক কারণ ভোজরাজ সিংহাসনের পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হবামাত্রে সপ্তমী পুত্তলিকা কহিল শুন হে ভোজরাজ সে এই সিংহাসনে বসিতে পারে যে রাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য সর্ব্বপ্রাণীর সমান উপকার হয়। রাজা ইহা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে পুত্তলিকে রাজা বিক্রমাদিত্যের সর্ব্ব প্রাণীর উপকারকতা কি মত। পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ বিক্রম চরিত্র শুন।—

অবন্তীপুরীতে রাজা বিক্রমাদিত্য সাম্রাজ্য করেন এক দিবস রাজা সেবকেরদিগকে আজ্ঞা করিলেন তোমরা কোন দেশের কেমন চরিত্র জানিয়া আইস। ভৃত্যেরা আজ্ঞা পাইয়া নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া কাশ্মীর দেশে উপস্থিত হইল সেই দেশে ধনবান্ এক লোক অতি বৃহৎ এক সরোবর করিয়াছে তাহাতে জল থাকে না পরে এক দিবস আকাশবাণী হইল উত্তম পুরুষ কেহ যদ্যপি আপন শরীর বলি দেয় তবে এই পুষ্করিণীতে জল থাকিবে নতুবা জল হবে না। এই দিব্য বাক্য শুনিয়া যে ধনী ব্যক্তি দশ ভার সুবর্ণের এক পুরুষ করিয়া তড়াগের সমীপে রাখিল সেই স্থানে প্রস্তরে লিখিয়া রাখিল যে বলির জন্য আপন শরীর দিবে এই স্বর্ণপুরুষ তারে দিব অন্য২ দেশহইতে যে২ লোকেরা আইসে তাহারা নিজ শরীর বলি দিতে স্বীকার করে না। না পারিয়া ফিরিয়া যায়। রাজা বিক্রমাদিত্যের ভৃত্যেরা এই সকল দেখিয়া অবন্তী নগরে আসিয়া রাজার সাক্ষাতে নিবেদন করিল। রাজা এ সকল কথা শুনিয়া কৌতুকপ্রযুক্ত কাশ্মীর দেশে গেলেন

সন্ধ্যাকালে সরোবর নিকটে প্রচ্ছন্নরূপে গিয়া ইষ্টদেবতার ভাবনা করিলেন। তৎপরে অর্দ্ধরাত্রেতে রাজা বিক্রমাদিত্য কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন হে দেবতা সকল আমি বিনয়পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি নরবলির রক্ত পান করিয়া যে দেবতার তৃপ্তি হয় সে দেবতা আমার রুধির পান করিয়া তুষ্টা হন। ইহা কহিয়া আপনার মস্তকচ্ছেদন করিলেন। দেবতা তৎক্ষণে মস্তক শরীরে দিয়া রাজাকে বাঁচাইলেন। এবং কহিলেন হে রাজন্ তোমাকে প্রসন্না হইলাম বর যাচ্ঞা কর। রাজা বলিলেন হে দেবি যদি আমাকে তুষ্টা হইলা তবে সকল প্রাণীর উপকারের জন্যে এই সরোবর জলে সম্পূর্ণ কর। দেবতা কহিলেন হে বিক্রমাদিত্য তোমার অতিশয় ধার্ম্মিকতা তোমাকে অনুগ্রহ করিলাম ইহা বলিয়া প্রত্যক্ষ হইলেন রাজা নিজ দেশে আইলেন। কাশ্মীর দেশের লোকেরা প্রাতঃকালে জলপূর্ণ সরোবর দেখিয়া বিস্মিত হইল। সপ্তমী পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ রাজা বিক্রমাদিত্য এই রূপ সর্ব্বপ্রাণীর উপকারক এমত গুণ যদ্যপি তোমার থাকে তবে এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত বট। ইহা শুনিয়া সে দিবস ভোজরাজ এতাদৃশ সর্ব্ব প্রাণী হিতাচার আপনাতে নাহি বুঝিয়া বিমনস্ক হইলেন।—

ইতি সপ্তমী কথা সমাপ্তা।—

অষ্টমী পুত্তলিকার কথা।—

তারপর এক দিবস শ্রীভোজরাজ সকল অভিষেক সামগ্রী লইয়া সিংহাসনের নিকটে উপস্থিত হইলেন। ইত্যবসরে অষ্টমী পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ শুন শ্রীবিক্রমাদিত্যের ন্যায় যে পরবাঞ্ছাপূরক সেই এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত। ইহা শুনিয়া রাজা কহিলেন রাজা বিক্রমাদিত্য কেমন পরবাঞ্ছাপূরক ছিলেন। পুত্তলিকা বলিলেন হে রাজন্ শুন অবন্তীপুরে শ্রীবিক্রমাদিত্য সাম্রাজ্য করেন। ঐ পুরে ত্রিপুরাকর নামে রাজপুরোহিত বাস করেন তাঁহার পুত্র কমলাকর নামে তিনি অত্যন্ত মূর্খ। ত্রিপুরাকর আপন পুত্রকে মূর্খ দেখিয়া সর্ব্বদা ভাবিত থাকেন এক দিবস আপন পুত্রকে নিকটে বসাইয়া অনুযোগ করিতে লাগিলেন। হে পুত্র শুন সংসার জীব মনুষ্যজন্ম অনেক পুণ্যের ফলে পায়। জীব মনুষ্যশরীর পাইয়া যদি বিদ্যা উপার্জ্জন করেন তবে মনুষ্যজন্ম সার্থক নতুবা সে মনুষ্যরূপী পশু বিবেচনা করিয়া আপন মনে বুঝ শয়ন আসন ভোজন-প্রভৃতি ব্যবহার মনুষ্যের পশুর অবিশেষ তবে পশুহইতে মনুষ্যের এই তারতম্য যে পশুর বিদ্যা হয় না মনুষ্যের বিদ্যা হয় ইহাতে যে মনুষ্যের বিদ্যা না হইল সে

পশু কেন নয় আর দেখ রাজত্বহইতে পাণ্ডিত্য বড় কেননা রাজার স্বদেশে যাদৃশী মর্য্যাদা পরদেশে তাদৃশী নয় পণ্ডিতের স্বদেশে পরদেশে তুল্য মর্য্যাদা। আর দেখ যত ধন সংসারের মধ্যে আছে সকল ধনহইতে বিদ্যা উপাদেয় ধন অন্য ধনের চোর অগ্নি রাজাদি ভীতি আছে বিদ্যাধনের সে ভয় নাই এবং আর ধন সকলে ব্যয় করিলে ক্ষীণ হয় বিদ্যাধনের ব্যয়েতে বৃদ্ধি হয় এবং অন্য ধন সর্ব্বদা সঙ্গে থাকে না বিদ্যাধন সর্ব্বদা সঙ্গে থাকেন। আর দেখ যত ভূষণ আছেন সকলহইতে বিদ্যা বড় ভূষণ কেননা অন্য অলঙ্কার বাল্য যৌবন অবস্থাতেই শোভা পান জরাবস্থাতে শোভা পান না বিদ্যা সর্ব্বাবস্থাতে শোভা পান। হে পুত্র এ বিদ্যা তুমি উপার্জ্জন করিলা না অতএব তোমার জীবন মরণ তুল্য ফল বিবেচনা করিয়া বুঝ পুত্র না হওন ও হইয়া মরা ও বাঁচিয়া থাকিয়া মূর্খ হওয়া এ তিনের মধ্যে বরঞ্চ না হওয়া ও হইয়া মরা ভাল। মূর্খ হইয়া জীবদ্দশাতে থাকা কদাচ ভাল নয় যেহেতুক পুত্র না হইলে আপনার অদৃষ্ট ভাবিয়া লোক নিরস্ত থাকে। হইয়া মরিলে বড় মাসেক দুমাস লোক শোক করে। মূর্খ পুত্র পিতা মাতার সর্ব্বদা দুঃখের নিমিত্ত হয়। অতএব বলি মূর্খ পুত্রের মরণই ভাল। কমলাকর পিতার এই সকল বাক্য শুনিয়া বিদ্যা উপায় করিতে বিদেশে প্রস্থান করিলেন অনেক দিবসে কাশ্মীর দেশে উপস্থিত হইলেন সে দেশে চন্দ্রমৌলি নামে সর্ব্ব শাস্ত্রে পণ্ডিত এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। কমলাকর বিদ্যার নিমিত্ত সেই ব্রাহ্মণের উপাসনা করিতে লাগিলেন। চন্দ্রমৌলি ব্রাহ্মণ কমলাকরের শুশ্রূষাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া সরস্বতীর সিদ্ধ মন্ত্র দিলেন। কমলাকর সিদ্ধ মন্ত্রপ্রভাবে অষ্টাদশ বিদ্যাতে পণ্ডিত হইলেন। তাহার পর কমলাকর কাঞ্চীপুরীতে গেলেন কাঞ্চীপুরীতে এক বাটীর মধ্যে নরমোহিনী নামে এক কন্যা থাকেন সে বাটীতে আর কেহ থাকে না সর্ব্বদা দ্বার মুক্ত থাকে সে বাটীর কর্ত্তা দুর্জ্জয় নামে এক রাক্ষস সে রাত্রিযোগে বাটী আইসে যে কেহ বিদেশী সে বাটীর মধ্যে যায় সে ঐ কন্যাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া থাকে রাত্রিযোগে রাক্ষস আসিয়া তাহাকে ভক্ষণ করে এই রূপে অনেক পথিক তথাতে মরিয়াছে। কমলাকর এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া স্বদেশে আসিয়া এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্যের নিকট এ সকল বৃত্তান্ত কহিলেন আর কহিলেন হে মহারাজ এ পদ্মিনী স্ত্রীকে আমাকে দেও। রাজা তাহা স্বীকার করিয়া কমলাকরকে সঙ্গে লইয়া কাঞ্চীপুরে নরমোহিনী কন্যার নিকটে উপস্থিত হইলেন। রাজার সে কন্যা দেখাতে কিছুমাত্র মোহ হইল না। রাজা অত্যন্ত ধৈর্য্যশালী জিতেন্দ্রিয়। তারপর রাক্ষস নিশাতে রাজাকে খাইতে উদ্যত হবামাত্রে রাজা খড়্গ চর্ম্ম হস্তে লইয়া যুদ্ধার্থে উদ্যুক্ত হইলেন তদন্তর রাজা ঐ

রাক্ষসের সহিত নানা প্রকার যুদ্ধ করিয়া তাহাকে নষ্ট করিলেন রাক্ষস নষ্ট হবাতে নরমোহিনী কন্যা সন্তুষ্টা হইয়া রাজার অনেক প্রশংসা করিলেন হে রাজন্ তুমি আমাকে রাক্ষসহইতে ত্রাণ করিয়া প্রাণদান দিলা অতএব আমি তোমার শরণাপন্না হইলাম। রাজা কন্যার এই কথা শুনিয়া কহিলেন হে কন্যে তুমি যদি নিতান্ত আমার শরণাপন্না হইলা তবে আমি যাহা বলি তাহা প্রতিপালন কর। এই যে কমলাকর ইনি বড় পণ্ডিত আমার অতিশয় প্রিয় ইহাকে তুমি পতিভাবে ভজ। রাজার এই কথাতে কন্যা সম্মতি করিলেন। এইরূপে শ্রীবিক্রমাদিত্য কমলাকরকে পদ্মিনী কন্যাকে দিয়া আপন রাজধানীতে আইলেন কমলাকর পদ্মিনী কন্যাকে লইয়া আপন বাটীতে গেলেন। অষ্টমী পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ রাজা বিক্রমাদিত্য যে রূপ পরবাঞ্ছা-পূরক তাহা শুনিলা যদ্যপি এতাদৃশ পরবাঞ্ছাপূরকতা তোমাতে থাকে তবে এ সিংহাসনে বসিবার যোগ্য হও। ভোজরাজ এ কথা শুনিয়া সে দিবস অধোমুখ হইয়া গেলেন।—

ইতি অষ্টমী কথা সমাপ্তা।—

নবমী পুত্তলিকার কথা।—

ভোজ রাজা পুনর্ব্বার এক দিবস নিরূপণ করিয়া অভিষেক কারণ সিংহাসনে বসিবার উপক্রম করিতেছেন। ইতোমধ্যে নবমী পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ শুন রাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য মহত্ত্ব যার থাকে সে এই ভদ্রাসনে বসিতে পারে। ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন হে পুত্তলিকে রাজা বিক্রমাদিত্যের মহত্ত্ব কিরূপ। পুত্তলিকা কহিলেন ভোজরাজ শুন অবন্তীপুরীতে শ্রীবিক্রমাদিত্য রাজ্য করেন ঐ নগরীতে এক যোগী আসিয়া উদ্যানের মধ্যে থাকিলেন সে যোগী সর্ব্বজ্ঞ এবং বাক্‌সিদ্ধ নিরাকাঙ্ক্ষ পরম বৈরাগ্যযুক্ত যাহাকে যাহা বলেন তাহার তাহাই সিদ্ধ হয়। যোগীর এই সকল বৃত্তান্ত রাজা লোকের প্রমুখাৎ শুনিয়া যোগীকে আসিবার কারণ সভাসৎ পণ্ডিতেরদিগকে পাঠাইলেন। যোগী পণ্ডিতের প্রমুখাৎ রাজার আহ্বান শুনিয়া আইলেন না কহিলেন আমার রাজার নিকট গিয়া প্রয়োজন কি যে পুরুষ নিষ্কাম সে তৃণের ন্যায় অপূর্ব্ব সুন্দরী স্ত্রীকে দেখে যে নিষ্পাপ সে তৃণতুল্য যমকে জানে যে নির্লোভ সে রাজ্যৈশ্বর্য্যকে তৃণপ্রায় জানে যে নিষ্প্রয়োজন সে রাজাকে তৃণ সমান মানে। যোগীর এই সকল কথা পণ্ডিতেরা শুনিয়া রাজার সাক্ষাতে আসিয়া কহিলেন। রাজা শুনিয়া বুঝিলেন যোগী

ভাল বটে। লোক রাজার নিকটে আসিতে প্রার্থনা করে আমি ডাকিয়া পাঠাইলাম তথাপি আইলেন না অতএব বুঝিলাম এ যোগী নিতান্ত নিস্পৃহ বটেন। রাজা এই বিচার করিয়া আপনি যোগীর নিকটে আইলেন যোগী রাজার রাজচিহ্ন ও মহাপুরুষ লক্ষণ দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে দিব্য এক ফল দিলেন। এবং সে ফলের প্রভাব কহিলেন যে এ ফল খায় সে অজর অমর নীরোগ হইয়া থাকে। রাজা যে ফল পাইয়া আপন বাটীতে আসিতেছেন ইতিমধ্যে পথে এক ব্যক্তিকে অত্যন্ত রোগার্ত্ত দেখিয়া তাহার প্রতি দয়া করিয়া সে ফল দিলেন। নবমী পুত্তলিকা ভোজরাজকে কহিলেন তোমাতে যদি এ সকল গুণ থাকে তবে এ সিংহাসনে বসিবার যোগ্য হও। ভোজরাজ আপনার এত গুণ নাহি বুঝিয়া সে দিবস পরাঙ্মুখ হইয়া আইলেন।—

ইতি নবমী সমাপ্তা —

দশমী পুত্তলিকার কথা।—

তৎপরে অন্য এক মুহূর্ত্তে অভিষেক কারণ শ্রীভোজরাজ সিংহাসনসমীপে আইলেন। দশমী পুত্তলিকা ভোজরাজকে দেখিয়া উপহাস কহিলেন হে ভোজরাজ তুমি এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত নহ। শ্রীবিক্রমাদিত্যের সদৃশ যে রাজা সে এ সিংহাসনে বসিতে পারে। ভোজরাজ কহিলেন রাজা বিক্রমাদিত্য কীদৃক্ ছিলেন। দশমী পুত্তলিকা শুনিয়া কহিলেন হে ভোজরাজ শুন শ্রীবিক্রমাদিত্য যে রূপ গুণবান্ ছিলেন তাহা কহি।

এক দিন শ্রীবিক্রমাদিত্য ভূমণ্ডল অবলোকন কারণ যোগপাদুকা আরোহণ করিয়া চলিলেন নানা দেশ ভ্রমণ করিতে২ এক স্থানে পর্ব্বতে অতি বড় গহ্বরের মধ্যে এক অপূর্ব্ব মনোহর বৃক্ষ দেখিয়া সে বৃক্ষের তলে গিয়া বসিলেন। তারপর সে বৃক্ষের উপরে চিরজীবী নামে এক পক্ষী থাকেন সেই পক্ষীর পরিবারগণ নানা দেশে আহার প্রচারণ করিয়া সন্ধ্যা সময়ে ঐ বৃক্ষের উপরে আসিয়া পক্ষীরা পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে এক পক্ষী কহিলেন আজি আমার অতি বড় দুঃখ হইয়াছে। পক্ষী সকল ঐ পক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন তোমার কি দুঃখ। পক্ষী কহিলেন তোমরা আমার অন্তঃকরণের দুঃখের বৃত্তান্ত মনোযোগ করিয়া শুন সমুদ্রের মধ্যে এক দ্বীপ আছে সেই দ্বীপের রাজা এক রাক্ষস প্রজা মনুষ্য লোকেরা। এক দিবস ঐ রাক্ষস সকল মনুষ্য খাইতে উদ্যত হইল এই ভয়প্রযুক্ত সকল প্রজাতে পরামর্শ

করিয়া কহিলেন হে রাক্ষস তুমি আমারদের রাজা আমরা তোমার প্রজা প্রজাপালন রাজধর্ম্ম তুমি রাজা হইয়া প্রজারদিগকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হও এমত উপযুক্ত নহে আমরা তোমার আহার কারণ প্রতিদিন এক এক মনুষ্য পর্য্যায়ানুসারে দিব। রাক্ষস সেই অবধি প্রত্যহ এক২ মনুষ্য আহার করিয়া সন্তুষ্ট থাকে প্রজারদিগের অধিক উপদ্রব করে না। আমি আজি সেই দেশে চরণে গিয়াছিলাম সেই স্থানে আমার এক মিত্র আছে তাহার এক পুত্র আমার মিত্রকে অদ্য এক মনুষ্য দিতে হইবে অতএব আমার মিত্রপুত্রকে রাক্ষসে ভক্ষণ করিবে এই নিমিত্তে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। রাজা বিক্রমাদিত্য বৃক্ষের তলে থাকিয়া পক্ষীর কথা শুনিয়া যোগপাদুকাতে আরোহণ করিয়া রাক্ষস রাজার দেশে গিয়া যে স্থানে রাক্ষস ভক্ষণ করে সেই স্থানে পক্ষীর মিত্রপুত্র আপন শরীর রাক্ষসকে ভক্ষণ করিতে দিবার কারণ মরণভয়ে অত্যন্ত কাতর হইয়া বসিয়াছেন। রাজা বিক্রমাদিত্য ঐ স্থানে গেলেন কহিলেন হে বালক তুমি নিজ গৃহে যাও আমি তোমার হইয়া নিজ শরীর রাক্ষসকে ভক্ষণ করিতে দিব। বালক কহিলেন তুমি পুণ্যাত্মা কে আমাকে পরিচয় দেহ। রাজা কহিলেন আমার পরিচয়ে তোমার কি প্রয়োজন। বালক বিক্রমাদিত্যের এই কথা শুনিয়া আনন্দিত হইয়া আপন গৃহে গেলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য রাক্ষসের আহার স্থানে হাস্যবদনে নির্ভয় হইয়া বসিয়া থাকিলেন। রাক্ষস আহারের কালে সেই স্থলে আসিয়া উত্তম পুরুষ দেখিয়া কহিলেন হে মনুষ্য তোমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল ইহাতে ভয় না করিয়া হাস্য করিতেছ তুমি কে আমাকে পরিচয় দেহ। বিক্রমাদিত্য কহিলেন আমি তোমার আহারের কারণ আসিয়াছি পরিচয়ে কি প্রয়োজন আমাকে ভক্ষণ কর। রাক্ষস তুষ্ট হইয়া কহিল হে উত্তম পুরুষ তুমি বড়ই পুণ্যাত্মা আমি তোমাকে তুষ্ট হইলাম। তোমার যে অভিলসিত থাকে তাহা যাচ্ঞা কর। রাজা কহিলেন যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইলা তবে অদ্য অবধি প্রজার হিংসা করিবা না। অনন্তর রাক্ষস তথাস্তু বলিয়া রাজার বাক্য স্বীকার করিলেন রাজা যোগ-পাদুকাকে আরোহণ করিয়া নিজ রাজধানীতে আইলেন। সেই অবধি রাক্ষসের প্রজা লোকেরা সুস্থ হইয়া থাকিল। দশমী পুত্তলিকা এই কথা রাজাকে শুনাইয়া কহিলেন ঈদৃশ পরোপকারতা তোমার যদি থাকে তবে এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত হও। ইহা শুনিয়া ভোজরাজ তদ্দিবসে নিরস্ত হইলেন।—

ইতি দশমী কথা সমাপ্তা।—

একাদশী পুত্তলিকার কথা।—

পুনর্ব্বার অপর দিবস ভোজরাজ অভিষেক নিমিত্তে সিংহাসনে বসিবার কারণ সিংহাসনের নিকট উপস্থিত হইলেন। এতন্মধ্যে একাদশী পুত্তলিকা কহিলেন ভোজরাজ শুন এ সিংহাসনে বসিতে সেই পারে রাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য মহত্ত্ব যার থাকে। ভোজরাজ কহিলেন হে পুত্তলিকে রাজা বিক্রমাদিত্যের কি রূপ মহত্ত্ব। পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ শুন রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজ্যে ভদ্রসেন নামে এক মহাজন ছিলেন ঐ মহাজন অনেক ধন রাখিয়া মৃত হইলে তৎপুত্র পুরন্দর নামে সে সকল ধন অপব্যয় করিয়া নষ্ট করিতে লাগিলেন প্রতিবাসিলোকেরদের নিবারণ মানেন না। পুরন্দরের পিতার মিত্র এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ এক দিবস পুরন্দরের নিকট আসিয়া কহিলেন হে মিত্রপুত্র যে ধন নানা যত্নে রক্ষা করিলেও স্থির হইয়া থাকে না সে ধন অনায়াসে তুমি অযথার্থ ব্যয় করিতেছ। পুরুষের মহত্ত্ব ধন থাকিলেই হয় এই ধনকে শাস্ত্রে লক্ষ্মী করিয়া বলে বিষ্ণু লক্ষ্মীর স্বামী হইয়া তিন লোকের অধিপতি হইয়াছেন। এই লক্ষ্মী সমুদ্রহইতে উৎপন্না হইয়াছেন অতএব সমুদ্রের নাম রত্নাকর এই লক্ষ্মীর গর্ব্ভে কন্দর্প জন্মিয়াছেন এইপ্রযুক্ত ব্রহ্মাদি দেবতার উপরে কন্দর্প দর্প করেন। অতএব বিবেচনা করিয়া বুঝ পুরুষের মহত্ত্ব দর্প যে কিছু সকল লক্ষ্মীর প্রসাদে হয়। অতএব কহি এ রূপ যে ধন লক্ষ্মী তাহার অপব্যয় উপযুক্ত নয়। ব্রাহ্মণের এ কথা শুনিয়া পুরন্দর কহিল হে ব্রাহ্মণ শুন অবশ্য ভাবিতব্য যত্ন ব্যতিরেকেও হয় নারিকেল ফলের জলের ন্যায় এবং অবশ্য গন্তব্য যে বস্তু সে যখন যায় কি রূপে যায় তাহা নিশ্চয় করিতে কেহ পারে না গজভুক্ত কপিত্থ ফলের শস্যের ন্যায়। অতএব ধনকে যত্ন করিয়া রাখিলে কি হবে। এই রূপ ব্রাহ্মণের কথা না মানিয়া দিনে২ অপব্যয় করিয়া কিছু কালের পর পুরন্দর অত্যন্ত নির্দ্ধন হইল যখন যাহার নিকটে যায় কেহ আদর করে না। এই রূপ সর্ব্বত্র অমর্য্যাদা হওয়াতে পুরন্দর অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া মনে বিচার করিলেন ব্যাঘ্রাদি হিংস্রক জন্তুর বাস যে বনে তাদৃশ বনে বাস বৃক্ষমূল গৃহ পত্র ফল আহার বৃক্ষের বল্কল পরিধান তৃণ শয্যা এ সকল ধনহীন লোকের বরং ভাল তথাপি ধনগর্ব্বিত বন্ধুরদের নিকটে বাস কখন ভাল নয়। এই রূপ নানা প্রকার মনের মধ্যে চিন্তা করিয়া পুরন্দর দেশান্তর প্রস্থান করিলেন। নানা দেশ ভ্রমণ করিতে২ মলয় পর্ব্বতের নিকটে পীতপুর নামে পুরীতে উপস্থিত হইলেন। সেই পুরীতে রাত্রিতে এক স্ত্রীর করুণস্বরে রোদন শুনিলেন। অনন্তর প্রাতঃকাল হইলে

তৎপুরীস্থ লোকেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন কল্য রাত্রিতে তোমারদের নগরেতে কোন স্ত্রীলোক রোদন করিতেছিল। গ্রামস্থ লোকেরা কহিলেন আমরাও এই রূপ প্রত্যহ রাত্রিকালে এক স্ত্রীলোকের রোদন শুনি কিন্তু সে কোন স্ত্রীলোক রোদন করে ইহা জানি না আমরা সকলে এই রোদন শুনিয়া অনিষ্ট শঙ্কা প্রযুক্ত সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকি। অনন্তর পুরন্দর কিছু দিনের পর স্বদেশে আসিয়া রাজা বিক্রমাদিত্যকে ঐ সকল বৃত্তান্ত কহিলেন। রাজা শুনিয়া কৌতুকাবিষ্টচিত্ত হইয়া ঐ স্ত্রীলোকের রোদনের বিশেষ জানিবার কারণ যোগপাদুকারোহণ করিয়া পুরন্দরকে সঙ্গে লইয়া পীঠপুরে আইলেন। তৎপরে তথা আসিয়া অনুসন্ধান করিতে২ ঐ নগরের কিঞ্চিৎ দূরে এক নিবিড় বন ছিল সেই বনেতে ঐ স্ত্রীলোকের রোদনে অনুসন্ধান পাইলেন। অনন্তর খড়্গহস্ত হইয়া যে সময় ঐ স্ত্রীলোক রোদন করিল তৎকালে ঐ বনের মধ্যে স্ত্রীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। তথা গিয়া দেখিলেন যে এক অত্যন্ত ভয়ঙ্করমূর্ত্তি রাক্ষস এক অপূর্ব্ব সুন্দরী যুবতী স্ত্রীকে দয়ারহিত হইয়া করাঘাতে তাড়না করিতেছে। রাজা বিক্রমাদিত্য ইহা দেখিয়া অতিশয় করুণাযুক্ত হইয়া রাক্ষসকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন রে রে দুষ্ট রাক্ষস অবলা স্ত্রীলোকের তাড়না করিয়া কি তোর পুরুষার্থ হইতেছে যদি তোর সামর্থ্য থাকে আয় আমার সহিত যুদ্ধ কর। রাজার এই স্পর্দ্ধাবাক্য শুনিয়া রাক্ষস অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল কিঞ্চিৎ কাল রাজা রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিয়া খড়্গে রাক্ষসের মস্তক ছেদন করিয়া নষ্ট করিলেন। অনন্তর ঐ স্ত্রী মৃত ব্যক্তি প্রাণ পাইলে যেমন সন্তুষ্ট হয় তদ্বৎ সন্তুষ্টা হইয়া রাজার সাক্ষাতে আসিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া রাজাকে স্তব করিলেন হে মহারাজাধিরাজ সাত্বিক স্বভাব গরুড় সর্পকে নষ্ট করিয়া যেমত সর্পমুখপতিত ভেকীর প্রাণদান দেন তদ্বৎ আপনি রাক্ষসকে নষ্ট করিয়া আমার প্রাণ দান দিলেন। আমি ইহার প্রত্যুপকার তোমার কি করিব আমি নিঃসন্তান যদি সন্তান থাকিত তবে ভৃত্য করিয়া দিতাম। এইরূপ বিনয় বাক্য বলিয়া রাজার পদতলে পড়িলেন। অনন্তর উঠিয়া রাজাকে কহিলেন আজি অবধি আপনি আমাকে আত্মদাসী ন্যায় জানুন নব শত স্বর্ণ কলস পূরিত সুবর্ণ আমার আছে সে সকল ধন আপনি আপনার জানুন। রাজা এই রূপ স্ত্রীর বিনয় বাক্য শুনিয়া তাহার বাক্য স্বীকার করিয়া ও স্ত্রীর যত ধন সে সকল ধন এবং ঐ স্ত্রীকেও পুরন্দরকে দিয়া ঐ স্থানে পুরন্দরকে স্থাপিত করিয়া যোগপাদুকা আরোহণ করিয়া স্বস্থানে আইলেন। এই কথা একাদশী পুত্তলিকা ভোজরাজকে শুনাইয়া কহিলেন হে ভোজরাজ শুনিলা রাজা বিক্রমাদিত্যের পুরুষার্থ যদি তোমাতে এতাদৃশ পুরুষার্থ থাকে তবে

আইস এ সিংহাসনে বইস। ভোজরাজ এই বাক্য শুনিয়া তদ্দিবসে ক্ষান্ত হইলেন।—

ইতি একাদশী কথা সমাপ্তা।—

দ্বাদশী পুত্তলিকার কথা।—

অপর দিবস শ্রীভোজরাজ সিংহাসনে বসিবার কারণ সিংহাসনের নিকটে উপস্থিত হবামাত্রে দ্বাদশ পুত্তলিকা রাজাকে কহিলেন হে ভোজরাজ এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত সেই যে রাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য উদার হয়। ভোজরাজ কহিলেন রাজা বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য কীদৃক্। পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ শুন এক দিবস রাজ্যাবলোকন কারণ যোগপাদুকারোহণ করিয়া নানা দেশ ভ্রমণ করিতে২ এক স্থানে দেখিলেন নদীতীরে দেবালয়সমীপে পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্র বিচার করিতেছেন। বিক্রমাদিত্য শাস্ত্র বিচার শ্রবণের নিমিত্তে তাহারদের নিকটে গেলেন সে স্থানে গিয়া শুনিলেন পণ্ডিতেরা প্রৌঢ়িবাদে আপন২ পক্ষ স্থাপন কারণ শাস্ত্র যুক্তি অনুভব বিরুদ্ধ কুবিচার করিতেছেন। ইহা শুনিয়া রাজা কহিলেন হে পণ্ডিতেরা শুন শাস্ত্রের যথার্থ নিরূপণ পণ্ডিতের কর্ম যথার্থাপলাপ করিয়া স্বপক্ষ স্থাপন পাণ্ডিত্য নয় যে পণ্ডিত হইয়া স্বপক্ষ স্থাপন নিমিত্তে দুরাগ্রহ করিয়া শাস্ত্রের প্রকৃতার্থ লোপ করে সে আপনি নষ্ট হয় এবং আত্মশিষ্যবর্গকেও নষ্ট করে। পণ্ডিতেরা রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আপন মনে২ বুঝিলেন শাস্ত্রের যথাথ অযথার্থ পণ্ডিত বুঝিতে পারে আমরা যে শাস্ত্রের অযথার্থ কহিয়াছি তাহা ইনি বুঝিয়াছেন অতএব বুঝি ইনি উত্তম পণ্ডিত হবেন। এই রূপ বাক্য পরস্পর কহিয়া সকলে লজ্জিত হইয়া বিচারহইতে নিবৃত্ত হইলেন। ইত্যবসরে ঐ নদীর তীরে এক উত্তম রূপবান পুরুষ আসিয়া ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়া তথাতে যে২ লোক ছিলেন সকলকে কহিলেন তোমরা শীঘ্র আইস দেখ আমার কি হইল। এ বাক্য শুনিয়া সে স্থানে যে সকল লোক ছিল তাহারা কেহ নিকটে গেল না। ইহা দেখিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য করুণাবিষ্টচিত্ত হইয়া তাহার নিকটে গিয়া নিতান্ত আত্মীয় লোকের প্রায় ব্যবহার করিলেন ইহাতে ঐ পুরুষ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে কহিলেন হে সাত্ত্বিক তুমি আমার পরম বন্ধু সেই বন্ধু যে বিপত্তি কালে উপকার করে অতএব আমার স্থানে মূলিকা নামে এক দিব্য দ্রব্য আছে ইহা তোমাকে দি তুমি গ্রহণ কর এ দ্রব্যের নিকট যখন যাহা চাহিবা তৎক্ষণে তাহা

পাইবা ইহা রাজাকে কহিয়া ঐ মূলিকা রাজাকে দিয়া সে পুরুষ প্রাণত্যাগ করিলেন। অনন্তর এক দরিদ্র ভিক্ষুক রাজার নিকটে আসিয়া ভিক্ষা করিল হে মহারাজ তুমি বড় দাতা আমার দরিদ্রতা যাহাতে না থাকে এমত ভিক্ষা দেহ। ভিক্ষুকের প্রার্থনা মাত্রে ঐ মূলিকা ভিক্ষুককে দিয়া যোগপাদুকারোহণ করিয়া স্বনগরী গমন করিলেন। এই কথা দ্বাদশী পুত্তলিকা ভোজরাজকে কহিলেন। হে ভোজরাজ তুমি যদি এ রূপ দয়ালু ও দাতা হও তবে এ সিংহাসনে বসিতে পার। ইহা শুনিয়া ভোজরাজ ক্ষান্ত হইলেন।—

ইতি দ্বাদশী পুত্তলিকার কথা সমাপ্তা।—

ত্রয়োদশী পুত্তলিকার কথা।—

পুনর্ব্বার অপর দিবস ভোজরাজ অভিষেক কারণ সিংহাসনসমীপে উপস্থিত হইলেন। ইত্যবসরে ত্রয়োদশী পুত্তলিকা হাস্য করিয়া কহিলেন হে ভোজরাজ এ সিংহাসনে সেই বসিবার যোগ্য হয় রাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য মহত্ত্ব যাহার হয়। ভোজরাজ এই কথা শুনিয়া কহিলেন হে পুত্তলিকে রাজা বিক্রমাদিত্যের মহত্ত্ব কি রূপ। পুত্তলিকা কহিলেন রাজা বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য সাবধানপূর্ব্বক শুন এক দিবস রাজা কৌতুকপ্রযুক্ত যোগপাদুকারোহণ করিয়া নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া এক নগরের নিকট বনে উপস্থিত হইলেন ঐ বনে এক প্রাসাদের মধ্যে এক সিদ্ধপুরুষ আছেন রাজা বিক্রমাদিত্য সিদ্ধপুরুষকে দেখিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। সিদ্ধপুরুষ কহিলেন হে রাজা বিক্রমাদিত্য কি নিমিত্তে আইলা। রাজা কহিলেন হে যোগি আমি বিক্রমাদিত্য আপনি কি রূপে জানিলেন। সিদ্ধপুরুষ কহিলেন পূর্ব্বে তোমাকে আমি অবন্তী নগরে রাজসিংহাসনে দেখিয়াছি তুমি রাজ্যত্যাগ করিয়া দেশান্তর ভ্রমণ করিতেছ এ ভাল নহে স্বদেশে থাকিয়া সর্ব্বদা রাজ্য চিন্তা করিলেই রাজলক্ষ্মী থাকেন অতএব অন্য দেশ ভ্রমণ রাজার উচিত নহে রাজা বিদেশস্থ হইলে শত্রুপক্ষেরা রাজ্য লইয়া ভোগ করিতে চেষ্টা পায়। ইহা শুনিয়া বিক্রমাদিত্য কহিলেন হে যোগি যে বিষয় অবশ্য হয় তাহার প্রতিকার নাই যদি তাহার প্রতিকার থাকিত তবে নল রাজা প্রভৃতি দুঃখ পাইতেন না অতএব সমস্তই অদৃষ্টায়ত্ত ইহাতে আমার কি চিন্তা অপর পূর্ব্ব বৃত্তান্ত এক নিবেদন করি। পদ্মিনীষৎ নামে এক পুরী থাকে তাহার রাজার নাম জয়শেখর কিছু দিনের পর ঐ রাজার পাত্র মন্ত্রী জ্ঞাতি বন্ধুবর্গ ঐক্য হইয়া দেশ হইতে রাজাকে পট্টরাণীর সহিত দূর করিয়া দিলেন। রাজা পট্টরাজ্ঞীর সহিত পাদচারে নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া

এক নগরের মধ্যে বৃক্ষতলে রাত্রিকালে শয়ন করিয়া থাকিলেন ঐ বৃক্ষেতে পঞ্চ জন যক্ষ থাকে তাহারা পরস্পর কথোপকথন করিতেছেন। এক যক্ষ কহিলেন এই নগরের রাজা কল্য প্রাতঃকালে প্রাণত্যাগ করিবেন ইনি অপুত্রক এ নগরের রাজা কে হইবে। আর এক যক্ষ উত্তর করিলেন এই বৃক্ষের তলে যিনি শয়ন করিয়া আছেন তিনি রাজা হইবেন। রাজা বৃক্ষের তলে থাকিয়া এ সকল কথা শুনিলেন প্রাতঃকালে রাজা স্ত্রী সমভ্যাহারে নগরের মধ্যে বাসস্থান করিয়া থাকিলেন। সেই নগরের রাজা ঐ দিবস প্রাণ ত্যাগ করিলেন। মন্ত্রিবর্গেরা রাজ্য প্রতিপালন কারণ প্রধান হস্তীকে লইয়া রাজার উপযুক্ত পুরুষ অন্বেষণ করিতেছেন। ইত্যবসরে প্রধান হস্তী জয়শেখর রাজাকে আপন উপরে আরোহণ করাইয়া রাজসিংহাসনের নিকট আনিলেন অপর মন্ত্রিবর্গেরা অভিষেক করিলেন। রাজা জয়শেখর সস্ত্রীক অভিষিক্ত হইয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য করেন। কিছু দিন পরে সীমান্ত রাজা সকল ঐক্য হইয়া জয়শেখর রাজার নগর রোধ করিল তৎকালে রাজা পট্টমহিষীর সহিত অক্ষক্রীড়া করেন রাজ্য চিন্তা করেন না। অনন্তর রাজ্ঞী কহিলেন হে মহারাজ শত্রুরাজগণের চক্রে বুঝি তোমার এ দেশ না থাকিবে অতএব আপনকার হিতৈষিণী হইয়া স্মরণার্থ আমি কহি যে রাজা ব্যসনাসক্ত হন তাহার ধন বুদ্ধি সামর্থ্য সহায় থাকিতেও রাজ্য নষ্ট হয়। তাহার ব্যসন অষ্টাদশ প্রকার হয় তাহার মধ্যে কামপ্রযুক্ত দশ প্রকার ব্যসন হয় ক্রোধপ্রযুক্ত আট প্রকার ব্যসন হয় এই সমুদায় অষ্টাদশ প্রকার ব্যসন হয় অতএব রাজার কাম ক্রোধ সর্ব্বদা ত্যজ্য। কামজ দশ প্রকারের এই বিবরণ মৃগয়াতে আসক্তি এক দ্যূতক্রীড়াসক্তি দ্বিতীয় দিবা-নিদ্রা তৃতীয় সর্ব্বদা পরাপবাদকরণ চতুর্থ স্ত্রৈণতা পঞ্চম অহঙ্কার ষষ্ঠ নৃত্য দর্শনে আসক্তি সপ্তম গীত শ্রবণে আসক্তি অষ্টম বাদ্য শ্রবণে আসক্তি নবম নিরর্থক ইতস্ততোভ্রমণ দশম এই দশ প্রকার কামজ ব্যসনগণেতে সর্ব্বদা আসক্ত যে রাজা হন তাহার অর্থ ও ধর্ম্ম উভয় নষ্ট হয়। ক্রোধজ অষ্ট প্রকার ব্যসনগণের এই বিবরণ খলতা এক সাধু লোকের নিরপরাধে নিগ্রহ করণ দ্বিতীয় নিরপরাধী লোকের হননেচ্ছা তৃতীয় পরপ্রশংসার অসহিষ্ণুতা চতুর্থ উত্তম লোকের গুণের দোষরূপে জ্ঞান পঞ্চম ছলক্রমে পরধনের গ্রহণ ও অবশ্য দেয় দ্রব্যের অদান ষষ্ঠ পরের ভর্ৎসন সপ্তম প্রহারাদি দ্বারা লোকের অত্যন্ত তাড়ন অষ্টম। এইরূপ ক্রোধজ অষ্টবিধ ব্যসনগণেতে আসক্ত যে রাজা হয় সে আপনি নষ্ট হয় এবং তাহার রাজ্য ও ধর্ম্ম উভয় নষ্ট হয়। আপনি মহারাজ এবং মহাকুলোৎপন্ন হইয়া স্ত্রীর সহিত পাশক্রীড়াতে অত্যন্তাবিষ্টচিত্ত হইয়া রাজ্যচিন্তা পরিত্যাগ করিলা অতএব বুঝি অতি নিকটে আমরা

সকল বিপত্তিগ্রস্ত হইব। পট্টমহিষী রাজাকে এইরূপ নিবেদন করিয়া অতিশয় দুঃখিতা হইয়া বসিলেন। তদনন্তর রাজা রাণীকে কহিলেন হে প্রেয়সি ভয় পরিত্যাগ কর আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া তোমার সহিত যে বটবৃক্ষের তলে শয়ন করিয়াছিলাম সে বটবৃক্ষও আছেন এবং সে বটবৃক্ষের উপরে যে পঞ্চ জন যক্ষেরা ছিলেন যাহারদের প্রসাদে এ রাজ্য পাইয়াছি সে পঞ্চ যক্ষও আছেন অতএব হে প্রিয়ে চিন্তা কি যে ভবিতব্য তাহাই হইবে আইস পাশক্রীড়া করি। রাজা ইহা কহিয়া রাণীর সহিত পুনর্ব্বার পাশক্রীড়াতে প্রবৃত্ত হইলেন। তদনন্তর সেই পঞ্চ যক্ষ রাজার বিপত্তি কাল উপস্থিত জানিয়া পরস্পর পরামর্শ করিলেন যে আমরা এ রাজাকে রাজ্য দিয়াছি কিন্তু এ রাজা অত্যন্ত কাপুরুষ ইহার কোনই ক্ষমতা নাহি কিন্তু সম্প্রতি শত্রুগ্রস্ত হইয়াছে আমরা যদি এ সময়ে রাজার সাহায্য কিছু না করি তবে রাজা নষ্ট হয় এ আমারদের বড় লজ্জার বিষয় মহতের এই ধর্ম্ম স্ববর্দ্ধিত লোকের কোনহ প্রকারে হ্রাস না হয় তাহা করা অতএব যুদ্ধ করিয়া রাজার শত্রুরদিগকে নষ্ট করা আমারদিগের কর্ত্তব্য। এই রূপ বিচার করিয়া পঞ্চ যক্ষেরা রণ করিয়া রাজার বিপক্ষবর্গকে নষ্ট করিলেন। তদনন্তর রাণী বৈরিবর্গের বিনাশ দেখিয়া অতি আশ্চর্য্য বুঝিয়া রাজাকে কহিলেন হে মহারাজ এ কি আশ্চর্য্য এ প্রবল শত্রুগণ অনায়াসে কি রূপে নষ্ট হইল। রাণীর এই বাক্য পঞ্চ যক্ষেরা শুনিতে পাইয়া রাণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে কল্যাণি যে রূপে তোমার রাজার শত্রুবর্গেরা নষ্ট হইল তাহার কারণ শুন আমরা পূর্ব্বে পঞ্চ মৎস্য ছিলাম যে পুষ্করিণীতে আমারদের বাস ছিল দৈবাৎ এক বৎসর অতিশয় নিদাঘপ্রতাপে সে পুষ্করিণীর সমস্ত জল শুষ্ক হইল। এই রাজা পূর্ব্বকালে কুম্ভকার ছিলেন সে পুষ্করিণীতে মৃত্তিকা খনন করিতে যাইতেন আমারদিগকে অত্যন্ত ব্যাকুল দেখিয়া ঐ পুষ্করিণীতে এক গর্ত্ত করিয়া সেই গর্ত্তে জল পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন সেইপ্রযুক্ত প্রাণ পাইয়াছিলাম। কিছু কালের পর সেই পঞ্চ মৎস্য আমরা পঞ্চ যক্ষ হইয়াছি সেই কুম্ভকার এই রাজা জয়শেখর ইনি পূর্ব্ব জন্মে আমারদের উপকার করিয়াছিলেন এই প্রযুক্ত সেই উপকার স্মরণ করিয়া ইহাকে এ দেশের রাজা করিলাম তোমার সহিত নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করুন। ইহা কহিয়া পঞ্চ যক্ষ আপন স্থানে গেলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য কহিলেন হে যোগি যে বিষয় অবশ্য ভবিতব্য তাহার অন্যথা কদাচ হয় না পুরুষের চেষ্টাতে কি হয়। ইহা শুনিয়া যোগী কহিলেন হে মহারাজ তুমি যে পুরুষ কহিলা এ নীতিশাস্ত্র বিরুদ্ধ নীতিশাস্ত্রের মতে যে পুরুষ উদ্যোগ সর্ব্বদা

করে সেই উত্তম পুরুষ। আর ভবিতব্যই হয় যে ভবিতব্য নয় সে নানা যত্নেতেও হয় না এ কাপুরুষের কথা অতএব কোন কর্ম্ম পুরুষার্থ ব্যতিরেক হয় না। সে যে হউক অনুদ্যোগী পুরুষ যে হয় সে কাপুরুষ। অতএব বিষয় কর্ম্মে সর্ব্বদা উদ্যোগ করিবে। পরন্তু বুঝিলাম তুমি জ্ঞানী বট অতএব তোমাকে সন্তুষ্ট হইয়া এই অমূল্য রত্ন চিন্তামণি দিলাম। রাজা চিন্তামণি পাইয়া আনন্দিত হইয়া সিদ্ধ পুরুষকে স্তুতি প্রণতি করিয়া আপন নগরে চলিলেন। পথের মধ্যে এক দরিদ্র পুরুষ আসিয়া রাজার স্থানে ধন যাচ্ঞা করিলেন। রাজা ঐ চিন্তামণি রত্ন দরিদ্র পুরুষকে দিয়া যোগপাদুকায় আরোহণ করিয়া স্বস্থানে আইলেন। পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ রাজা বিক্রমাদিত্যের এতাদৃশ মহত্ত্ব যদ্যপি তোমাতে এতাদৃশ মহত্ত্ব থাকে তবে এই সিংহাসনে বসিয়া অভিষিক্ত হও। তদ্দিবসে ভোজরাজ ইহা শুনিয়া নিরস্ত হইলেন।—

ইতি ত্রয়োদশী কথা।—

চতুর্দ্দশী পুত্তলিকার কথা।—

পুনর্ব্বার এক দিবস অভিষেকার্থ সিংহাসন নিকটে শ্রী ভোজরাজ উপস্থিত হইলেন। চতুর্দ্দশী পুত্তলিকা ভোজরাজকে কহিলেন হে ভোজরাজ শুন শ্রীবিক্রমাদিত্য অবন্তী নগরে সাম্রাজ্য করেন তাহার এক মিত্র সুমিত্র নামে ছিলেন তিনি আপন বাটী হইতে তীর্থ যাত্রা করিয়া নানা তীর্থ ভ্রমণ করিতে শক্রাবতার নামে এক তীর্থেতে উপস্থিত হইলেন। সে তীর্থে যুগাদিদেব নামে এক দেবতা ছিলেন তাহার পূজা ও স্তব করিয়া নগরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই নগরের এক দেবালয় নিকটে জ্বলদগ্নিতে অত্যন্ত সন্তপ্ত তৈল পূরিত কটাহ এক দেখিয়া তত্রস্থ লোকেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। লোকেরা কহিল মদনসঞ্জীবনী নামে এক দিব্যাঙ্গনা এই দেশের রাজ্ঞী তাহার এই পণ এই তৈলকটাহেতে প্রবিষ্ট হইলেও যে পুরুষ না মরিবে সেই পুরুষ আমার স্বামী হইবে। সুমিত্র লোকরদের প্রমুখাৎ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মদনসঞ্জীবনী রাজ্ঞীকে দেখিয়া তাহার অঙ্গ সৌষ্ঠব ও লাবণ্য দেখিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া অবন্তী নগরে আসিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যের সাক্ষাতে সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। রাজা সুমিত্রের বাক্য শুনিয়া কেবল কৌতুকাবিষ্ট হইয়া তৈলকটাহের নিকটে গিয়া তৈলমধ্যে ঝম্প দিলেন। মনদসঞ্জীবনী ইহা শুনিয়া তথাতে আসিয়া প্রত্যক্ষতো দেখিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যের দগ্ধ শরীরে অমৃতাভিষেক দ্বারা

পূর্ব্ববৎ নিৰ্ব্রণ ও নির্ব্যথ শরীর করিল। দেবাঙ্গনা শ্রীবিক্রমাদিত্যকে কহিলেন হে মহারাজ রাজার সাহস বড় গুণ তপ্ত তৈলকটাহে প্রবিষ্ট হওয়াহইতে অধিক বা কি সাহস আছে আমি রাজার পুরুষার্থ জ্ঞান কারণ এ পণ করিয়াছিলাম বুঝিলাম তোমার বড় পুরুষার্থ অতএব তোমার প্রতি তুষ্টা হইলাম আমার সহিত এ রত্নাবতী দেশের স্বামী হও। এ রূপ নানাপ্রকার প্রিয় বাক্যেতে রাজার তাদৃক্ আগ্রহ না বুঝিয়া পুনর্ব্বার রাজাকে কহিলেন হে মহারাজ এ সংসারের মধ্যে তুমি ধন্য যেহেতুক আমার মত সুন্দরী স্ত্রী এবং এতাদৃশ রাজসম্পত্তিতেও তোমার অন্তঃকরণে লোভ জন্মাইতে পারিল না। তদনন্তর রাজা সুমিত্রের ইঙ্গিত বুঝিয়া সুমিত্র নামে আত্মমিত্রকে সে দেশের রাজা করিয়া এবং মদনসঞ্জীবনীকে তাহাকে দিয়া আপন রাজধানীতে আইলেন। চতুর্দ্দশী পুত্তলিকা শ্রীভোজরাজকে এ কথা কহিয়া কহিলেন তোমার যদি এতাদৃশ ঔদার্য্য থাকে তবে এ সিংহাসনে বসিবার ভাজন হও। ভোজরাজ এবাক্য শুনিয়া তদ্দিবসে ক্ষান্ত হইলেন।—

ইতে চতুর্দ্দশী কথা।—

পঞ্চদশী পুত্তলিকার কথা।—

পুনর্ব্বার এক দিবস অভিষেকার্থ সিংহাসনসমীপোপস্থিত শ্রীভোজরাজকে দেখিয়া পঞ্চদশী পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ শুন এ সিংহাসনে বসিবার যে উপযুক্ত তাহার বৃত্তান্ত শুন রাজা কহিলেন কহ সে বৃত্তান্ত কি রূপ। পুত্তলিকা কহিলেন এক সময়ে শ্রীবিক্রমাদিত্য হস্তী অশ্ব রথ পদাতিক রূপ চতুরঙ্গিনী সেনা সমভিব্যাহারে সর্ব্বদিগ্বিজয় করিয়া এবং রাজসমূহকে স্ববশীভূত করিয়া ধীসচিব কর্ম্মসচিব সভাস্থ পণ্ডিত প্রভৃতির সহিত সভামধ্যে বসিয়াছেন। ইত্যবসরে ক্রীড়াবনাধ্যক্ষেরা রাজসাক্ষাৎকারে আসিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনয়পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন হে মহারাজ সকল ঋতুরাজ বসন্ত আপনকার বিলাসবিপিনসমূহে প্রবেশ করিলেন বনরাজি নবীন পল্লব ফল পুষ্প স্তবক মঞ্জরীভারেতে পরম শোভাবিশিষ্ট হইয়াছে সকল সরোবরে সরসীরুহ প্রকাশ হইয়াছে ভ্রমরমালা মধুপানে মত্ত হইয়া মনোহর শব্দ করিতেছে কোকিলমিথুন মধুর রব করিতেছে। উদ্যানপালেরদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা সপরিবারে ক্রীড়াবন গমন করিলেন নানাস্থানে নানাবিধ সুখানুভব করিয়া বনমধ্যবর্ত্তী বিচিত্র মণ্ডল মধ্যস্থিত মণি মণ্ডিত কনকময় সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া পণ্ডিতেরদের সহিত শাস্ত্র প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে রাজার ধর্ম্মাধিকারী পণ্ডিত জ্ঞান শাস্ত্রের এক প্রসঙ্গ করিলেন হে মহারাজ শুন রাজলক্ষ্মী কখন কাহাতেও স্থির হইয়া থাকেন না। রক্ত মাংস মল মূত্র নানাবিধ ব্যাধিময় এ শরীরও স্থির নয় এবং পুত্র মিত্র কলত্র প্রভৃতি কেহ নিত্য নয় অতএব এ সকলে আত্যন্তিক প্রীতি করা জ্ঞানী জনের উপযুক্ত নয় প্রীতি যেমন সুখদায়ক বিচ্ছেদে ততোধিক দুঃখদায়ক হন অতএব নিত্য বস্তুতে মনোভিনিবেশ জ্ঞানীর কর্ত্তব্য। নিত্য বস্তু সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরম পুরুষ ব্যতিরেকে কেহ নয় তাঁহাতে মন সুস্থির হইলে জীব অসার সংসার কারাগারহইতে মুক্ত হন। রাজা ধর্ম্মাধিকারীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ কাল আত্ম মনে বিবেচনা করিয়া কহিলেন হে ধর্ম্মাধিকারি তুমি যাহা কহিলা যুক্ত বটে বহুতর ছিদ্রবিশিষ্ট শরীরেতে প্রাণ বায়ুর স্থিতি জীবের জীবন তাদৃশ প্রাণ বায়ুর শরীরহইতে নির্গম জীবের মরণ। অতএব জীবের জীবন বড় আশ্চর্য্য মরণ সহজ সাংসারিক যাবৎ বিষয় যাবৎ জীবন তাবৎ পর্য্যন্ত মরণোত্তর কাহার সহিত সম্বন্ধ থাকে না ইহা প্রত্যক্ষ সকল জানিয়াও বিষয়েতে মত্ত থাকে ইহার পর অজ্ঞান বা কি এ জ্ঞান নষ্ট না হইলেও পরম পুরুষেতে স্থিরতরানুরাগ হয় না। অজ্ঞাননাশ যৎসঙ্গ করণে হয় সেই পরম সাধু অতএব তুমি পরম সাধু বট। বিক্রমাদিত্য এই রূপ নানা প্রকার জ্ঞান কথা কহিয়া ধর্ম্মাধিকারীকে পরিতোষার্থ অষ্ট লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিলেন। শ্রীভোজরাজ পঞ্চদশী পুত্তলিকার প্রমুখাৎ এই উপাখ্যান শুনিয়া সে দিবস উপরত হইলেন।

ইতি পঞ্চদশী কথা।—

ষোড়শী পুত্তলিকার কথা।—

অনন্তর এক দিবস সিংহাসনের নিকটস্থ ভোজরাজকে ষোড়শী পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ যে গুণেতে এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত হয় বিক্রমাদিত্যের সেই গুণের উপাখ্যান কহি শুন চন্দ্রশেখর নামে এক রাজা ছিলেন তিনি এক দিবস সভা করিয়া বসিয়াছেন ইতোমধ্যে এক বিদেশি ভট্ট সাক্ষাতে গিয়া তাঁহার নানা প্রকার যশোবর্ণন করিয়া কহিল সকল গুণেতে গুণী এমত লোকের আশ্রয় এবং আপনি সকল গুণের আশ্রয় এবং সকল গুণবোদ্ধা পুরুষ অত্যন্ত বিরল। রাজা চন্দ্রশেখর ভট্টের এই বাক্য শুনিয়া কহিলেন হে ভট্ট তুমি অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছ এতাদৃশ লোক কোথাও দেখিয়াছ কি না।

ভট্ট কহিলেন হে মহারাজ তাবৎ গুণযুক্ত কেবল রাজা বিক্রমাদিত্য আছেন। রাজা চন্দ্রশেখর ভট্টের প্রমুখাৎ বিক্রমাদিত্যের চরিত্র শুনিয়া তত্তুল্য হইবার আস্পর্দ্ধা করিয়া দেবতার আরাধনা করিলেন। আরাধনাতে দেবতা সন্তুষ্ট হইয়া রাজা চন্দ্রশেখরকে অক্ষয় সম্পত্তি দিয়া কহিলেন হে রাজন্ তুমি প্রত্যহ অগ্নিকুণ্ডে শরীর আহুতি দিবা সে শরীর দগ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার উত্তম শরীর হইবে। ইহা কহিয়া দেবতা অপ্রকাশ হইলেন। রাজা সেই রূপে প্রতিদিন শরীর হোম করেন অনন্তর দিব্য শরীর হয় এবং অক্ষয় সম্পত্তি পাইয়া নানা পুণ্য সঞ্চয় করেন। চন্দ্রশেখর রাজার এই সকল বৃত্তান্ত রাজা বিক্রমাদিত্যের নিকটে ভট্ট কহিলেন। তাহা শুনিয়া রাজা মনে বিবেচনা করিলেন যে ব্যক্তি আত্মসমীপস্থ লোকেরদিগকে নিজ তুল্য করেন তিনি বড় কেবল আপনি বড় হইলে বড় নহেন যেমন মলয়াচল আত্মসমীপস্থ বৃক্ষেরদিগকে স্বসদৃশ সুবাসিত করেন এইপ্রযুক্ত মলয়াচল উত্তম সুমেরু পর্ব্বত আপনি রত্নময় কিন্তু নিকটস্থ পর্ব্বতেরদিগকে রত্নময় করেন না। অতএব তাঁহার রত্নময়ত্ব নিরর্থক। এই দৃষ্টান্তে স্বাশ্রিত লোক যাহাতে সুখী থাকে এ উত্তম লোকের কর্ত্তব্য। রাজা চন্দ্রশেখর সর্ব্বতোভাবে সুখী বটেন কিন্তু তাঁহার প্রত্যহ তপ্ত তৈল প্রবেশ বড় এক দুঃখ এ দুঃখ তাহার যাহাতে খণ্ডন হয় এ আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এই রূপ মনে বিচার করিয়া রাজা চন্দ্রশেখরের রাজধানীতে রাজা বিক্রমাদিত্য আপনি গিয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রবিষ্ট হওয়া মাত্রে দেবী প্রত্যক্ষ হইয়া কহিলেন হে সাত্ত্বিকশিরোমণি তুমি অগ্নিকুণ্ডে নিষ্প্রয়োজন কেন প্রবেশ করিলা রাজা চন্দ্রশেখর তোমার তুল্য হবে এই বিষম দুরাগ্রহ করিয়াছিল এইপ্রযুক্ত নিত্য শরীরদাহের দুঃখ পায়। আমার আরাধনা অনেক করিয়াছে এই হেতুক অক্ষয় সম্পত্তি পাইয়াছে তুমি এ সাহস নিরর্থক কেন করিলা। সে যাহা হউক সম্প্রতি বর প্রার্থনা কর। বিক্রমাদিত্য কহিলেন হে দেবি যদি আমাকে প্রসন্না হইলেন তবে রাজা চন্দ্রশেখরের প্রত্যহ অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশে শরীর দাহের দুঃখ না হয় এই বর দেউন। দেবী কহিলেন হে রাজন্ তুমি অতিদাতা দয়ালু ভক্ত এ প্রযুক্ত সন্তুষ্ট হইয়া তোমার অভিলষিত বর রাজা চন্দ্রশেখরকে দিলাম। ইহা কহিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন বিক্রমাদিত্য চন্দ্রশেখরের মহাদুঃখ খণ্ডন করিয়া যোগপাদুকা-রোহণ করিয়া স্বস্থানে আইলেন। পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ শুন রাজা বিক্রমাদিত্য আপনি অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া পরের দুঃখ মোচন করিয়াছেন এমত কে করিতে পারে। এতাদৃশ মহত্ত্ব যদি তোমাতে থাকে

তবে এই সিংহাসনে বসিতে পার। পুত্তলিকার এই বাক্য শুনিয়া ভোজরাজ অধোমুখ হইলেন।—

ইতি ষোড়শী কথা সমাপ্তা।—

সপ্তদশী পুত্তলিকার কথা।—

অন্য এক দিবস অভিষেকার্থ সিংহাসন সমীপস্থ শ্রীভোজরাজকে সপ্তদশী পুত্তলিকা কহেন হে রাজন্ বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য কি রূপ ছিল তাহা শুন। অবন্তী নগরেতে শ্রীবিক্রমাদিত্য যে কালে সাম্রাজ্য করেন সে কালের রাজার ধর্ম্মবলে প্রায় সকল লোক পুণ্যেতে রত। স্ত্রীজনেরা এক পুরুষ ব্যতিরেক অন্যকে জানে না সকল ভূমিতে সকল শস্য হয় পাপেতে বিরাগ ধর্ম্মেতে অনুরাগ শাস্ত্রার্থে দৃঢ় প্রত্যয় অতিথিসেবা পিতৃ মাতৃ রাজপ্রভৃতির আজ্ঞানুবর্ত্তন অধ্যাত্মবিদ্যার অনুশীলন ইত্যাদি পরম ধর্ম্মেতে সর্ব্ব দেশ পরম শোভিত ছিল। বিক্রমাদিত্য দণ্ডনীতি রাজনীতি শাস্ত্রানুসারে প্রজাপালন দুষ্টানগ্রহ করিয়া পরম সুখে রাজ্য ভোগ করেন। ইত্যবসরে এক দিবস উদ্যানপাল রাজার সাক্ষাতে কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিলেন হে মহারাজ কালান্তক যমতুল্য ভয়ঙ্কর পর্ব্বত সদৃশ শরীর এক শূকর আসিয়া ক্রীড়া বিপিনে প্রবিষ্ট হইয়াছে তদ্ভয়ে আমরা আরাম বন ত্যাগ করিয়া পলাইয়া আসিয়াছি শীঘ্র শূকর নিবারণ যে রূপে হয় তাহাতে অবধান করুন। উদ্যানপালের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মৃগয়ানুমোদে শূকর নিবারণার্থ বারণারোহণ করিয়া আপনি একাকী প্রস্থান করিলেন। তদ্বনে শ্রীবিক্রমাদিত্য প্রবিষ্ট হবামাত্রে শূকর অত্যন্ত ভীত হইয়া পলায়ন করিল। রাজা তৎপশ্চাৎ গমন করিলেন। এইরূপে সে শূকর অনেক বন অতিক্রমণ করিয়া এক গহন কাননে প্রবিষ্ট হইল। রাজাও তন্নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন শূকর কোনহ প্রকারে আত্মত্রাণের উপায় না পাইয়া সেই বনেতে উচ্চতর এক গিরির গুহোপান্ত কপাটে রুদ্ধ হইয়াছিল সেই গুহার কপাট দন্তে বিদীর্ণ করিয়া গুহার মধ্যে শূকর প্রবিষ্ট হইল। রাজা শ্রীবিক্রমাদিত্য হস্তীহইতে নামিয়া খড়্গ চর্ম্ম ধারণ করিয়া অত্যন্ত সাহসে একাকী গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন সে গুহা অতি বিস্তীর্ণ এক দেশের প্রায়। রাজা অনেক প্রকার অন্বেষণ করিয়া কোথাও শূকরের তত্ত্ব না পাইয়া গুহার মধ্যে ভ্রমণ করিতেছেন ইতিমধ্যে অপূর্ব্ব এক নগরী তথাতে দেখিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সে পুরীর মধ্যে গিয়া নারায়ণ যে রূপে বলির দ্বারী হইয়াছিলেন

সেই রূপের প্রতিমা তথাতে দেখিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্য নানা প্রকার স্তব ও প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রতিমার সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইলেন। রাজার ভক্তি শ্রদ্ধাতে নারায়ণ সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যকে রস রসায়ন নামে দিব্য দ্রব্যদ্বয় দিয়া তাহার গুণ কহিলেন। হে মহারাজ এই যে রসনামে বস্তু ইহাহইতে সাংসারিক ভোগের উপযুক্ত যখন যাহা চিন্তা করিবা তাহা পাইবা এই যে রসায়ননামে পরম পদার্থ ইহাহইতে পরমার্থোপযুক্ত যখন যাহা চিন্তা করিবা তাহা পাইবা। এই রূপে শ্রীবিক্রমাদিত্য নারায়ণপ্রসাদে বস্তু-দ্বয় পাইয়া সে গুহাহইতে নির্গত হইয়া পূর্ব্ববৎ গুহাদ্বার কপাটে রুদ্ধ করিয়া হস্তীতে আরোহণ করিয়া স্বরাজধানীতে আসিতেছেন পথিমধ্যে সর্ব্বশাস্ত্র পণ্ডিত অত্যন্ত দুঃখী পিতা পুত্র ব্রাহ্মণদ্বয়কে দেখিয়া তাহারদের সর্ব্ব বৃত্তান্ত শুনিয়া পরদুঃখে অত্যন্ত দুঃখী হইয়া ঐ রস রসায়ন দ্রব্যদ্বয় ঐ পিতা পুত্র ব্রাহ্মণদ্বয়কে দিয়া স্বরাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। সপ্তদশী পুত্তলিকা কহেন হে ভোজরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের শৌর্য্য ঔদার্য্য এ রূপ ছিল তুমি যদি এই রূপ হও তবে এ সিংহাসনে বসিতে পার। শ্রীভোজরাজ এই কথাতে তদ্দিবস উপরত হইলেন।—

ইতি সপ্তদশী কথা।—

অষ্টাদশী পুত্তলিকার কথা।—

অপর এক দিবস অভিষেকার্থ সিংহাসন নিকটে উপস্থিত শ্রীভোজরাজকে অষ্টাদশী পুত্তলিকা কহেন। হে ভোজরাজ এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত যে রাজা তাহার সাহস ঔদার্য্যাদি রাজগুণ যে রূপ তাহা কহি শুন। এক দিবস সিংহাসনস্থ মহারাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের সাক্ষাতে কৃতাঞ্জলি হইয়া এক দ্বারী নিবেদন করিল। হে মহারাজ অদ্য আশ্চর্য্য এক কথা শুনিলাম উদয়াচলের শিখরের উপরে এক দেবতায়তন আছে তদগ্রভাগে মণি মুক্তা প্রবালাদিখচিত স্বর্ণময় সোপানে চতুর্দ্দিক শোভিত অপূর্ব্ব এক সরোবর আছে সেই সরোবরের মধ্যে স্বর্ণময় এক স্তম্ভ আছে সে স্তম্ভের উপরে নানা রত্ন জড়িত কাঞ্চনময় এক সিংহাসন আছে। সূর্য্যোদয় কালাবধি মধ্যাহ্ন কালপর্য্যন্ত সিংহাসনসহিত ঐ স্তম্ভ ক্রমে২ বর্দ্ধিত হইয়া সূর্য্যমণ্ডল স্পর্শ করেন মধ্যাহ্ন কালাবধি অস্তকালপর্য্যন্ত ক্রমে২ হ্রাস হইয়া পূর্ব্ব মত সরোবরের মধ্যে থাকেন। এই মত প্রত্যহ হয় দ্বারিকের প্রমুখাৎ এ আশ্চর্য্য কথা শুনিয়া অত্যন্ত কৌতুকা-বিষ্ট হইয়া যোগপাদুকারোহণ করিয়া ঐ সরোবরের নিকটে গিয়া উপস্থিত

হইলেন। সূর্য্যোদয় কালে ঐ স্তম্ভ জলমধ্যহইতে নির্গত হইয়া বর্দ্ধমান হন। ঐ কালে শ্রীবিক্রমাদিত্য স্তম্ভোপরিস্থ সিংহাসনের উপরে গিয়া অবস্থিতি করিলেন স্তম্ভ ক্রমে২ বর্দ্ধমান হইয়া মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত উত্থিত হইলেন। ঐ স্তম্ভোপরিস্থ সিংহাসনস্থিত শ্রীবিক্রমাদিত্য প্রচণ্ডতর সূর্য্যাতপে ভর্জ্জিত হইয়া অচেতন হইলেন। তদনন্তর শ্রীসূর্য্য দেবতা শ্রীবিক্রমাদিত্যের সাহস দেখিয়া অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যের শরীরে অমৃত বর্ষণ করিয়া রাজাকে সচেতন করিলেন। রাজা চেতনা পাইয়া ভক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীসূর্য্য-দেবতার অনেক স্তব করিলেন। শ্রীসূর্য্যদেবতা রাজার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া প্রতিদিবস এক ভার পরিমিত সুবর্ণদায়ি কুণ্ডলদ্বয় রাজাকে দিলেন। রাজা শ্রীসূর্যদেবতার প্রসাদে ঐ কুণ্ডলদ্বয় পাইয়া যোগপাদুকারোহণ করিয়া সন্ধ্যাসময়ে স্বকীয় রাজধানীতে আসিতেছেন পথিমধ্যে এক অত্যন্ত দরিদ্রকে দেখিয়া দয়াকুলচিত্ত হইয়া সেই কুণ্ডলদ্বয় ঐ দরিদ্রকে দিলেন। এই উপাখ্যান অষ্টাদশী পুত্তলিকা শ্রীভোজরাজকে কহিয়া কহিলেন হে ভোজরাজ তুমি যদি এতাদৃশ প্রভাববান্ হও তবে এ সিংহাসনে বসিতে পার ? শ্রীভোজরাজ আপনার তাদৃশ প্রভাব না বুঝিয়া তদ্দিবসে উপরত হইলেন।—

ইতি অষ্টাদশী কথা।—

ঊনবিংশ পুত্তলিকার কথা।—

পুনর্ব্বার এক দিবস অভিষেকার্থোপস্থিত শ্রীভোজরাজকে ঊনবিংশতি পুত্তলিকা কহেন। হে ভোজরাজ তুমি এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত নহ। এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত যে রাজা শ্রীবিক্রমাদিত্য ছিলেন তাহার মহত্ত্ব যেমন তাহা শুন। এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্য স্বীয় প্রজাবর্গেরা কি রূপ ব্যবহারে আছে ইহা জানিবার কারণ গুপ্তরূপে একাকী যোগপাদুকা-রোহণ করিয়া দেশ ভ্রমণ করিতে২ পদ্মালয় নামে পুরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন তথাতে অপূর্ব্ব এক দেবালয় নিকটে চারি ব্রহ্মচারী পরস্পর কথোপকথন করেন। তন্মধ্যে এক ব্রহ্মচারী কহিলেন আমি তীর্থযাত্রাতে অনেক দেশ দেবস্থান নদী পর্ব্বত তাহাতে ত্রিলোকনাথ নামে এক যোগী নিবাস করেন আমি তথা যাইতে পারিলাম না তন্নিকট দেশস্থ লোকেরদের প্রমুখাৎ শুনিলাম কনককূট পর্ব্বত অত্যন্ত দুর্গম তথা গেলে প্রাণ বাঁচান ভার। অতএব আমি সেই দেশহইতে পরাবৃত্ত হইলাম স্ত্রী পুত্র ধন আদি যত বিষয় আছে এ সকল যদি যায় তবে চেষ্টা

করিলে পুনর্ব্বার হয় এ শরীর গেলে সহস্র চেষ্টাতেও হয় না শরীরের স্থিতিতে সর্ব্বসিদ্ধি হয় অতএব নীতিশাস্ত্রানুসারে সর্ব্বাপেক্ষায় সর্ব্বতোভাবে শরীর সংরক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজা যোগীরদের পরস্পর কথোপকথনমধ্যে এক যোগীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী পুরুষের বড় ভার কোন কর্ম্ম নয় এবং নীতিশাস্ত্রসিদ্ধ ব্যবসায়কারী লোকের দুর্লভ কিছু নয় পণ্ডিতেরদের কোন দেশ বিদেশ নয় প্রিয় হিতবাদিজনের শত্রু কেহ নয়। ইহা কহিয়া যোগপাদুকারোহণ করিয়া কনককূট পর্ব্বতে ঐ যোগীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। যোগী রাজাকে দেখিয়া কহিলেন হে মহারাজ বিক্রমাদিত্য তুমি এ স্থানে কি নিমিত্ত আসিয়াছ। রাজা কহিলেন কেবল আপনকার সন্দর্শনার্থ। তদনন্তর যোগী শ্রীবিক্রমাদিত্যকে উত্তম রাজলক্ষণযুক্ত পরমসাত্বিক জানিয়া কন্থা খণ্ডিকা দণ্ড নামে দিব্য পদার্থত্রয় দিয়া ঐ পদার্থত্রয়ের গুণ কহিলেন। হে মহারাজ কন্থা নামে যে এ দ্রব্য ইহার এই গুণ ধন অলঙ্কার বস্ত্রাদি যে দ্রব্য মনে করিয়া এ কন্থাকে বাম হস্তে স্পর্শ করিবা সেই চিন্তিত দ্রব্য সকল এ কন্থা হইতে হইবে। এ খণ্ডিকাতে হস্তী অশ্ব রথ পদাতি প্রভৃতি অন্য যত লিখিতে পারিবা তত হইবে। আর যে এই দণ্ড ইহাকে দক্ষিণ হস্তে করিয়া যে মৃত শরীর স্পর্শ করিবা সে মৃত শরীর সজীব হইবে। আমার যোগবললব্ধ এ বস্তুত্রয় তোমাকে উপযুক্ত পাত্র জানিয়া দিলাম। তদনন্তর শ্রীবিক্রমাদিত্য যোগীর প্রসাদলব্ধ ঐ বস্তুত্রয় পাইয়া প্রদক্ষিণ করিয়া যোগপাদুকারূঢ় হইয়া স্বরাজধানীতে আইসেন পথিমধ্যে বনেতে ভ্রমণ করে অত্যন্ত দুঃখিত এক উত্তম পুরুষকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে পুরুষ তুমি কে কেন বনে ভ্রমণ কর। ঐ পুরুষ কহিলেন আমি এক দেশের রাজা ছিলাম আমার শত্রুবর্গেরা অত্যন্ত প্রবল হইয়া আমার আত্মীয়বর্গের-দিগকে যুদ্ধেতে নষ্ট করিয়া আমার রাজ্য দারাদি সকল আক্রমণ করিয়া লইল। সেই দুঃখে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া শত্রুভয়ে অন্য কোনহ নগরমধ্যে থাকিতে না পারিয়া বনমধ্যে একাকী ভ্রমণ করিতেছি। আমি বড় দুঃখী আমার দুঃখের কথা শুনিলে পাষাণ দ্রব হয়। ঐ পুরুষের ইত্যাদি নানা প্রকার দুঃখোক্তি শুনিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্য অতিশয় দয়াবিষ্টচিত্ত হইয়া ঐ পুরুষকে যোগীর প্রসাদলব্ধ কন্থাদি দ্রব্যত্রয় দিয়া স্বরাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ পুরুষ শ্রীবিক্রমাদিত্যদত্ত দিব্য বস্তুত্রয়প্রভাবে পূর্ব্ববৎ স্বরাজ্য দারাদি পরিজনপ্রাপ্ত হইলেন। ঊনবিংশতি পুত্তলিকা কহেন হে ভোজরাজ এই সিংহাসনে যে রাজা বসিতেন তাহার ঔদার্য্য যে রূপ ছিল তাহা কহিলাম। তুমি যদি তাদৃশ ঔদার্য্যযুক্ত হও তবে এ

সিংহাসনে বসিতে পার। শ্রীভোজরাজ এই কথা শুনিয়া তদ্দিবসে পরাবৃত্ত হইলেন।—

ইতি ঊনবিংশতিতমী কথা।—

বিংশতি পুত্তলিকার কথা।—

অনন্তর এক দিবস বিংশতি পুত্তলিকা সিংহাসন নিকটস্থ শ্রীভোজরাজকে দেখিয়া কহিলেন শ্রীবিক্রমাদিত্যতুল্য যদি তুমি হও তবে এই সিংহাসনে বসিয়া অভিষিক্ত হইতে পার। শুন বিক্রমাদিত্য যে রূপ ছিলেন এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্যের বুদ্ধিসাগর নামা মন্ত্রী বুদ্ধিশেখর নামা স্বপুত্রকে অত্যন্ত মূর্খ ব্যসনাবেশচিত্ত জানিয়া কহিলেন। হে পুত্র তুমি রাজমন্ত্রীর সন্তান হইয়া মূর্খ হইলা পণ্ডিতলোকেরদের সহবাস ও শাস্ত্রানুশীলন করিলা না শাস্ত্রাভ্যাস প্রকাশিত সংস্কার সংস্কৃত বুদ্ধি যে মনুষ্যের না হইল সে মনুষ্য মনুষ্যাকার মাত্র বস্তুতঃ পশু বিবেচনা করিয়া বুঝ। শাস্ত্রীয় বুদ্ধি ভাবাভাবপ্রযুক্তই মনুষ্যে পশুর ভেদ আছে ব্যবহারিক আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনাদির বিষয়ক বুদ্ধি মনুষ্যের ও পশুর এক রূপ কিঞ্চিন্মাত্র বিশেষ নাই। তোমার সে শাস্ত্রীয় বুদ্ধি হইল না অতএব তোমার জীবন বৃথা। এই রূপ পিতার শিক্ষার্থ ভর্ৎসন বাক্য শুনিয়া শাস্ত্রাভ্যাসে নিশ্চিতচিত্ত হইয়া বিদেশে আসিয়া সদ্‌গুরুর উপাসনা করিয়া সকল শাস্ত্রে বুৎপন্ন হইয়া স্বদেশে আইসেন পথিমধ্যে এক নগরে দেবতায়তন দেখিলেন দেব সন্দর্শনার্থ সে স্থানে আসিয়া তদ্দিবসে তথাতেই থাকিলেন। সন্ধ্যা সময়ে ঐ দেবতায়তনের নিকটস্থ অপূর্ব্ব এক সরোবর ছিল সেই সরোবরহইতে অষ্ট দিব্য কন্যা নির্গতা হইয়া দেবতার নিকটে আসিয়া সমস্ত রাত্রি ঐ দেবতার পূজা জপ স্তবাদি করিয়া প্রভাতে সরোবরমধ্যে ঐ অষ্ট কন্যা প্রবিষ্ট হইলেন। এই মহাদ্ভুত বুদ্ধিশেখরনামা মন্ত্রিপুত্র দেখিয়া স্বপুরেতে আসিয়া কএক দিবসের পর শ্রীরাজা বিক্রমাদিত্যকে কহিলেন। রাজা শুনিয়া অত্যন্ত অদ্ভুত জানিয়া ঐ দেবতায়তন নিকটে আসিয়া নিশা সময়ে মন্ত্রিপুত্র যে রূপ কহিয়াছিলেন সে রূপ সমস্ত দেখিলেন। প্রাতঃকালে ঐ অষ্ট কন্যা পুষ্করিণীর মধ্যে ঝম্প দিয়া জলে প্রবিষ্ট হবামাত্রে রাজাও তৎক্ষণাৎ ঝম্প দিয়া জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর কন্যারা রাজাকে দেখিয়া কহিলেন হে মহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য তুমি অদ্য শুভাদৃষ্ট বশে আমারদের প্রত্যক্ষ হইয়াছ আমারদের সঙ্গে আইস। কন্যারা রাজাকে এইরূপ পাতাললোকে রত্নময় স্বপুরীর মধ্যে লইয়া গেলেন কহিলেন হে মহারাজ এই রাজ্য পুরী তুমি গ্রহণ কর। রাজা কহিলেন আমার রাজ্য পুরী আছে এ রাজ্য পুরীতে আমার কি প্রয়োজন কিন্তু

জিজ্ঞাসি তোমরা কে এ পুরী বা কার। কন্যারা কহিলেন আমরা অষ্ট কন্যা অষ্ট সিদ্ধি এ পুরী আমারদের ক্রীড়ামন্দির তোমার দর্শনে আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি অতএব তোমাকে পারিতোষিক অষ্ট রত্ন দি গ্রহণ কর। এ অষ্ট রত্নের গুণ এই একেতে মানসসিদ্ধি হয় দ্বিতীয়েতে ভোজনীয় দ্রব্য যখন যাহা চাহ তখন তাহা পাওয়া যায় তৃতীয়েতে চতুরঙ্গ সৈন্যপ্রাপ্তি চতুর্থে দিব্য গতিসিদ্ধি পঞ্চমে যোগপাদুকাপ্রাপ্তি ষষ্ঠে সর্ব্বস্তম্ভন হয় সপ্তমে সর্ব্বজ্ঞ হয় অষ্টমে সন্তোষপ্রাপ্তি। এই রূপ অষ্ট রত্নের গুণ কহিয়া রাজাকে কন্যারা অষ্ট রত্ন দিলেন। রাজা ঐ অষ্ট রত্ন পাইয়া স্বরাজধানীতে আসিতেছেন পথিমধ্যে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ রাজা বিক্রমাদিত্যকে জানিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া ভিক্ষা করিলেন। হে মহারাজ আমি ব্রাহ্মণ অত্যন্ত দুঃখী তুমি উত্তম রাজা আমাকে এমন ভিক্ষা দেও যে আমার কোন হর্ষের অসদ্ভাব না থাকে এবং সদা সুখে থাকি। রাজা ব্রাহ্মণের এই বাক্য শুনিয়া কোন বিচার না করিয়া ঐ অষ্ট রত্ন ব্রাহ্মণকে দিয়া স্বপুরীতে আইলেন। বিংশতি পুত্তলিকা কহেন হে ভোজরাজ তোমার যদি এতাদৃশ ঔদার্য্য থাকে তবে এ সিংহাসনে বসিবার প্রয়াস কর নতুবা কেন বৃথা প্রয়াস করিয়া মনঃপীড়া পাও। এই কথাতে শ্রীভোজরাজ লজ্জিত হইয়া ক্ষান্ত হইলেন।—

ইতি বিংশতিতমী কথা।—

একবিংশতি পুত্তলিকার কথা।—

অনন্তর এক দিবস শ্রীভোজরাজকে সিংহাসন নিকটে একবিংশতি পুত্তলিকা দেখিয়া কহেন। হে ভোজরাজ এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত যে রাজা ছিলেন তাহার ঔদার্য শুন। এক দিবস কোন দেশে কি অদ্ভুত সামগ্রী আছে ইহা দেখিবার কারণ শ্রীবিক্রমাদিত্য যোগপাদুকারোহণ করিয়া দেশ ভ্রমণ করিতে২ এক পুরীর মধ্যে দেবতায়তনে উত্তরিলেন। তত্রস্থ দেবতাকে প্রণাম প্রদক্ষিণ স্তব করিয়া বসিয়াছেন ইত্যবসরে এক বিদেশী পুরুষ ঐ দেবতায়তনে আসিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যকে দেখিয়া কহিলেন। হে সৎপুরুষ তোমাকে সংপূর্ণ রাজলক্ষণযুক্ত দেখিতেছি অতএব বুঝি রাজা হইবা রাজার রাজ্য চিন্তা পরিত্যাগে উদাসীন প্রায় ভ্রমণে রাজ্য থাকে না অতএব সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া রাজার রাজ্যের শুভাশুভ চিন্তা কর্ত্তব্য। এই বাক্য শুনিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্য কহিলেন হে পুরুষ রাজত্ব ধর্ম্ম ব্যতিরেকে রাজ্য বিষয় শুভাশুভ চিন্তাতেই রাজ্য থাকে এমন নয় যে রাজার ধর্ম্ম নাহি সে রাজার বল শুভাশুভ চিন্তাতে রাজ্য থাকে না। বরং পরম ধার্ম্মিক রাজার রাজ্য বিষয়ক শুভাশুভ চিন্তা ব্যতিরেকেও ধর্ম্ম বল মাত্রে রাজ্য থাকে। অতএব

রাজ্য স্থিতির মুখ্য কারণ ধর্ম্ম এই প্রযুক্ত রাজার ধর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য। আমারো ভ্রমণ কেবল ধর্ম্মার্থে তোমাকে কোনহ কার্য্যার্থী প্রায় বুঝি। রাজার এই বাক্য শুনিয়া বিদেশী পুরুষ কহেন হে মহারাজ আপনি পরম ধার্ম্মিক বট আমাকে যে কার্য্যার্থী করিয়া জানিয়াছ সে বাস্তব বটে। রাজা কহিলেন কহ কি কার্য্য। পুরুষ কহেন হে মহারাজ শুন নীলপর্ব্বতে কামাখ্যা নামে এক দেবী আছেন তথাতে শৃঙ্গারাদি রসসিদ্ধির কারণ দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত কামাখ্যা দেবীর মন্ত্র জপ করিলাম পরন্তু কিছু ফল দর্শিল না অতএব আমি সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকি। রাজা এই বাক্য শুনিয়া মনের মধ্যে বিচার করিলেন অনেক জপে যে মন্ত্র সিদ্ধি না হয় ইহার কিছু কারণ থাকিবে। শ্রীবিক্রমাদিত্য এই রূপ বিচার করিয়া ঐ পুরুষকে সঙ্গে লইয়া নীল পর্ব্বতে কামাখ্যা দেবীর আয়তনের নিকটে আসিয়া থাকিলেন। রাত্রিযোগে নিদ্রাকালে কামাখ্যা দেবী স্বপ্নরূপে রাজাকে কহিলেন হে মহারাজ বিক্রমাদিত্য তুমি কেন এ স্থানে আসিয়াছ যদি এ পুরুষের রসসিদ্ধির নিমিত্ত আসিয়া থাক তবে সামুদ্রক শাস্ত্রোক্ত ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি বিংশতি লক্ষণযুক্ত এক পুরুষ আমার নিকটে বলি দেহ তবে ইহার রসসিদ্ধি হইবে। এই রূপ শ্রীবিক্রমাদিত্য স্বপ্ন দেখিয়া নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিলেন মনে২ বিচার করিলেন সংপ্রতি বিংশতি লক্ষণ-যুক্ত পুরুষ অন্য কেহ দৃষ্ট নয় কেবল আমি উপস্থিত আছি এ পুরুষের উপকারার্থ আমাকে আপনাকে বলি দিতে হইল। এইরূপ বিচার করিয়া প্রাতঃকালে স্নানাদি নিত্য ক্রিয়া করিয়া খড়্গহস্ত হইয়া দেবীর নিকটে আপনাকে বলি দিতে উদ্যত হবামাত্রে দেবী প্রত্যক্ষ হইয়া রাজার হস্তদ্বয় ধরিলেন ও কহিলেন হে মহারাজাধিরাজ পরম ধার্ম্মিকশিরোমণি আমি তোমার পরোপকার-কতা কি পর্যন্ত ইহা বুঝিবার কারণ তোমাকে বলি দিতে স্বপ্ন দিয়াছিলাম তাহা প্রত্যক্ষতো দেখিলাম বলিতে কিছু প্রয়োজন নাই আমি প্রসন্না হইলাম বর প্রার্থনা কর। রাজা দেবীর এই বাক্য শুনিয়া কহিলেন হে দেবি যদি আমার প্রতি সন্তুষ্টা হইয়াছ তবে এ পুরুষকে রসসিদ্ধি দেউন। রাজার এই বাক্যে ঐ পুরুষকে রসসিদ্ধি দিয়া দেবী তথা হইতে অন্তর্হিতা হইলেন ঐ পুরুষের নিকটে দেবীর অনুগ্রহেতে শৃঙ্গার বীর করুণা অদ্ভুত হাস্য ভয়ানক বীভৎস রৌদ্র শান্ত রূপ নব রস মূর্ত্তিমন্ত হইয়া তদবধি থাকিলেন। রাজা স্বপুরী গমন করিলেন। একবিংশতি পুত্তলিকা কহেন হে ভোজরাজ তুমি যদি এতদ্রূপ পরোপকারক হও তবে এই সিংহাসনে বসিতে পার। এই কথাতে তদ্দিবসে শ্রীভোজরাজ বিরত হইলেন।

ইত্যেকবিংশতিতমী কথা।

দ্বাবিংশতি পুত্তলিকার কথা।—

দ্বাবিংশতি পুত্তলিকা কহেন হে ভোজরাজ তুমি এই সিংহাসনে বসিয়া অভিষিক্ত হইবা এই যে তোমার বকাণ্ড প্রত্যাশা হইয়াছে তাহা ত্যাগ কর। তুমি কি বিক্রমাদিত্যের তুল্য যে এ সিংহাসনে বসিতে ইচ্ছা কর। শুন শ্রীবিক্রমাদিত্য যে রূপ ছিলেন তিনি ষোড়শবর্ষ আয়ুর কালে নিজ বাহুবল প্রতাপে যাবদ্দিগ্বিদিকস্থ রাজারদিগকে জয় করিয়া সর্ব্বরাজমণ্ডলীমুকুটমণি-মণ্ডিতচরণারবিন্দ হইয়া সাম্রাজ্য করেন। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে মধুর সুস্বর বীণা বাদ্যাদি স্বরে ভট্ট বন্দাবৃপ্রভৃতির যশোবর্ণন গানে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া প্রবুদ্ধ হইয়া শ্রীমন্নারায়ণচরণারবিন্দ ধ্যান নাম স্মরণ করিয়া কৃতনিত্যক্রিয় হইয়া অভ্যস্ত নানা আয়ুধের অনুশীলন করিয়া মল্লশালাতে ব্যায়াম করিয়া রাজাভরণে ভূষিত হইয়া সহস্র২ স্বর্ণ দান করিয়া ধীমন্ত্রী কর্ম্মমন্ত্রী প্রভৃতি পণ্ডিতমণ্ডলীতে বেষ্টিত হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রাবিরোধে রাজনীতি দণ্ডনীতি শাস্ত্রানুসারে রাজ্যব্যাপার করিয়া মধ্যাহ্নকালে বেদোক্ত মাধ্যাহ্নিকী ক্রিয়া সমাপন করিয়া রোগী দরিদ্র প্রভৃতিরদিগকে নানাপ্রকার দান দিয়া জ্ঞাতি বন্ধু মিত্র জন সমভিব্যাহারে কষায় মধুর লবণ কটু তিক্ত অম্ল রূপ ষড়্বিধ রসযুক্ত চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় রূপ চতুর্ব্বিধ ভোজ্য সামগ্রী ভোজন করিয়া জাতী লবঙ্গপ্রভৃতি নানাপ্রকার পাচক সুগন্ধি দ্রব্যযুক্ত তাম্বুল ভোজন করিয়া চন্দনাদি সুগন্ধি দ্রব্যেতে লিপ্তাঙ্গ হইয়া বিবিধ প্রকার পুষ্পের মালা ধারণ করিয়া বন্ধুবর্গ প্রভৃতিকে বিদায় করিয়া অপূর্ব্ব পালঙ্কোপরি কিঞ্চিৎ কাল শয়ন করিয়া সুপঠিত শুক সারিকাপ্রভৃতি পক্ষি-গণের সুস্বর শ্রবণ করিয়া অপূর্ব্ব সুন্দরী যুবতি স্ত্রীগণ সহিত বাকচাতুরীতে হাস্যরস করিয়া অপরাহ্নে ইতিহাস পুরাণাদি শ্রবণোত্তর সেনাঙ্গ ধনভাণ্ডারাদি অবলোকন সেই২ বিষয়ের অধ্যক্ষেরদের সহিত করিয়া সন্ধ্যাকালে বেদোক্ত নিত্যক্রিয়া করিয়া পণ্ডিতেরদের সহিত শাস্ত্রার্থানুশীলন করিয়া পরিহাসকদের সহিত পরিহাস করিয়া নৃত্য গীত বাদ্য সাক্ষাৎকার করিয়া অনিষিদ্ধ শৃঙ্গার রসানুভব করিয়া অরুণোদয় কালপর্য্যন্ত সুখনিদ্রাতে যাবজ্জীবন প্রত্যহ এই রূপে কালযাপন করিতেন। ইতিমধ্যে এক দিবস রাত্রিযোগে নিদ্রাকালে অনিষ্টসূচক দুঃস্বপ্ন দেখিয়া প্রাতঃকালে পণ্ডিতেরদিগকে শুনাইলেন। পণ্ডিতেরা কহিলেন মহারাজ এ অনিষ্টসূচক দুঃস্বপ্ন বটে না জানি কি অনিষ্ট হইবে। রাজা পণ্ডিতেরদের এই বাক্য শুনিয়া মনে২ বিচার করিলেন মৃত্যু অবশ্যভাবী স্ত্রী পুত্র বিত্তাদি সাংসারিক সকল বিষয় জলবুদ্বুদের ন্যায় মরণোত্তর কেহ কাহারো নয় কেবল ধর্ম্ম পরলোকে উপকারক হন অতএব সৎপুরুষের সংসারাসারতা নিশ্চয় পূর্ব্বক ধর্ম্মসঞ্চয় অবশ্য কর্ত্তব্য যেমন কৃপণেরা ধনসঞ্চয়

করে। শ্রীবিক্রমাদিত্য এই রূপ বিচার করিয়া তিন দিন পর্য্যন্ত যাবদ্ধনভাণ্ডার মুক্তদ্বার করিয়া সর্ব্বত্র ঘোষণা দিলেন যাহার যে অভীষ্ট সে তাহা রাজভাণ্ডার হইতে লইয়া যাও। এই ঘোষণাতে নানা দেশীয় দরিদ্র লোকেরা আসিয়া দিনত্রয় পর্য্যন্ত যাহার যে মনে লইল সে তাহা লইয়া গেল। দ্বাবিংশতি পুত্তলিকা কহেন হে ভোজরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য ঈদৃক্ ছিল অতএব এ সিংহাসনে বসিতেন সংপ্রতি এতাদৃশ রাজা কেহ নাহি কেবল তুমি এমত নয়। এই মতে সে দিবস শ্রীভোজরাজ নিবৃত্ত হইলেন।—

ইতি দ্বাবিংশতি কথা সমাপ্তা।—

ত্রয়োবিংশতি পুত্তলিকার কথা।—

পুনরপর দিবসে অভিষেকার্থ সিংহাসননিকটোপস্থিত শ্রীভোজরাজকে দেখিয়া ত্রয়োবিংশতি পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের তুল্য শৌর্য্য ধৈর্য্য ঔদার্য্যশালী যে হয় সে এ সিংহাসনে বসিতে পারে। রাজা কহেন শ্রীবিক্রমাদিত্যের শৌর্য্যাদি কি রূপ। পুত্তলিকা কহেন হে ভোজরাজ শুন অবন্তী নগরে শ্রীবিক্রমাদিত্য সাম্রাজ্য করেন ঐ নগরে ধনপতি নামে ত্রিংশৎ কোটীশ্বর এক বণিক্ থাকে তাহার চারি পুত্র ঐ বণিক্ আপন মৃত্যু সময়ে তাহার চারি পুত্রকে কহিলেন হে পুত্রেরা তোমরা আমার মৃত্যুর পর একত্র থাকিবা বিভক্ত কদাচ হইবা না সহবাসের গুণ বিস্তর ইতরেতর সাহায্যে ক্ষুদ্র লোকেরাও অসাধ্য কার্য্য সিদ্ধি করিতে পারে যেমন তৃণসমূহ একত্র হইয়া দৈবী বৃষ্টি নিবারণ করে ঐ তৃণেরা বিভক্ত হইলে সে বৃষ্টি নিবারণ করিতে পারে না পরন্তু ঐ বৃষ্টির জলে আপনারা ভাসিয়া যায় অতএব মিলিয়া থাকা ভাল যদি দৈবাৎ সম্মিলিত হইয়া থাকিতে না পার তবে আমার শয়নস্থানে তোমারদের নামাঙ্কিত করিয়া চারি কলস পুঁতিয়া রাখিয়াছি তাহা আপন আপন নামানুসারে লইবা। এই রূপ পুত্রেরদিগকে শাসন করিয়া ধনপতি দেহত্যাগ করিল। কিয়ৎ কালানন্তর বণিক্-পুত্রেরা পরস্পর কলহ করিয়া বিভক্ত হইয়া স্বস্ব নামচিহ্নিত চারি কলস মৃত্তিকা হইতে উদ্ধার করিয়া দেখিলেন জ্যেষ্ঠের কলসে মৃত্তিকা দ্বিতীয়ের ঘটে অঙ্গার তৃতীয়ের কুম্ভে অস্থি চতুর্থের কলসে তুষ ইহার অভিপ্রায় না বুঝিয়া অনেক বিচক্ষণ লোকেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন ইহার অভিপ্রায় কেহ কহিতে পারিলেন না। এই রূপে অনেক দিবস পর্য্যন্ত চারি সহোদরে বিভক্ত হইয়া দুঃখেতে.কালযাপন করিলেন। এক দিন ঐ চারি বণিক্‌পুত্রেরা শ্রীবিক্রমাদিত্যের সভাতে গিয়া সভ্য লোকেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন তত্রাপি কলসের তত্ত্ব

নিরূপণ হইল না কিন্তু ঐ প্রতিষ্ঠান নগরে দুই ব্রাহ্মণ থাকেন তাহারদের এক বিধবা ভগিনী পরম রূপবতী তাহাকে পাতালহইতে এক নাগপুত্র আসিয়া সম্ভোগ করিয়াছিল তৎপ্রযুক্ত গর্ভবতী হইলেন তাহার ভ্রাতা দুই জন বিধবা ভগিনীর গর্ভ দেখিয়া শঙ্কান্বিত হইয়া দেশান্তরে গেলেন ঐ বিধবা ব্রাহ্মণী কিছু দিনের পর এক পুত্র প্রসব হইলেন তাহার নাম শালবাহন ঐ শালবাহন আপন মাতার সহিত এক কুম্ভকারগৃহে থাকেন। তিনি সেই ঘটচতুষ্টয়ের যথার্থ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া প্রতিষ্ঠান নগরস্থ রাজসভাতে আসিয়া কহিলেন হে সভ্যবর্গ এ ঘটচতুষ্টয়ের যথার্থ নিরূপণ আমি করিব। ইহা শুনিয়া সকল সভ্য লোকেরা সে নাগপুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বালক কহে মৃত্তিকাপূরিত ঘট যাহার নামে তাহার ভূমি ধন। অঙ্গারপূরিত কলস যাহার নামে স্বর্ণ রজত কাংস্য পিত্তল তাম্র ত্রপু শীশক লোহ রূপাষ্ট ধাতুদ্রব্য তাহার। অস্থিপূরিত কুম্ভ যাহার নামাঙ্কিত তাহার হস্তী ঘোটক গো মহিষ ছাগ মেষ দাস দাস্যাদিরূপ দ্বিপদ চতুষ্পদ ধন। তুষপূরিত গর্গরী যাহার নামে ধান্য যব গোধূম কলায় মুদ্গ চণক তিল সর্ষপাদিরূপ শস্যধন তাহার। নাগপুত্রের এই বাক্য শুনিয়া চারি ভ্রাতাতে আনন্দিত হইয়া পিতৃকৃতাংশানুসারে স্বস্ব ভাগ লইয়া পরম সুখে কাল ক্ষেপণ করিলেন। নাগপুত্রকৃত নির্ণয় লোকপরম্পরাতে শ্রীবিক্রমাদিত্য শুনিয়া নাগপুত্র আনয়ন নিমিত্ত প্রতিষ্ঠান নগরে দূত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু শালবাহন আইলেন না কহিলেন বিক্রমাদিত্যের নিকটে যাওনের কি প্রয়োজন যদি তাহার কিছু প্রয়োজন থাকে তিনি আমার নিকটে কেন না আইসেন। দূতেরা এই বাক্য শ্রীবিক্রমাদিত্যের সাক্ষাতে গিয়া কহিল। রাজা বালকের এই বাক্যে বিস্মিত এবং কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া চতুরঙ্গিনী সেনা পরিবৃত শ্রীবিক্রমাদিত্য স্বয়ং প্রতিষ্ঠান পুরে উপস্থিত হইলেন। তথাপি শালবাহন রাজা সম্ভাষার্থে বিক্রমাদিত্যের নিকট আইলেন না। শ্রীবিক্রমাদিত্য ক্রুদ্ধ হইয়া স্বকীয় লোক প্রেরণ করিয়া শালবাহনের পুরী গৃহ রোধ করিলেন। তদনন্তর শালবাহন স্বগৃহাবরোধন দেখিয়া মৃত্তিকানির্ম্মিত গজ তুরগ পদাতিকাদি স্বপিতৃপ্রভাবে সজীব করিয়া যুদ্ধার্থে আজ্ঞা দিলেন। শালবাহনের সৈন্যেরা শ্রীবিক্রমাদিত্যসৈন্যের সহিত অনেক দিবস পর্য্যন্ত বিবিধ প্রকার যুদ্ধ করিলেন। তথাপি শ্রীবিক্রমাদিত্যের প্রভাবে তৎসৈন্যেরা ভঙ্গ হইল না। এক দিবস রাত্রিযোগে শালবাহনের পিতা পাতালপুরস্থ নাগপুত্র আসিয়া বিক্রমাদিত্যের সকল সৈন্যকে দংশিয়া বিষজ্বালাতে মূর্চ্ছিত করিয়া গেলেন। শ্রীবিক্রমাদিত্য স্বকীয় সকল সেনাকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া অমৃতসেচনে সৈন্যেরদের জীবনার্থ নাগরাজ বাসুকির মন্ত্র জপ করিলেন বাসুকি তুষ্ট হইয়া রাজাকে অমৃত

দিয়া গেলেন। রাজা ঐ অমৃত লইয়া বাঁচাইতে যাইতেছেন পথিমধ্যে শালবাহনপ্রেরিত পুরুষদ্বয় রাজার সম্মুখে আসিয়া ঐ অমৃতপ্রার্থনা করিল। শ্রীবিক্রমাদিত্যের এই নিয়ম যে যাহা প্রার্থনা করিবে তাহাকে তাহাই দিব। অতএব স্বনিয়মভঙ্গ ভয়ে ঐ পুরুষদ্বয়কে অমৃত দিলেন। মহতের মহত্ত্ব এই যে স্ববাক্যের অন্যথাচরণ কদাচ না হয়। এই রূপে শ্রীবিক্রমাদিত্য একাকী পথি মধ্যে চিন্তা করিলেন যে শুভকর্ম্মকরণার্জ্জিতপুণ্যবলে পুরুষ দুস্তর বিপৎসাগর তরে ইহা শাস্ত্রের প্রমাণ আছে অতএব ধর্ম্ম আমাকে অবশ্য রক্ষা করিবেন রাজা এই ভাবনা করিতেছেন ইত্যবসরে পাতাল নগরীহইতে বাসুকি স্বয়ং আসিয়া অমৃতবৃষ্টি করিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যের সকল সৈন্যকে সজীব করিয়া গেলেন সৈন্যেরা সুপ্তোত্থিতপ্রায় কোলাহল করিতে লাগিল। রাজা বিক্রমাদিত্য সৈন্যেরদের জীবনদানে পরম সন্তুষ্ট হইয়া সকল সেনার সহিত স্বপুরীতে আইলেন। অন্যোন্য প্রভাতে অন্যোন্যে বিস্মিত হইলেন। অতএব কহি হে ভোজরাজ বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য অনুপম এতাদৃশ ঔদার্য্য যদি তোমাতে থাকে তবে এই সিংহাসনে বসিতে পার। ত্রয়োবিংশতি পুত্তলিকার এই কথা শুনিয়া শ্রীভোজরাজ তদ্দিবসে শ্লথাভিলাষ হইলেন।

ইতি ত্রয়োবিংশতি কথা সমাপ্তা।—

চতুর্ব্বিংশতি পুত্তলিকার কথা।—

পুনর্ব্বার এক দিবস চতুর্ব্বিংশতি পুত্তলিকা সিংহাসনারোহণনিবারণকারণ শ্রীভোজরাজকে কহেন হে ভোজরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের তুল্য প্রজাপ্রতিপালক যে রাজা হইবে সে এ সিংহাসনে বসিবে। রাজা কহেন সেই বিক্রমাদিত্যের প্রজাপালকতা কীদৃশী। পুত্তলিকা কহেন শুন এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্য মন্ত্রিগণপরিবেষ্টিত হইয়া সভাস্থানে বসিয়াছেন ইতিমধ্যে কেরলদেশীয় জ্যোতিঃ-শাস্ত্রবক্তা পণ্ডিত সভাতে আসিয়া বিবিধ গদ্যপদ্য বাক্য প্রবন্ধে রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া রাজদত্তাসনে বসিলেন রাজা পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে পণ্ডিত তুমি কোন২ শাস্ত্রে জ্ঞানবান্। পণ্ডিত কহিলেন আমি জ্যোতিঃ-শাস্ত্রে জ্ঞানবান্। রাজা কহিলেন বল এই বৎসরে আমার রাজ্যে কি হইবে। পণ্ডিত কহিলেন হে মহারাজ এ বৎসর বড়ই দুর্ভিক্ষ হইবে। রাজা কহিলেন আমার দেশে নীতিশাস্ত্রোল্লঙ্ঘন কদাচ নাই অনীতির অঙ্কুরমাত্রও নাই প্রজা-পীড়ন স্বপ্নেতেও নাই পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠান ভঙ্গ কদাচিৎও নাই এবং ব্রাহ্মণ হিংসা প্রজা কলহ নিরপরাধদণ্ড অসত্যনিরূপণ পাপপ্রবৃত্তি দেবতা প্রতিমাভঙ্গ সাধুজন-

মনস্তাপ শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থাতিক্রম আমার দেশে কখনও নাই তবে দুর্ভিক্ষ কি নিমিত্ত হইবে। পণ্ডিত কহিলেন হে মহারাজ যে সকল আজ্ঞা করিলেন সে প্রমাণ বটে কিন্তু জ্যোতিঃশাস্ত্রের এই প্রমাণ যে রোহিণী শকট ভেদ করিয়া শনৈশ্চর গ্রহ যদি শুক্রক্ষেত্রে কিম্বা মঙ্গলক্ষেত্রে আইসেন তবে অবশ্য দুর্ভিক্ষ হয় আমি এই শাস্ত্রপ্রমাণানুসারে কহি। রাজা পণ্ডিতের এই বাক্য শুনিয়া প্রজার রক্ষণার্থ দুর্ভিক্ষনিবারণনিমিত্ত বহুবিধ যজ্ঞ জপ পূজা দানাদিরূপ স্বস্ত্যয়নক্রিয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা করিলেন তথাপি বৃষ্টি হইল না স্বদেশে কোন শস্য জন্মিল না প্রজা লোকেরা অত্যন্ত ব্যাকুল হইল রাজাও অত্যন্ত ভাবিত হইলেন। এই সময় আকাশবাণী হইল হে বিক্রমাদিত্য সকল রাজলক্ষণযুক্ত এক পুরুষ যদি বলি দিতে পার তবে বৃষ্টি হইবে। রাজা এই দৈবী আকাশবাণী শুনিয়া খড়্গহস্ত হইয়া প্রজার রক্ষণার্থ আপনাকে বলি দিতে উদ্যত হবামাত্রে মেঘাধিষ্ঠাত্রী দেবতা প্রসন্না হইয়া রাজার হস্তদ্বয় ধরিয়া কহিলেন হে মহারাজাধিরাজ তুমি বড় প্রজার পালক রাজা বট তোমার প্রতি প্রসন্না হইলাম বরপ্রার্থনা কর। রাজা কহিলেন এ দেশে যেন দুর্ভিক্ষ না হয় এই বর দেও। দেবতা তথাস্তু বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। তদবধি মালব দেশে দুর্ভিক্ষ অদ্যাপি হয় না। চতুর্ব্বিংশতি পুত্তলিকার এই কথা শুনিয়া শ্রীভোজরাজ ভগ্নাশ হইলেন।—

ইতি চতুর্ব্বিংশতি কথা সমাপ্তা।—

পঞ্চবিংশতি পুত্তলিকার কথা।—

অন্য এক দিবস সিংহাসনারোহণোদ্যত ভোজরাজকে নিবারণ করিয়া পঞ্চবিংশতি পুত্তলিকা কহেন হে ভোজরাজ এ সিংহাসনে বিক্রমাদিত্যতুল্য না হইলে বসিতে পারে না। রাজা কহেন শ্রীবিক্রমাদিত্য কীদৃক্ ছিলেন। পুত্তলিকা কহেন শ্রীবিক্রমাদিত্যের শৌর্য্য বীর্য গাম্ভীর্য্য ঔদার্য্য সাহসাদিপ্রযুক্ত সুখ্যাতি দেবলোকপর্য্যন্ত হইল স্বর্গের দেবতারা পরস্পর কথোপকথনাবসরে প্রায় শ্রীবিক্রমাদিত্যের যশোবর্ণন করেন। এক দিবস সকল দেবাধিরাজ শ্রীযুত ইন্দ্রদেব দেবতামণ্ডলীর মধ্যে বিচিত্র রত্নময় সিংহাসনের উপর বসিয়া দেবতারদের প্রতি সম্বোধন করিয়া কহিলেন সম্প্রতি পৃথিবীমণ্ডলে শ্রীবিক্রমাদিত্য সর্ব্বপ্রাণিহিতৈষী সদা সদাচারোৎসুক স্বপ্রাণনিরপেক্ষ পরপ্রাণ-রক্ষক সুবিচার্য্যকারী দয়ার্দ্রচিত্ত শ্রীবিক্রমাদিত্যের তুল্য কেহ নাই। ইন্দ্রের এই বাক্য শুনিয়া সভাস্থ যাবদ্দেবতার মধ্যে দুই দেবতার অসম্ভাবনা বুদ্ধি হইল ঐ দুই দেবতা ইন্দ্রকৃত বিক্রমাদিত্যপ্রশংসা প্রামাণ্যাপ্রামাণ্য-নিশ্চয়কারণ অবন্তীনগরে আইলেন। শ্রীবিক্রমাদিত্য আস্কন্দিত ধৌরিতক

রেচিত বল্গিত প্লুত এই পঞ্চ প্রকার গমননিপুণ ঘোটকোত্তমে আরোহণ করিয়া একাকী নগরপ্রান্তোপবনে ভ্রমণ করিতেছেন। ইতিমধ্যে ঐ দুই দেবতার মধ্যে এক দেবতা জীর্ণ গোরূপ ধারণ করিলেন অপর দেবতা প্রবল ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করিলেন ঐ ব্যাঘ্র দেখিয়া ঐ জীর্ণ গো স্বমৃত্যুভয়ে পলায়ন করিলেন ঐ ব্যাঘ্র পশ্চৎ২ ধাবন করিলেন গো আসিয়া পুষ্করিণীতে পড়িয়া পঙ্কলগ্ন হইয়া থাকিলেন। তৎকালে শ্রীবিক্রমাদিত্য ভ্রমণ করিতে২ তথাত উপস্থিত হইয়াছেন পঙ্কপতিত গো অদূরে ব্যাঘ্রকে দেখিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতে২ শ্রীবিক্রমাদিত্যকে অবলোকন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে মুহুর্মুহুঃ হম্মারব করিতে লাগিলেন। রাজা এতাদৃশাবস্থাদুঃস্থ গোকে দেখিয়া ঝটিতি অশ্বহইতে অবরোহণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে খড়্গ ধারণ করিয়া বাম হস্তে গোকে ধরিয়া সরোবরমধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিলেন মনোমধ্যে বিচার করিলেন যদি গোকে পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া আমি যাই তবে এ গো জীর্ণা পলায়ন করিতে পারিবে না অনায়াসে ব্যাঘ্র ধরিয়া খাইবে যদি গোকে ত্যাগ করিয়া ব্যাঘ্রকে নষ্ট করিতে যাই তবে রাত্রি আগতপ্রায় এ গো পঙ্কপতনে গতিশক্তিহীনা হইয়াছে যদি অন্য কোন হিংস্রক জন্তু আসিয়া নষ্ট করে। এই রূপ সন্দেহে রাজা গোকে ধরিয়া খড়্গহস্ত হইয়া সমস্ত রাত্রি হিমবাত জলধারা সহ্য করিয়া জলমধ্যে একাকী দাঁড়াইয়া থাকিলেন। প্রভাতসময়ে ঐ দুই দেবতা মায়াকৃত গোরূপ ব্যাঘ্ররূপ ত্যাগ করিয়া স্বরূপধারণ করিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যকে কহিলেন হে মহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য তোমার দয়ালুতাপ্রযুক্ত পরম ধার্ম্মিকতা কি পর্য্যন্ত ইহা জানিবার কারণ আমরা দুই দেবতা মায়াতে এরূপ ব্যবহার করিলাম বুঝিলাম যেমন দেবতারা ক্ষীর সমুদ্র মন্থন করিয়া তাহার সারভাগে চন্দ্রমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন তেমন সৃষ্টিকর্ত্তা দয়ারূপ সাগর মন্থন করিয়া তদীয় সারভাগে তোমার অন্তঃকরণ সৃষ্টি করিয়াছেন আমরা তোমার কি প্রশংসা করিব। আমারদের রাজা ইন্দ্র দেবসভামধ্যে প্রায় সর্ব্বদা তোমার প্রশংসা করেন কিন্তু এত দিনে তাহার প্রামাণ্য হইল অত্যন্ত তুষ্ট হইলাম বরপ্রার্থনা কর। রাজা কহিলেন আপনকারদের প্রসাদে আমার প্রার্থনীয় কিছু নাই সর্ব্বসম্পত্তি সম্পন্ন হইয়াছে প্রার্থনাকৃত লাঘব কেন স্বীকার করিব। দেবতারা কহিলেন আমারদের দর্শন নিরর্থক হয় না অতএব প্রার্থনা ব্যতিরেক তোমাকে এই এক কামধেনু দিলাম যখন যাহা তোমার অভিলষিত হয় তাহা এই কামধেনুস্থানে প্রার্থনা করিলে হইবে। এই রূপে দেবতারা রাজাকে কামধেনু দিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। রাজা ঐ কামধেনু লইয়া আসিতেছেন পথিমধ্যে এক দরিদ্র রাজার নিকটে ভিক্ষা করিল রাজা ঐ কামধেনু দরিদ্রকে দিয়া স্বরাজধানী আইলেন।

শ্রীভোজরাজ পুপঞ্চবিংশতি পুত্তলিকার এই কথা শুনিয়া তদ্দিবসে ফিরিয়া আইলেন।

ইতি পঞ্চবিংশতি কথা সমাপ্তা।—

ষড়্‌বিংশতি পুত্তলিকার কথা।—

অপর মুহূর্ত্তে সিংহাসননিকটস্থ শ্রীভোজরাজকে দেখিয়া ষড়্‌বিংশতি পুত্তলিকা কহেন হে ভোজরাজ এ সিংহাসনে যে বিক্রমাদিত্য বসিতেন তাহার গুণাখ্যান শুন। এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্য পৃথিবীমণ্ডলাবলোকনার্থ ইতস্ততো ভ্রমণ করিতে২ অপূর্ব্ব রমণীয় এক দেবতায়তনে গিয়া বসিয়াছেন ইত্যবসরে এক পুরুষ আসিয়া রাজার নিকটে বসিয়া বিবিধ প্রকার বাগাড়ম্বর করিতে লাগিলেন। রাজা শুনিয়া স্বান্তঃকরণে পরামর্শ করিলেন বুঝি এ পুরুষ অতি ধূর্ত্ত হইবে নতুবা এতাদৃশ বাগাড়ম্বর কেন সৎপুরুষের এমন স্বভাব নয় যে বৃথা বাগাড়ম্বর করে এ ব্যক্তি নিরর্থক বাগাড়ম্বর করিতেছে অতএব অবশ্য আত্যন্তিক ধূর্ত্ত বটে। ইহার এই দৃষ্টান্ত সারহীন পদার্থ কাংস্য যাদৃশ শব্দ করে তাদৃশ শব্দ সুবর্ণ করে না অতএব এই নিশ্চয় যে অনেক কথা কহে সে সারহীন বটে। রাজা এই রূপ পরামর্শ করিয়া ঐ পুরুষের সহিত কিঞ্চিন্মাত্র আলাপ করিলেন না। সে ব্যক্তি কিঞ্চিৎ কাল বসিয়া আপন স্থানে গেল। পুনর্ব্বার পর দিবস এক কৌপীন ধারণ করিয়া শুষ্কবদন হইয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা তাহাকে দেখিয়া কহিলেন কহ এ কি। কল্য উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়া আসিয়াছিলা অদ্য জীর্ণ মলিন কৌপীনমাত্র ধারণ করিয়া আসিয়াছ। পুরুষ কহিলেন হে মহারাজ শুন আমি দ্যূতকার অদ্য দ্যূতক্রীড়াতে সর্ব্বস্ব হারিয়া কৌপীনমাত্রাবশেষ হইয়াছি। রাজা শুনিয়া মন্দ২ হাস্য করিয়া কহিলেন বটে হবে দ্যূতকারেরদের এই রূপ গতি যে ব্যক্তি দ্যূতক্রীড়াতে ধন ইচ্ছা করে এবং যে লোক পরসেবক হইয়া মর্য্যাদা ইচ্ছা করে এবং যে জন ভিক্ষাবৃত্তিতে ভোগ ইচ্ছা করে এ সকল লোক দৈববিড়ম্বিত নির্ব্বুদ্ধি শিরোমণি। রাজার এই বাক্য শুনিয়া ঐ দ্যূতকার দ্যূতনিন্দা সহিতে না পারিয়া কহিলেন বটে বলিতেছ ভাল কিন্তু বুঝি দ্যূতক্রীড়াসুখ তুমি কখন অনুভব কর নাহি অতএব তোমার এ বাক্য নপুংসক পুরুষের সুন্দরী যুবতী স্ত্রী সম্ভোগনিন্দাবাক্যপ্রায়। দ্যূতকারের এই বাক্য শুনিয়া রাজা কহিলেন হে দ্যূতকার তুমি নিতান্ত ঈশ্বরবিড়ম্বিত যেহেতুক আমার উপকার-মাত্রার্থক সুহৃজ্জন ন্যায় হিতবাক্যে তোমার নিতান্ত অহিতবুদ্ধি হইল কিন্তু এ বড় দুঃখ মনুষ্যদেহ ধারণে সদ্বুদ্ধি সদ্বিবেচনা সদুপায় চিন্তা সচ্চেষ্টা সৎকর্ম্ম না

করিয়া মিথ্যা সুখার্থে অনর্থহেতু দ্যূতক্রিয়াকরণে পুরুষ বৃথায়ুঃ ক্ষেপণ করে। রাজার এই বাক্য শুনিয়া দ্যূতকার কহিলেন হে মহারাজ যদি তোমার আমার উপকার করণে তাৎপর্য্য থাকে তবে আমার এক কার্য্য করিবা প্রতিশ্রুত হও। রাজা কহিলেন যদি তুমি অদ্য প্রভৃতি দ্যূতক্রীড়া ত্যাগ কর তবে তোমার যে কার্য্য আমাহইতে হয় তাহা অবশ্য করিব প্রতিশ্রুত হইলাম। রাজার এই বাক্য শুনিয়া দ্যূতকার কহিলেন হে বিক্রমাদিত্য সিদ্ধ পুরুষ শুন সুমেরু পর্ব্বতের শৃঙ্গের উপরে এক দেবতার মন্দির আছে সে দেবতার নাম মনঃসিদ্ধি ঐ মন্দিরের চূড়ার উপরে আকাশগঙ্গাজলপূরিত সুবর্ণকুম্ভ আছে ঐ সুবর্ণকুম্ভ হইতে জল আনিয়া মনঃসিদ্ধি দেবতার পূজা করিয়া স্বশিরোবলি যে দেয় তাহার প্রতি ঐ দেবতা প্রসন্না হইয়া অভিলষিত সিদ্ধি বর দেন কিন্তু এ কর্ম্ম করা বড় দুষ্কর তুমি যদি এ কার্য্য করিতে পার তবে দেবতাহইতে যে বর পাইবা সে বর আমার নিমিত্ত প্রার্থনা করিবা তুমি এ কার্য্য করিলে আমি দ্যূতক্রীড়া ত্যাগ করিব। রাজা দ্যূতকারের এই বাক্য শুনিয়া তৎক্ষণে যোগপাদুকারোহণ করিয়া সুমেরু শৃঙ্গে গিয়া দেবমন্দিরোপরি স্থিত স্বর্ণকলস্থ জলাহরণ করিয়া মনঃসিদ্ধি দেবতার পূজা করিয়া খড়্গহস্ত হইয়া স্বশিরোবলিদানার্থোদ্যত হবামাত্রে দেবতা প্রসন্না হইয়া যথা অভিলষিত সিদ্ধিবর রাজাকে দিলেন। রাজা সেই বর দ্যূতকারার্থ গ্রহণ করিয়া দ্যূতকারের নিকটে আসিয়া দ্যূতকারকে দ্যূতক্রীড়া ত্যাগ করাইয়া দেবপ্রসাদলব্ধ বর দিয়া স্বরাজধানীতে আইলেন। ষড়্‌বিংশতি পুত্তলিকা কহেন হে ভোজরাজ তুমি যদি আপনাকে এ রূপ বুঝ তবে এই সিংহাসনে বৈস নতুবা বসিলে তোমার ভাল হবে না। এই কথাতে শ্রীভোজরাজ সে দিবস বিমর্ষ হইয়া গেলেন।—

ইতি ষড়্‌বিংশতি কথা সমাপ্তা।—

সপ্তবিংশতি পুত্তলিকার কথা।—

সপ্তবিংশতি পুত্তলিকা শ্রীভোজরাজকে সিংহাসনারোহণহইতে নিবারণ করিয়া কহেন হে ভোজরাজ এ সিংহাসন যে রাজা বিক্রমাদিত্যের ছিল তাঁহার গুণাখ্যান শুন। এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্য দেশ ভ্রমণ করিতেছেন পথিমধ্যে পথিকের কএক লোক শ্রীবিক্রমাদিত্যকে দেখিয়া কহিলেন হে মহারাজ পূর্ব্ব দেশেতে বেতলপুর নামে এক পুরী আছে সেই পুরীতে শোণিতপ্রিয়া নামে এক দেবী আছেন সেই দেবীর স্থানে প্রত্যহ নরবলি হয় আমরা পথঘটিত সেই দেশে গিয়াছিলাম বল্যর্থ আমারদিগের

তদ্দেশীয় রাজলোকেরা বলাৎকারে ধরিয়াছিল আমরা আয়ুর্ব্বলে কোন প্রকারে পলাইয়া প্রাণ পাইয়াছি। ইহা শুনিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্য কৌতুকাবিষ্ট হইয়া তদ্দেবী বিলোকনার্থে বেতালপুরে গিয়া তদ্দেশীয় রাজলোকেরদিগকে দেখিয়া ধর্ম্মোপদেশ করিলেন হে লোকেরা তোমাদের এ কোন ধর্ম্ম আত্মসুখার্থ মহাপ্রাণী মনুষ্য বলি দেবীকে দেও সংসারে এ বলিদান জন্য সুখ কত দিন ভোগ করিবা এ মহাপ্রাণিহিংসা জন্য পাপেতে অনেক কল্পপর্য্যন্ত যে নরক ভোগ করিবা এ জ্ঞান তোমারদের নাহি আর তোমারদের সে দেবতা বা কেমন যে মনুষ্যহিংসাতে তুষ্ট হইয়া তোমারদিগকে বরদান করেন সে দেবতারদের দেবত্বকে ধিক্ যে নরবলি গ্রহণ করেন। এই রূপে তদ্দেশীয় লোকেরদিগকে পবিত্র ভৎর্সন করিয়া তদ্দেবীর মন্দিরে আসিয়া দেখেন যে কথক লোক এক পুরুষকে স্নান করাইয়া রক্তবস্ত্র রক্তচন্দন রক্তপুষ্পমালাতে ভূষিত করিয়া বলিদাননিমিত্ত আনিতেছে। শ্রীবিক্রমাদিত্য ঐ লোকেরদিগকে দেখিয়া কহিলেন অরে দুষ্ট পাপাত্মারা এ পুরুষকে এই ক্ষণে ত্যাগ কর এ মৃত্যুভয়ে অত্যন্ত কাতর হইয়াছে যদি তোরদের নরবলি হইলে কার্য্যসিদ্ধি হয় তবে আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আপনাকে আপনি বলি দিতেছি কিন্তু আমার সাক্ষাতে মরণভয়ে কাতর নরকে কদাচ বলি দিতে পারিবি না। রাজার এই বাক্য শুনিয়া তল্লোকেরা অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন হে মহাসাত্ত্বিক পরম ধার্ম্মিক তুমি কে আমরা এমন লোক দেখি নাহি যে নিঃসম্বন্ধ লোকের প্রাণ রক্ষার্থে আত্মপ্রাণ তৃণবৎ ত্যাগ করিতে উদ্যত হয় গৃহদাহকালে নানা দুঃখোপার্জ্জিত বিবিধ প্রকার ধন পতিব্রতা সুন্দরী স্ত্রী পণ্ডিত ধার্ম্মিকৈকপুত্রপ্রভৃতি প্রিয়তম বস্তু পরিত্যাগ করিয়া আত্মপ্রাণ রক্ষার্থে সেই গৃহহইতে পলায়ন করে তুমি অজ্ঞাতকুলশীল দেশোদাসীন পুরুষরক্ষার্থে অতিপ্রিয়তম প্রাণত্যাগে উদ্যুক্ত হইলা অতএব তোমার তুল্য পরোপকারক দুর্লভ। রাজাকে এই বাক্য কহিয়া বলিনিমিত্তানীত পুরুষের বন্ধন মোচন করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। শ্রীবিক্রমাদিত্য কৃতনিত্যক্রিয় হইয়া খড়্গ লইয়া আত্মবলিদানে উদ্যত হবামাত্রে দেবী প্রসন্না হইয়া রাজাকে কহিলেন হে মহারাজ তুষ্টাস্মি বরং বৃণু। রাজা কহিলেন যে দেবী যদি তুষ্টা হইয়াছেন তবে আমাকে এই বর দেউন এই লোকেরা যদভিলাষে বলি দিতে আসিয়াছিল তাহারদের তদভিলাষ সিদ্ধি হউক আর অদ্য প্রভৃতি নরবলি তুমি কখন গ্রহণ করিবা না এই দুই বর আমাকে দেউন। দেবী তথাস্তু বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন সেই দিবস অবধি সে দেবীর আর নরবলি কখন হইল না শ্রীবিক্রমাদিত্য স্বস্থানে আইলেন।

শ্রীভোজরাজ সপ্তবিংশতি পুত্তলিকার এই কথা শুনিয়া সেই দিবসও বিরত হইলেন ।—

ইতি সপ্তবিংশতি কথা ।—

অষ্টাবিংশতি পুত্তলিকার কথা ।—

অষ্টাবিংশতি পুত্তলিকা শ্রীভোজরাজকে সিংহাসনাধিরোহণ নিবারণার্থ শ্রীবিক্রমাদিত্যের গুণাখ্যান করেন হে ভোজরাজ শুন । এক দিবস সামুদ্রক শাস্ত্রতত্ত্ববেত্তা এক পণ্ডিত পথিমধ্যে শ্রান্ত হইয়া শ্রম নিবারণার্থ নগরপ্রান্তে বৃক্ষমূলে বসিয়াছেন ঐ পণ্ডিত সকল স্ত্রীপুরুষের অঙ্গচিহ্ন দ্বারা সামুদ্রক শাস্ত্রের যথার্থ জ্ঞানবলে যখন যে শুভাশুভ হইবে তাহা জানিতে পারেন ঐ পণ্ডিত তথাতে ধূলির উপরে এক পুরুষের পদ্মাকার চিহ্নবিশিষ্ট পাদচিহ্ন দেখিয়া মনোমধ্যে বিচার করিলেন যে পুরুষের চরণ পদ্মাঙ্কিত হয় সে অবশ্য মহারাজ হয় অতএব এই পদচিহ্ন যে পুরুষের সে অবশ্য মহারাজ বটে কিন্তু যদি মহারাজ বটে তবে কেন পাদচারে নগরপ্রান্তে গমন করিবে এই সন্দেহব্যাকুলচিত্ত হইয়া বসিয়াছেন । ইতি মধ্যে এক সুদরিদ্র মস্তকোপরি কাষ্ঠভার লইয়া ঐ পথে চলিয়া গেল ঐ দরিদ্রের পদচিহ্ন আর পূর্ব্বদৃষ্ট পদচিহ্ন এই দুই পদচিহ্ন সমানাকার-প্রকার দেখিয়া পণ্ডিত নিশ্চয় করিলেন এই পুরুষের এই দুই পদচিহ্ন ইহাতে কোনহ সন্দেহ নাই কিন্তু এ কি আশ্চর্য্য যাহার পদেতে পদ্মচিহ্ন সে এতাদৃশ দরিদ্র । এই ভাবনাতে বিষণ্ণবদন হইয়া পণ্ডিত বসিয়া আছেন ইতিমধ্যে শ্রীবিক্রমাদিত্য তথা উপস্থিত হইলেন পণ্ডিতকে বিষণ্ণবদন দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন হে ব্রাহ্মণ তুমি কে এখানে কেন বসিয়া আছ বিষণ্ণবদন বা কেন । পণ্ডিত কহিলেন আমি সামুদ্রক শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিত পথশ্রান্ত হইয়া বসিয়াছি কিন্তু পদ্মাঙ্কিত-দক্ষিণচরণ এক পুরুষকে অত্যন্ত দরিদ্র দেখিয়া শাস্ত্রার্থ বিষম্বাদপ্রযুক্ত ভাবিত হইয়াছি । রাজা পণ্ডিতের এই বাক্য শুনিয়া কিছু উত্তর না করিয়া স্ববাটীতে আসিয়া পণ্ডিতগণ লইয়া সভামধ্যে বসিয়া দূতদ্বারা ঐ পণ্ডিতকে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে পণ্ডিত পদ্মাঙ্কিতচরণ যে পুরুষকে তুমি দরিদ্র দেখিয়াছ সে পুরুষ কোথা আছে । পণ্ডিত কহিলেন সে পুরুষ কাষ্ঠভার লইয়া এই নগরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে অতএব বুঝি এই নগরীর মধ্যে থাকিবে । রাজা কহিলেন তাঁর কি নাম । পণ্ডিত কহিলেন তাহার নাম জানি না কিন্তু তাহার আকার প্রকার এই রূপ । রাজা পণ্ডিতের এ বাক্য শুনিয়া দূতদ্বারা অন্বেষণ করাইয়া ঐ পুরুষকে স্বসাক্ষাতে আনাইলে পণ্ডিত যে রূপ কহিয়াছিলেন সেই রূপ প্রত্যক্ষ দেখিয়া রাজা পণ্ডিতকে কহিলেন হে পণ্ডিত সামান্য বিশেষ

ন্যায় ব্যতিরেকে শাস্ত্রার্থাবধারণ হইতে পারে না অতএব তুমি বিলক্ষণরূপে শাস্ত্রার্থানুসন্ধান করিয়া বুঝ এ পুরুষের কোনহ প্রবল কুলক্ষণ অবশ্য আছে যৎপ্রযুক্ত এ সুলক্ষণের ফল হইতে পারে না। রাজার এই বাক্য শুনিয়া শাস্ত্রার্থানুসন্ধান করিয়া কহিলেন হে মহারাজ পদ্মাদি লক্ষণ থাকিলে রাজা অবশ্য হয় এ সামান্য শাস্ত্র তালুমূলাদিতে কাকপদ চিহ্নাদি থাকিলে নানা-প্রকার রাজলক্ষণকে নিরর্থক করিয়া পুরুষকে দরিদ্র করে এই বিশেষ শাস্ত্র। রাজা পণ্ডিতের এই বাক্য শুনিয়া ঐ দরিদ্র পুরুষের তালুমূলেতে কোন উপায়ে কাকপদ চিহ্ন প্রত্যক্ষতো দেখিয়া সেই পুরুষকে বিদায় করিয়া পণ্ডিতকে কহিলেন হে পণ্ডিত বুঝিলাম তুমি সামুদ্রক শাস্ত্রার্থতত্ত্ববেত্তা বট কহ আমার শরীরে কোথা কি রাজলক্ষণ আছে। পণ্ডিত রাজার অঙ্গাবলোকন পুনঃপুনঃ করিয়া কহিলেন হে মহারাজ তোমার শরীরে কোনহ রাজচিহ্ন দেখিতে পাই না। রাজা কহিলেন হে পণ্ডিত শাস্ত্রার্থ বিবেচনা করিয়া বুঝহ ইহার কি বিশেষ আছে। পণ্ডিত কহিলেন হে মহারাজ যদি কোন পুরুষের শরীরে ব্যক্ত সুলক্ষণ না থাকে কিম্বা ব্যক্ত কুলক্ষণ থাকে কিন্তু বামপার্শ্বে শরীরাভ্যন্তরে কর্ব্বুরমন্ত্রজাল নামে চিহ্ন থাকে তবে সে পুরুষের শাস্ত্রোক্ত কুলক্ষণ ও সুলক্ষণা-ভাবের ফল না হইয়া সকল সুলক্ষণের ফল হয় অতএব বুঝি আপনকার শরীরাভ্যন্তরে কর্ব্বুরজাল নামে চিহ্ন থাকিবে। রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রার্থ প্রত্যক্ষকারণ ক্ষুর হস্তে লইয়া বামপার্শ্ব বিদারণ করিতে উদ্যত হবামাত্রে পণ্ডিত রাজার কর ধরিয়া কহিলেন হে মহারাজ এতাদৃশ সাহস করিবা এ উপযুক্ত নয় অতীন্দ্রিয় যাবদ্বস্তু কার্য্যদ্বারাই প্রত্যক্ষ হন যেমত ঈশ্বর যে এক বস্তু আছেন তিনি কাহার প্রত্যক্ষ কিন্তু সংসাররূপ কার্য্যদ্বারা সকলেরি প্রত্যক্ষ-বৎ প্রমাণসিদ্ধ হইয়াছেন। তোমারও যাবৎ সুলক্ষণের ফল সকলেরি প্রত্যক্ষ সিদ্ধ বটে অতএব আপনকার বামপার্শ্বে কর্ব্বুরজাল নামে চিহ্ন অবশ্য আছে শরীরবিদারণ করিয়া তৎপ্রত্যক্ষে কি প্রয়োজন। পণ্ডিতের এই বাক্য শুনিয়া শাস্ত্রার্থে সংশয় কর্ত্তব্য নয় ইহা বুঝিয়া কুক্ষি বিদারণ না করিয়া পণ্ডিতকে নানাবিধ পারিতোষিক দ্রব্য প্রদান করিয়া বিদায় করিলেন। অষ্টাবিংশতি পুত্তলিকা কহেন হে ভোজরাজ এতাদৃশ সাহসশালী যে রাজা হয় সে এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত। শ্রীভোজরাজ এই কথা শুনিয়া তদ্দিবসে ক্ষান্ত হইলেন।—

ইত্যষ্টাবিংশতি কথা সমাপ্তা।—

উনত্রিংশৎ পুত্তলিকার কথা।—

অপর এক দিবস অভিষেকার্থ সিংহাসননিকটোপস্থিত শ্রীভোজরাজকে দেখিয়া উনত্রিংশৎ পুত্তলিকা কহেন হে ভোজরাজ এ সিংহাসনে বিক্রমাদিত্য রাজা বসিতেন তাঁহার কিঞ্চিৎ ইতিহাস কহি শুন। এক দিবস এক বৈতালিক রাজা বিক্রমাদিত্যের দ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারীকে কহিলেন হে দ্বারি মহারাজাধিরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তি শ্রবণ করিয়া অনেক দূর দেশহইতে রাজসাক্ষাৎ কারণ আসিয়াছি রাজার সাক্ষাতে নিবেদন কর। দ্বারী বৈতালিকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজনিবেদকের সাক্ষাতে নিবেদন করিলেন। রাজনিবেদক রাজার সাক্ষাতে নিবেদন করিয়া অনুমত্যনুসারে বৈতালিককে রাজসাক্ষাতে আনিতে দ্বারপালকে আজ্ঞা দিলেন। বৈতালিক শত শত স্বর্ণযাষ্টিককর্তৃক সাবধানীকৃত হইয়া রাজসভাপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া রাজসভাবিন্যাসপরিপাটীকৃত শোভাবলোকন করিতে লাগিলেন বিবেচনা বিচক্ষণ শত২ ধীসচিব ও কর্ম্মসচিব নানাবিদ্যা বিখ্যাত কালিদাসাদি পণ্ডিতবর্গবেষ্টিত শ্বেতচামরবীজিত বিবিধ রত্নখচিত স্বর্ণরাজদণ্ড শ্বেতছত্রোপশোভিত এতৎ সিংহাসনোপরি স্থিত মহারাজাধিরাজ শ্রীলশ্রীবীরবিক্রমাদিত্যকে অবলোকন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বৈতালিক নিবেদন করিলেন হে মহারাজাধিরাজ আপনি যদি মন্ত্রী প্রভৃতিরদের সঙ্গে সাবধানপূর্ব্বক অবলোকন করেন তবে আমি অপূর্ব্ব এক কৌতুক দেখাই। বৈতালিকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা তদ্বিষয়ে আজ্ঞা দিলেন। বৈতালিক রাজাজ্ঞা পাবামাত্রে এক হস্তে খড়্গ অপর এক হস্তে অপূর্ব্ব এক সুন্দরী যুবতী স্ত্রীর করগ্রহণ করিয়া এক পুরুষ রাজার সাক্ষাতে হঠাৎ উপস্থিত হইয়া কহিলেন হে মহারাজাধিরাজ এ সংসারের মধ্যে কেহ বলেন বিদ্যা সার বস্তু কিন্তু সে কথা আমার মনে লয় না আমার মনে এই লয় অপূর্ব্ব সুন্দরী যুবতী স্ত্রী ও সম্পত্তিবাহুল্য এই দুই সার অতএব হে মহারাজ এই দুই বস্তু পরহস্তগত কখন করিবে না কিন্তু অদ্য নভোমণ্ডলে দেবদানবের যুদ্ধ হইবে সে যুদ্ধে ইন্দ্রের সাহায্য কারণ আমাকে যাইতে হইবে ইনি আমার স্ত্রী প্রাণাধিকপ্রেয়সী স্ত্রী সমভিব্যাহারে যুদ্ধ স্থানে যাওয়া উপযুক্ত নয়। অন্যের নিকটে এই স্ত্রীকে রাখিয়া যাইতে বিশ্বাস হয় না অতএব মহারাজাধিরাজ পরম ধার্ম্মিক স্বজনের প্রায় পরজনরক্ষক জিতেন্দ্রিয় পরম সাত্বিক জানিয়া আপনকার নিকটে এই স্ত্রীকে রাখিয়া আমি যুদ্ধস্থানে প্রস্থান করিব এই বাঞ্ছা করিয়াছি আপনি নানা প্রকারে পরোপকার করিতেছেন আমার আগমনপর্য্যন্ত পরমযত্নে এই স্ত্রীকে সংরক্ষণ করিয়া আমার উপকার করুন। ঐ পুরুষের এই বাক্য শ্রীবিক্রমাদিত্য শুনিয়া স্বীকার করিলেন তদনন্তর রাজার নিকটে আপন

স্ত্রীকে রাখিয়া রাজসাক্ষাৎহইতে বিদায় হইয়া সকলের সাক্ষাৎকারে সভাস্থান-হইতে আকাশপথে গমন করিলেন ঐ পুরুষের অদৃষ্ট হওয়াপর্য্যন্ত মহারাজ ও সভাস্থ যাবল্লোক অত্যন্ত আশ্চর্য্য মানিয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া থাকিলেন। কিন্তু ঐ পুরুষ সকলের অদৃষ্ট হইলে পর কিঞ্চিৎ কালানন্তর যোদ্ধারদের সিংহনাদে গগনমণ্ডল পরিপূর্ণ প্রায় হইল। ঐ শব্দ শুনিয়া রাজসভাস্থ যাবল্লোক বিস্ময়া-পন্ন হইয়া চিত্রপুত্তলিকার প্রায় আছেন ইতিমধ্যে ঐ পুরুষের ছিন্ন হস্তদ্বয় রাজসভাগ্রে পড়িল অনন্তর ছিন্ন চরণদ্বয় পড়িল তদনন্তর কিঞ্চিদ্বিলম্বে ঐ পুরুষের মস্তক ছিন্ন হইয়া পড়িল ইহাতে ঐ পুরুষের স্ত্রী আত্মস্বামীর ছিন্ন মস্তক দেখিয়া অনেক প্রকার বিলাপ করিয়া রাজাকে নিবেদন করিলেন হে মহারাজ যেমন চন্দ্রের চন্দ্রিকা চন্দ্রের সহিত লীনা হন আর যেমন মেঘের তড়িৎ মেঘের সহিত লুপ্তা হয় তদ্বৎ স্বামীর অনুগমন করা ভার্য্যার পরম ধর্ম্ম অতএব আমি আপন স্বামীর সহগামিনী হইব চিতাদি সংযোগ করিয়া দিতে আজ্ঞা হউক। রাজা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত করুণার্দ্রচিত্ত হইয়া কহিলেন হে পতিব্রতা জীবলোকের সম্বন্ধ জীবনাবধি যাবৎ তোমার স্বামী জীবনাবস্থাতে ছিলেন তাবৎ পর্য্যন্তই তোমার স্বামী এখন তাহার সহিত তোমার সম্বন্ধ বা কি নিঃসম্বন্ধ লোকের কারণ দেহত্যাগ করা কোন ধর্ম্ম অতএব তোমার সংপ্রতি এই কর্ত্তব্য যদি তোমার বিষয় বাসনা না থাকে তবে ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মাশ্রয় করিয়া ঈশ্বরের ভজন কর যদি ভোগাভিলাষ থাকে তবে যে সৎ পুরুষ তোমার মনে লয় তাহাকে স্বামিভাবে উপগতা হইয়া পরমানন্দে সুখভোগ কর প্রচুর ধন আমি দিতেছি কোন প্রকারে কখন দুঃখ পাইবা না। রাজার এই বাক্য শুনিয়া ঐ পতিব্রতা কহিলেন হে মহারাজ আপনি সাক্ষাদ্ধর্ম্মাবতার অতএব এ প্রকার করিতে পারিলেও পতিব্রতার ধর্ম্ম রক্ষা হয় কিন্তু এই মনুষ্যশরীরে কামাদি স্বাভাবিক কাম প্রবল শত্রু বিবেকাদি ও সদ্বিদ্যাভ্যাসাদি যত্নসাধ্য অস্থির অতএব শাস্ত্রসিদ্ধ বৈধব্য ধর্ম্ম রক্ষা অতিদুঃসাধ্য। বৈধব্য ধর্ম্মস্খলন সহজ যেমন স্বাম্যুপার্জ্জিত ধনপুত্রাদিতে ভার্য্যার ধনপুত্রাদিমত্তা তদ্বৎ স্বামিমরণেতে ভার্য্যার মরণ এবং হে মহারাজ বিবাহ কালে অগ্নি সাক্ষাৎকারে বেদমন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক ভার্য্যার স্বামি-শরীরাভেদ-প্রতিজ্ঞাকরণে বিবাহসিদ্ধি এবং পুরুষের শক্তিরূপা স্ত্রী পুরুষ শক্তিব্যতিরেকেও থাকেন শক্তি পুরুষ ব্যতিরেকে কদাচ থাকেন না ইহার দৃষ্টান্ত এই মণি মন্ত্র মহৌষধাদি সহকৃত বহ্নি স্বীয় দাহিকা শক্তিব্যতিরেকে থাকেন কিন্তু দাহিকাশক্তি বহ্নি ব্যতিরেকে কখন থাকেন না এবং মহারাজ লোকেতেও প্রসিদ্ধ আছে যে যদর্থ প্রাণত্যাগ করে তাহার সহিত তাহার প্রীতির আত্যন্তিকতা

অতএব মহারাজ লোকত ও শাস্ত্রতঃ ও ন্যায়তঃ অবশ্য কর্ত্তব্য যে কর্ম্ম তাহাতে মহারাজ বারণ করেন কি বিবেচনাতে যাহার যে বিষয়ে মন একাগ্র হয় তাহাতে অন্যের বারণ বৃথা হয়। যেমন নীচাভিমুখ প্রবল জলপ্রবাহ বারণার্থ ব্যাপার নিষ্ফল হয়। মহারাজ এই বাক্যে ঐ স্ত্রীর সহমরণার্থে নিশ্চয় বুঝিয়া কহিলেন হে পতিব্রতা তুমি যে সকল বাক্য কহিলা এ সকল প্রমাণ বটে আমি যে অপ্রামাণিক বাক্য সকল কহিয়াছিলাম সে কেবল তোমার দৃঢ়তা বুঝিবার কারণ। মহারাজ পতিব্রতাকে এই কথা কহিয়া চিতাদি করণার্থ আজ্ঞা দিলেন সেই স্ত্রী নিদাঘকালে গ্রীষ্মোত্তপ্ত জন যেমন সুশীতল জলমধ্যে প্রবেশ করে তদ্বৎ স্বামীর উদ্দেশে দোধূয়মান চিতাগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর সভাস্থ যাবল্লোকের সহিত মহারাজ ঐ স্ত্রীর পাতিব্রত্য ধর্ম্ম নিষ্ঠার প্রশংসা করিতেছেন ইত্যবসরে ঐ স্ত্রীর স্বামী ঐ পুরুষ যুদ্ধেতে ক্ষতবিক্ষত রুধিরধারা-পরিপ্লুতাঙ্গ হইয়া সভামধ্যে উপস্থিত হইলেন। রাজা ও সভ্যলোকেরা ঐ পুরুষকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া পরস্পরাবলোকন করিতে লাগিলেন। ঐ পুরুষ মহারাজকে কহিলেন হে মহারাজ যদর্থে গিয়াছিলাম তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়া এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া আইলাম সম্প্রতি আমার ভার্য্যাকে দিতে আজ্ঞা হউক স্বদেশে গমন করি। রাজা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কি উত্তর করিবেন তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন না স্থির করিতে না পারিয়া মন্ত্রীরদের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। মন্ত্রিবর্গেরা রাজার অভিপ্রায় বুঝিয়া ঐ পুরুষকে কহিলেন হে বীরশ্রেষ্ঠ তোমার এ স্থানহইতে গমনের কিঞ্চিৎ কালের পর তোমার মস্তকের ন্যায় এক মস্তক আমারদের সাক্ষাৎ এই স্থানে পড়িল। তোমার স্ত্রী সেই ছিন্ন মস্তক দেখিয়া নানা প্রকার বিলাপ করিয়া মহারাজের বারণ না শুনিয়া সহমরণ করিয়াছেন চিতাভূমি প্রত্যক্ষ দেখ গিয়া। ঐ পুরুষ মন্ত্রীরদের এই বাক্য শুনিয়া কিঞ্চিৎ কাল মৌনাবলম্বন করিয়া দীর্ঘতর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রাজাকে কহিলেন হে মহারাজ ত্রিভুবনের লোকেরা আপনকার পরম ধার্ম্মিকতাদি গুণ প্রশংসা যত করেন সে সকল কি আমার অদৃষ্ট দোষে মিথ্যা হইল তবে যদি মহারাজ আমার ভার্য্যা আমার অত্যন্ত প্রেয়সী ইহা জানিয়া কৌতুক করেন তবে সে কৌতুক করিতে কর্ত্তব্য নহে আমি অনেকক্ষণ অবধি আপন প্রেয়সীকে না দেখিয়া অত্যন্ত ব্যাকুলচিত্ত হইয়াছি। রাজা এই বাক্য শুনিয়া কহিলেন যে এ কৌতুক নয় প্রমাণ বটে। পুরুষ কহিলেন মহারাজ তোমার ধার্ম্মিকতা যে পর্য্যন্ত তাহা বুঝিলাম সংপ্রতি আমার স্ত্রীকে দিতে হয় দিউন নতুবা আপন স্ত্রীকে দিউন। রাজা এই বাক্য শুনিয়া ধার্ম্মিকতা ব্যাঘাত ভয়ে আপনি তৎক্ষণে অন্তঃপুরে গিয়া নিজ পট্টমহিষীর কর

গ্রহণ করিয়া সভাস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন সে পুরুষ নাই। ইত্যবসরে সেই বৈতালিক রাজসাক্ষাৎ আসিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিলেন হে মহারাজাধিরাজ আমি ইন্দ্রজাল বিদ্যাপ্রভাবে মায়াবিদ্যা প্রদর্শন করাইলাম যত দেখিলেন সকলি মিথ্যা মহারাজ উৎকণ্ঠা পরিত্যাগ করিয়া সুস্থ হউন। রাজা বৈতালিকের এই বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া রাণীকে অন্তঃপুরে প্রেরণ করিয়া সভামধ্যে বসিয়াছেন ইতোমধ্যে পাণ্ডাদেশ রাজপ্রেরিত নানাবিধ বর্ণ সঞ্চয় শত শত হস্তী ঘোটকাদি উপঢৌকন সামগ্রী রাজার সাক্ষাতে উপস্থিত হইল। শ্রীবিক্রমাদিত্য ঐ সকল সামগ্রী বৈতালিককে দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন। ঊনত্রিংশত্তমী পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ যে রাজা এতাদৃশ ধর্ম্মভীরু সেই এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত। শ্রীভোজরাজ এই কথাতে তদ্দিবসে বিরত হইলেন।

ইতি ঊনত্রিংশত্তমী কথা সমাপ্তা।—

ত্রিংশত্তমী পুত্তলিকার কথা।—

পুনর্ব্বার অন্য এক দিবস শ্রীভোজরাজকে ত্রিংশত্তমী পুত্তলিকা কহেন হে ভোজরাজ এতৎসিংহাসনোপবেষ্ট, শ্রীবিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য উপাখ্যান শুন। অবন্তীপুরীতে শ্রীদত্ত নামে এক মহাজন ছিলেন তাহার এত ধন ছিল যে তিনি আপন ধনের পরিমাণ আপনি জানেন না। ঐ মহাজনের পুত্র সোমদত্ত নামে এক প্রাসাদ করিতে ইচ্ছা করিয়া পিতার নিকটে নিবেদন করিলেন। পিতার অনুমতি পাইয়া পুষ্যার্কযোগে প্রাসাদারম্ভ করিলেন। তদনন্তর যে দিবস পুর্ষ্যার্কযোগ হয় সেই দিবসেই ঐ প্রাসাদের নির্ম্মাণ করান অন্য দিবস প্রাসাদ গঠন ব্যাপার নিবারিত থাকে। এই রূপে অনেক কালে প্রাসাদ প্রস্তুত হইল। তদনন্তর শুভক্ষণ করিয়া সাধুপুত্র সোমদত্ত প্রাসাদ প্রবেশ করিলেন। রাত্রিযোগে ঐ প্রাসাদে পর্য্যঙ্কোপরি সাধুপুত্র শয়ন করিয়া আছেন এতন্মধ্যে ঐ প্রাসাদহইতে অকস্মাৎ পড়ি পড়ি এই শব্দ উচ্চৈঃস্বরে হইল। সোমদত্ত ঐ শব্দ শুনিয়া ভয়বিস্ময়াপন্নচিত্ত হইয়া কোনহ রূপে তদ্রজনী যাপন করিলেন। পর দিবস সন্দিগ্ধ হইয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যের সাক্ষাৎ আরম্ভাবধি তাবৎ প্রাসাদ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। রাজা সমস্ত বিবরণ শুনিয়া প্রাসাদ করণে যত ধন ব্যয় হইয়াছিল তাহার দ্বিগুণ ধন সোমদত্তকে দিয়া প্রাসাদ ক্রয় করিয়া রজনী যোগে প্রাসাদ মধ্যে শয়ন করিয়াছেন ইতোমধ্যে প্রাসাদ হইতে পড়ি পড়ি শব্দ হইতে লাগিল। রাজা তচ্ছব্দ শ্রবণ করিয়া অতি শীঘ্র পড় এই বাক্য কহিলেন। তদনন্তর ঐ প্রাসাদ মধ্যে সমস্ত রাত্রিপর্য্যন্ত স্বর্ণবৃষ্টি হইল রাজার শয়ন প্রদেশে

পুষ্পবৃষ্টি হইল। প্রভাতে রাজা যত স্বর্ণবৃষ্টি হইয়াছিল সে সকল স্বর্ণ প্রাসাদ সহিত সোমদত্তকে দিয়া আপন সভাস্থানে আইলেন। ত্রিংশত্তমী পুত্তলিকা কহেন হে ভোজরাজ যদি তুমি এতাদৃশ সাহসৌদার্য্যশালী হও তবে এ সিংহাসনে বস নতুবা বসিলে অমঙ্গল হইবে। এই বাক্যে তদ্দিবসে শ্রীভোজরাজ পরাবৃত্ত হইলেন।—

ইতি ত্রিংশত্তমী কথা সমাপ্তা।—

একত্রিংশত্তমী পুত্তলিকার কথা।—

পুনরন্য দিবস অভিষেকার্থ সিংহাসননিকটস্থ শ্রীভোজরাজকে একত্রিংশত্তমী পুত্তলিকা কহেন হে ভোজরাজ যে বিক্রম নৃপের এ সিংহাসন তাঁহার ঔদার্য্যের কথা কিঞ্চিৎ শ্রবণ কর। এক দিবস প্রাণসত্বগ্রামহইতে বাণিজ্য করিবার কারণ এক বণিক্‌পুত্র অবন্তীনগরে আসিয়া নগরস্থ লোকের এবং মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ব্যবহার দেখিয়া স্বগ্রামে আসিয়া আপন পিতাকে সমুদায় নিবেদন করিলেন হে পিতঃ অবন্তীনগরে এক আশ্চর্য্য দেখিলাম যাবদ্বিক্রেয় বস্তু পণ্যবীথিকাতে উপস্থিত হয় সে সকল গ্রাহকে ক্রয় করিয়া লয় অবশিষ্ট যাবৎ দ্রব্য বিক্রীত না হয় নগরে দুর্নামভয়ে তাবৎ দ্রব্য উপযুক্ত মূল্য দিয়া মহারাজ বিক্রমাদিত্য আপনি লন। পুত্রের মুখহইতে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ঐ ধূর্ত্ত বণিক্ দারিদ্র্য নামে এক লৌহময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া বিক্রয় কারণ অবন্তীনগরের হট্টে উপস্থিত হইলেন। গ্রাহকেরা ঐ ধূর্ত্ত বণিকের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসেন এ কি দ্রব্য ইহার মূল্য বা কি। গ্রাহকেরদের এই বাক্য শুনিয়া বণিক্ কহিলেন এ পুত্তলিকার নাম দারিদ্র্য ইহার দশ সহস্র মুদ্রা মূল্য এ পুত্তলিকাকে যে ক্ষণে যে ব্যক্তি গ্রহণ করিবে তৎক্ষণ সে ব্যক্তিকে লক্ষ্মী ত্যাগ করিবেন। এই বাক্য শুনিয়া ক্রেতারা আমাদের শত্রুকে ইনি উপগত হউন এই বাক্য কহিয়া সকলে পরাঙ্মুখ হইলেন। এই রূপে সমস্ত দিবস গিয়া সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল। রাজকীয় দূতেরা রাজসাক্ষাৎকারে এই সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। রাজা স্ববাক্যপ্রতিপালন কারণ দশ সহস্র মুদ্রা মূল্য দিয়া ঐ লৌহময়ী দারিদ্র্য প্রতিমা লইয়া স্বকীয় কোষাগারে রাখিলেন। অনন্তর ঐ দিবস নিশাভাগে রাজলক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী হইয়া রাজার স্থানে বিদায় মাগিলেন। রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া বিবিধ প্রকার স্তব করিয়া লক্ষ্মীকে নিবেদন করিলেন হে মাত রাজলক্ষ্মি আমার অপরাধ কি নিরপরাধে কেন আমাকে ত্যাগ করেন। লক্ষ্মী কহিলেন তোমার কিছু অপরাধ নাহি কিন্তু দারিদ্র্য যে স্থানে থাকেন সে স্থানে আমার বসতি হয় না এইপ্রযুক্ত আমি যাইতেছি। রাজা এই বাক্য

শুনিয়া কহিলেন যদি আপনি এইপ্রযুক্ত যাইতেছ তবে যাও আমি আপন প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে কদাচ পারিব না। এই বাক্য শুনিয়া রাজলক্ষ্মী প্রস্থান করিলেন তদন্তর বিবেক শান্তি ক্ষান্তি দয়া মেধাদি সাত্বিক গুণ সকল এই রূপে রাজাকে পরিত্যাগ করিলেন তথাপি রাজা স্ববাক্যহইতে চলিত হইলেন না। তৎপর সাক্ষাৎ সত্যগুণ মূর্ত্তিমান্ হইয়া রাজার নিকট বিদায় মাগিলেন। রাজা তাহাকে বিদায় না করিয়া বিবিধ প্রকার বিনয়োক্তিতে অপরিত্যাগ প্রার্থনা কারলেন ও কহিলেন আমি তোমার নিমিত্ত রাজলক্ষ্মী বিবেকাদি সকল ত্যাগ করিলাম তুমি কি বিবেচনাতে আমাকে পরিত্যাগ কর। সত্যগুণ কহিলেন আমি বিবেকাদির অনুগত বিবেকাদি ব্যতিরেক থাকিতে পারি না অতএব হে মহারাজ তুমি যদি নিতান্ত আমাকে পরিত্যাগ না করিবা তবে যে প্রতিজ্ঞাতে দারিদ্র্য পুরুষ গ্রহণ করিয়াছ সে প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ কর কিম্বা নিজ হস্তে স্বশিরশ্ছেদন করিয়া এতচ্ছরীর পরিত্যাগ কর দেহান্তরে আমি তোমাতে থাকিব। রাজা এই বাক্য শুনিয়া সত্যপ্রতিজ্ঞতা ব্রত ভঙ্গভয়ে তৎপ্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া খড়্গহস্ত হইয়া মস্তকচ্ছেদন করিতে উদ্যত হবামাত্রে সত্যগুণ রাজার কর ধারণ করিয়া কহিলেন যে হে মহারাজ তোমার ধর্ম্মনিষ্ঠতা কি পর্য্যন্ত ইহা জানিবার কারণ আমি এই বাক্য কহিয়াছিলাম বুঝিলাম তুমি পরম ধার্ম্মিক বট ধার্মিক পুরুষান্তঃকরণ আমার নিবাসের স্থান অতএব তোমাকে কখন পরিত্যাগ করিব না তোমাতে থাকিলাম। তদনন্তর কিয়দ্দিবসের পর ঐ সত্যগুণে বদ্ধ হইয়া রাজলক্ষ্মী বিবেকাদি সকল আইলেন। একত্রিংশত্তমী পুত্তলিকা কহেন হে ভোজরাজ এতাদৃশ সত্যসন্ধ পুরুষ এ সিংহাসনে বসিবার পাত্র। শ্রীভোজরাজ এই বাক্যে তদ্দিবসে পরাঙ্মুখ হইলেন।—

ইত্যেকত্রিংশত্তমী পুত্তলিকার কথা।—

দ্বাত্রিংশত্তমী পুত্তলিকার কথা।—

অন্য এক দিবস সিংহাসনারোহণোদ্যত শ্রীভোজরাজকে নিবারণ করিয়া দ্বাত্রিংশত্তমী পুত্তলিকা কহেন হে ভোজরাজ এতদ্রাসনোপবেষ্ট, শ্রীবিক্রমাদিত্যের কিঞ্চিৎ গুণোপাখ্যান শ্রবণ কর। এক সময়ে অবগ্রহপ্রযুক্ত প্রায় যাবদ্দেশে কোন শস্য না জন্মিবাতে সকল দেশের প্রজা লোকেরা শস্যমাহার্য্যপ্রযুক্ত দুর্ভিক্ষব্যাকুল হইয়া বিচার করিলেন মহারাজাধিরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্য পরম ধার্ম্মিক তাহার দেশে দুর্ভিক্ষ হয় নাহি অতএব সে দেশে গিয়া সকলে প্রাণ রক্ষা করি। এই

রূপ পরামর্শ করিয়া অন্য২ রাজার দেশহইতে শ্রীবিক্রমাদিত্যের দেশে আইলেন। এই সম্বাদ শ্রীবিক্রমাদিত্য দূতপ্রমুখাৎ শুনিয়া স্বদেশে সর্ব্বত্র আজ্ঞা দিলেন বিদেশাগত অন্নার্থীরা যে স্থানে যে ভক্ষ্য দ্রব্য পাইবেন তাহা স্বচ্ছন্দে ভক্ষণ করিবেন ইহাতে কেহ প্রতিবন্ধকতাচরণ না করিবে যাহার যত টাকার দ্রব্য এতদর্থে ব্যয় হইবে সে তত টাকা আমার ভাণ্ডারহইতে পাইবে। এই রূপ ঘোষণাতে সকলে রাজাজ্ঞানুসারে ব্যবহার করিলেন। ইহাতে নগরস্থ ভদ্রলোকেরা আহারোপযুক্ত দ্রব্য ক্রয় করিতে না পাইয়া রাজার সাক্ষাৎ নিবেদন করিলেন হে মহারাজ আমরা নগরস্থ বিশিষ্ট লোক কৃষিকর্ম্ম কখন করি নাহি ক্রীত শস্য মাত্রোপজীবী সম্প্রতি এক মুদ্রালভ্য শস্য শত মুদ্রাতেও পাই না এতন্নিমিত্তক সপরিবারে আমারদের প্রাণরক্ষা হয় না। শ্রীবিক্রমাদিত্য বিশিষ্ট লোকেরদের এই বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইলেন। মনে বিচার করিলেন যদ্যপি বিদেশাগত বুভুক্ষুরদিগকে বারণ করি তবে বাক্য মিথ্যা হয় যদি গ্রাহকেরদিগকে ক্রয়নার্থ নিবারণ করি তবে সর্ব্বোপকারিতাব্রত ভঙ্গ হয়। এই রূপ চিন্তান্বিত চিত্ত হইয়া পরমেশ্বরীর আরাধনা করিলেন। পরমেশ্বরী সাক্ষাৎ হইয়া আজ্ঞা করিলেন হে মহারাজ বর প্রার্থনা কর। রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া গদ্য পদ্য বিবিধ বাক্যপ্রবন্ধে দেবীর স্তব করিয়া বর প্রার্থনা করিলেন। হে দেবি যদ্যপি আমার প্রতি সন্তুষ্টা হইয়াছ তবে এই বর দেও আমার দেশের সকলের গৃহে অক্ষয় ভক্ষণীয় দ্রব্য হউক। দেবী তথাস্তু বলিয়া রাজার পরোপকারকতা ধর্ম্মে অত্যন্ত সন্তুষ্টা হইয়া রাজাকে চিন্তামণি নামে এক রত্ন দিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। রাজা প্রজাবর্গেরদের স্বাস্থ্যে সুস্থান্তঃকরণ হইয়া সভামধ্যে সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া মন্ত্রী সামন্ত মহামাত্রপ্রভৃতিরদের সহিত বিচার করিয়া তীর্থ যাত্রার কর্ত্তব্যতা নিশ্চিত করিয়া সামগ্রী সমবধানার্থ আজ্ঞা দিয়া বসিয়াছেন। ইতোমধ্যে এক ধূর্ত্ত কপট সন্ন্যাসী দেহাত্মবাদী প্রত্যক্ষমাত্র প্রমাণবাদী রাজসভাতে আসিয়া উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণাজিনোপবিষ্ট রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল। হে মহারাজ এ সকল সামগ্রী সমবধান কি নিমিত্তে হইয়াছে। রাজা কহিলেন আমি তীর্থযাত্রা করিব তদর্থে এ সকল সামগ্রীর আয়োজন হইয়াছে। চার্ব্বাক কহিল তীর্থ বা কি তীর্থযাত্রা করিলেই বা কি হয়। রাজা কহিলেন গঙ্গাদিতীর্থ তৎস্নানাদিতে পুণ্যোৎপাদন হয় তৎপুণ্যে ফলাকাঙ্ক্ষীর স্বর্গ হয় ফলাভিসন্ধিরহিতের চিত্তশুদ্ধ্যাদি প্রণালীক্রমে তত্ত্বজ্ঞান হইয়া মুক্তি হয়। চার্ব্বাক এই বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত উপহাস করিয়া কহিল প্রতারককল্পিত মিথ্যা প্রমাণেতে অজ্ঞানীরা নষ্ট হউক কিন্তু মহারাজ তুমি জ্ঞানবান্ সারগ্রাহী তোমার উপযুক্ত এ বাক্য নহে।

পারমার্থিক জ্ঞানীরদের যে কথা তাহা শুন যে অজ্ঞানিপুরুষেরা স্বর্গার্থ কর্ম্ম করে তাহারদের এ বড় বুদ্ধিভ্রম যে কর্ম্মের বিনাশ প্রত্যক্ষতো দেখে সেই বিনষ্ট কর্ম্মকে দেহান্তরে স্বর্গাদি ফলের জনক করিয়া বলে। বিধ্বস্ত কারণ কখন কার্য্যের জনক হয় না যেমন দগ্ধসূত্র পটের জনক না হন অতএব স্বর্গ মিথ্যা এবং এই যুক্তিতে নরকো মিথ্যা আর বর্ত্তমান দেহপাতোত্তর ভাবি-দেহান্তরসম্বন্ধ আত্মার হয় এ কথা নিতান্ত অন্ধপরম্পরাসিদ্ধ কথার ন্যায় অতএব আত্মার শরীরান্তর প্রাপ্তি মিথ্যা এ প্রযুক্ত স্বর্গ ও নরক ও মর্ত্য এবং অপ্রত্যক্ষ যে ধর্ম্মাধর্ম্ম সেও মিথ্যা দেহাতিরিক্ত আত্মা আছেন এ যে কথা গগনকুসুম প্রায় মহারণ্যস্থ বৃক্ষাদির ন্যায় স্বতঃস্থিত্যুৎপত্তিপ্রলয়শালী সংসারের কর্ত্তা পাতা হর্ত্তা ঈশ্বর এই যে কল্পনা সে কল্পনামাত্র অতএব প্রত্যক্ষাতিরিক্ত প্রমাণে যে প্রামাণ্য বুদ্ধি সে অপ্রামাণিক কিন্তু অন্ধগোলাঙ্গুলের ন্যায় অজ্ঞানান্ধ লোকের ব্যামোহ কারণ অসদুপদেশমাত্র। শ্রীবিক্রমাদিত্য চার্ব্বাকের এই রূপ নানাপ্রকার বেদবিরুদ্ধ বাক্য শুনিয়া কিঞ্চিৎ কোপাবিষ্ট হইয়া কহিলেন আরে নাস্তিক তুমি যে এ সকল বাক্য কহ প্রত্যক্ষাতিরিক্ত প্রমাণ নাহি এই স্থূল মতাবলম্বনে অনুমানাদি প্রমাণ যদ্যপি না মান প্রত্যক্ষমাত্র প্রমাণ মান তবে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যদি দৈবাৎ অত্যন্ত বধির হন তবে তাহার নিজ বাক্যের প্রামাণ্যগ্রহ কিরূপে হয় যদি নাহি হয় তবে তাহার কোন ব্যবহার সিদ্ধ হইতে পারে না কিন্তু লোকে দেখিতেছে এতাদৃশ পণ্ডিত পরোপদেশও করিতেছে এবং আত্মব্যবহার নির্ব্বাহ করিতেছে আর যদি কখন তুমি স্বশিরশ্ছেদন স্বপ্নে প্রত্যক্ষ দেখ তবে তুমি নিদ্রাভঙ্গোত্তর আপনাতে কি মৃত-ব্যবহার কর কিম্বা জীবদ্ব্যবহার কর যদি মৃতব্যবহার কর তবে তুমি বিলক্ষণ বিচক্ষণ বট যদি জীবদ্ব্যবহার কর তবে প্রত্যক্ষ প্রমাণের বাধ হইল অতএব তোমাকে প্রত্যক্ষাতিরিক্ত সর্ব্ব শাস্ত্রসিদ্ধ অনুমান প্রমাণ অবশ্য মানিতে হইবে অ র সম্প্রতি তোমাকে এক কথা জিজ্ঞাসা করি জমি কি আকাশপতিতাগত কিম্বা যৎকিঞ্চিৎ বংশজাত যদি বল আকাশপতিতাগত তবে তুমি উন্মত্ত যদি বল যৎকিঞ্চিৎ বংশজাত তবে তোমার তদ্বংশজাতত্বে প্রমাণ কি ইহাতে বলিবা আমার পূর্ব্বপুরুষেরা অমুক বংশজাত ইহা আমি প্রামাণিক লোকেরদের স্থানে শুনিয়াছি এতএব অনিচ্ছাতেও তোমাকে প্রামাণিক বাক্যরূপ শব্দপ্রমাণ মানিতে হইল। যদি এইরূপ অনুমান শব্দপ্রমাণ মানিলা তবে যাবৎ অনুমান-সিদ্ধ এবং শব্দপ্রমাণসিদ্ধ যাবদ্বস্তু অবশ্য মানিবা কিন্তু অর্দ্ধজরতীয় ন্যায়বৎ বাক্য উপযুক্ত নয় সে সকল কথা যা হউক প্রতিনিয়ত দেশকাল কারণ জাত শুভাশুভকর্ম্মফল সুখ দুঃখাত্মক শিল্প বর হৃপ্পাচিন্ত্য রচনাত্মক যে সংসার

ইহার কারণ পরমেশ্বরকে অবশ্য মানিতে হইবে আত্মচিত্তে বিবেচনা করিয়া বুঝ ন্যূনাধিক্য ভাবে বর্ত্তমান যে২ বস্তু সে সকল বস্তুর সীমাস্থান অবশ্য কেহ আছে যেমন সরোবর হ্রদ নদীনদাদিত্যে ন্যূনাধিক্য ভাবেতে স্থিত হইয়াছেন যে জল তাহার সীমাস্থান সমুদ্র তদ্বৎ ঐশ্বর্য্য বীর্য্য যশঃ শোভা জ্ঞান বৈরাগ্যাদি ন্যূনাতিরেক ভাবে প্রাণিবর্গে আছেন অতএব ঐশ্বর্য্যাদি যাবদুত্তম গুণের সীমাস্থান কাহাকেও অবশ্য বলিতে হইবে ইহাতে যাহাকে বলিবা তিনি এক পরমেশ্বর তাহার স্বরূপ এই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বনিয়ন্তা কার্য্য রূপে এবং কারণ রূপে অভিব্যক্ত সকলের অন্তঃকরণ ব্যাপারসাক্ষী পাদহীন অথচ সর্ব্বত্রগ এবং পাণিহীন সর্ব্বগ্রাহী নেত্রহীন সর্ব্বদর্শী শ্রোত্রহীন সর্ব্বশ্রোতা তিনি সকলকে জানেন তাহাকে কেহ জানে না সর্ব্বত্রস্থিত কিন্তু সকলেরি দুর্ল্লভ তাহার কেহ আধার নয় তিনি সকলের আধার সচ্চিদানন্দমাত্রস্বরূপ তাহার শক্তি দুর্ঘটনপটুতরা অতএব তাহাকেই মহামায়া করিয়া শাস্ত্রে বলেন তিনি সকল জগতের মূল কারণস্বরূপা অতএব তাহাকে মূল প্রকৃতিও বলেন ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞেরা ঈশ্বরশক্তির কার্য্য জগৎকে স্বপ্নের ন্যায় জানেন অতএব ঈশ্বর-শক্তিকে মহানিদ্রা করিয়া বলেন এতাদৃশ শক্তিসহকারী নির্গুণ নিষ্কর্ম্ম সচ্চিদানন্দমাত্রস্বরূপ পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণক হন। এবম্বিধপরমেশ্বর-বিষয়ক আদর নৈরন্তর্য্য দীর্ঘকাল সেবিত জ্ঞান মোক্ষের কারণ হন। শ্রীবিক্রমাদিত্য এই রূপে চার্ব্বাককে কহিয়া কহিলেন হে চার্ব্বাক সকল শাস্ত্রের হৃদয়ার্থ তোমাকে বলি শুন যেমন মাতা সন্তানের রোগনিবৃত্তি নিমিত্তক কটুতিক্ত কষায় ঔষধি পান করাবার সময়ে সান্ত্বনার নিমিত্ত কহেন হে পুত্র ঔষধি পান করিলে তোমাকে মিষ্ট মোদকাদি দিব এই রূপ ফল দর্শাইয়া ঔষধি পান করান তদ্বৎ মাতৃরূপা শ্রুতি কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্যরূপ রোগ নিবৃত্তির কারণ স্বর্গাদিরূপ ফল দর্শাইয়া ব্যয়ায়াসসাধ্য কর্ম্মকাণ্ডে প্রবর্ত্তান যেমন রোগনিবৃত্তির ফল সুস্থতা তেমন কামাদিনিবৃত্তির ফল ঈশ্বরনিষ্ঠা অতএব সকল কর্ম্মকাণ্ডের পরম ফল ঈশ্বরনিষ্ঠা যাহার ঈশ্বরনিষ্ঠা হইল তাহার কর্ম্মাদির অপেক্ষা নাহি যাহার ঈশ্বরনিষ্ঠা নাহি তাহার কর্ম্ম মিথ্যাফলক অতএব তুমি ঈশ্বরনিষ্ঠা না করিয়া পল্লবগ্রাহি পাণ্ডিত্যে বৃথা কালক্ষেপণ কেন কর। রাজার এই সকল বাক্য শ্রবণ মহৌষধি পানে চার্ব্বাকের চিত্তস্থ নাস্তিকতা পিশাচী পলায়ন করিলেন। চার্ব্বাক শ্রীবিক্রমাদিত্যকে গুরুর ন্যায় মানিয়া তাহার সকল বাক্য মানিল ইহাতে রাজা সন্তুষ্ট হইয়া চার্ব্বাককে নানা প্রকার ধন দিয়া পরিতুষ্ট করিলেন। দ্বাত্রিংশত্তমী পুত্তলিকার এই কথা সমাপ্ত হবামাত্রে সকল পুত্তলিকারা একত্র হইয়া কহিলেন

হে ভোজরাজ শ্রীমহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যের গুণোপাখ্যানোপলক্ষে রাজারদের যে সকল উত্তম গুণ তাহা বিস্তার করিয়া কহিলাম এ সকল গুণ যার থাকে সেই উত্তম রাজা এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত অন্য রাজা বসিলে তাহার অমঙ্গল সমূহ হয় অতএব আমরা তোমার হিতকাম্যাতে তোমাকে এ সিংহাসনে বসিতে বারণ করিলাম। ইহাতে আপনি অসন্তুষ্ট হইবেন না তুমি আমারদের মহোপকারী তোমার প্রসাদে আমরা মুনিশাপপ্রাপ্ত স্থাবরভাবহইতে মুক্ত হইয়া জঙ্গমভাব প্রাপ্ত হইলাম তোমার মঙ্গল হউক পরম সুখে রাজ্য কর। আমরা সিংহাসন লইয়া স্বস্থানে গমন করি। পুত্তলিকারা শ্রীভোজরাজকে এই কথা কহিয়া সিংহাসন লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। শ্রীভোজরাজ আপন স্থানে প্রস্থান করিলেন। ইতি শ্রীবিক্রমচরিতে দ্বাত্রিংশত্তমী পুত্তলিকোপাখ্যান সমাপ্ত হইল।—

প্রবোধ চন্দ্রিকা

(নির্বাচিত অংশ)

আনুমানিক ১৮১৩ খ্রীঃ অব্দে রচিত

১৮১৩ খ্রীঃ অব্দে মুদ্রিত

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

প্রবোধ চন্দ্রিকা ।

শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কর্তৃক
ফোর্ট উলিয়ম কালেজের ছাত্রেরদের নিমিত্ত রচিত ।



শ্রীরামপুরে মুদ্রাযন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল ।
সন ১৮৩৩ ।

THE
PRUBODH CHUNDRIKA,

COMPILED BY
THE LATE
MRITUNJOY VIDYULUNKAR,
MANY YEARS CHIEF PUNDIT IN THE
COLLEGE OF FORT WILLIAM

FROM THE SERAMPORE PRESS.
1833.

This work was composed by the late MRITUNJOY VIDYALUNKAR, one of the most profound scholars of the age, and for many years chief pundit in the College of Fort William, for the use of the Young Gentlemen of the Civil Service studying in that Institution. The work, which he left unpublished at his death, consists chiefly of narratives from the Shastrus, written in the purest Bengalee, of which indeed it may be considered one of the most beautiful specimens. The writer anxious to exhibit a variety of style, has in some cases indulged in the use of language current only among the lower orders ; the vulgarity of which, however, he has abundantly redeemed by his vein of original humour. In other parts of the work he has drawn so freely on the Sungskrit, that the uninitiated student may possibly find it difficult to comprehend some of the sentences at the first glance. All words of foreign parentage, however, he has carefully excluded, which adds not a little to the value of this compilation.

Considering how confined is the number of works written by natives of the country in pure Bengalee which we possess, it is to be hoped that the present work will form a valuable addition to the library of the student. Though he should be occasionally interrupted, in the perusal of it, by words and phrases of unusual occurrence, yet he will be amply repaid for his labour by the purity of its diction, and by the opportunity which it will afford him of appreciating the resources of the Bengalee language. Any person who can comprehend the present work, and enter into the spirit of its beauties, may justly consider himself master of the language.

SERAMPORE
May 15th, 1833

J. C. M.

প্রবোধ চন্দ্রিকা।

মুখবন্ধ।

অকারাদি ক্ষকারান্তাক্ষরমালা যদ্যপি পঞ্চাশৎ সংখ্যকা কিম্বা একপঞ্চাশৎ কিম্বা সপ্তপঞ্চাশৎ সংখ্যা পরিমিতা হউক তথাপি এতাবন্মাত্র কতিপয় বর্ণাবলীবিন্যাসবিশেষবশতঃ বৈদিক লৌকিক সংস্কৃত প্রাকৃত পৈশাচাদি অষ্টাদশ ভাষা ও নানা দেশীয় মনুষ্য জাতীয় ভাষাবিশেষবশতঃ অনেক প্রকার ভাষাবৈচিত্র্য শাস্ত্রতো লোকতঃ প্রসিদ্ধ আছে। যেমন কুঞ্জরধ্বনিতুল্য ধ্বনি নিষাদ স্বর। গোরবানুকারি ঋষভ স্বর। অজাশব্দ সদৃশ গান্ধার স্বর। ময়ূররবাকার ষড়্‌জ স্বর। ক্রৌঞ্চস্বনোপম মধ্যম স্বর। অশ্বস্বনসঙ্কাশ ধৈবত স্বর। কুসুমসময়কালীন কোকিলকাকলীতুলিত পঞ্চম স্বররূপ সপ্তমাত্র সংখ্যক স্বর সংস্থানবিশেষবশতঃ অসংখ্যাত গান বৈচিত্র্য শাস্ত্রতো লোকতঃ প্রসিদ্ধ আছে। এতদ্রূপ প্রসিদ্ধ সর্ব্বভাষা চতুর্ব্ব্যূহরূপা হন।

অনভিব্যক্তবর্ণা ধ্বনিমাত্ররূপা পরা নাম্নী ভাষা প্রথমা যেমন অভিনব-কুমারেরদের ভাষা। তদনন্তর অভিব্যক্তবর্ণমাত্রা পশ্যন্তী নামক ভাষা দ্বিতীয়া যেমন প্রাপ্ত ঈষৎকিঞ্চিদ্বয়স্ক বালক বাণী। তৎপর পদমাত্রাত্মক মধ্যমাভিধা তৃতীয়া ভাষা যেমন পূর্ব্বোক্ত বালকাধিক কিঞ্চিদ্বয়স্ক শিশু ভাষা। তার পর বাক্যরূপ বৈখরী নামধেয়া সকল শাস্ত্রস্বরূপা বিবিধ জ্ঞানপ্রকাশিকা সর্ব্ব ব্যবহার প্রদর্শিকা চতুর্থী ভাষা যেমন লৌকিক শাস্ত্রীয় ভাষা। ঈদৃশরূপে জাতমাত্র বালকের উত্তরোত্তর বয়োবৃদ্ধিক্রমে ক্রমশঃ প্রবর্ত্তমানা চতুর্ব্ব্যূহরূপা ভাষা অস্মাদাদিতে যুগপৎ প্রবর্ত্তমানত্ব রূপে যদ্যপি প্রতীয়মানা হউন তথাপি পূর্ব্বোক্ত পরা পশ্যন্তী মধ্যমা বৈখরীরূপ চতুর্ব্ব্যূহরূপেতেই প্রবর্ত্তমানা হউন।

ইহার প্রমাণ এই। দূরবর্ত্তি হট্টগামি লোকেরদের শ্রবণবিষয়ীভূত হট্টাগত ধ্বনিমাত্রাত্মক কেবল কোলাহল হয়। অনন্তর কতিপয় পথ গমনোত্তর সমনস্ক শ্রবণেন্দ্রিয় সন্নিকর্ষবশতঃ খণ্ডশঃ বর্ণমাত্র গ্রহণ হয়। তদুত্তর বসন ভূষণ কদলী মূলক ইত্যাদি পদমাত্র শ্রবণ হয়। তদন্তর হট্টনিকট প্রাপ্ত্যুত্তর ক্রয়বিক্রয়কারি পুরুষেরদের বাক্যশ্রুতি হয়। অতএব অস্মাদাদিভাষা চতুর্ব্ব্যূহরূপে প্রবর্ত্তমান-ভাষাত্বহেতুক পূর্ব্বোক্তক্রম হট্টস্থ পুরুষ ভাষার ন্যায় ইত্যনুমানে সকল মানুষভাষার চতুর্ব্ব্যূহরূপত্ব নিশ্চয় হয়। তবে যে অস্মাদাদির ভাষার যুগপৎ বৈখরীরূপতামাত্র প্রতীতি সে উচ্চারণ ক্রিয়ার অতি শীঘ্রতাপ্রযুক্ত উপর্য্যধো-

ভাবার্দিষ্ঠিত কোমলতর বহুলকমলদল সূচীবেধন ক্রিয়ার মত। এতদ্রূপে প্রবর্ত্তমান সকল ভাষাহইতে সংস্কৃত ভাষা উত্তমা বহু বর্ণময়ত্বপ্রযুক্ত এক দ্ব্যক্ষর পশুপক্ষিভাষাহইতে বহুতরাক্ষর মনুষ্য ভাষার মত ইত্যনুমানে সংস্কৃত ভাষা সর্ব্বোত্তমা এই নিশ্চয়। অন্যান্য দেশীয় ভাষাহইতে গৌড়দেশীয় ভাষা উত্তমা সর্ব্বোত্তমা সংস্কৃত ভাষা বাহুল্যহেতুক। যেমন দুই এক পণ্ডিতাধিষ্ঠিত দেশহইতে বহুতর পণ্ডিতাধিষ্ঠিত দেশ উত্তম ইত্যনুমানে সকল লৌকিক ভাষার মধ্যে উত্তম গৌড়ীয় ভাষাতে অভিনব যুবক সাহেবজাতের শিক্ষার্থে কোন পণ্ডিত প্রবোধ চন্দ্রিকা নামে গ্রন্থ রচিতেছেন। ইতি প্রবোধ চন্দ্রিকায়াং মুখবন্ধে ভাষা প্রশংসা নাম প্রথম কুসুমং।

তৃতীয় স্তবক*

তৃতীয় কুসুম।

দণ্ডকারণ্যে ধূর্ত্তশিরোমণিনামে এক শৃগাল বাস করে সেই বনে ব্যাঘ্রদম্পতীও থাকে। নবপ্রসূতা ব্যাঘ্রী ছানাগুলিনকে ছাড়িয়া যাইতে না পারিয়া বাসাতেই থাকে কেবল ব্যাঘ্র আহার আহরণ করিতে যায় বনমধ্যে ইতস্ততো পরিভ্রমণ করত নানা জাতীয় জন্তু হত্যা করিয়া আপনি স্বচ্ছন্দরূপে শোণিত পিয়া মাংস খাইয়া কোমল মাংস আনিয়া দিলে ব্যাঘ্রী অনায়াসে পরমসুখে ভক্ষণ করে। এইরূপে বাঘ বাঘিনী হৃষ্টপুষ্ট হইয়া থাকে। ঐ শিয়াল তারদের কাদাচিৎক উচ্ছিষ্ট পুচ্ছ খুর চর্ম্ম অস্থিমাত্র চর্ব্বণ করিয়া উঞ্ছবৃত্তিতে অতিকষ্টে কালক্ষেপ করে। একদা ঐ বঞ্চক মাৎসর্য্যদোষে দুষ্টচিত্ত হইয়া চিন্তা করিল আহা কি সুন্দর মাংসখণ্ড এ বেটাবেটি খায় আমি খাইতে পাই না এ কি প্রাণে সহে যদি কোন গোচে এ বাঘিনী মাগীর খাবার মাংস খাইতে পারি তবেইতো মনের সাধ মিটে। শৃগাল এই চিন্তা করিয়া ব্যাঘ্রের বাসার কিছু দূরে দাঁড়াইয়া ঘাড় অল্পে বাঁকা করিয়া ভয়েতে সচকিত নেত্রে ইতস্ততঃ পুনঃ পুনঃ অবলোকন করত একাকিনী বাঘিনীকে মাংসাহার করিতে দেখিতে পাইয়া হন্‌হন্‌ করিয়া হঠাৎ ব্যাঘ্রীনিকটে আসিয়া পশ্চাৎ পাদদ্বয় চাপিয়া বসিয়া অগ্রিম দক্ষিণ চরণ ভূয়োভূয়ঃ নাড়িয়া অত্যন্ত ক্রোধে আরক্ত চক্ষুর্দ্বয়ে ব্যাঘ্রীর দিগে কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিয়া নিষ্ঠুর কঠোর বাক্য কহিতে লাগিল ওলো ছেঁচড়া লক্ষ্মীছাড়া মাগী তোর ভাতার অলক্ষণে ছেঁচড়্

* মূল গ্রন্থের নমুনা স্বরূপ তৃতীয় স্তবকের দুটি অধ্যায় উদ্ধৃত হয়েছে।—সম্পাদক

বেটা কমনে গেল আমার যে এক শত ভার সদ্যঃ স্নিগ্ধ নিরস্থি উপাদেয় আম মাংসপিণ্ড কর্জ ধারে তার কি তা মনে নাই ঋণ কেমন বালাই তাহা বুঝি জানে না যেমন গর্ভ তেমনি ঋণ গ্রহণ সময়ে বড় সুখ মোচনকালে মার্গ চড়২ করে দুঃশীল ব্যলীক বেটাকে প্রায় এক মাস হইলো আমি প্রত্যহ খুঁজিতেছি দেখাই পাওয়া যায় না আমি যে শৃগাল মহাজন মহাশয় বসিয়া আছি তাহার খোজ খবরই নাই নিশ্চিন্ত হইয়া নাভিতে তেল দিয়া আমার দত্ত মাংসভোজনে মাগুকে চিক্কণা করিয়া পিণ্ডীশূর গেহনর্দী বেটা বসিয়া আছে আন মাগী আজি বেবাক সকল মাংস লইব তবেই উঠিব।

শৃগাল সদাগরের আমার কর্জ দে এই শব্দ শুনামাত্রে ব্যাঘ্রী ভয়েতে কাতরা হইয়া অস্তব্যস্তে ধড়পড় করিয়া উঠিয়া পিছাড়ী দুই পায় বসিয়া আগা দুই পায়ে কৃতাঞ্জলি হইয়া অত্যন্ত বিনয়ে নিবেদন করিল। হে শৃগাল উত্তমর্ণ মহাশয় কর্ত্তা আসুন যে বিহিত হয় তাহা করিবা আমি স্ত্রীলোক কি জানি স্ত্রীজাতি খায়দায় ঘরকর্ণা করে দেনা লেনা পাওনা ও আয়ব্যয় স্থিতি অর্থাৎ আমদানী খরচ জমা এ সকল লেঠা বড়ো ঠক্ঠাক সে সকল লট্খট্ কি গৃহপঞ্জর কোকিলা চপলা অবলা জাতি করিতে পারে মাসের উপাসী কি পারণা সহিতে পারে না এত দিন যদি গেল আরো কিঞ্চিৎকাল সামাই কর তোমার গর্জন তর্জনে আমার ছেলিয়া পিলিয়া গুলিন ডরিয়াছে। এই দেখ ভেল২ করিয়া চাহিয়া আছে তোমার কি শরীরে কিছুই দয়া নাই মা গো এ কি স্ত্রী বালকের উপর এত কেন। ক্ষমা কর স্থির হও হে রাম মর্ম্মান্তিক কটু কষায়ণ রুক্ষ কতোকগুলাক বলিয়া গালি দিলে কি হবে। শিয়াল বাঘিনীর এই বাক্য শুনিয়া ক্রোধে থরথর করিয়া কাঁপিতে২ দাঁত কড়মড় করিয়া বাঘিনীর পানে কট্মট্ করিয়া চাহিয়া কহিল বেদড়া মাগী উনি কিছুই জানেন না কেবল খাবেন এই জানেন আরে মাগি ইহা কি কখন শুনিস নাই ভর্ত্তা যদি রোগী ও প্রবাসী হয় তবে ভার্য্যাকে গৃহব্যাপার সকলই করিতে হয়। ভার্য্যা স্বামির শরীরার্দ্ধ হয় পতির ধন স্ত্রীর ধন পতির দেয় স্ত্রীর দেয় পতির আদেয় স্ত্রীর আদেয় হয়। এই যে ছাগুলাককে আমার২ কহিতেছিস সে ছানাগুলাক কি বাপের ঘরহইতে আনিছিলি মর মাগী যা২ তোর যদি এক কালে সকল দিবার যোত্র না থাকে তবে যেমন সঙ্গীত কিছু২ করিয়া ক্রমে২ দে। ঋণব্রণকলঙ্কানাং কালে লোপো ভবিষ্যতি।

বাঘিনী শিয়ালের এই বচন শুনিয়া মরুক যা এক্ষণে কিছু দিলে যদি এ পাপ আপদ্ যায় তবে ছেলেরদের এঠোঁ মাংস যা আছে তাহাই কিছু দি এ বালাই দূর হউক ইহা মনে করিয়া এক খান মাংস ফেলিয়া দিল। শৃগাল

তাহা অল্প জানিয়া মাতা লাড়িয়া কহিল উঁহুঁ এতোতো কিছু হবে না ঢের করিয়া দে ইহাতে ব্যাঘ্রী আবার কিছু দিল। এইরূপে বঞ্চক ব্যাঘ্রীকে বঞ্চনা করিয়া চারি দিগে অবলোকন করত অতিবেগে দ্রুতগতিতে গমন করিল। তদনন্তর নিশাবসানে ব্যাঘ্র পদভরে ভূকম্পপ্রায় করত বহুতর মাংস লইয়া ব্যাঘ্রীকে ভক্ষণ করিতে দিয়া পর্য্যটনপরিশ্রমে শ্রান্ত হইয়া বিশ্রামার্থ অকাতরে নিদ্রা গেল। ব্যাঘ্রী ইষ্টদর্শন লাভ ভোগজন্য ত্রিবিধ আনন্দে মগ্না হইয়া সুপ্তোত্থিত স্বামিকে শৃগাল উত্তমর্ণের সংবাদ কহিতে ভুলিয়া গেল। এইরূপে প্রতিদিন শৃগাল মাংস লইয়া যায় ব্যাঘ্রীর পতিকে কহিতে মনে পড়ে না। ইহাতে শৃগাল দিনে২ উত্তম মাংসাহারে হৃষ্টপুষ্ট হইয়া শরীর নিরীক্ষণ করত থাকে। এইরূপে কতিপয় দিবস অতীত হইলে পর এক দিন শৃগালের কথা হঠাৎ বাঘিনীর মনে পড়িলে স্বামিকে সম্বোধন করিয়া কহিল ও গো অমুকের বাপ শুনতো তোমার এ কি তুমি না কি একটা শিয়ালের ঠাঁই এক শত ভার মাংস কর্জ লইয়াছো। তুমি শূর স্বয়ং ঘাতিত পশু মাংসব্যতিরেকে অন্য মাংস খাও না ও মা এ কি ছোট লোকের স্থানে কর্জ কর। সে ছার বেটা মাগুরাঁড়িয়া গুষ্টিখেগো আমাকে যাহা ইচ্ছা তাহাই বলে কতো বা গালাগালি দেয় নানা প্রকার অপমান ও ভর্ৎসনা করে মুক্ করে চক্ষু ঘুরায় দন্ত কড়্মড়ি করে আরতো কত কুবাক্য কয় তাহা কি কহিব আমি মেয়ে মানুষ আমার উপর এত জঞ্জাল সে নির্বংশিয়া অল্পায়ের বিকট মুখ দেখিয়া আমার প্রাণ অমনি উড়িয়া যায় আমার বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পায় এ পোড়াকপালীর মরণ হয় না এত সহিতে হইল মনে হয় গলায় দড়ি দিয়া মরি। ছালিয়াগুলি অক্রুবাণ দুগ্ধপোষ্য কেবল এই বাছারদের মুখ চাহিয়া পড়িয়া থাকি।

ব্যাঘ্রীর এই কথা শুনিয়া বাঘ্র কহিল ছি২ এ কি এমন অমঙ্গল কথা কেন সে বেটা অতিতুচ্ছ ক্ষুদ্র তীর্থকাক পরপিণ্ডাশী আত্মম্ভরি তার কথাও কথা তাতে আবার তুমি এতো দুঃখ কর ও হো ফুস কথা। আমার কথা ওদিকে থাকুকু তুমি যদি এক বার চক্ষু ঘুরাইয়া ভ্রূকুটী করো তবে কোথা পলাইবে তাহার পথ পায় না লাঙ্গুল পোঁদে গুঁজিয়া অমনি কমনে ছুটিয়া পলায় তাহার দিশাই পাওয়া যায় না মরুক গিয়া সে আমার লক্ষ্য নয় তার কথা অগ্রাহ্য হেতা সেতা বেড়াইয়া বড় বেজার হইয়াছি কাছে আইস হাঁসিয়া কথা কও। পতির এই বাক্যে বাঘিনী স্ত্রীবুদ্ধিপ্রযুক্ত প্রকারান্তর বুঝিয়া অল্প মানিনী হইয়া কহিল বটে এমন তবে না হবে কেন হবেইতো সে আমাকে এত অপমান করে তাহা আবার অগ্রাহ্য হয়। যাও মেনে বুঝা গেল ও মা তোমার মনে এতো ছিলো সে কোটনার মাগু তোমার সোয়াগিনী হইয়াছে হউক

আমাকে কেন শিয়াল দিয়া কাটাও তাকে লইয়াই আজি হইতে ঘর কর আমার কি মা বাপ ভাই বুন কেহ নাই হায় ইহাও হইল এ অমৃতে বিষ উপজিল সকলি আমার কপালে করে তোমার কি দোষ। হে বিধাতা তোমার মনে কি এই ছিল এত কালে সতিনের জ্বালায় জ্বলিতে হইল আমি জন্মিয়া কেন না মরিলাম এ পোড়ামুখীর মুখে আগুন কেন না লাগিল।

এতদ্রূপে নানা প্রকার অনুযোগ আক্ষেপ অনুতাপ দুঃখোক্তি করিতে২ স্বজাতিদোষবশতঃ পর পর অতিশয় রোষাবেশে কাঁদিতে২ কপাল গাল বুক চাপড়াইয়া বরাবরটা করিল ও পতির আগে মাতা কুড়িতে লাগিল। তদনন্তর ব্যাঘ্র হাঁ হাঁ এ কি এ কি এক করিতে আর হইল তোমার যে অপমান হয় সে কি আমার সাধ। হায় তোমার এই বুদ্ধি স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী সুস্থ হও এই কহিয়া ব্যাঘ্রীকে ধরিয়া তুলিয়া কোলে বসাইয়া তাহার মুখ জিহ্বাতে চাটিতে২ কহিল আহা এ কপালপোড়া কথা কোথাহইতে অকস্মাৎ উঠাইয়া মিছা দুঃখে দুঃখিনী কেন বা হইলা আমার মাতা খাইয়া সিন্দূর রেখার স্থানে শোণিত কেন বা বহাইলে উজ্জ্বল কজ্জল লেখাস্থলে নিরন্তর অশ্রু ক্ষরণ কি নিমিত্তেই বা করিলা শঙ্খ শোভাস্থানেতে দংশন কি লাগিয়া করিলা পয়োধরে নখক্ষত-জনিত রক্তধারা বহাইলা কেবল আপনা আপনি এ সকল নিরর্থক করিয়া কিবা সুখ পাইলা। আহা মরিমরি তোমার বালাই লইয়া তুমি আমার সুভগা তুমিই আমার সজনী যে চাঁদমুখ মলিন দেখিতে পারি না সে মুখে অশ্রু বাষ্পবারি ধারাও দেখিতে হইল। আমি কিরা করিয়া কহিতেছি তোমা বিহীনে আমি আর কাহাকেও স্বপ্নেতেও কখনো জানি না তুমি আমার প্রাণ-হইতেও অধিক ইত্যাদি নানা প্রকার শান্তবচনে ব্যাঘ্রীর মান অল্পে২ শমতা পাওয়াইয়া বাঘ শিথিলমনা বাঘিনীকে গাঢ়ালিঙ্গন চুম্বনাদি করিতেই ব্যাঘ্রী অন্তরেচ্ছা মৌখিক নিষেধে প্রবর্ত্তমানা হওত মরুক মেনে যাও২ তোমার ওই বই আর কি কায জানা গিয়াছে আর খুসুর২ ফুসুর২ করিবার দায় নাই আপনার দুঃখে আপনি মরি পোঁদের জ্বালায় মরি মনসা বর দিয়া যাও। যাও না তোমার শৃগালীর কাছে তোমার পথপানে চাহিয়া২ সে ভাতারখাগীর চক্ষের জল যে শুখাইল নড়োচড়ো না চুপ করিয়া শোও আমার গাটা ঘুম২ করিতেছে। এই এইরূপে নাকরা করিতে লাগিল।

পরে ব্যাঘ্র মিথুন সুখে বসিয়া কথোপকথন করিতে লাগিল কথা প্রসঙ্গে শার্দূলের শৃগালদত্ত ঋণাপবাদ মনে পড়াতে জাত ক্রোধে সর্ব্বাঙ্গস্ফীত ও ওষ্ঠাধর কামড়িয়া সশব্দ বিকট দংষ্ট্র ভয়ানক বদন ও অগ্নিপিণ্ডসম চক্ষুর্দ্বয়ের ঘূর্ণন ও লাঙ্গুলাঘাত চট্‌চটারাব ও অত্যন্ত গম্ভীর ঘোরতর শব্দ সমারম্ভ হওয়াতে

বুঝি ভয়েতে বনস্থলী কম্পান্বিত হইল। ব্যাঘ্র আস্ফালন করিয়া সাহঙ্কার বাক্যে কহিতে লাগিল আমি স্ব বাহুবলেতে বলিষ্ঠ গরিষ্ঠ গো মৃগ মহিষ মানুষাদি মারিয়া তাহারদের ঘাড়ের সদ্যঃ শোণিত পীয়া পাছার খাসা মাংস তোমার জন্যে দাঁতে কামড়াইয়া লইয়া যে নাড়ীভুঁড়ী চামড়া গুলা থু২ করিয়া ফেলিয়া দি সেই উচ্ছিষ্ট চাটিয়া প্রাণ ধারণ করে যে অসৎ বিজন্মা বেটা তার এত স্পর্দ্ধা। ওরে ছোটলোকের বাইড় হইলে এমনি হয় যেমন পতঙ্গের আগুনে ঝাঁপ ও পালক উঠিলে পিপীলিকার অর্থাৎ পিপড়ার আকাশের উপর উঠা। তাকে আমাকে দেখাইতে পারিবা। ব্যাঘ্রী কহিল তার আটক কি সে সর্ব্বনেশে গোশাতে হন২ করিয়া আসিয়া দাঁত কড়মড় চক্ষু কণ২ যখন করে তখন ভয়েতে খোকা খুকি গুলির চক্ষুহইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়ে ও ছরছর করিয়া মুতিয়া ফেলায় আমার প্রাণ ধড়ফড় করে গা থরথর গর২ ও জরজর করে যদি দৈবাৎ কদাচিৎ অল্প মাংস দি তবে ফর২ করিয়া ফিরিয়া যায় আবার আপনিই খরখর করিয়া আইসে। এই সকল নবরঙ্গ ভাব দেখিয়া আমি অমনি তটস্থ হইয়া থাকি। করি কি আমি মাইয়া অবলা তাতে আবার একলা যথেষ্ট করিয়া মাংস দি তুষ্ট হইয়া যায় এই যে লোভ পাইয়াছে তাহা কি ভুলিতে পারিবে এই এলো প্রায় একটুকু থাক রাতি হউক আজি তুমি রাত্রে কোথাও যাইও না নিভৃতে লুকাইয়া থাক।

ব্যাঘ্রীর এই কথাতে ব্যাঘ্র রাত্রিতে গাছের আড়ে লুকাইয়া থাকিল বাঘিনী ছানারদিগ্কে লইয়া সোয়াগ করিতে লাগিল। শৃগাল মহাজন খাতকের ঘরে কর্জ আদার করিতে বাসায় কাছাকাছি আসিয়া চতুর্দ্দিগে দৃষ্টি করত ধীরে২ আগমন করিতে লাগিল। ব্যাঘ্রী তাহা দেখিতে পাইয়া ঐ দেখ তোমার সাধু আসিতেছেন এই মন্দ স্বরে কহিয়া অঙ্গুলিনির্দ্দেশে দেখাইয়া দিল। ব্যাঘ্র দেখিতে পাওয়া-মাত্রেই ক্রোধে প্রস্ফুরিতাধর কম্পমানকলেবর বিস্ফারিতলোচন হইয়া হাঁরে বেটা তুই আমার উত্তমর্ণ আমি অধমর্ণ ওরে এঁটো খেগো তোর বড় বুক থাক২ এই তোরি ছাতির খরতর নখ বিদারণে তোর ধার শুধি পলাইস না। এতদ্রূপ অহঙ্কারেতে তর্জনাদি করিয়া লাফ দিবামাত্রেই শৃগাল ভীরু হইয়া গুহ্যে পুচ্ছ গুঁজিয়া বাপ২ করিয়া অমনি ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। ব্যাঘ্র পশ্চাৎ২ ধাবমান হইল। ব্যাঘ্রী শৃগাল-পুত্রকে ভয়ে পলায়িত দেখিয়া হাসিয়া কহিল এখন দৌড়িয়া পলাও কেন এসো না দিব্য মাংস রাখিয়াছি লও না পেট ভরিয়া খাও না আমাকে মুখ ভেঙচাও না চাপিয়া বসো না হাত লাড়িয়া কোঁদল কর না হা মাগু রাঁড়িয়া পোড়া কপালে চুলায় যা তোর মুখে

পোড়া গোজলা দি তোর মাতার বাঁ পাতে নাথি মারি এখন ছাই খাও এই তোর ঘাড়ের রক্ত খায় মাতা কড়মড় করিয়া চাবায়।

এইরূপে অতিত্রাসে ভয়দ্রুত শৃগাল মহাশয় ভূতল সংলগ্ন বটের লম্বায়মান দুই নামনার ফাক দিয়া গলিয়া গিয়া গর্ত্তের ভিতরে সাঁদাইয়া লুক্কায়িত হইল। পরে বলদর্পদর্পিত সহজ বর্ব্বর এক গুঁইয়া গোঁয়ার ব্যাঘ্র বটবিটপির ঐ বোয়ার মধ্যপদ দিয়া অতিবেগে গলা গলাইয়া নির্গত সমস্ত মস্তকমাত্র হইয়া অর্গলাতে অর্থাৎ হাড় কাঠেতে ঠেঁকা গলপ্রায় হওয়াতে কণ্ঠাবরোধে বদ্ধনিশ্বাসোচ্ছ্বাস হইয়া গোঁ২ শব্দ করিতে লাগিল। গর্ত্তমধ্যে সকম্প শৃগাল ভীরুক হইয়া গর্ত্তের দ্বারে বুঝি বাঘ আইল এই মনে মানিয়া নীরব হইয়া কথঞ্চিৎ কষ্টসৃষ্টে কিঞ্চিৎকাল সঙ্কুচিত হইয়া থাকিয়া ব্যাঘ্র নিঃশব্দ হইয়া স্তব্ধীভূত হইলে ক্রমে২ কিঞ্চিৎ মুখ বাহির করিয়া ফুট২ করিয়া চাহিয়া বাঘকে তাদৃশ দশাগ্রস্ত দেখিয়া সতর্ক হইয়া তর্ক করে যে বাঘ কি মরিয়াছে কিম্বা বাঁচিয়া আছে না মরিয়াই আছে যেহেতুক নিস্পন্দ নিশ্চল নিশ্চেষ্ট দেখিতে পাই। ইত্যবসরে বাঘের গলার ঘড়ঘড়ি শুনিতে পাওয়ামাত্রেই ও বাপ করিয়া গর্ত্তের ভিতরে গিয়া ভয়ে জর্জর হইয়া কাঁপিতে২ অবস্তব্ধ অর্থাৎ জড়সড় হইয়া থাকে। এইরূপে পুনঃ পুনঃ করিতে লাগিল মৃতপ্রায় ব্যাঘ্র চক্ষু কপালে তুলিয়া মরিয়া গেল। পরেও বিগত ভয়ে ধৈর্য্যাবলম্বনে চঞ্চল চক্ষুতে উভয় পার্শ্ব নিরীক্ষণ করত ও মধ্যে২ স্থগিত হইয়া ঈষৎ বক্রকন্ধর কুটিল দৃষ্টিতে প্রাপ্তপঞ্চত্ব ব্যঘ্রকে বীক্ষণ করত অল্পে২ পাদ প্রক্ষেপ গতিতে পশ্চাৎ আসিয়া মুহুর্মুহুঃ মৃত ব্যাঘ্রের মার্গ আঘ্রাণ করিয়া সংশয় ত্যাগ করিয়া মরণাবধারণে জায়মান আনন্দসন্দোহে আলাঘরের দোলার ন্যায় ঢল২ হইয়া শীঘ্র ব্যাঘ্রীসমীপে শৃগালপুত্র আইল। ও কহিল ওলোলো মাগী কেমন এখন হইল যেমন মতি তেমনি গতি ভাতারের গরবে পা ভূঁয়ে পড়ে না তোর স্বামী বুঝি আমার ঘাড় ভাঙ্গিবে আয় দেখসিয়া কার ঘাড় ভাঙ্গা গেল হা রাঁড়ী তোর এত বড় কথা বামন হইয়া চাঁদে হাত আমি কেমন লোক তা জান না এখন জানিলি ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ যা দেখ গিয়া তোর মহাবলপরাক্রম পতিকে হরিকাঠ দিয়া হরি ভজাইয়া এই মর্দ্দারাম জাজ্বল্যমান বসিয়াছেন। গেহেনর্দ্দী কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতী দুর্ম্মদ বেটা আমায় খায় মাগিলে আবার মারিতে ধায় যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। যা না দেখ গিয়া তাহাকে পোঁদে ছেঁচড়ি দিয়া ঘুষড়িয়া লইয়া কান্ মুচড়িয়া ঘাড় মুড়িয়া হাড়ে ঠুকিয়া রাখিয়াছি বাবাজী চক্ষু তড়ঙ্গিয়া দাঁতবিদ্‌ড়িয়া পড়িয়া আছেন। বাহাদুরি ঘুষড়িয়া গিয়াছে।

বাঘিনী একথা শুনামাত্রে তটস্থ হইয়া হঠাৎ এক নিশ্বাসে উঠিতে পড়িতে

তাড়াতাড়ি আসিয়া পতিকে তথাবিধ দেখিয়া গাত্র চাটিয়া মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া শোকসাগরে নিমগ্না হওত ভূতলে গড়াগড়ি দিয়া ধূলিধূসরসর্ব্বাঙ্গী ও অগ্রিম পাদদ্বয়েতে মৃতপতির কণ্ঠ ধরিয়া রোরুদ্যমানা হইয়া করুণ স্বরে উন্মুক্তকণ্ঠে বিলাপ করিতে লাগিল। কিয়ৎকালানন্তর পশুজাতিপ্রযুক্ত পতিবিরহ দুঃখ বিস্মরণে শিথিলশোক ব্যাঘ্রীকে শৃগাল কহিল। মর মাগি আর বিষাদ করিলে কি হবে যে মরে কি কাঁদিলে ফিরিয়া আইসে তোর পতি অত্যন্ত দুরন্ত কৃতান্তের অন্তিকে গিয়া ঋণের অপরিশোধন পাপে অনন্তকাল বাস করিল তোরও কি সেই পথ হবে আত্মা সতত রক্ষণীয় আপনি থাকিলে ক্রমে২ কালে সকল সামগ্রীই হয়। গ্রীষ্মকালে নির্জল পুষ্করিণী কি পুনর্ব্বার জলদাগমে পরিপূর্ণ সলিলাপ্লাবিতা হয় না। শরীরনিমিত্ত সম্বন্ধ জীবনাবধি। মরণোত্তর কেবা কার পতি কেবা কার পত্নী। জীব জীবেতেই বাঁচে তোর যে পতি ছিল সেই কি জীব আর কি জীব নাই এত দিন কি ঐ জীবকে উপজীব্য করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছিলি। ইদানী অন্য জনোপজীবনে জীবিত কালযাপন কর কেহ কি কাহার স্বামী বলিয়া চুণের ফোটা দেওয়া হইয়া আছে। আমরা চতুষ্পদ পশুজাতি বিশেষতঃ আমারদের কাহার সহিত কি সম্পর্ক লজ্জাই বা কাহাহইতে। ধর্ম্মাধর্ম্মের ভয় বা কি বেদ শাস্ত্র চাতুর্বর্ণ্যাধিকারিক আমরা বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাবহির্ভূত বাহ্য লোক। আমারদের শৌচাচমনাচার নাই খাদ্যাখাদ্য বিবেচনা নাই যাহাতে স্বাদুবোধ হয় তাহাই আমারদের চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় চতুর্বিধ ভক্ষ্য তদন্য অন্ন অভক্ষ্য। পুংসাং ভোগার্থে পরমেশ্বর নির্ম্মিত স্ত্রী জাতি পুরুষমাত্রের উপভোগ সম্পাদনে কি পাপভাগিনী হয় ভাবনা কি ইতঃপর যাহাতে সুখে থাকিবি তাহার চেষ্টা কর নিশ্চেষ্টের কি অভীষ্ট সিদ্ধি হয়।

বাঘিনী প্রত্যুক্তি করিল তুমি যাহা কহিলা সে সমস্ত বাস্তব আমি কি গতানুশোচন করিতেছি তাহা নয় কিন্তু ইহাই ভাবিতেছি অতঃপর যে পতি হবে সে শক্ত সমর্থ হবে কি না দুষ্ট হবে কি শিষ্ট হবে আমার মনোনীত হবে কি না আমাতে তাহার মন মগ্ন হবে কি না সংপ্রীতি দম্পতীসাধ্য একতর সাধ্য নয়। আমি স্ত্রী সরলা যদি কুটিলের সঙ্গে সংযোগ হয় তবে সে চিরস্থায়ী হবে না ধনুকের শরের মত। দুই ঋজু হইলেই উত্তম প্রেমপ্রবাহ বরাবর সমান চলে কি জানি কেমন হবে। শৃগাল প্রত্যুত্তর করিল তার ভাবনা কি আমিই আছি তোমার মনে বুঝি আমি লাগি না মর মাগি গেদারি আমি যেমন তাহাতো প্রত্যক্ষে দেখিলি। আর আমার অন্নেতে তোরদের স্ত্রী পুরুষের শরীর। ভাতারতো কৃতঘ্নতা করিয়া অধোগতিতে গেল তুইও

কি অধঃপাতে যাবি। তোর ভালোর জন্যে কহি আমার কি। রত্নকেই লোকেরা অন্বেষণ করে মণি কি লোকদিগকে তত্ত্ব করিয়া থাকে। আমি রসিক শিরোমণি যুবতীজন মনোনীত কামকেলিকলাপ কোবিদ চাতুরী মাধুরী লহরী পারগ আমার স্ত্রী যে হয় তাহাকে সকল লোকে শিবা করিয়া কহে। শিবা কে তাহা জানিস্ শিবা সর্ব্বমঙ্গলা আমার পত্নী হইলে তুইও সর্ব্বমঙ্গলা হবি। সংপ্রতি অনাথা হইয়াছিস আমাকে পাইলে সনাথা হবি। আমি শিবাপতি শিব আমাকে যদি ভজিবি তবে নিত্য নিরতিশয় সুখ পাইবি। ভদ্রাভদ্র ভাগ্যাধীন তোর অদৃষ্টে থাকে তবে হবে আমি দয়ালু স্বভাবপ্রযুক্ত পরদুঃখ হরণেচ্ছারূপ কৃপাতে কহিলাম। এখনও স্বকীয় কল্যাণ যাহাতে বুঝিস্ তাহা কর। তবে আমার নামগণনাতে আমাকে বঞ্চক নামে বৌদ্ধ বেটা যে গণিয়াছে সে কেবল ডিত্থ ডবিত্থাদি শব্দের সমান সংজ্ঞামাত্র। আর পণ্ডিতগুলা কিবা বলে তাহা তাহারাই বুঝে। এই এক খেদ সহস্র নামে পরমেশ্বরকে মার্গ করিয়া বলিয়াছে পরমেশ্বর কি মার্গ। ঈশ্বর যদি মার্গ হন তবে আমার নাম বঞ্চক হইলেই বা ক্ষতি কি।

এ বিষয়ে এক কথা কহি শুন আমি এক দিবস মৃগয়া করিতে গিয়াছিলাম এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সেই বনে পুষ্পচয়ন করিতেছিল এক বনেচর ঐ দ্বিজকে কহিল ওগো মহাশয় বিপ্র ক্ষিপ্র কুসুমাবচয় করিয়া অর্থাৎ ফুল তুলিয়া আশ্রমে যাও এ অরণ্যে ব্যাঘ্রভীতি বড়। বামনা বন্য জনের ঐ বচন শুনিয়া আপনার পণ্ডিতাই খাটাইলেন বিশেষরূপে আঘ্রাণ যে করে সে ব্যাঘ্র শব্দের বাচ্য হয় তার ভয় কি শুঁকিলে কি প্রাণী মরে মনে এই করিয়া নিশ্চিন্ত নির্ভয় নিঃশঙ্ক হইয়া পুষ্পচয়নে নির্ভর করিল বনবাসির বাক্য শ্রুতমশ্রুত করিল। ইতোমধ্যে ব্যাঘ্র আসিয়া ঠাকুর মহাশয়কে খাইয়া ফেলিল। পণ্ডিতেরদের এই বুদ্ধি তাহারদের কথাও কথা সেও আবার গ্রাহ্য। অ[illegible] কপাল বঞ্চকের ইত্থম্ভূত ভয়প্রীতি বাক্যে ব্যাঘ্রী প্রতারিতা হইয়া কহিল উঁ কেমন করিয়া ইহা হবে। শৃগাল কহিল মর মাগি কতো নাকরা করিস্ আয় না দেখ কেমন করিয়া হয় ইহা কহিয়া ঐ বঞ্চক ব্যাঘ্রীপতি হইয়া থাকিল।

অতএব কহি হে মহারাজ ঋণ বড় মন্দ যার মিথ্যাপবাদ মাত্রে অতিপ্রবল বাঘের এতাদৃশ দুরবস্থাতে পঞ্চত্ব হয় ক্ষুদ্র দুর্ব্বল শৃগাল মিথ্যা উত্তমর্ণতানিমিত্তক তৎপত্নীপতি হয় বাস্তব ঋণ হইলে না জানি কি হইতো। ঈদৃশ অভদ্র যে কর্জ্জ তৎপরীবাদ আপনকার পরমধার্ম্মিক মহাধনিক পিতাকে কালিদাস দেয় এ বড় আশ্চর্য্য। ধূর্ত্তের অসাধ্য কি কপটিরা অঘটন ঘটনা ঘটাইতে পারে

ধূর্ত্তকর্তৃক এ জগৎ বঞ্চিত আছে হে মহারাজ ধূর্ত্তের আর এক কথা কহি শ্রবণ করুন।

দ্বৈতবনে কোমল ঘাস ভক্ষণে ও সুস্নিগ্ধ নির্ম্মল জলপানে স্থূল চাক্‌চিক্য শরীর ও উদার স্বভাব সর্ব্বদা সতর্ক এক শশক সুখে বাস করিয়া থাকে। ঐ বনে ধূর্ত্তশিরোমণিনামে এক শৃগাল থাকে ঐ বঞ্চক সেই শশককে দেখিয়া তন্মাংস ভক্ষণ লালসাতে লোলুপ হইয়া অনেক প্রকার চেষ্টা করিয়া আত্মসাৎ করিতে না পারিয়া কপট প্রণয় ব্যবহারে স্বায়ত্ত করিতে যত্ন করিল। শশক স্বীয় উদারতাপ্রযুক্ত তদীয় মিথ্যা উপচারে বিশ্বস্ত হইয়া তাহাকে আপ্ত করিয়া মনে মানিয়া তদাশ্বাসে বিশ্বাস দিনে২ অধিক করিতে লাগিল। ইহাতে ঐ ধূর্ত্তশিরোমণি শশককে আপনার নিতান্ত বাধ্য বুঝিয়া এক শস্য ক্ষেত্রে লইয়া গিয়া আপনি ক্ষেত্রবাহ্যে অতিসাবধানে থাকিয়া শশককে কহিল বন্ধু তুমি অকুতোভয় হইয়া চর আমি জাগরূক হইয়া আছি সঙ্কেত করামাত্রে তুমি ত্বরায় পলায়ন করিও।

এইরূপে অভয় দিয়া প্রত্যহ চরায়। দৈবাৎ এক দিবস লাঙ্গলিক নামে তৎক্ষেত্রপতি নববর্দ্ধিত ধান্যক্ষেত্রে চরিতে শশককে দেখিতে পাইয়া পাষাণ ফেলাইয়া মারিল। তৎপ্রক্ষিপ্ত প্রস্তরাঘাতে শশক বিদীর্ণ শীর্ণ ও গতপ্রাণ হইয়া পড়ামাত্রে পূর্ণ মনোরথ ও আনন্দিতান্তঃকরণ হইয়া ক্ষেত্রপতি এক দিগহইতে শৃগাল আর দিগহইতে মৃত শশক গ্রহণেচ্ছাতে ধাবমান হইল। লাঙ্গলিক হাঁ২ করিয়া আসিয়া পড়িয়া মৃত শশককে লইয়া গেল। শৃগাল ত্রাসে অরণ্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ভেকুয়া হইয়া ভেল২ করিয়া চাহিয়া থাকিল। পরে চোরের ধন বাটপাড়ে লইল ইহা মনে করিয়া অত্যন্ত জাতক্রোধ হইয়া ক্ষেত্রপতির উপর ঈর্ষা করিয়া দ্রোহ করিতে তার খামারে গিয়া খোলায় আমাড়া ধানের গাদির আড়ে মেইর নিকটে লুকাইয়া থাকিল। ক্ষেত্রপতি খামারহইতে ঘরে গিয়া স্ত্রী পুত্রকে ডাকিয়া আনিয়া মাংসপাকার্থে নিযুক্ত করিয়া আপনি শস্য রক্ষার্থে মাঠে গেল। কৃষকপত্নী মাংসপরিষ্কারপূর্ব্বক পাকানন্তর অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া পতিকে ডাকিতে পুত্রকে পাঠাইল। কর্ষক পুত্রপ্রমুখাৎ তদ্বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কহিল এ ভূমিখান নিড়াইতে কিছু শেষ আছে আয় বাপে বেটায় দুই জনায় তাড়াতাড়ি নিড়াইয়া ফেলি পাছে খাইতে যাব। ইহা কহিয়া পিতাপুত্রে ক্ষেত্র তৃণরহিত করিতে লাগিল। ইত্যবসরে শৃগাল অমর্দ্দিত শুষ্ক শশ্যস্তূপে স্তোকে২ বহ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিয়া গৃহের নিকটস্থ বনে লুক্কায়িত হইয়া থাকিল। কৃষকের গৃহিণী ধান্যস্তূপে দোধূয়মান অগ্নি দেখিয়া দৌড়াদৌড়ী ধাইয়া গিয়া স্বামিকে সম্বাদ করিল। ওরে মিন্‌সা দৌড়িয়া

আয় ধানের গাদায় আগুন লাগিয়া সকল পুড়িয়া ছাই হইল। ইত্যবসরে শৃগাল শূন্য ঘরে প্রবেশ করিয়া অন্ন মাংসাদি তাবৎ পরম সুখে ভোজন করিল।

কৃষক অগ্নিলাগা শুনামাত্রে সত্বর হইয়া খামারে আসিয়া জলোপসেকে বহ্নি নির্ব্বাণ করিতে কলস আনিতে গৃহে যাইতেছে। ইতোমধ্যে শৃগাল সাড়া পাইয়া গৃহহইতে নির্গমনার্থ উন্মুখ হইয়া গুরুতর ভোজনেতে উদরভারে শীঘ্র বহির্নির্গত হইতে পারিল না। কৃষক দেখিতে পাইয়া ত্বরায় কপাটে শৃঙ্খলা লাগাইয়া দিল। শিয়ালের পো কারাগারবদ্ধ প্রায় হইয়া থাকিলেন। তদনন্তর লাঙ্গলিক কৃচ্ছ্রে অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া অত্যন্ত ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিত হইয়া ভোজ্য দ্রব্য-ব্যাঘাতে জাত মহাক্রোধে শৈলীক্রমে গৃহাভ্যন্তরে গিয়া দৃঢ়তর রজ্জুতে কণ্ঠদেশ আঁটিয়া বান্ধিয়া শৃগালকে টানিয়া আনিয়া হাতিনাতে পাড়িয়া কাত করিয়া ফেলিয়া শৃগালের পিছাড়ি দুই পাতে আপন দুই পাদতলের ভর দিয়া তার উপরে চাপিয়া বসিয়া স্ত্রীকে কহিল ওলো মাগি কথক গুলা ধূলা শীঘ্র আন এ শালার বেটাকে জব্দ করি। চাষানী ধূলি আনিয়া দিল। কুপিত মূর্খ লাঙ্গলিক পাঁচনিতে ঠাসিয়া শৃগালের মার্গছিদ্রে সকল ধূলা পূরিয়া স্ত্রীকে ডাক দিল। হেদেরে মাগি আর কতকগুলা ধূলা শীঘ্র আনতো শালার মার্গে ভাল করিয়া ধূলা ভরি বেটা বড় দুঃখ দিয়াছে। তৎপত্নী কহিল মা গো শিয়ালটার পেটে কতো ধূলা যাবে দেখই না কেন মার্গ পূরিয়া গিয়াছে। ইহা শুনিয়া অতিবড় মূঢ় চাষা অধোমুখ হইয়া শৃগালের গুহ্যদ্বার নিরীক্ষণ করিতেছে ইত্যবসরে ধূর্ত্তশিরোমণি বঞ্চক কাশিয়া এক মবুৎকর্ম্ম করিয়া চাষার চক্ষু ধূলিতে সম্পূর্ণ করিল। চাসা বাপরে২ মলাম্‌রে ওলো মাগি দৌড়লো২ চক্ষু গেল২ এই শব্দ উচ্চৈঃস্বরে করিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া হস্তদ্বয়ে চক্ষুর্দ্বয় মর্দ্দন করিতে২ শৃগাল অমনি ঝটিতি ধড়পড় করিয়া উঠিয়া চাসার পাচায় এক কামড় দিয়া এবং চক্ষে ধূলা দিয়া চলিয়া গেল। চাসা হাবা হইয়া ইস্‌উস্ করত থাকিল।

তাহার স্ত্রী কপালে করঘাত করিয়া ও মা এ কি হইল শিয়ালের কামড় বড় মন্দ না জানি মোর ভাগ্যে কি আছে অভাগিনী জন্মদুঃখিনী মুই। মোরা চাস্ করিব ফসল পাবো রাজার রাজস্ব দিয়া যা থাকে তাহাতেই বছরশুদ্ধ অন্ন করিয়া খাবো ছেলেপিলাগুণি পুষিব। যে বছর শুকা হাজাতে কিছু খন্দ না হয় সে বছর বড় দুঃখে দিন কাটি কেবল উড়িধানের মুড়ী ও মটর মসূর শাক পাত শামুক গুগুলি সিজাইয়া খাইয়া বাঁচি খড়কুটা কাটা শুকনা পাতা কণ্ডী তুঁষ ও বিলঘুঁটিয়া কুড়াইয়া জ্বালানি করি। কাপাস তুলি তূলা করি ফুড়ী পিঁজী পাঁইজ করি চরকাতে সূতা কাটি কাপড় বুনাইয়া পরি। আপনি মাটে ঘাটে

বেড়াইয়া ফলফুলারিটা যা পাই তাহা হাটে বাজারে মাতায় মোট করিয়া লইয়া গিয়া বেচিয়া পোণেক দশ গণ্ডা যা পাই। ও মিন্‌সা পাড়াপড়সিদের ঘরে মুনিস্‌ খাটিয়া দুই চারি পোণ যাহা পায় তাহাতে তাঁতির বাণী দি ও তেল লুণ করি কাটনা কাটি ভাড়া ভানি ধান কুড়াই ও সিজাই শুকাই ভানি খুদ কুঁড়া ফেন আমানি খাই। শাক ভাত পেট ভরিয়া যে দিন খাই সে দিন তো জন্মতিথি। কাপড় বিনা কেয়ো পাচা ঠুকরিয়া খায় তেল বিহনে মাতায় খড়ি উড়ে। শীতের দিনে কাঁথা খানী ছালিয়া গুলিকের গায় দি আপনারা দুই প্রাণী বিচালি বিছাইয়া পোয়ালের বিঁড়ায় মাতা দিয়া মেলের মাদুর গায় দিয়া শুই। বাসন গহনা কখন চক্ষেও দেখিতে পাই না যদি কখন পাথরায় খাইতে পাই ও রাঙ্গা তালের পাতা কাণে পরিতে ও পুঁতির মালা গলায় পরিতে ও রাঙ্গ সীসা পিতলের বালা তাড় মল খাড়ু গায় পরিতে পাই তবেতো রাজরাণী হই। এ দুঃখেও দুরন্ত রাজা হাজা শুকা হইলেও আপন রাজস্বের কড়া গণ্ডা ক্রান্তি বট হয় ধুল ছাড়ে না এক আদ দিন আগে পাছে সহে না। যদ্যপিস্যাৎ কখন হয় তবে তার সুদ দাম২ বুঝিয়া লয় কড়া কপর্দ্দকও ছাড়ে না। যদি দিবার যোত্র না হয় তবে সানা মোড়ল পাটোয়ারি ইজারদার তালুকদার জমীদারেরা পাইক পেয়াদা পাঠাইয়া হাল যোয়াল ফাল হালিয়া বলদ দামড়া গরু বাছুর বক্‌না কাঁথা পাতরা চুপড়ী কুলা ধুচনীপর্য্যন্ত বেচিয়া গোবাড়ীয়া করিয়া পিটিয়া সর্ব্বস্ব লয়। মহাজনের দশগুণ সুদ দিয়াও মূল আদায় করিতে পারি না কতো বা সাধ্য সাধনা করি হাতে ধরি পায় পড়ি হাত জুড়ি দাঁতে কুটা করি। হে ঈশ্বর দুঃখির উপরেই দুঃখ ওরে পোড়া বিধাতা আমারদের কপালে এত দুঃখ লেখিস্‌ তোর কি ভাতের পাতে আমরাই ছাই দিয়াছি। মাস্‌ ও ভাত আর২ বেসাতি রাঁধিলাম মনে বড় সাধ ছিল মাউগ ভাতারে ছালিয়াগুলিকে সঙ্গে লইয়া সুখে বসিয়া খাবো। সে সকল বাসনা কমনে গেল শেষ পাছার মাসপর্য্যন্ত খুলিয়া শিয়ালে খাইল। এ শিয়াল কামড়ার ঘা ভাল নয় কত দিনে বা শুকাইবে কোথা বা ওঝা পাবো। এইরূপে দুঃখোক্তি করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। ইতি প্রবোধ চন্দ্রিকায়াং তৃতীয় স্তবকে তৃতীয় কুসুমং।

চতুর্থ কুসুম।

সভাবিচক্ষণ কহিলেন হে ভোজরাজ প্রতারকের প্রতারণাতে প্রতারিত না হয় এমত লোক অতিবিরল। কালিদাস বড় কুচক্রী তাহার এ কেবল চক্র আপনকাকে ফক্কিকা দিতে এই এক ফন্দি করিয়াছেন যে ফাঁদ পাতে সে অবশ্য ফাঁদে পড়ে। অতএব কালিদাস আপনকাকে ফেরে ফেলাইতে যেমন

ফাকি সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাকে তেমনি ফাকি দেওয়া উপযুক্ত হয়। বিষস্য বিষমৌষধং। ভোজরাজ কহিলেন তাহার উপায় কি। সভাসৎ কহিলেন আপনকার জনকের স্বহস্তাক্ষরলিখিত যে লিপি আছে সেই লিপি কালিদাসকে দেউন। রাজা বলিলেন সে কোন পত্র। সভ্য কহিলেন সে পত্রী এই যাহাতে লেখা আছে যে অয়নাংশজ আষাঢ়মাসান্ত দিবসে মধ্যাহ্নকালে এই নারিকেল বৃক্ষের উপরে অনেক স্বর্ণ আমি রাখিলাম। আমার পর আমার উত্তরাধিকারী ষোড়শবর্ষবয়স্ক প্রাপ্তব্যবহার হইলে লইবে ইতোমধ্যে কদাচিৎ হস্তসাৎ করিবে না যদি করে তবে এই দিব্য ইতি।

কালিদাস তোমার পৈতৃক মহাজন অতএব তুমি নিষ্কপটে ঐ সকপট মুদ্রাঙ্কিত পৈত্র্য চীরক লেখ্য পৈত্র্য কর্জ পরিশোধনার্থ তাঁহাকে দেও যেমন ঋণ তাহার তেমনি শোধন যক্ষানুরূপ বলি। ভোজরাজ ইহা শুনিয়া যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইয়া সে সভাসদ্কে সাধুবাদ ও ধন্যবাদ করিয়া কহিলেন এ উত্তম পরামর্শ হইয়াছে এই কর্ত্তব্য। ইহাতে কালিদাসের আত্মকবিত্বপ্রযুক্ত যে অহঙ্কার সে চূর্ণ হবে এবং যাহা পাবেন তাহাতে শূন্য মাত্র লাভ হবে। এইরূপ যুক্তি করিয়া সকলে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। পরে পরদিবসে সকালে সকলে কৃতপ্রাতঃকৃত্য হইয়া সভাতে যথাযোগ্য স্থানে উপবিষ্ট হইলেন এবং কালিদাসও তৎসভারূঢ় হইয়া ঐ কবিতা পাঠ করিলেন। শ্রুতিধর পণ্ডিতেরা কণ্ঠস্থ পূর্ব্বাভ্যস্ত পাঠের ন্যায় অনায়াসে সে কবিতার ঝটিতি অবিকল আবৃত্তি করিয়া কহিলেন মহারাজ কালিদাস অন্যরচিত প্রাচীন শ্লোক অভ্যাস করিয়া স্বকবিত্ব খ্যাপন করিতেছেন আমরা এ কবিতা অনেক দিনঅবধি জানি এ শ্লোক নব্য নয়। আপনি পিতৃঋণাপকরণ করুণ জনকের কর্জ পুত্রের অবশ্য পরিশোধ্য।

তদনন্তর ভোজরাজ ঐ লিখিত পত্র কালিদাস হস্তে দিলেন। কালিদাস পত্রার্থ অবগত হইয়া কহিলেন। মহারাজ তুমি সৎপুত্র কুলপ্রদীপ তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য এ কর্ম্ম কেন না হবে। কিন্তু ইহাতে ইয়ত্তা পরিমাণ কিছু নাই সকল আদায় হবে কি না ইহার নিশ্চয় কিছু বুঝি না। রাজা কহিলেন তুমি ব্রাহ্মণ তোমার বুদ্ধি গ্রহণ ধর্ম্মবিরুদ্ধ তুমি ইহাতে যাহা পাইবা তাহাতে মূলধন সংখ্যাতে অষ্টাদশ মুদ্রার অভাব হইবে ইহা আমি ধ্রুব জানি। কালিদাস কহিলেন সাধু২ সে অল্প বিষয় ক্ষতিকর নয় অনেক ঊন হয় তবে তাহার সামঞ্জস্য করিতে হইবে। আপনকার নিকটে কোন বিষয় অসমঞ্জস হইতে পারিবে না। ইহা কহিয়া অয়নাংশ মতে আষাঢ়মাসান্ত দিনে মাধ্যাহ্নিক ছায়ার শূন্যত্বহেতুক ছায়া পাদতলে আসিয়া থাকে। অতএব ছায়ারূপে

বৃক্ষাগ্রদেশ বৃক্ষমূলে থাকে এই কারণে বুঝি এই নারিকেল বৃক্ষমূলে ধন আছে ইত্যাকারক তৎপত্রের তাৎপর্য্যাবগত হইয়া সে নারিকেল বৃক্ষ সমূলোন্মূলন করিয়া অধোভূমি ভাগে নিখাত অর্থাৎ পোঁতা তাম্রময় পঞ্চোদঞ্চনেতে অর্থাৎ তাঁমার পাঁচ জালাতে সঞ্চিত পঞ্চ লক্ষ স্বর্ণ পাইলেন। কালিদাসের এতাদৃশ অসাধারণ কর্ম্ম দেখিয়া সভাস্থ লোক অত্যাশ্চর্য্য মানিয়া অপ্রস্তুত হইয়া চিত্রার্পিতপ্রায় তটস্থ হইয়া থাকিলেন।

কালিদাস কহিলেন হে ভোজরাজ ঋণশেষ অনেক থাকিল তাহার কি। সসভ্য ভোজরাজ নিরুত্তর হইয়া থাকিলেন। তদনন্তর সকলের নীরব হইয়া থাকাতে কালিদাস উত্তর করিলেন। হে রাজন্ বহু কবি-ব্রাহ্মণ বঞ্চনার এই পঞ্চ লক্ষ স্বর্ণোৎসর্গ তোমার প্রায়শ্চিত্ত হইল ঋণশেষ পরিশোধনার্থ তুমি আজিঅবধি এই কর যথাশক্তি প্রতিজ্ঞা করিয়া কবিরদের নবকবিতা শুনিয়া প্রতিজ্ঞাত দান ও মানেতে সম্মান কর। সজ্জনেরদের সঙ্গে কাপট্যাচরণ পরিবর্জন করিয়া সর্ব্বত্র লব্ধপ্রতিষ্ঠ হও। এইরূপ যদি কর তবেই ঋণ শেষ হইতে মুক্ত হইবা নতুবা ঋণশেষ রোগশেষ শত্রুশেষ যেমন হয় তাহাতো জান তৎফলভাগী হইতে হইবে। ভোজরাজ অভব্য ও লজ্জাতে অধোমুখ হইয়া মৌনেতেই সম্মতি করিলেন। তৎপর কালিদাস সানন্দে নিজ মন্দিরে গমন করিলেন। তিথি বার নক্ষত্র যোগ করণ এই পঞ্চাঙ্গ শুদ্ধ দিবসে চন্দ্র তারানুকূল্যে শুভলগ্নে রাজসাক্ষাৎকার করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলেন। উজ্জয়নীপতি মহারাজাধিরাজ শুশ্রূষু হইয়া আমোদপূর্ব্বক তদাদি তদন্ত তন্ন তন্ন করিয়া সকল সমাচার শুনিয়া যথেষ্ট সন্তুষ্ট ও ভূয়িষ্ঠ হৃষ্টচিত্ত হইয়া কালিদাসকে প্রেমালিঙ্গন করিয়া কহিলেন সাক্ষাৎ সরস্বতীপুত্র যে তুমি তোমার এতাদৃশ লাভাস্পদ যে যশোরাশি প্রকাশ সে কি বিচিত্র। রাজারা স্বদেশেতেই পূজিত পণ্ডিতেরা সর্ব্বদেশেতেই পূজ্য। ভূপতির স্বীয় বসুমতী বসুদায়িনী ধীরের সমস্ত বসুন্ধরা ধনদাত্রী। আর দেখ বিধাতৃনির্ম্মাণ ধর্ম্মাধর্ম্মাধীন সুখ দুঃখময় ষড্রসশালী ও নানা সাধন সামগ্রীসাপেক্ষ হয়। কবিনির্ম্মিতি যে সে সাধনান্তর নিরপেক্ষ বাঙ্মাত্রসাধ্য নব রসরুচির সুখমাত্রময় নিয়তিকৃত নিয়মরহিত হয়। অতএব বিধিসৃষ্টিহইতে কবিসৃষ্টি উত্তম। ইহাতে অনির্ব্বচনীয় বিধিসৃষ্টির পরাজয়কারিণী যে আপনকারদের অনির্ব্বচ্যতর সৃষ্টি সে যে ভোজরাজকৃত কুসৃষ্টির জয়কারিণী হবে এ বড় আশ্চর্য্য নয়।

কালিদাস কহিলেন হে বহুতর পণ্ডিতালঙ্কৃত পরমধার্ম্মিক মহীন্দ্র তুমি তোমার সেই মহীন্দ্রনামের গুণেতে দেবলোকে দেবরাজ মহেন্দ্র সমাখ্যাতে বিখ্যাত হইয়াছেন। এতাদৃশ ভবৎপুণ্য প্রতাপে ইন্দ্রজাল বিদ্যা প্রচারকারি

ভোজরাজের সভা জয় করিয়া কবিসমূহপ্রতারণাজনিত তদীয় পাপোপশমনার্থ প্রায়শ্চিত্তরূপে যে পঞ্চ লক্ষ স্বর্ণ আনিয়াছি তাহা সমগ্র ভোজরাজ ব্যাজবঞ্চিত পণ্ডিতবর্গকে পত্রদ্বারা নিমন্ত্রিত করিয়া আনিয়া তাঁহারদিগকে যথাযোগ্য বিতরণ করি এই মনোরথ করিয়াছি। যেহেতুক প্রায়শ্চিত্ত দ্রব্য গ্রহণেতেও পাপ হয় ইহা প্রাচীন স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যেরদের মতে শাস্ত্রব্যবস্থাসিদ্ধ আছে যেমন অনুমতি হয়। রাজা সস্মিতবচনে কহিলেন হে সরস্বতীবরপুত্র বিদ্যারত্ন মহাধনেতে যাঁহারা ধনবান্ তাঁহারাই ধনবান্ যেহেতুক ধনের ফল সুখ তাঁহার-দেরই নিরন্তর। তাদৃশ ধনের যে অভাব সেই নিধন। অতএব তদ্ধনে ধনিক তোমার এ বাক্য উচিত হয়। এতদ্রূপে রাজানুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া উক্ত প্রকারে সে সকল স্বর্ণ কবি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে বিতরণ করিয়া অহরহর্নবনব কবিতারসরাশিতে নিমগ্ন হইয়া থাকিলেন। বৈজপাল ভূপালনন্দন কালিদাসের এতাদৃশ মাহাত্ম্য ও প্রভাব শুনিয়া কহিলেন হে অধ্যাপক কালিদাস এতাদৃশ মহানুভব হন যে কারণে তাহাতে আমার শুশ্রূষা হইয়াছে আজ্ঞা করুন। গুরু কহিলেন হে সচ্ছাত্র এ উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ অতএব সে কথা কহি শুন।

শারদানন্দসংজ্ঞক রাজগুরুর কন্যা সরস্বতীসমান সমস্ত বিদ্যাবিশারদা তিলোত্তমাসদৃশ সুন্দরী বিদ্যোত্তমা নাম্নী ছিলেন। তিনি এই পণ করিয়াছিলেন আমাকে যে পরাজয় করিবে সেই আমার পতি হবে। বিদ্যোত্তমার এতাদৃশ প্রতিজ্ঞা সর্ব্বদেশে প্রকটিত হওয়াতে নানাদেশীয় পণ্ডিতেরা আসিয়া শাস্ত্রার্থের বাদ বিতণ্ডা জল্পরূপ ত্রিবিধ সম্বাদে বিসম্বাদগ্রস্ত হওত পরাজিত হওয়াতে বিবদমান হইলেন। তদনন্তর ঐ অপ্রস্তুত বিপ্রতিপন্ন বিদ্বানেরা তৎপ্রতি বিরূপ হইয়া চক্রান্ত করিয়া এই অবধারণ করিলেন যে কোন যুক্তিতে কৌশলক্রমে এক মহামূর্খকে এ পণ্ডিতমানিনীর স্বামি করিয়া ঘটাইতে হইল নতুবা এ পণ্ডিতমানিনীর আত্মশ্লাঘা ও আস্পর্দ্ধা ও গরিমা ও অহঙ্কার চূর্ণ হইবে না। স্ত্রীলোকের ঈদৃশ অহমিকা অত্যন্ত বিসদৃশ। এই পরামর্শ স্থির করিয়া সকলে এক প্রৌঢ় মূর্খের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ এক দিবস বনমধ্যে দেখিলেন যে এক লোক বৃক্ষের উচ্চতর যে শাখার উপরে আপনি বসিয়াছে সেই ডালকে তীক্ষ্ণধার কুঠারে স্বয়ং ছেদন করিতেছে তথাবিধ দরিদ্র সেই ব্রাহ্মণকে দেখিয়া পরাভূত ধীরবর্গেরা পরস্পর কহিলেন যে এ মনুষ্য অবশ্য ঘোরমূর্খ হবে যেহেতুক স্বাশ্রয়বিনাশ স্বতঃ করিতেছে। তৎপরক্ষণেই যে আত্মবিনাশ তদ্দোষদৃষ্টিও এ মূঢ়ের নাই অতএব এই লোক সে পণ্ডিতম্মন্যার ভর্ত্তা যেরূপে হয় তাহাই আমারদের

কর্ত্তব্য। এই নিশ্চয় করিয়া তাহাকে ডাকিলেন ওরে বাছা গাছহইতে নামিয়া নামোতে আইস তোমাকে দুগ্ধ খাইতে দিব। এই বাক্য শুনিয়া ঐ মূর্খ ব্রাহ্মণেরদের অনুকূল শব্দ শ্রবণে তৎক্ষণাৎ নিদ্রোত্থিত পুরুষবৎ সচেত হইয়া ইতস্তত অবেক্ষণ করিয়া একত্র অনেক লোক দেখিয়া মনে২ ভয় ভাবিয়া অল্পে২ বৃক্ষাগ্রহইতে অবতীর্ণ হইয়া কাষ্ঠপ্রতিমার ন্যায় পণ্ডিতমণ্ডলীনিকটে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। পণ্ডিতেরা কহিলেন আমারদের সঙ্গে আয় তোকে দুগ্ধ খাইতে দিব। সে কহিল সে আবার কেমন রে বাবু। পণ্ডিতেরা কহিলেন ওরে বাপু দুগ্ধ বকের মত ধোবো। সে কহিল তবেতো আমি খাবো না আমার গলায় লাগিবে। পুনর্ব্বার পণ্ডিতেরা কহিলেন ওরে বিবাহ করিবি। ইহা শুনিয়া ঘাড় নাড়িয়া হাহা করিয়া হাঁসিয়া হুঁ তাহা করিব। শিশ্নোদর-পরায়ণ অজ্ঞ এইরূপ কহিলে পর সাক্ষরেরা ঐ নিরক্ষর বিপ্রকে সঙ্গে লইয়া প্রধান উপাধ্যায়ের চতুষ্পাঠীতে আসিয়া প্রাচীন মহামহোপাধ্যায়দিগকে আনাইয়া কহিলেন যে আমরা স্ত্রীহইতে পরাজিত হইয়া সর্ব্বত্র অনাদৃত হইয়াছি স্ত্রীহইতে পরাজয় ও সর্ব্বত্র অনাদর এই দুই একৈকে মরণকল্প। সে দুই আমারদের একদা হইয়াছে আপনকারা বৃদ্ধ বিবাহেচ্ছু নন এইপ্রযুক্ত সে স্থানে যান নাই। অতএব অস্মাদাদির সদৃশ মরণ তুল্য অপমানগ্রস্ত যদ্যপি না হউন তথাপি এদেশে কেহ পণ্ডিত নাই একটা স্ত্রী লোককে শাস্ত্রে পরাস্ত করিতে পারিল না এই সার্ব্বজনীন কুরবেতে সকলেরই অপাণ্ডিত্য প্রথিত হইল। অতএব আমারদের পরামর্শসিদ্ধ এই যে নীতিবিরুদ্ধ দুরাগ্রহ গ্রহণে বিপরীত ফলভাগিতা সে কুমারীর এই বর ঘটাইয়া সর্ব্বলোক প্রত্যক্ষ করি। এ বিষয়ে আপনকারদের সাহায্যাপেক্ষা আমরা সকলে করি। তাহাতে মহাশয়দের যেমন অভিরুচি হয় তেমত করিতে অবধান হউক। বৃদ্ধেরা কহিলেন তোমারদের যে অভিমত আমারদেরও সে অনুমত তোমারদের অভিপ্রেতার্থ সিদ্ধিতে আমরা সচেষ্ট অবশ্য হইবে। আমারদিগকে আনুকূল্য কি করিতে হইবে তাহা কহ।

কন্যাজিত কবিরা কহিলেন অহো চক্রস্য মাহাত্ম্যং ভগবান্ ভূততাং গতঃ এতন্ন্যায়ে চক্রপ্রভাবে এই লোককে সেই কন্যার বর করার বিষয়ে আপনকারা এই আনুকূল্য করুন যে এই ব্যক্তিকে আপনকারাও গুরুতুল্য করিয়া মানুন তবে আমরা এ লোককে সে কন্যার বর করিয়া ঘটাইতে পারিব। আপনকারদের এই ব্যক্তিকে গুরুতুল্য করিয়া মানাতে ছাত্রতাস্বীকার কাপ্ করাতে কিছু হানি হবে না। বৃদ্ধেরা কহিলেন পণ্ডিতেরদের প্রসিদ্ধ পাণ্ডিত্য স্থাপনার্থ ও তন্নিমিত্ত বৃত্তিরক্ষার্থে আমারদের ইহাতে অপকৃষ্ট অপকর্ম্ম করাতেও

পৌরুষই আছে। কিন্তু এ জনের এক বার বাক্যপ্রয়োগ করামাত্রেই আমারদের ক্রিয়া কৌশল পরিপাটি বৈদগ্ধ্য সকল যে এক কালে ফাক হবে তাহার কি। সমান বেশবিন্যাসকারি মূর্খ ও পণ্ডিতের কাক কোকিলের অবিশেষবৎ বিশেষ পরিচয়াভাব যৎকিঞ্চিৎ বাক্য প্রয়োগমাত্রেই ব্যক্ত হইবে। যুবক বুধেরা কহিলেন সভাতে মূকের রক্ষাকর্ত্তা কেবল মৌনাবলম্বন। অতএব এ লোক সে সভাতে অস্মাদাদি প্রদর্শিত অভিনয় করিয়া মিথ্যাচারের স্বপাণ্ডিত্য খ্যাপন করিবে। আমরা সকলে ইহাকে সুশিক্ষিত করিতেছি। এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া অগ্রে বৃদ্ধপণ্ডিতদিগকে কন্যাস্বয়ম্বর সভাতে পাঠাইয়া দিয়া পশ্চাৎ নব্য পণ্ডিতেরা সে মানুষকে ধৌতধবল নবাম্বরযুগ্ম ও নবীন যজ্ঞোপবীত পরিধান করাইয়া গঙ্গামৃত্তিকাতে কপাল জুড়িয়া দীর্ঘ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র অর্থাৎ ফোঁটা করিয়া দিয়া বামহস্তেতে এক নশ্যপাত্র দিয়া সঙ্গে লইয়া চলিলেন। এবং পথে২ ঐ ব্যক্তিকে শিক্ষা করাইতে লাগিলেন যে আমারদের মধ্যে ইনি ইঙ্গিতজ্ঞ ইনি সে সভাতে ভ্রূমুখহস্তাঙ্গুলীভঙ্গীতে যখন যে প্রকার আকার অর্থাৎ ইসারা করিবেন তখন তুমি তেমন ভ্রূকৌটিল্যাদি ভঙ্গীক্রমে ইঙ্গিত করিবা কদাচিৎও কিছু কহিবা না· কেবল চুপ করিয়া থাকিবা তবে নবতরুণী সুন্দরীর সঙ্গে তোমার বিবাহ হইবে। আমারদের উক্ত বাক্যব্যতিক্রম যদি কিছু করিবা তবে তোমার বিবাহতো সুদূর পরাহত প্রাণ লইয়া টানাটানি হইবে। দেখ সাবধান সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবা কদাচিৎ অন্যমনস্ক হইবা না। এইরূপ নানা প্রকার ভয় ও প্রীতি দর্শন করাইয়া ঐ লোককে অগ্রে করিয়া সকলে সভাপ্রবেশ করিলেন।

সভাপ্রবিষ্টমাত্রে পূর্ব্বগত বৃদ্ধ পণ্ডিতেরা সহসা উঠিয়া অভ্যুত্থান করিয়া সভামধ্যে ঐ ব্যক্তিকে বহুমানপুরঃসর বসাইয়া বাম দক্ষিণ পশ্চাদ্ভাগে যথাযোগ্য সকলে বসিলেন। যবনিকা মধ্যস্থ কন্যা জিজ্ঞাসা করিলেন ইনি কে। সভাস্থ পণ্ডিত সকলে একবাক্য হইয়া কহিলেন ইনি সাক্ষাৎ ভূবৃহস্পতি বিদ্যাসাগর মহামহোপাধ্যায় জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন শাস্ত্রার্থ সংশয়ের একভঞ্জনস্থান ব্রহ্মচর্য্যব্রতী মৌনী আমাদের সকলেরি ভট্টাচার্য্য নির্জ্জন বনে থাকিয়া শাস্ত্রানুশীলন করত কালযাপন করেন। আমারদের যখন যে শাস্ত্রের ভ্রম ও সন্দেহ ও পূর্ব্বপক্ষ হয় তাহা এই মহাশয় ইঙ্গিতমাত্রে সিদ্ধান্ত করিয়া নির্ণয় করত সংশয়চ্ছেদন করেন ও আমারদের অজ্ঞানান্ধকার দূর করেন। ইহাঁর তুল্য সর্ব্বশাস্ত্রার্থদর্শী সম্প্রতি ভূমণ্ডলে আমারদের দৃষ্টচর কেহ নাই। ইনি অদ্বিতীয় বিদ্বান্ তোমার বিদ্যাতে তুষ্ট হইয়া আমরা সকলে তোমার উপযুক্ত উত্তম পাত্র ও অকৃতদার এই মহাশয়কে জানিয়া অনেক যত্নে ও চেষ্টাতে আনিয়াছি। তোমার উপকারার্থে আমরা সকলেই ঘটক হইয়াছি।

অসূর্ভির্বসুভিঃ সুললিতবাগ্‌ভিঃ পরোপকারঃ ক্রিয়তে সদ্ভিঃ এবম্বিধ বাগাড়ম্বরেতে সকলে ঐকমত্যে কন্যার বুদ্ধি আচ্ছন্ন করিলেন।

তদনন্তর কন্যা কহিলেন ইঁহার বয়োঽনুমানে এতাদৃশ বিদ্যা বিষয়ে আমার অসম্ভাবনা হয় অল্পকালে যদিও বিদ্যা হয় তথাপি অনেক কাল ব্যবসায়ব্যতিরেকে পরিপাক হয় না। কুমারীর এই বাক্য শুনিয়া ভাবি বর ইঙ্গিতজ্ঞ পণ্ডিতের যথাপ্রদর্শিত অভিনয়দ্বারা উত্তর করিলেন। সেই প্রাচীন পণ্ডিতেরদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া সস্মিতমুখে অষ্টাঙ্গুলি প্রথমত দেখাইলেন ও বক্র করিলেন। পরে সভানিকটস্থ ভট্টদিগকে দেখাইয়া কন্যার দিগে দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিলেন। তাহা কন্যা না বুঝিতে পারিয়া বৃদ্ধ পণ্ডিতদিগকে কহিলেন এ মহাশয় সঙ্কেতে কি উত্তর করিলেন আমি কিছু বুঝিতে পারিলাম না। ইহাতে যুবপণ্ডিতেরা হাস্য করিয়া কহিলেন হে মুগ্ধে তোমার প্রথমত এই এক প্রকার পরাজয় হইল যেহেতুক শাস্ত্রার্থ বিজ্ঞাপনের যে সমস্ত উপায় তাহার মধ্যে অভিনয় যে এক প্রকার উপায় তাহা শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে সে তোমার বোধজনক না হইয়া বিফল হইল। অতএব ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শিষ্য আমরা সে অভিনয়ের অভিপ্রায় প্রকটন করি। তুমি মনোযোগ করিয়া জান। অগ্রে অষ্ট করশাখা দেখাইয়া অষ্টাবয়ব জানাইলেন পরে বক্র হইয়া বক্রতা বুঝাইলেন। এতদ্রূপে অষ্টাবক্র সংজ্ঞা সূচাইলেন। তদনন্তর ভট্টদিগকে দেখাইয়া বন্দী নাম জানাইলেন। এই সমুদায় সঙ্কলনে অষ্টাবক্রবন্দিসংবাদ সূচিত করিয়া প্রাচীন পণ্ডিতের প্রতি অবলোকন ও তোমার দিগে হস্তপ্রসারণ করিয়া সংসূচিত সংবাদ তোমাকে শুনাইয়া তোমার উক্তির প্রত্যুক্তি দিয়া তোমাকে অধিক জ্ঞানোপদেশ করিতে বৃদ্ধদিগকে আজ্ঞা দিলেন। অনন্তর কুমারী সে অভিনয়ের অভিপ্রায়ানভিজ্ঞতাপ্রযুক্ত অপ্রস্তুতা হইয়া কহিলেন। সে সম্বাদ কেমন বৃদ্ধেরা কহিলেন ইহাতেও যদি বুঝিতে না পারিলা তবে বিশেষ বিবরণ কহি শুন। এই অষ্টাবক্রবন্দিসম্বাদ যুধিষ্ঠিরকে লোমশনামা মুনি পূর্ব্বকালে কহিয়াছিলেন। ইতি প্রবোধ চন্দ্রিকায়াং তৃতীয় স্তবকে চতুর্থ কুসুমং।

প্রথম খণ্ড শেষ